খুদ্দক নিকায়ের

অপদান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অনুবাদক:

ভদন্ত করুণাবংশ স্থবির

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

খুদ্দকনিকায়ে

অপদান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

৪৩. সকিংসম্মার্জক বর্গ

১. সকিংসম্মার্জক স্থবির অপদান

১. বিপশ্বী ভগবানের পাটলি বোধিবৃক্ষের পাদপাগ্রকে দেখে আমার চিত্ত তখন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

২. তৎক্ষণাৎ ঝাড়ু হাতে নিয়ে বোধিবৃক্ষের চারপাশে ঝাঁট দিয়েছিলাম এবং ঝাঁট দেওয়ার পর পাটলি বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম।

৩. তখন অতীব প্রসন্ন চিত্তে নতশিরে হাতদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করেছিলাম এবং বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করার পর আমি স্বগৃহের দিকে চলে যচ্ছিলাম।

৪. বোধিবৃক্ষের কথা স্মরণ করতে করতে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় ঘোরতর বিষধর শক্তিশালী এক অজগর সাপ আমাকে দংশন করেছিল।

৫. কিছুক্ষণ আগে আমার কৃতকর্ম আমাকে ফল দিয়ে পরিতুষ্ট করেছিল। সাপটি যখন আমার কলেবর গিলছিল, তখন আমি দেবলোকে রমিত হচ্ছিলাম।

৬. আমার চিত্ত সব সময় অনাবিল, বিশুদ্ধ ও পশুর। শোকশল্য কী জিনিস তা আমার জানা নেই। আমার চিত্তসন্তাপ বলতে কিছু নেই।

৭. আমার কখনো কুষ্ঠ, গণ্ড, চর্মরোগ, অপমার, খোঁচ-পাঁচড়া, দাউদ ও কণ্ডুরোগ হয় না। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

৮. আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোক, পরিদেবন নেই। আমার চিত্ত, অতীব শান্ত ও ঋজু। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

৯. আমি সমাধিতে নিয়ত মগ্ন থাকি না। কিন্তু আমার মন সব সময় বিশুদ্ধ ও পবিত্র। আমি যখনি যেই সমাধি ইচ্ছা করি, সেই সমাধিতে নিমজ্জিত হই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. আমি লোভনীয় বিষয়ে লুব্ধ হই না, দোষনীয় বিষয়ে দ্বেষদুষ্ট হই না এবং মোহনীয় বিষয়ে মূর্ছিত হই না। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সম্মার্জনেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এখন আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সকিংসম্মার্জক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সকিংসম্মার্জক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

১৫. হংসবতি নগরে আমি ছিলাম এক তৃণকাটিয়ে। আমি তৃণ কেটেই জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতাম।

১৬. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী, লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৭. তখন আমি নিজের ঘরে বসে চিন্তা করছিলাম এভাবে : পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন; অথচ আমার কাছে দান দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

১৮. এই একটি মাত্র বস্ত্র আমার আছে। আমার কোনো দায়ক নেই। নিরয়ে গমন অতীব দুঃখপ্রদ। তাই দক্ষিণাস্বরূপ পুণ্যবীজ রোপন করব।

১৯. এভাবে চিন্তা করার পর আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। সেই একটি মাত্র বস্ত্র হাতে নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

২০. এই একটি মাত্র বস্ত্র দান করে আমি বেশ উৎফুল্ল হয়ে হর্ষধ্বনি করেছিলাম। হে বীর, হে মহামুনি, সত্যি যদি আপনি বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে আমাকে তীর্ণ করুন।

২১. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার দানের ভূয়শী প্রশংসা করতে করতে আমাকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন :

২২. এই একটি মাত্র বস্ত্র দানের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী তুমি লক্ষকল্প কাল বিনিপাত নিরয়ে গমন করবে না।

২৩. দেবলোকে ছত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে এবং তেত্রিশবার রাজ চক্রবর্তী হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪-২৫. আর প্রাদেসিক রাজা অসংখ্যবার হবে। দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণকালে তুমি অত্যন্ত রূপবান, গুণবান ও সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন হবে। এবং তুমি চাহিবা মাত্র সুক্ষ কোমল বস্ত্র লাভ করবে।

২৬. ইহা বলার পর বীর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজ বিচরণের ন্যায় নভোমণ্ডল দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

২৭. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমার ভোগসম্পত্তির ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্র দানেরই ফল।

২৮. প্রতি পদক্ষেপে আমার জন্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়। নিচের বস্ত্রের উপর আমি দাঁড়াই এবং উপরের বস্ত্রগুলো আমাকে শামিয়ানার মতো ছায়া দেয়।

২৯. কানন, পাহাড়-পর্বতসহ সমস্ত চক্রবালকেও আমি চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করতে পারি।

৩০. সেই একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফলে ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়ে জন্মধারণ করি।

৩১. সেই একটি মাত্র বস্ত্রদানের ফল কখনো ক্ষয় হবার নয়। এমনকি এই আমার শেষ জন্মেও বিপাক প্রদান করছে।

১১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই বস্ত্র দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র বস্ত্রদানেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একবস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. একাসনদায়ক স্থবির অপদান

৩৬. হিমালয়ের অনতিদূরে গোসিত নামক এক পর্বত ছিল। সেখানে আমি একটি আশ্রম ও পর্ণশালা তৈরি করেছিলাম।

৩৭. আমার নাম নারদ হলেও আমাকে সবাই কাল্যপ বলেই চিনত। আমি শুদ্ধিমার্গ গবেষণা করতে করতে গোসিত পর্বতে বসবাস করছিলাম।

৩৮. সর্বধর্মে বিশেষ পারদর্শী জিন পদুমুত্তর সম্বদ্ধ বিবেককামী হয়ে সুনীল আকাশমার্গ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. বনে যাবার সময় মহর্ষি বুদ্ধের উজ্জ্বল রশ্মি দেখে আমি কাঠের তৈরি মঞ্চ প্রস্তুত করেছিলাম এবং আমার মৃগচর্ম বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৪০. বসার আসন দেওয়ার পর নতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর আনন্দ প্রকাশ করে এই কথা বিবেদন করেছিলাম।

৪১. হে শল্যবিনোদক মহাবীর, আপনি হচ্ছেন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মহান চিকিৎসক। হে নায়ক, আপনি এখন ভীষণ রোগগ্রস্ত। আমাকে আপনি উপযুক্ত চিকিৎসা দিন।

৪২. হে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ মহামুনি, যেসকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকে দেখতে পান, তারাই কেবল ধ্রুবসিদ্ধি লাভ করেন, তারাই অজর অমর হন।

৪৩. আপনাকে দান দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই। আমি স্বয়ং পতিত ফল খেয়েই জবিন ধারণ করি। এই একটি মাত্র বসার আসন আমার আছে। অনুগ্রহ করে আমার কাষ্ঠময় বসার আসনে বসুন।

৪৪. ভগবান সেখানে নির্ভীক পশুরাজ সিংহের ন্যায় বসেছিলেন। কিছুক্ষণ বসার পর তিনি এই কথা বলেছিলেন।

৪৫. নিশ্চিন্ত হও। ভয় পেয়ো না। তুমি জ্যোতিরসের অধিকারী হবে। তুমি যা যা চাও, সবই ভবিষ্যতে পূরণ হবে।

৪৬. তুমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে যে দান দিয়েছে তা তুচ্ছ করার মতো না। যখন তোমার চিত্ত নিষ্কলুষ হবে তখন তুমি নিজেই তোমকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

৪৭. এই একটি মাত্র আসন দানের ফলেও প্রার্থনা অনুসারে তুমি লক্ষ কল্পকাল বিনিপাত অপায়ে গমন করবে না।

৪৮. তুমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে পঞ্চাশবার দেবরাজত্ব করবে এবং আশিবার রাজ চক্রবর্তী হবে।

৪৯. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে। সর্বত্রই সুখী হয়ে তুমি সংসারে জন্ম পরিভ্রমণ করবে।

৫০. এই কথা বলার পর বীর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজ বিচরণের ন্যায় নভোমণ্ডল দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৫১. আমি জন্মেজন্মে সচল ও চাকাওয়ালা হস্তিযান, অশ্বযান সবকিছু লাভ করেছি। ইহা আমার একটি মাত্র বসার আসন দানেরই ফল।

৫২. কাননে প্রবেশের পর আমি যখনি বসার আসন ইচ্ছা করতাম, তখনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে আমার জন্য পালঙ্ক আর্বিভূত হতো।

৫৩. জলের মধ্যে থেকে আমি যখনি বসার আসন ইচ্ছা করতাম, তখনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে আমার জন্য পালঙ্ক আবির্ভূত হতো।

৫৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করিনা কেন, আমাকে সবসময় লাখো পালঙ্ক পরিবেষ্টিত করে থাকত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৫. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে মাত্র এই দুই ভবে জন্মগ্রহণ করেছি এবং ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ এই কুলে জন্মগ্রহণ করেছি।

৫৬. অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র একটি মাত্র বসার আসন দান করে আজ আমি ধর্মপালঙ্ক লাভ করেছি এবং সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৭. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একটি মাত্র বসার আসন দানেরই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একাসনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৬১. হিমালয়ের অনতিদূরে কুক্কুট নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের পাদদেশে সাতবার পচ্চেক বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৬২. একদিন আমি প্রস্ফুটিত কদম্ব ফুল দেখে কৃতাঞ্জলি পুটে সাতটি মালা হাতে নিয়ে পুণ্যচিত্তে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

৬৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তকদম্বপুষ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৬৮. পূর্বে আমি মাতাপিতার মৃত্যুর পর এক বনকর্মী ছিলাম। আমি পশু হত্যা করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতাম। তাই আমার কুশল পুণ্য বলতে কিছুই ছিল না।

৬৯. আমার আবাসের একদম কাছে চক্ষুষ্মান লোকাগ্রনায়ক তিষ্য ভগবান আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত তিনতি পদচিহ্ন প্রদর্শন করেছিলেন।

৭০. আমি তিষ্যশাস্তার সেই তিনটি পদচিহ্ন দেখে অতীব আনন্দিত হয়েছিলাম এবং পদচিহ্নের প্রতি আমার মন প্রসন্নতায ভরে উঠেছিল।

৭১. পাশে সুপুষ্পিত কোরণ্ড পুষ্প দেখে আমি আঁটিসহ কোরণ্ডপুষ্প ছিড়ে নিয়ে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে পুজা করেছিলাম।

৭২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭৩. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্ম নিই না কেন, সব সময় উজ্জ্বল কোরণ্ডবর্ণের অধিকারী হতাম।

৭৪. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজা করারই ফল।

৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

৭৮. একদিন আমি গভীর অরন্যে উপবিষ্ট তীব্র বাতব্যাধিতে পীড়িত লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সুচিন্তিত ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭৯-৮০. তখন আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে ঘৃতমণ্ড পান করিয়েছিলাম। এই সুকৃত পুণ্যকর্ম করার ফলে এই গঙ্গা ভাগীরথী, চারিমহাসমুদ্র এবং এই বিশাল কর্কশ পৃথিবী ও আমার জন্য ঘৃত উৎপন্ন করে।

৮১-৮২. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে উপর্যুক্ত নদগুলো মধুপিণ্ডতে পরিণত হতো। আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া চৌদিকের সমস্ত বৃক্ষগুলো কল্পতরু হয়ে যেত। আমি পঞ্চাশ বার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৩. আমি একান্নবার রাজচক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৮৪. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘৃতমণ্ড দান করারই ফল।

৮৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘৃতমণ্ডলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘৃতমণ্ডলদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. একধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান

৮৮. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী জিন পদুমুত্তর ভগবান চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে বহু সত্ত্বকে মুক্ত করছিলেন।

৮৯. সেই সময় আমি কঠোর তপস্যাকারী জটিল সন্ন্যাসী ছিলাম। তখন আমি বল্কলবস্ত্র ধুনতে ধুনতে আকাশমার্গে যাচ্ছিলাম।

৯০. আকাশমার্গ দিয়ে যেতে যেতে যখনি ঠিক বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের উপর পৌঁছলাম, তখন আর যেতে পারছিলাম না। তীর বিদ্ধ পাখির ন্যায় আমি সম্পূর্ণ অচল হয়ে গিয়েছিলাম।

৯১. জলকে পাশ কাটিয়ে আমি আকাশপথে গমন করে থাকি। অতীতে আমার তো এমন কোনো ঈর্যাপথ বিপর্যয় দেখা যায়নি।

৯২. আমাকে অবশ্যই বিষয়টি খোঁজ করে দেখতে হবে। নিশ্চয় কোনো একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর আমি আকাশ থেকে নেমে প্রথমে শাস্তার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

৯৩. তখন তিনি পৃথিবীর যত মনোজ্ঞ, প্রিয়বস্ত্র ও শ্রুতিমধুর শব্দ—সবকিছুই অনিত্য, ক্ষয়শীল, ব্যয়শীল বলে দেশনা করছিলেন। তখন শাস্তার সেই কথাটিই আমার বেশ মনে ধরল। এভাবে শাস্তার কাছ থেকে অনিত্যসংজ্ঞা শিখে নিয়ে আমি আমার আশ্রমে চলে গিয়েছিলাম।

৯৪. যথা-আয়ুষ্কাল বেঁচে থাকার পর আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম। যত দিন বেঁচে ছিলাম, তত দিন আমি সেই যে সদ্ধর্মশ্রবণ করেছিলাম তা মনে মনে স্মরণ করেছিলাম।

৯৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে এবং প্রার্থনা অনুযায়ী আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৬. ত্রিশ হাজার কল্প আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম। একান্নবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৯৭. একুশবার আমি রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৯৮. আমি আমার পুণ্য ভোগ করেছিলাম। জন্মজন্মান্তরে সুখী হতোম। আমি ভবভবান্তরে ভ্রমণকালে সব সময় বুদ্ধের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনিত্যসংজ্ঞা স্মরণ করতাম। তারপরও আমি সংসারের শেষ পরিণতি অচ্যুতপদ নির্বাণ লাভ করিনি।

৯৯. পিতৃগৃহে বসে একদিন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ এই বলে অনিত্যমূলক দেশনা করছিলেন।

১০০. সংসারের যাবতীয় সংস্কারই অনিত্য, উৎপত্তি ও বিলয়শীল। উৎপত্তি হয়ে আবার নিরুদ্ধ হয়। সেই সংস্কারসমূহের চরম উপশমই পরমসুখ।

১০১. এই গাথা শুনার সাথে সাথেই আমার পূর্বলব্ধ অনিত্যসংজ্ঞার কথা মনে পড়েছিল। সেই আসনে বসেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০২. জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম এবং তারপর বুদ্ধ আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন। ইহা আমার ধর্মশ্রবণেরই ফল।

১০৩. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই ধর্মশ্রবণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধর্মশ্রবণেরই ফল।

১০৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একধর্মশ্রবনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একধর্মশ্রবণীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৮. সুচিন্তিত স্থবির অপদান

১০৭. হংসবতী নগরে আমি এক কৃষক হয়ে জন্মেছিলাম। কৃষিকাজ করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং স্ত্রী-পুত্রদের ভরণপোষণ করতাম।

১০৮. তখন আমার কৃষিক্ষেত্র ছিল সুজলা, সুফলা ও ধনধান্যে পরিপূণ। জমির ধান যখন থেকে আসল, তখন আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম :

১০৯. ইহা আমার পক্ষে মোটেই উচিত নয় যে, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, পরম গুণের অধিকারী সংঘকে দান না দিয়ে অগ্রে ভোজন করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১০. জগতে বুদ্ধ অদ্বিতীয়, অসদৃশ ও বত্রিশ মহপুরূষলক্ষণ সম্পন্ন এবং তাঁরই আদর্শে উজ্জীবিত অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘ।

১১১. আমি সেই অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশেই নতুন শষ্য আগে আগে দান করব। এভাবে চিন্তা করার পর আমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

১১২. তারপর আমি জমি থেকে ধান নিয়ে এসে সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে শাস্তার পদবন্দনা করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

১১৩. হে চক্ষুষ্মান মুনি, আপনিই হচ্ছেন এই নতুন শষ্যরাশির যোগ্য গ্রহীতা। আমার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হয়ে এই দান গ্রহণ করুণ।

১১৪. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে এই কথা বলেছিলেন।

১১৫. চারি মার্গের অধিকারী, চারিফলে প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ ঋজুভূত, প্রজ্ঞা ও শীলে সুসমন্বিত। পুণ্যপ্রাণি ও পুণ্যাকাঙ্ক্ষী দানেচ্ছু মানুষদের পরম দানের ক্ষেত্র।

১১৬. সংঘক্ষেত্রে দান দিলে অধিক পুণ্য হয় মহাফল প্রদান করে। তাই তোমার নতুন শষ্য অথবা অন্য কিছু সংঘক্ষেত্রেই দান দেওয়া উচিত।

১১৭. সংঘকে নিমন্ত্রণ করে নিজ ঘরে ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে গিয়ে ঘরে যা কিছু তৈরি করা আছে তা-ই তুমি ভিক্ষুসংঘকে দান কর।

১১৮. সংঘকে নিমন্ত্রন করে নিজঘরে ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে গিয়ে আসর ঘরে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা-ই ভিক্ষুসংকে দান করেছিলাম।

১১৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী আমি মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২০. সেখানে আমার ব্যামপ্রভা ছিল সুবর্ণময় ও প্রভাস্বর। আমার দেববিমানটি ছিল ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ।

[উনিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

১২১. আমার সমগ্র দিব্যভবনটিকে ঘিরে প্রতিনিয়ত সুন্দরী নারীগণ পরিবেষ্টিত করে থাকত। সেখানেই আমি খেয়ে-দেয়ে বসবাস করতাম।

১২২. আমি তিনশত বার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম। পাঁচশত বার রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর প্রাদোসক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

১২৩. ববসংসারে পরিভ্রমনকালে আমি অমিত ধনসম্পত্তির অধিকরী হতাম। ভোগসম্পত্তির ঘাটতি আমার কখনো ছিল না। ইহা আমার নতুন শষ্য দানেরই ফল।

১২৪. সচল চাকাওয়ালা হস্তিযান ও অশ্বযান প্রভৃতি সমস্ত কিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শষ্য দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৫. জন্মে জন্মে আমি নতুন বস্ত্র, নতুন ফল, নবাগ্রবস ভোজন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শয্য দানেরই ফল।

১২৬. জন্মে জন্মে আমি কোশেয়্য কম্বল ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস প্রভৃতি সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শয্য দানেরই ফল।

১২৭. জন্মে জন্মে আমি দাসদাসী ও সসজ্জিত নারী সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শয্য দানেরই ফল।

১২৮. আমার শীত-উষ্ণ অথবা পরিদাহ বলতে কিছুই ছিল না। এমকি আমার হৃদয়ে চৈতসিক দুঃখও ছিল না।

১২৯. জন্মে জন্মে আমি 'ইহা খাও, ইহা ভোজন কর, এই শয্যায় শয়ন কর' প্রভৃতি সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার নতুন শয্য দানেরই ফল।

১৩০. ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণ শেষে এই আমার শেষ জন্ম। আজও আমার সেই পূর্বকৃত পুণ্য আমাকে প্রতিনিয়ত ফল দিয়ে পুরতুষ্ট করছে।

১৩১. গুণোত্তম শ্রেষ্ঠ সংঘকে নতুন শয্য দান করে আমি আমার কর্মানুরূপ আটটি সুফল ভোগ করেছি।

১৩২. জন্মে জন্মে আমি রূপবান, যশস্বী, মহাধনাঢ্য, সুস্থ, প্রিয় জ্ঞাতি-পরিজন পরিবেষ্টিত ও ঐক্যবদ্ধ পরিষদের অধিকারী হতাম।

১৩৩. পৃথিবীর সকলেই আমাকে সম্মান করত এবং যা কিছু দানীয় বস্তু আছে সবকটি আগে আগে আমিই পেতাম।

১৩৪. ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অথবা বুদ্ধশ্রেষ্ঠের সামনে অন্য সবাইকে অতিক্রম করে দায়কগণ আমাকেই দান দিয়ে থাকেন।

১৩৫. গুনোত্তম সংঘক্ষেত্রে এভাবে নতুন শয্য দান করে এই সমস্ত সুফল ভোগ করেছি। ইহা আমার নতুন শয্য দানেরই ফল।

১৩৬. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই নতুন শয্য দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নতুন শয্য দানেরই ফল।

১৩৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুচিন্তিতো স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুচিন্তিতো স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. সুবর্ণকিঙ্কনীয় স্থবির অপদান

১৪০. আমি গৃহত্যাগ করে শ্রদ্ধায় অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি ছিলাম বল্কবস্ত্রধারী ও কঠোর তপস্যাকারী।

১৪১. সেই সময় লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অর্থদর্শী ভগবান জগতে জন্মেছিলেন এবং বহু মানুষকে দুঃখমুক্ত করছিলেন।

১৪২. তখন আমি ছিলাম ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্বল বালির উপর স্তুপ তৈরি করে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম।

১৪৩. ভীষণ রকম কষ্ট-প্রহৃষ্ট চিত্তে আমি নিজ হাতে তাতে সুবর্ণকিংকণি পুষ্প ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমার মন বিমল আনন্দে ভরে উঠেছিল।

১৪৪-১৪৫. আমি অর্থদর্শী ভগবানে সেই স্তুপকে সাক্ষাৎ বুদ্ধ পূজা করার ন্যায় পরিচর্যা করেছিলাম এবং সেই চিত্তপ্রসন্নতার দরুণ আমি দেবলোকে জন্ম নিয়ে বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম। সেখানে আমি সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়েছিলাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৪৬. আশি কোটি সমলংকৃত নারী সব সময় আমাকে সেবা করত। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারইফল।

১৪৭. সেখানে প্রতিনিয়ত ষাট হাজার তূর্য, ভেরি, ঢোল, শঙ্ক, দুন্দুভি বাজানো হতো।

১৪৮-১৪৯. চুরাশি হাজার সমলংকৃত ত্রিধপ্রভিন্ন ষাট বর্ষীয় মাতঙ্গ হাতি হেমজালে আচ্ছাদিত হয়ে আমাকে সেবা করত। মহাজনতা ও হাতির কোনো ঘাটতি তখন আমার ছিল না।

১৫০. এভাবেই আমি সুবর্ণ কিংকনিপুষ্প দানের বিপাক আমি ভোগ করছিলাম। আমি আটান্নবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১৫১. একাত্তর বার রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলাম। আর এই পৃথিবীতে একশবার রাজত্ব করেছিলাম।

১৫২. এখন আমি সুদর্শন, অসংস্কৃত, অমৃত নির্বাণ অধিগত হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১৩৬. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই নতুন যে পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নতুন বুদ্ধকে পুষ্প পূজা করারই ফল।

১৩৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুবর্নকিংকনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুবর্ণকিঙ্কনীয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সোন্নকোন্তরিক স্থবির অপদান

১৫৭-১৫৯. মনোভাবনীয় বুদ্ধ, আত্মদান্ত, সমাহিত, শ্রেষ্ঠপথে চলমান, চিত্তের ক্লেশমলের পরম উপশমে নিরত, স্রোতোত্তীর্ণ সম্বুদ্ধ, ধ্যানী, ইন্দ্রপ্রভাসম্পন্ন বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট অলাবুর জল (লাউয়ের জল) নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। বুদ্ধে রাতুল শ্রীপাদদ্বয় ধুইয়ে দিয়ে অলাবুর জল দান করেছিলাম।

১৬০. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমাকে আদেশ করেছিলেন, এই অলাবুর জল নিয়ে এসে আমার পদমূলে রাখ।

১৬১. আমি 'অতি ভালো' বলে শাস্তার গৌরববশত অলাবুর জল নিয়ে এসে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়েছিলাম।

১৬২. মহাবীর বুদ্ধ আমার চিত্তকে শান্তির সলিলধারায় সিক্ত করে এই বলে অনুমোদন করেছিলেন : 'এই অলাবু দানের ফলে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!'

১৬৩. (এই দানের ফলে) আমি পনের কল্প ধরে দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম। আর ত্রিশবার রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৬৪. কী রাতে, কী দিনে, আমি যখনি হাঁটতাম অথবা দাঁড়াতাম, তখনি আমার সামনে সোনার কৌটা আবির্ভূত হতো।

১৬৫. বুদ্ধকে অলাবু দান করে আমি সোনার কৌটা লাভ করেছিলাম। আশ্চর্য, আমার সেই অল্পমাত্র দান কী বিপুল ফলই না প্রদান করেছিল!

১৬৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই অলাবু দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অলাবু দানেরই ফল।

১৩৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সোন্নকোন্তরিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোন্নকোন্তরিক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

সকিংসম্মার্জক, একবস্ত্রী, একাসনী, কদম্বদায়ক,
কোরণ্ডদায়ক, ঘৃতমণ্ডদায়ক ও একশ্রবনীয় স্থবির;
সুচিন্তিত, কিংকনীয় ও সোন্নকোন্তরিক স্থবির,
মোট একশত উনসত্তর গাথা এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৪. একবিহারী বর্গ

১. একাবিহারিক স্থবির অপদান

১. এই ভদ্র কল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশস্বী (বুদ্ধ) কাশ্যপ গোত্রে জন্মেছিলেন।

২-৩. তিনি ছিলেন নিষ্প্রপঞ্চ, নিরালম্বন, আকাশসম মনের অধিকারী, শূন্যতাবহুল, নিয়ত অনিমিত্তরত, অসঙ্গচিত্ত, ক্লেশমুক্ত, কুলসংর্সগবিরাগী, মহাকারুনিক বীর ও বিনয়োপায় বিশারদ।

৪. তিনি পরকৃত্য সম্পাদনে অতিউৎসাহী, সদেবলোককে বিনয়নকারী, নির্বাণগমন মার্গপ্রদর্শক ও গতিপঙ্ক বিশোধনকারী।

৫. অমৃতের পরম আস্বাদলাভী, জরা-মৃত্যু নিবারণকারী, লোকতারকা (বুদ্ধ) মহাপরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন।

৬. সুমধুর কোকিলকণ্ঠী, ব্রহ্মনির্ঘোষ নাথ তথাগত সংসার দুঃখে জর্জরিত সত্ত্বগণকে মহাদুর্গতির খাদ হতে উদ্ধারকারী।

৭. একদিন লোকনায়ক বুদ্ধ বিরজধর্ম দেশনা করার সময় জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে দেখতে পেলেন। তাঁর ধর্মকথা শুনেই আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি জিনশাসনের কথা ভাবতে ভাবতে একাকী রমনীয় একবনে সংসর্গপীড়িত হয়ে বসবাস করেছিলাম।

৯. আমি এখন সৎকায়বিরাগী, হেতুভূত, মানসিক কলুষতাত্যাগী ও সংসর্গভয়দর্শী।

১০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একবিহারিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একবিহারিক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একশঙ্খীয় স্থবির অপদান

১৩. বিপশ্বী ভগবানের একটি মহাবোধিবৃক্ষ ছিল। বহুমানুষ তখন সমাগত হয়ে সেই উত্তম বোধিবৃক্ষকে পূজা করতেন।

১৪. তখন আমি ভেবেছিলাম, ইনি নিশ্চয় হেলাফেলায় করারমতো কিছু নন। ইনি নিশ্চিতভাবে বুদ্ধশ্রেষ্ঠই হবেন। শাস্তার ঈদৃশ বোধিবৃক্ষ অতীব পূজনীয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫. তার পর থেকে আমি হাতে শঙ্খ নিয়ে প্রত্যহ বাজিয়ে বাজিয়ে বোধিবৃক্ষকে পূজা করেছিলাম এবং বন্দনা করেছিলাম।

১৬. মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে আমার কৃতকর্ম আমাকে দেবলোকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার নিথর দেহ ভূলণ্ঠিত। আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

১৭. প্রমোদদান কারীরা ষাট হাজার তূর্য নিয়ে নিত্য বাজিয়ে বাজিয়ে আমাকে সেবা করত। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

১৮. আজ থেকে একাত্তর কল্প আগে আমি চতুরন্তবিজেতা, জম্বুদীপের অধিশ্বর সুদর্শন রাজা হয়েছিলাম।

১৯. তখন আমাকে শত শত তূর্য প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত করে থাকত। এভাবেই আমি স্বকৃত কর্ম ভোগ করেছিলাম। ইহা আমার সেবা করারই ফল।

২০. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকাকালেও নিত্য ভেরি বাজানো হতো।

২১. সম্বুদ্ধকে সেবা করার পর ও দেবমনুষ্য উভয় সম্পত্তি ভোগ করার পর আজ আমি পরম সুখ, অচলপদ, অমৃত নির্বাণ লাভ করেছি।

২২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একশজ্ঝীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একশজ্ঝীয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির অপদান

২৬. পরম পূজনীয় জিন পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ তখন লাখো অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

২৭. উপশান্ত বুদ্ধ যখন নগরে প্রবেশ করছিলেন, তখন রত্নাবলী আকাশে জ্বল জ্বল করছিল, বজ্র নির্ঘোষ হচ্ছিল।

২৮. বুদ্ধ যখন নগরে প্রবেশ করছিলেন, তখন বুদ্ধের প্রভাবে আপনাতেই বজ্রঘর্ষিত ভেরি ও বীণা বেজে উঠেছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯. আমি পদুমুত্তর মহামুনি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে প্রণাম নিবেদন করব। তার ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখে আমি তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৩০. কী আশ্চর্য বুদ্ধ! কী আশ্চর্য ধর্ম! কী আশ্চর্য আমাদের শাস্তাসম্পদ! অচেতন জড়বস্তু তূর্য পর্যন্ত আপনাতেই বেজে উঠছে!

৩১. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৩২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাটিহীরসংজ্ঞক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির অপদান

৩৫. আমি সোনারঙা ফুলের মতো উজ্জ্বল, দীপবৃক্ষের মতো জ্যোর্তিময় ও কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল দ্বিপতোত্তম ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৬. জলপাত্র একপাশে রেখে, বল্কবস্ত্র ভাঁজ করে, পরিধেয় অজিন বস্ত্রকে একাংশ করে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৩৭. তমঃঅন্ধকারে আচ্ছন্ন, মোহজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণকে জ্ঞানালোক প্রদর্শন করে হে মহামুনি, আপনিই সংসারস্রোতোত্তীর্ণ।

৩৮. আপনিই এই দুঃখতাপদগ্ধ সত্ত্বগণকে উদ্ধার করেছেন। আপনিই পরিপূর্ণ অনুত্তর সম্বুদ্ধ। এই বিশ্বচরাচরে আপনার জ্ঞানের কোন তুলনা নেই।

৩৯. সেই জ্ঞানের কারণেই আপনি সর্বজ্ঞ। তাই আপনাকে 'বুদ্ধ' বলা হয়। আমি সে মহাবীর, সর্বজ্ঞকে বন্দনা নিবেদন করছি।

৪০. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার জ্ঞানস্তুতিরই ফল।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানস্তুতিকারী স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির অপদান

৪৪. বন্ধুমতি নগরে আমি এক দ্বাররক্ষক ছিলাম। একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৫. আমি অতীব প্রসন্নমনে মহর্ষি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে এক খণ্ড আঁখ দান করেছিলাম।

৪৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই আঁখ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার এক খণ্ড আঁখ দানেরই ফল।

৪৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উচ্ছুখণ্ডিক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কলম্বদায়ক স্থবির অপদান

৫০. রোমসো নামক এক পচ্চেক সম্বুদ্ধ এক পর্বতে বসবাস করছিলেন। তখন তাঁকে নিজ হতে কলম্ব দান করেছিলাম।

৫১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কলম্ব দানেরই ফল।

৫২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কলম্বদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[কলম্বদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অম্বাটকদায়ক স্থবির অপদান

৫৫. একদিন আমি গভীর অরন্যে অপরাজিত সয়ম্ভূ বুদ্ধকে দেখে আমড়া ফল হতে নিয়ে তাঁকে দান করেছিলাম।

৫৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৫৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বাটকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বাটকদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. হরীতকীদায়ক স্থবির অপদান

৬০. হরীতকী, আমলকী, আম, জাম, কলা, বহেরা, বিল্বফল প্রভৃতি আমি নিজেই সংগ্রহ করেছিলাম।

৬১. একদিন আমি গিরিখাদে ধ্যানী, ধ্যানরত মুনি ও ভীষণভাবে রোগপীড়িত অদ্বিতীয় মহামণিকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬২. আমি তখন হরিতকি নিয়ে সয়সম্ভূ বুদ্ধকে দান করেছিলাম। সেই হরীতকী খাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যাধি উপশম হয়েছিল।

৬৩. আমার সেই ভৈষজ্য খেয়ে নিরোগ সুস্থ হয়ে সদ্য রোগমুক্ত বুদ্ধ আশাকে এই বলে আর্শীবাদ করেছিলেন।

৬৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ কর না কেন, সর্বত্রই তুমি সুখী হও। ব্যাধি তোমাকে কখনো পীড়িত না করুক।

৬৫. ইহা বলার পর অপরাজিত সয়ম্ভূ, ধীরসম্বুদ্ধ হংসরাজের ন্যায় আকাশ মার্গ দিয়ে উড়ে চলে গিয়েছিলন।

৬৬. মহর্ষি সয়ম্ভূকে যেদিন আমি হরীতকী দান করেছিলাম সেই থেকে আজ অবধি ব্যাধি আমাকে কখনো আক্রান্ত করেনি।

৬৭. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভৈষজ্য দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভৈষজ্য দানেরই ফল।

৬৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান হরীতকীদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[হরীতকীদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান

৭২. তখন আমি ঈষাদন্ত মস্তমড় এক হস্তিরাজ ছিলাম। গভীর অরন্যে বিচরণ করতে করতে একদিন আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭৩. আমি কয়েকটি আম হাতে নিয়ে শাস্তাকে দান করেছিলাম। মহাবীর লোকনায়ক সিদ্ধার্থ ভগবান সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

৭৪. আমার বিশেষ প্রার্থনায় সির্দ্ধাথ জিন সেগুলো গ্রহণ করে আমার সামনেই খেয়েছিলেন। তাতে আমি প্রসন্নচিত্ত হয়ে তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৭৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। এভাবেই আমি দেবমনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম।

৭৬. ভাবনা নিরত হয়ে আজ আমি সম্পূর্ণ উপশান্ত ও নিরূপধি। অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

৭৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৭৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বপিণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বপিণ্ডিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. অম্বফলিয় স্থবির অপদান

৮১-৮২. পিণ্ডার্থে বিচরণরত মহান যশস্বী, লোকশ্রেষ্ঠ, দক্ষিণার যোগ্য, বীর পদুমুত্তর বুদ্ধকে আমি অগ্রফল হাতে নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে দান করেছিলাম।

৮৩. হে দ্বিপদেন্দ্র লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই কর্মের প্রভাবেই আজ আমি সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচল স্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৮৪. । আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অগ্রফল দানেরই সুফল।

৮৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বফলিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[একবিহারী বর্গ চুয়াল্লিমতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

স্থবির একবিহারী, একশজ্ঝীয়, পাটিহীসংজ্ঞক,
জ্ঞানস্তুতিকারী, উচ্ছুখণ্ডিক, কলম্বদায়ক, অম্বাটক,
হরীতকী, অম্বপিণ্ডিয় ও অম্বফলিয় স্থবির এই দশে মিলে
মোট সাতশিটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. বিভীতক বর্গ

১. বিভীতক মিঞ্জিয় স্থবির অপদান

১. সর্ববিধ ধর্মে সবিশেষ পারদর্শী মহাবীর ককুসন্ধ বুদ্ধ জনসংসর্গ হতে বিছিন্ন হয়ে গভীর বনে চলে গিয়েছিলেন।

২. বীজশাঁস (বহেরার ভিতরে থাকা শাঁস) নিয়ে আমি লতার জড়িয়ে দিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় ভগবান পর্বতের মধ্যে ধ্যান করছিলেন।

৩. হঠাৎ আমি দেবাতিদেব বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি অতীব প্রসন্নমনে পরম দাক্ষিণেয়্য বীরকে বীজশাঁস দান করেছিলাম।

৪. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই বীজশাঁস দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বীজশাঁস দানেরই ফল।

৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিভীতকমিঞ্জিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিভীতকমিঞ্জিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কোলদায়ক স্থবির অপদান

৮. তখন আমি ছিলাম অজিনবস্ত্র পরিহিত, বল্কবস্ত্রধারী। একদিন আমি বড় ঝুড়িতে করে এক ঝুড়ি কলা আমার আশ্রমে নিয়ে এসেছিলাম।

৯. সেই সময় শিখী বুদ্ধ ছিলেন একা, অদ্বিতীয়। একদিন তিনি সবকিছু জেনে-বুঝে আমার আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১০. অতীব প্রসন্নমনে আমি সুব্রত বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং দুহাতে কলা নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১১. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কলা দানেরই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোলদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. বিল্লিয় স্থবির অপদান

১৫. আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম। সমগ্র আশ্রমটি ছিল বিল্ববৃক্ষে সমাচ্ছন্ন এবং নানা ধরণের বৃক্ষ-পরিশোভিত।

১৬. আশ্রমে সুগন্ধ বেল দেখে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছিলাম। তারপর আমি ভীষণভাবে তুষ্ট ও শ্রদ্ধাপ্রুত হয়ে কাঁধে করে এক ভার নিয়ে এসেছিলাম।

১৭. আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বীর ককুসন্ধ বুদ্ধের কাছে গিয়ে অতীব প্রসন্নমনে বেলফল দান করেছিলাম।

১৮. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

১৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বিল্লিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বিল্লিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. বহেরাদায়ক স্থবির অপদান

২২. এক সময় সুপুষ্পিত শালরাজের ন্যায় বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সম্পন্ন সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধ গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৩. বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে যেতে দেখে আমি একটি তৃণমাদুর বিছিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম এই বলে : হে বুদ্ধ, আমাকে অনুকম্পা করুন। আমি আপনাকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা পোষণ করি।

২৪. পরম অনুকম্পাপরায়ণ, মহাকারুণিক, মহাযশস্বী অর্থদর্শী ভগবান আমার মনের কথা অবগত হয়ে আমার আশ্রমে নেমে ছিলেন।

২৫. নামার পর সম্বুদ্ধ আমার বিছানো তৃণমাদুরে বসেছিলেন। তখন আমি হাতে বহেরা নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

২৬. আমার প্রার্থনার কারণে অর্থদর্শী জিন সেগুলো খেয়েছিলেন। তাতে আমার চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল এবং আমি অর্থদর্শী জিনকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

২৭. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বহেরাদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বহেরাদায়ক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. উত্তলিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৩১. সদ্য নতুন পত্রপল্লব গজিয়ে ওঠাহলুদাং নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে নীলকান্ত মণিফুল হতে নিয়ে আমি বোধিপূজা করেছিলাম।

৩২. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেইবোধিপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বোধিপূজা করারই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তলিপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তলিপুপ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অম্বটকীয় স্থবির অপদান

৩৬. অভিজাত পশুরাজ সিংহের ন্যায় বেস্সভূ মুনি সুপুপ্পিত শালবনে প্রবেশ করে গিরিদুর্গে বসেছিলেন।

৩৭. আমি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বেস্সভূ মুনিকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে অম্বাটকপুপ্প দিয়ে পূজা করেছিলেন।

৩৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুপ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অম্বাটকীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অম্বাটকীয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. সিংহাসনিক স্থবির অপদান

৪২. আমি সকল সত্ত্বগণের পরম হিতৈষী পদুমুত্তর ভগবানকে অতীব প্রসন্নমনে একটি সিংহাসন দান করেছিলাম।

৪৩. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্ম নিই না কেন, সর্বত্রই আমি বিপুল ব্যাম লাভ করি। ইহা আমার সিংহাসন দানেরই ফল।

৪৪. আমার জন্য প্রতিনিয়ত বহু স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, লৌহময় ও মণিময় পালঙ্ক উৎপন্ন হয়।

৪৫. পদুমুত্তর বুদ্ধের বোধিবৃক্ষে একটি আসস তৈরি করে আমি সব সময় উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকি। অহো, ধর্মের কী সুফল।

৪৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি একটি সিংহাসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে সিংহাসন দানেরই ফল।

৪৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সিংহাসনিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সিংহাসনিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পাদপীঠীয় স্থবির অপদান

৫০. শ্রেষ্ঠ মহাকারুণিক মুনি মহাযশস্বী সুমেধ সম্বুদ্ধ নিজে নিবৃত হয়ে বহুত্ত্বকে সংসার দুঃখ হতে মুক্ত করেছিলেন।

৫১. মহর্ষি সুমেধ ভগবানের সিংহাসনের চারপশে আমি অতীত প্রসন্নচিত্তে একটি পাদপীঠ (পা রাখার চৌকি) তৈরি করে দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫২. সুবিপাকী ও সুখদায়ীকুশলকর্ম করার পর আমি পুণ্যকর্ম সংযুক্ত হয়ে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৫৩. পুণ্যকর্ম সমন্বিত হয়ে সেখানে অবস্থানকালীন প্রতি পদক্ষেপে আমার জন্য স্বর্ণময় পীঠ (চৌকি) আবির্ভূত হতো।

৫৪. যারা ধর্মশ্রবণের সুযোগ লাভ করে তাদের লাভই পরম লাভ। আর তারাই পরম নিবৃত বুদ্ধের পূজা করে বিপুল সুখ লাভ করে থাকে।

৫৫. বানিজ্য করতে গিয়ে আমিও সুকর্মই করেছিলাম। বুদ্ধের জন্যে পাদপীঠ তৈরি করে দিয়ে জন্মে জন্মে আমি স্বর্ণময় পীঠ লাভ করে থাকি।

৫৬. যেকোনো কার্যোপলক্ষে যেদিকেই আমি যাই না কেন, আমার পায়ের পাতা সব সময় স্বর্ণময় পীঠেই পতিত হয়। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৫৭. আজ থেকে ত্রিশ কল্প আগে আমি যে কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাদপীঠ দানেরই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাদপীঠীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাদপীঠী স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বেদিকারক স্থবির অপদান

৬১. পদুমুত্তর ভগবানের উত্তম বোধিপাদপে একটি বেদি তৈরি করে দিয়ে আমি আতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৬২. এর ফলে নির্মিত-অনির্মিত ছোট-বড় বহু জিনিসপত্র অন্তরীক্ষ হতে বর্ষিত হতো। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৩. প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধের সময় ভয়ানক কোনো দৃশ্য দেখতে পেলেও আমি কখনো ভয় পেতাম না। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৪. আমার সংকল্পের কথা জ্ঞাত হয়ে আমার জন্য শুভ ব্যাম একং মহার্ঘ্য শয্যা উৎপন্ন হতো। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই বেদি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বেদি দানেরই ফল।

৬৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বেদিকারক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বেদিকারক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. বোধিঘরদায়ক স্থবির অপদান

৬৯. আমি অতীব প্রসন্নমনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্যে একটি বোধিঘর তৈরি করেছিলাম।

৭০. এর ফলে আমি তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে নত্নময় ঘরে বসবাস করেছিলাম এবং তাতে শীত, উষ্ণ অথবা প্রবল বাতাস আমার শরীরকে কষ্ট দিতে পারতো না।

৭১. আজ থেকে পঁয়ষট্টি কল্প আগে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম এবং আমার জন্য বিশ্বকর্মা কাশিক নামক নগর নির্মাণ করেছিলেন।

৭২. সেই নগরটি ছিল দশ যোজন দীর্ঘ ও আট যোজন প্রস্থ। সেই নগরে কোনো কাঠ, বল্মী ও মৃত্তিকা ছিল না।

৭৩. বিশ্বকর্মার তৈরি করা মঙ্গল নামক প্রাসাদটি ছিল একযোজন দীর্ঘ ও অর্ধযোজন প্রস্থ।

৭৪. সেই প্রাসাদে চুরাশি হাজার স্বর্ণময় স্তম্ভ, মণিময় দ্বারপ্রকোষ্ঠ ও রৌপ্যময় আচ্ছাদনী ছিল।

৭৫. বিশ্বকর্মার তৈরি করা ঘরটি ছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণময়। তাতে আমি বসবাস করেছিলাম। ইহা আমার ঘরদানেরই ফল।

৭৬. দেবমনুষ্য লোকে সর্ববিধ সম্পত্তি ভোগ করে আজ আমি পরম শান্তিপদ, অনুত্তর নির্বাণ লাভ করেছি।

৭৭. । আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বোধিঘর তৈরি করে দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘর দানেরই ফল।

৭৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোধিঘরদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিঘরদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[বিভীতক বর্গ পঁয়তাল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

বিভীতক, কোলদায়ক, বিল্লিয়, বহেরাদায়ক,
উত্তলিপুপ্পিয়, অম্বাটকীয়, সিংহাসনীয়,
পাদপীঠীয়, বেদিকারক ও বোধিঘরদায়ক
মোট আশিটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৬. জগতিদায়ক বর্গ

১. জগতিদায়ক স্থবির অপদান

১. আমি অতীব প্রসন্নমনে মহামুনি ধর্মদর্শীভগবানের উত্তম বোধিপাদপের বারান্দাটি তৈরি করে দিয়ে ছিলাম।

২. পাহাড়-পর্বত অথবা বৃক্ষ হতে পড়ে গিয়ে আমি ঠিকই নিচে একটি ভিত্তি পেতাম যেখানে আমি দাঁড়াতে পারতাম। ইহা আমার বারান্দ তৈরি করে দেওয়ারই ফল।

৩. চোরেরা আমার কোনো ক্ষতি করত না। ক্ষত্রিয় রাজারা আমাকে অবজ্ঞা করত না। আমি অমার সকল শত্রুকে পরাজিত করতাম। ইহা আমার বারান্দা তৈরি করে দেওয়ারই ফল।

৪. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে আমি যেখানেই জন্ম নিই না কেন, সর্বত্রই পূজিত হতাম। ইহা আমার বারান্দা তেরি করে দেওয়ারই ফল।

৫. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি যেই মাটি দান দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বারান্দা তৈরিকরে দেওয়ারই ফল।

৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জগতিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জগতিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মোরহস্তিয় স্থবির অপদান

৯. একদিন আমি ময়ূরপালকে তৈরি পাখা হাতে নিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে ময়ূরপালকে তৈরি পাখাটি দান করেছিলাম।

১০. এই ময়ূরপালকে তৈরি পাখা দনের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী আমি রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি এই ত্রিবিধাগ্নি নিভিয়ে ছিলাম এবং বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম।

১১. আহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো আমাদের শাস্তাসম্পদ! ময়ূরপালকে তৈরি পাখা দান করেই আমি বিপুল সুখ লাভ করেছিলাম।

১২. আজ আমার ত্রিবিধাগ্নি সম্পূর্ণ নির্বাপিত জন্মসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ময়ূর পালকে তৈরি পাখা দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোরহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোরহস্তিয় স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সিংহাসনীজিয় স্থবির অপদান

১৭. আমি তিষ্য ভগবানের বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করেছিলাম। সেখানে আমি একটি বিজনী নিয়ে বুদ্ধের সিংহাসনকে বাতাস করেছিলাম।

১৮. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধের সিংহাসনকে বাতাস করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বাতাস করারই ফল।

১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোরহস্তিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোরহস্তিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. ত্রি-উল্কাধারী স্থবির অপদান

২২. পদুমুত্তর বুদ্ধের উত্তম বোধিপাদপে আমি অতীব প্রসন্নমনে তিনটি উল্কক (অগ্নিমলশাল) ধারণ করেছিলাম।

২৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই উল্কা ধারণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উল্কা দানেরই ফল।

২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রি-উল্কাধারী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রি-উল্কাধারী স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. অক্কমণদায়ক স্থবির অপদান

২৭. আমি বশীভূত মুনি ককুসন্ধ ভগবান বুদ্ধকে দিবাবিহার ত্যাগ করার সময় অক্কমণ দান করেছিলাম।

২৮. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অক্কমন দানেরই ফল।

২৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩১. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অক্কমনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অক্কমনদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. বনকোরণ্ডিয় স্থবির অপদান

৩২. আমি বুনোফুল হাতে নিয়ে বুদ্ধ সিদ্ধার্থ ভগবানকে দান করেছিলাম।

৩৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি বুদ্ধেকে যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে পুষ্প পুজা করারই ফল।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বনকোরণ্ডিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বনকোরণ্ডিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[বিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৭. একছত্রিয় স্থবির অপদান

৩৭. এই পৃথিবী অঙ্গার হতে উৎপন্ন ও কঠিন সব পদার্থে ভরপর। তাই পদুমুত্তর ভগবান খোলা আকাশে চংক্রমণ করছিলেন।

৩৮. তখন আমি একটি পশুরবর্ণের ছাতা হাতে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছলাম। পথিমধ্যে সম্বুদ্ধকে দেখে আমার মনে গভীর ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

৩৯. এই ভূমি মরিচীকায় ভরা এই পৃথিবীও অঙ্গারসম আর শরীরের আয়ুক্ষয়ী প্রবল বাতাস ও দ্রুতগতিতে প্রবহমান।

৪০. হে ভগবান, শীত-উষ্ণ ও বায়ু-তাপ নিবারক এই ছাতা গ্রহণ করুন, যাতে আমি নিবৃতি (নির্বাণ) স্পর্শ করতে পারি।

৪১. পরম অনুকম্পাকারী, মহাকারুণিক, মহাযশস্বী জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে আমার দেওয়া ছাতা গ্রহণ করেছিলেন।

৪২. ত্রিশ কল্প ধরে আমি দেবলোকে দেবেন্দ্র হয়ে রাজত্ব করেছিলাম। একশ পাঁচবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৪৩. আর প্রাদেসি রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। এভাবেই আমি আমার পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেছিলাম।

৪৪. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। অথচ এই জন্মেও আমার মাথার উপর সব সময় শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হয়।

৪৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই ছাতা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ছাতা দানেরই ফল।

৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একছত্রিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একছত্রিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. জাতিপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৪৯. মহযমস্বী পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর আমি ফুলের মালা তৈরি করে বুদ্ধের শরীরে দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০. তাতে আমি প্রসন্নচিত্ত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে গমন করেছিলাম। দেবলোকে যাওয়ার পর আমি আমার পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করেছিলাম।

৫১. আকাশ থেকে আমার উপর প্রতিনিয়ত পুষ্পবৃষ্টি হতো। মনুষ্যলোকে জন্ম নিলে আমি মহাযশস্বী রাজা হতাম।

৫২. সেখানেও আমার উপর প্রতিনিয়ত কুসুমবৃষ্টি বর্ষিত হতো। এগুলো হতো সর্বদর্শী ভগবানকে ব্যাপকভাবে পুষ্পপূজা করার কারণে।

৫৩. এই ভবসংসারে এই হচ্ছে আমার শেষ জন্ম। অথচ এই শেষ জন্মেও আমার উপর প্রতিনিয়ত পুষ্পবৃষ্টি হয়।

৫৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের দেহপূজা করারই ফল।

৫৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জাতিপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জাতিপুষ্পিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

৫৮. ভেরিবাজিয়ে যখন বুদ্ধের শরীর নিয়ে যাওয়ার হচ্ছিল তখন আমি অতীব প্রসন্নমনে পট্টিপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৫৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই পুষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার দেহপূজা করারই ফল।

৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পট্টিপুষ্পিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. গন্ধপূজক স্থবির অপদান

৬৩. ভগবান বুদ্ধের জন্য যখন শ্মশান তৈরি করা হচ্ছিল তখন সেখানে নানা ধরণের সুগন্ধি জড়ো করা হচ্ছিল। তাতে আমি ও অতীব প্রসন্নমনে একমুষ্টি সুগন্ধি দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি শ্মশানে সুগন্ধি পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশানে সুগন্ধি পূজা করারই ফল।

৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গন্ধপূজক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গন্ধপূজক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[জগতিদায়ক বর্গ ছেচল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

জগতিদায়ক, মোরহস্তিয়, সিংহাসনবীজিয়,
ত্রি-উল্কাধারী, অক্কামনদায়ক, বন কোরণ্ডিয়,
একছত্রিয়, জাতিপুপ্ফিয়, পট্টিপুপ্ফিয় স্থবির,
ও গন্ধপূজক স্থবির, মোট এই দশটি মিলে
সর্বমোট সাতষট্টি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. শালকুসুমিয় বর্গ

১. শালকুসুমিয় স্থবির অপদান

১. পদুমুত্তর ভগবান পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তার দেহ যখন শ্মশানে তোলা হয়েছিল, তখন আমি শালপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশানপূজা করারই ফল।

৩. আমার সমস্ত ক্লেশদগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালকুসুমিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালকুসুমিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. শ্মশান পূজক স্থবির অপদান

৬. লোকবন্ধু শিখী ভগবানের দেহ দগ্ধ করার সময় আমি আটটি চম্পক পুষ্প দিয়ে শ্মশানে দান করেছিলাম।

৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি শ্মশানে সুগন্ধি চম্পক পূষ্প পূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার শ্মশানে সুগন্ধি পুষ্পপূজা করারই ফল।

৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শ্মশানপূজক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শ্মশানপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. শ্মশান নির্বাপক স্থবির অপদান

১১. মহর্ষি বেস্‌সভূ ভগবানের দেহ শ্মশানে দগ্ধহওয়ার সময় আমি গন্ধোদক নিয়ে জ্বলন্ত শ্মশান্তের আগুন নিভিয়েছিলাম।

১২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি শ্মশানের আগুন নিভিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার গন্ধোদক দানেরই ফল।

১৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শ্মশাননির্বাপক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শ্মশান নির্বাপক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সেতুদায়ক স্থবির অপদান

১৬. বিপশ্বী ভগবানের চংক্রমণঘরের সামনে আমি অতীব প্রসন্নমনে সেতুতৈরি করে দিয়েছিলাম।

১৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি সেতু তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সেতুদান করাই ফল।

১৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মা সেতুদায়ক স্থবির অপদান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সেতুদায়ক স্থবির চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান

২১. সিদ্ধার্থ ভগবানকে আমি একটি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম। আর আমি সেটি সুমনপুষ্পে আচ্ছাদিত করে মহাযশস্বীর উপর ধারণ করেছিলাম।

২২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানের ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনতালবন্টিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমন তালবণ্টিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অবটফলিয় স্থবির অপদান

২৬. অপরাজিত সয়ম্ভূ শতরংশি ভগবান সম্বুদ্ধ বিবেকসুখে অবস্থানেচ্ছু হয়ে ভিক্ষার জন্যে বের হয়েছিলেন।

২৭. ফল হাকে যেতে যেতে আমি নরোত্তমবুদ্ধকে দেখে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমনে অবটফল দান করেছিলাম।

আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি তালপাতার পাখা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তালপাতার পাখা দানের ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবটফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবটফলিয় স্থবির অপাদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. লবুজফলদায়ক স্থবির অপদান

৩২. তখন বন্ধুমতি নগরে আমি এক আরামিক ছিলাম। একদিন আমি বিরজবুদ্ধকে সুনীল আকাশপথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

৩৩. আমি হাতে লবুজ ফল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাযশস্বী বুদ্ধ আকাশ থেকেই তা গ্রহণ করেছিলেন।

৩৪. অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে ফল দান করে আমার ইহ জীবনেই সুখাবহ ভক্তি জাগ্রত হয়েছিল।

৩৫. আমি তখন বিপুল প্রীতি ও সুখ লাভ করেছিলাম। আমি যেখানেই জন্মাই না কেন সর্বত্রই আমার নত্ন উৎপন্ন হতো।

৩৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি লবুজ ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

৩৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লবুজফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লবুজফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পিলক্ষফলদায়ক স্থবির আপদান

৪০. গভীর বনে আমি মহাযশস্বী অর্থদর্শী বুদ্ধকে দেখে অতীত প্রসন্নমনে পিলক্ষফল দান করেছিলাম।

৪১. আজ থেকে আঠার কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৪২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিলক্ষফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিলক্ষকদায়ক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. স্বয়ং প্রতিভাণিয় স্থবির অপদান

৪৫. রাজকীয় প্রতিকের ন্যায় দেবাতিদেব নরোত্তম বুদ্ধকে রথে চড়ে যাচ্ছেন দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৬. অজ্ঞতারূপ তমঃঅন্ধকার নাশ করে, বহুমানুষকে সংসার দুঃখ হতে মুক্ত করে জ্ঞানালোকে জ্যোর্তিময় বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না ?

৪৭. বহুসত্ত্বকে উদ্ধারকারী ও লাখো ক্ষীণাসব অর্হত্ত্বের পরিচালক লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৮. ধর্মভেরিবাদক, অন্যতীর্থিয়গনকে দমনকারী ও সিংহনাদকারী বুদ্ধকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৪৯. ব্রহ্মলোক হতে এসে ব্রহ্মাগণ যাঁকে নিপুণ প্রশ্ন করেন তাঁকে দেকে কে প্রসন্ন হয় না ?

৫০. দেবতারা যাঁকে অঞ্জলি নিবেদন করে প্রার্থনা করেন, আর জন্মে জন্মে সেই পুণ্য ভোগ করেন তাকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না ?

৫১. জনতা সকল সমবেত হয়ে চক্ষুষ্মান বুদ্ধকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করে, আর তাতে তিনি মোটেই বিচলিত হন না, তাঁকে কে প্রসন্ন হয় না ?

৫২. যিনি নগরে প্রবেশ করার সাথে সাথে বহু ভেরি বেজে উঠে ও প্রমত্ত হাতিরা গর্জে উঠে, তাকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না ?

৫৩. যিনি পথ দিয়ে যাবার সময় সমস্ত রাস্তা তার শরীরের আভায় আলোকিত হয়, গর্বিত হয় তাঁকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না?

৫৪. বুদ্ধ যখন দেশনা করেন তখন তাঁর কথা সমগ্র চক্রবালের সত্ত্বগণ শুনতে পায়, সকল সত্ত্বগণের ধর্মজ্ঞান উদয় হয়, তাকে দেখে কে প্রসন্ন হয় না ?

৫৫. আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমি যে বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার প্রশংসা করারই ফল।

৫৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান স্বয়ংপ্রতিভাণিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[স্বয়ংপ্রতিভাণিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির অপদান

৫৯. তখন আমি হিমালয় পর্বতে প্রবেশ করে মন্দ্র শিক্ষা দিতাম। চুয়ান্ন হাজার শিষ্য আমাকে সেবা করত।

৬০. তারা সবাই সর্ববিধ বেদ অধিকার করে, ষড়াঙ্গ পারমী পূরণ করে ও স্ব স্ব বিদ্যার উপর নির্ভর করে হিমালয়ে বসবাস করত।

৬১. মহাযশস্বী দেবপুত্র তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন, এই বোধ আমার আপনাতেই জাগ্রত হয়েছিল।

৬২. সম্বুদ্ধ জগতে জন্ম নেওয়ার সময় দশ সহস্র চক্রবাল কম্পিত হয়েছিল। লোক নায়ক উৎপন্ন হওয়ার সময় অন্ধরা চক্ষু লাভ করেছিল।

৬৩. এই পৃথিবী সর্বাকারে প্রকম্পিত হওয়ায় ও ব্রহ্মণনির্ঘোষ শব্দ শুনে বহু মানুষ উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

৬৪. তারা সকলে মিলে আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, এই পৃথিবী প্রকম্পিত হওয়ার কারণ কী হতে পারে ?

৬৫. তখন আমি তাদের বলোছিলাম, কেঁদো না। ভয়ের কোনো কারণ নেই। সবাই এই ভেবে আশ্বস্ত হও যে, সামনে শুভ কিছু হতে যাচ্ছে।

৬৬. আটটি কারণে এই পৃথিবী প্রকম্পিত হয় এবং ঠিক একই কারণে নিমিত্ত ও বিপুল জ্যোতিদেখা যায়।

৬৭. এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, জগতে চক্ষুষ্মান বুদ্ধশ্রেষ্ঠ জন্ম নেবেন। জনতার উদ্দেশে পঞ্চশীল দেশনা করবেন।

৬৮. দুর্লভ বুদ্ধের উৎপত্তি ও পঞ্চশীলরের কথা শুনে তাদের মনের সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়েছিল এবং তারা অতীব খুশী হয়েছিল।

৬৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই নিমিত্ত বা কারণ ব্যাখা করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার কারণ ব্যাখ্যা করারই ফল।

৭০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নিমিত্ত ব্যাকরণিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নিমিত্তব্যাকরণিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[শালকুসুমিয় বর্গ সাতচল্লিশতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

শালকুসুমিয়, শ্মশানপূজক, শ্মশান নির্বাপক,
সেতুদায়ক, সুমনতালবন্টিয়, অবটফলিয়,
লবুজফলদায়ক, পিলক্ষফলদায়ক, স্বয়ংপ্রতিভাণিয়,
ও নিমিত্তব্যাকরণিয় স্থবির এই দশটি গাথায়
মোট বাহাত্তরটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮. নলমালি বর্গ

১. নলমালিয় স্থবির অপদান

১. আমি পরম পূজনীয় সুবর্ণ বর্ণ লোকনায়ক সম্বুদ্ধকে গভীর বনের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

২. আমি তখন নলখাগড়ার পুটলি নিয়ে বন হতে বের হবার সময় স্রোতোত্তীর্ণ অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩. আমি পরম দাক্ষিণেয়, মহারীর, সর্বলোকের প্রতি পরম অনুকম্পাকারী বুদ্ধকে অতীব প্রসন্নমনে নলখাগড়ার পুটলি দিয়ে পুজা করেছিলাম।

৪. আজ থেকে একত্রিশকল্প আগে আমি যেই নলখাগড়ার পুটলি দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার বুদ্ধপূজা করারই ফল।

৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলমালিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মণিপূজক স্থবির অপদান

৮. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী জিন পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ বিবেকসুখ লাভের ইচ্ছায় সুনীল আকাশমার্গ গিয়ে যাচ্ছিলেন।

৯. হিমালয়ের অনতিদূরে বিশাল একটি প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। আর সেখানে আমার পুণ্যসম্ভূত বিশাল ভবনটি ছিল।

১০. ভবন হতে বের হয়ে আমি ইন্দ্রশ্রেষ্ঠের ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১১. আমি বাগানে কোনো ফুলই দেখতে পেলাম না, যেগুলো দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করা যায়। তারপর আমি অতীব প্রসন্নচিত্তে শাস্তাকে বন্দনা করেছিলাম।

১২. আমার মাথার মণিটি হাতে নিয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম। এই মণি পূজার দ্বারা আমার শুভ ফল হোক!

১৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর শাস্তা অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করেছিলেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪. তোমর সংকল্প পূরণ হোক! তুমি বিপুল সুখের অধিকারী হও! আর এই মণিপূজার দ্বারা মহাযশস্বী হও!

১৫. ইহা বলার পর বুদ্ধশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবান মন যেখানে চায় সেখানে চলে গিয়েছিলেন।

১৬. আমি দেবলোকে ষাট কল্প দেবরাজত্ব করেছিলাম, বহু শতবার রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলাম।

১৭. দেবলোকে আমি যখন পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করতাম তখন আমার উজ্জল আলোকবর্তিকরূপ মণি উৎপন্ন হতো।

১৮-১৯. বৈচিত্রময় বস্ত্রধারী, পা হতে মাথা পর্যন্ত মণিকুন্তলধারী, সদাহাস্যময়ী, বিচক্ষণ, সুঢৌল নিতম্বের অধিকারী ছিয়াশি হাজার নারী নিত্য আমাকে পরিবেষ্ঠিত করে থাকত। ইহা আমার মণি পূজারই ফল।

২০. আমার জন্য স্বর্ণময়, মণিময় ও লোহিতময় দ্রব্যসামগ্র তৈরি হতো, আর আমি যখনি চাইতাম তখনি পরিধেয় বস্ত্র পেতাম।

২১. আমি যখনি যেভাবে চাইতাম ঠিক সেভাবেই আমার সংকল্প অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি আর মহার্ঘ শয্যা উৎপন্ন হতো।

২২. মানুষদের জন্য পুণ্যক্ষেত্র ও সকল প্রাণির জন্য ওষুধ যারা এমন পুণ্যসম্পত্তি লাভ করে তাদের জন্য ইহা পরম লাভ।

২৩. অতীতে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখেছিলাম। তাই আমি সুকর্ম করতে পেরেছিলাম। আজ আমি বিনিপাত অপায় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত আর অচলপদ অমৃত নির্বাণলাভী।

২৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, সর্বত্রই কী দিনে কী রাতে সব সময় আলো থাকত।

২৫. সেই সণিপূজার ফলে আমি দেবমনুষ্য সম্পত্তি ভোগ করেছি। আমি জ্ঞানালোকের দেখা পেয়েছি, অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

২৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই মণিপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারই আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার মণিপূজারই ফল।

২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মণিপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মণিপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. উল্কাসাতিক স্থবির অপদান

৩০. তখন কৌশিক নামক ভগবান (পচ্চেকবুদ্ধ) চিত্রকূট পর্বতে বসবাস করছিলেন। তিনি ছিলেন ধ্যানী, ধ্যানরত ও বিবেকাভিরত মুনি।

৩১. নারী-পরিবৃত হয়ে হিমালয়ে প্রবেশ করলে পরে আমি পূর্ণিমার পঞ্চদর্শী চাঁদের ন্যায় কৌশিক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩২. সেই সময় শত শত উল্কা হাতে নিয়ে (নারীগণ) আমি বুদ্ধকে পরিবেষ্টিত করে ছিলাম। এভাবে সাত দিন সাতরাত কাটিয়ে অষ্টম দিনে গিয়েছিলাম।

৩৩. আমি ধ্যান হতে উত্থিত সয়ম্ভূ অপরাজিত কৌশিক বুদ্ধকেপ্রসন্নমনে বন্দনা করে একবার ভিক্ষা দান করেছিলাম।

৩৪. হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম, সেই কর্মের ফলে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম। ইহা আমার একবার ভিক্ষা দানেরই ফল।

৩৫. রাত-দিন আমার চারপাশে সব সময় আলোকিত থাকত এবং আমি শতযোজন আলোকিত করে অবস্থান করতাম।

৩৬. আজ থেকে পঞ্চন্ন কল্প আগে আমি চতুরন্তবিজয়ী, জম্বুদীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৭. তখন আমার সুনির্মিত, বিশাল ও সমৃদ্ধ একনগর ছিল, তা ত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও বিশ যোজন প্রস্থ।

৩৮. দশ প্রকার শব্দে ও মনোজ্ঞ সুর-তালে সদা মুখরিত শোভন নামক সেই নগরটি স্বয়ং বিশ্বকর্মাই নির্মাণ করেছিলেন।

৩৯. সেই নগরে কোনো কাঠখণ্ড ও মাটি ছিল না। সমস্ত নগরই ছিল স্বণময়। আর তা প্রতিনিয়ত চতুর্দিকে আলো ছড়াত।

৪০. বিশ্বকর্মর নির্মিত সেই নগরটি চতুর্দিকে শকু প্রাচীর পরিবেষ্ঠিত। তন্মধ্যে তিনটি ছিল মণিময় আর সামনেরটি তালপাতার উপর পুণ্ডরীক ফুলে আচ্ছাদিত এবং নানান সুগন্ধীতে ভরা দশ হাজার পুস্করিণী ছিল।

৪১. সেই নগরে পদ্ম, উৎপল ও পণ্ডরীক ফুলে আচ্ছাদিত এবং নানান সুগন্ধীতে ভরা দশ হাজার পুষ্করিণী ছিল।

৪২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই উল্কাধারণ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার উল্কাধারণেরই ফল।

৪৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উল্কাসতিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উল্কাসতিক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সুমনবীজনিয় স্থবির অপদান

৪৬. আমি বিপশ্বী ভগবানের উত্তম বোধিপাদপে গিয়ে হাতে বিজনী নিয়ে বোধিবৃক্ষকে বাতাস করেছিলাম।

৪৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি বোধিবৃক্ষকে বাতাস করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বাতাস করারই ফল।

৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুমনবীজনিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমনবীজনিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. কুল্মাসদায়ক স্থবির অপদান

৫১. পিণ্ডাচারণে রত মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের খালি পাত্র দেখে কুল্মাস দিয়ে পাত্রটি পূর্ণ করেদিয়েছিলাম।

৫২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভিক্ষা দিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুল্মাস দানেরই ফল।

৫৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুল্মাসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুল্মাসদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. কুশ-অষ্টদায়ক স্থবির অপদান

৫৬. বশীভূত ব্রাহ্মণ কাশ্যপ ভগবানকে আমি অতীব প্রসন্নমনে কুশ-অষ্টক দান করেছিলাম।

৫৭. এই ভদ্রকল্পেই আমি কুশ-অষ্টক দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার কুশ-অষ্টক দানেরই ফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুশঅষ্টকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুশ-অষ্টকদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. গিরিপুন্নাগিয় স্থবির অপদান

৬১. তখন শোভিত নামক সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধ চিত্রকূট পর্বতে বসবাস করেছিলেন। আমি একদিন গিরিপুন্নাগ পুষ্প হাতে নিয়ে তাঁকে পূজা করেছিলাম।

৬২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধ পূজা করেছিলাম। , সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৬৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গিরিপন্নগিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গিরিপুন্নগিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. বল্লিকারফলদায়ক স্থবির অপদান

৬৬. তখন সুমন নামক সয়ম্ভূ সম্বুদ্ধ তক্করা নামক জায়গায় বসবাস করছিলেন। আমি বল্লিকারফল হাতে নিয়ে তাঁকে দান করেছিলাম।

৬৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই, ফলদিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম। , সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৬৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বল্লিকারফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বল্লিকারফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৯. পানধিদায়ক স্থবির অপদান

৭১. লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, চক্ষুষ্মান অনোমদর্শী ভগবান দিবাবিহার হতে বের হয়ে এসে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৭২. আমি ও সুনির্মিত যান নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন সেখানে আমি পরম চারুদর্শন সম্বুদ্ধকে পদব্রজে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম।

৭৩. তখন আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল এবং সেই যানকে নিয়ে গিয়ে তাঁর পদমূলে রেখে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৭৪. হে মহাবীর, সুগতেন্দ্র, বিণায়ক, এইযানে আরোহন করুন, যাতে করে সমস্ত প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্খা পূরণ হোক।

৭৫. লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম অনোমদর্শী ভগবান যানে আরোহন করে এই কথা বলোছিলেন :

৭৬. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে আমাকে একটি যান দান করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শ্রবণ কর।

৭৭. বুদ্ধের কথা অবগত হযে সকল দেবতারা উগ্রচিত্ত, উৎফুল্ল ও কৃতাঞ্জলি হয়ে সমবেত হয়েছিল।

৭৮. এই ব্যক্তি যান দানের ফলে সুখী হবে। দেবলোকে জন্ম নিয়ে পঞ্চান্নবার দেবরাজত্ব করবে।

৭৯. হাজারবার রাজচক্রবর্তী হবে, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৮০. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮১. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই নির্বাপিত হবে।

৮২. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে পুণ্যবান হয়েই জন্মগ্রহণ করবে এবং দেবলোকে দেবযান আর মনুষ্যলোকে মনুষ্যযান লাভ করবে।

৮৩. সেখানে আমার জন্য সিবিকা প্রাসাদ উৎপন্ন হয়েছিল এবং সব সময় আমার জন্য সুসজ্জিত হস্তি, বাদ্যযন্ত্রসমেত রথ উৎপন্ন হয়েছিল।

৮৪. এমনকি গৃহত্যাগ করার সময়ও আমি রথ যোগে গৃহত্যাগ করেছিলাম। আর মাথার চুল কাটার সময় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৮৫. বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়ে একটি যান দান করতে পারাটা আমার জন্য পরম লাভ। তার ফলেই আজ আমি পরমসুখ নির্বাণ লাভ করেছি।

৮৬. আজ থেকে অপ্রমেয় কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধকে যান দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার যান দানেরই ফল।

৮৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পানধিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পানধিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পুলিনচংক্রমিয় স্থবির অপদান

৯০. পূর্বে আমি গভীর অরন্যে এক পশুশিকারী ছিলাম। শিকারের জন্য পশু-পাখি খুঁজতে খুঁজতে আমি বুদ্ধের চংক্রমণ স্থানটির দেখা পেয়েছিলাম।

৯১. আমি স্মৃতিমান সুগতের চংক্রমণস্থানে অতীব প্রসন্নমনে কোলে করে বালি নিয়ে গিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম।

৯২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই, বালি ছিটিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি ছিটানোরই ফল।

৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিচংক্রমিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনচংক্রমিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[নলমালি বর্গ আটচল্লিশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

নলমালি, মণিপূজকদ উল্কাসতিক, সুমনবীজনীয়,
কল্যাসদায়ক, কুশষ্টকদায়ক, গিরিপুন্নাগিয়,
বল্লিকারফল, পানধি ও পুলিনচংক্রমিয় এই দমে মিলে
মোট পঁচানব্বইটি গাথায় এই বর্গ হয়েছে সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৯. পাংশুকূল বর্গ

১. পাংশুকূলসংজ্ঞক স্থবির অপদান

১. সয়ম্ভূ, অগ্রপুদ্গল, জিন, তিষ্য ভগবান পাংশুকূল চীবর রেখে বিহারে প্রবেশ করেছিলেন।

২. তখন আমি সুসজ্জিত তীরধনুক নিয়ে কিছু খাওয়ার জন্য বিচরণ করেছিলাম।

৩. সেখানে আমি গাছের শাখায় ঝুলানো পাংশুকূল চীবরটিকে দেখতে পেয়েছিলাম। তৎক্ষনাৎ আমি সেখানেই তীর-ধনুক ও তলোয়ার ফেলে দিয়ে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়েছিলাম।

৪. তারপর আমি প্রীতিপূর্ণ হয়ে অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে সেই পাংশুকূল চীবরকে বন্দনা করেছিলাম।

৫. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই, বালি ছিটিয়েছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বালি ছিটানোরই ফল।

৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাংশুকুলসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাংশুকুলসংজ্ঞক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৯. আমি তখন অধ্যাপক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদ বিশেষ পারদর্শী এবং লক্ষণশাস্ত্র, ইতিহাস ও বিচিত্র সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলাম।

১০. তখন আমার কাছে নদীর স্রোতের ন্যায় শিষ্য আসত। আর আমি রাতদিন অতন্দ্রভাবে তাদের মন্ত শিক্ষা দিতাম।

১১. সেই সময় পৃথিবীতে সিদ্ধার্থ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি অজ্ঞতারূপ অন্ধকার বিদূরিত করে জ্ঞানালোকের প্রবর্তন করেছিলেন।

১২. আমার জনৈক শিষ্য আমার অন্য শিষ্যদের বিষটি জানিয়েছিল। বুদ্ধ আর্বিভাবে কথাটি শুনে তারা তখন বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিল।

১৩. জগতে লোকনায়ক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। বহু মানুষ তার উপদেশ মান্য করছেন। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ হবে না।

১৪. চক্ষুষ্মান মহাযশস্বী বুদ্ধগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই উৎপন্ন হন। অহো, আমি যদি লোকনায়ক বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দেখতে পেতাম, তাহলে খুবি ভালো হতো !

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫. আমি আমার বল্কচীবর ও পাত্র নিয়ে আশ্রম হতে বের হয়ে শিষ্যদের সম্বোধন করে বলেছিলাম :

১৬. ডুমুর গাছে ফুল ধরা যেমন দুলর্ভ, চাঁদে খরগোশ থাকা যেমন দুর্লভ ও কাকদের থেকে দুধ পাওয়া যেমন দুর্লভ, ঠিক তদ্রুপ জগতে লোকনায়ক বুদ্ধের উৎপত্তি ও দুর্লভ।

১৭. অথচ জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। আর এদিকে মনুষ্যত্ব লাভ করাও দুর্লভ। এই উভয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সদ্ধর্মশ্রবণ অতীব দুলর্ভ।

১৮. জগতে বুদ্ধ উৎপন্নহয়েছেন। অহো, আমরা যেন আমাদের চক্ষুপেলাম। এসো, আমরা সবাই সম্যকসম্বুদ্ধের কাছে যাই।

১৯. আমার শিষ্যরা সবাই তখন হাতে পাত্র নিয়ে, অজিনবস্ত্র পরিধান করে মাথার চটাভারে র্জজরিত হয়ে গহীন্য হতে বের হয়েছিল।

২০. আমার শিষ্যরা ছিল সামনের চারিহাত মাত্র দর্শনকারী, উত্তমার্থ (নির্বাণ) গবেষণাকারী, সম্পূর্ণরূপে সংসর্গদোষ বর্জিত ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক।

২১. আমার শিষ্যরা ছিল, অল্পকৃত্য, অলোলুপ, প্রজ্ঞাবান ও শান্তপ্রকৃতির। পথে পথে ভিক্ষা করতে করতে তারা বুদ্ধশ্রেষ্ঠর নিকট পৌঁছেছিল।

২২. এদিকে আমি মাত্র দেড় যোজন পথ পাড়ি দেওয়ার পর ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম। বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে তখন আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২৩ আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধসংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ সংজ্ঞারই ফল।

২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বুদ্ধসংজ্ঞক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. ভিসদায়ক স্থবির অপদান

২৭. নানা কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এক পূষ্করিনীতে নেমে আমি ঘাস হিসেবে পদ্মঞ্জরি সংগ্রহ করছিলাম।

২৮. সেই সময় পদুমুত্তর ভগবান অনেকটা রক্তকম্বলের রূপধারণ করে সুনীল আকাশ পথে যাচ্ছিলেন।

২৯. আমি পাংশুকূল চীবর ধুনছিলাম এমন সময় একটি শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপরে তাকাতেই আমি লোকনয়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩০. সেখানে দাঁড়িয়েই আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। পদ্মফুলের ডাঁটা থেকে মধু নির্গত হচ্ছে, আর পদ্মফুলের মূল হতে দুধ ও ঘি নির্গত হচ্ছে।

৩১-৩২. হে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ, অনুকম্পা পরবশ হয়ে আমার এই দান গ্রহণ করুণ। তারপর মহাযশস্বী মহাকারুণিক শাস্তা সেখান থেকে অবতরণ করে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করার পর এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন।

৩৩. হে মহাপন্য, তুমি সুখী হও। তোমার আশা পূরণ হোক। তোমার গতি শুভ হোক। এই পদ্মফুলের ডাঁটা ও মূল দানের ফলে তুমি বিপুল সুখ লাভ কর।

৩৪. ইহা বলার পর পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ আমার ভিক্ষা গ্রহণ করে আকাশ পথে চলে গিয়েছিলেন।

৩৫. তারপর পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে আমি আমার আশ্রমে চলে এসেছিলাম। পদ্মফুলের ডাঁটা গাছে টাঙিয়ে রেখে আমি বুদ্ধকে দান করার কথা স্মরণ করেছিলাম।

৩৬. তখন হঠাৎ করে প্রবল বেগে বাতাস বইতে শুরু করেছিল। সমগ্র বনভূমি যেন বাতাসের বেগে দুলছিল। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দে সমগ্র আকাশ ফেটে পড়ছিল।

৩৭. তার পর হঠাৎ আমার মাথার উপর বজ্র এসে আঘাত করেছিল। বজ্রের আঘাতে আমি বসা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৩৮. সুকৃত পুণ্যকর্মের ফলে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম। আমার মনুষ্য কলেবর ছেড়ে আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

৩৯. সুসজ্জিতা, সমলংকৃতা ছিয়াশি হাজার নারী সকাল-সন্ধ্যা আমাকে সেবা করত। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

৪০. পরে মনুষ্য জন্মে এসে ও আমি প্রতিনিয়ত সুখী হয়েছিলাম এবং আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঊনতা ছিল না। ইহা আমার পদ্মফুলের ডাঁটা দানেরই ফল।

৪১. আমি দেবাতিদেব বুদ্ধের পরম অনুকম্পা পেয়েছি। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৪২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই, পদ্মফুলের ডাঁটা দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ভগবান বুদ্ধকে পদ্ম ফুলের ডাঁটা দান করারই ফল।

৪৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভিসদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভিসদায়ক স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. জ্ঞানথবিকা স্থবির অপদান

৪৬. হিমালয়ের দক্ষিণে আমার একটি আশ্রম ছিল উত্তমার্থ নির্বাণ গবেষণা করতে করতে আমি তখন গহীন অরন্যে বসবাস করছিলাম।

৪৭. আমি লাভ-অলাভে সন্তুষ্ট ছিলাম এবং শুধুমাত্র ফলমূল ভোজন করেই জীবন ধারণ করতাম একজন আচার্যের খোঁজে আমি একাকীই বসবাস করছিলাম।

৪৮. ঠিক সেই সময় পৃথিবীতে সুমেধ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু সত্ত্বকে উদ্ধার করার জন্যে চতুরার্যসত্য দেশনা করছিলেন।

৪৯. আমি কখনও সম্বুদ্ধের কথা শুনতে পাইনি। তাঁর একটি কথাও আমার শোনার সুযোগ হয়নি। দীর্ঘ আট বৎসর পর আমি লোকনায়ক বুদ্ধের কথা শুনতে পেয়েছিলাম।

৫০. জ্বালানী কাঠগুলো যথাস্থানে সরিয়ে রেখে, গোটা আশ্রমটিকে সম্মার্জন করে, তারপর লাঠি নিয়ে আমি গহীন অরন্য হতে বের হয়েছিলাম।

৫১. গ্রাম-নিগমোদিতে একরাত করে বসবাস করে ক্রমান্বয়ে আমি চন্দ্রাবতীতে পৌঁছেছিলাম।

৫২. সেই সময় লোকনায়ক সুমেধ ভগবান বহু সত্ত্বকে উদ্ধার করার জন্যে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করছিলেন।

৫৩. বিপুল জনতাকে অতিক্রম করে জিনসাগর বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং আমার পরিধেয় আজিন চীবরকে একাংশ করে আমি লোকনায়ক বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

৫৪. হে শাস্তা, আপনিই সত্ত্বগণের কেতু, ধ্বজা, যূপ, পরায়ণ, প্রতিষ্ট, দ্বীপ ও দ্বিপদশ্রেষ্ঠ। [একুশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৫৫. হে বীর, আপনি নিপুণ দর্শনীয়। আপনি বহু মানুষকে মুক্ত করেছেন। হে মুনি, জগতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল অন্য কোনো তারকা নেই।

৫৬. হে সর্বজ্ঞ, সুশাগ্র দ্বারা বিশাল সাগরকে মাপা সম্ভব হলেও হতে পারে; তার পরও আপনার জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৫৭. হে চক্ষুষ্মান, এই বিশাল পৃথিবীকে তুলাদণ্ডে তথা দাঁড়ি পাল্লায় রেখে ওজন মাপা সম্ভব হলেও হতে পারে; তারপরও আপনার জ্ঞানের পরিমাপ ঠিক কী পরিমাপ তা জানা সম্ভব নয়।

৫৮. হে সর্বজ্ঞ, রশি বা আঙুল দিয়ে অনন্ত আকাশকে মাপা সম্ভব হলেও হতে পারে; তার পরও আপনার শীলকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়

৫৯. হে চক্ষুষ্মান, মহাসমুদ্রের জলরাশি, অনন্ত আকাশ ও এই বসুন্ধরাকে পরিমাপ করা সম্ভব হলেও হতে পারে; কিন্তু আপনি হচ্ছে অনন্ত অপ্রমেয়।

৬০. এই ছয়টি গাথায় মহাযশস্বী সর্বজ্ঞ বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করে, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি তখন নিরবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

৬১. ভূরিপ্রজ্ঞা সুমেধ ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

৬২. যে ব্যক্তি অতীব প্রসন্নমনে আমার জ্ঞানের গুণকীর্তন করেছে, এখন আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করব। তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

৬৩. সে দেবলোকে সাতত্তর কল্প রমিত হবে। আর হাজার বার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে।

৬৪. বহুশতবার সে চক্রবর্তী রাজা হবে। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

৬৫. পুণ্যকর্মসমন্বিত হওয়ার কী দেবলোকে কী মনুষ্যলোকে তার সকল আশা পূরণ হবে এবং সে তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ হবে।

৬৬. আজ থেকে ত্রিশ কল্প পরে ওক্কাকু কুলে গৌতম গোত্রে পৃথিবীতে এক শাস্তা জন্মগ্রহণ করবেন।

৬৭. গৃহত্যাগ করে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং জন্মের মাত্র সাতবৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করবে।

৬৮. আমি নিজের অতীত বিষয়ে যতটুকু স্মরণ করতে পারি, আর যত দিন হলো আমি এই শাসন লাভ করেছি, এর মধ্যে কোনো অমনোজ্ঞ চেতনা উৎপন্ন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৬৯. সকলভবে জন্মগ্রতণ করে বহু সম্পত্তি আমি ভোগ করেছি। আমার ভোগ সম্পত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

৭০. রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি- এই ত্রিবিধ অগ্নি আমার সম্পূর্ণ নিভে গিয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। সর্বাসব পরিক্ষীন হয়ে এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

৭১. আজ থেকে ত্রিশহাজার কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধজ্ঞানের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

৭২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান জ্ঞানথবিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[জ্ঞানথবিক স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. চন্দনমালিয় স্থবির অপদান

৭৫. প্রিয় ও মনোজ্ঞ পঞ্চকামগুণসহ আশিকোটি ধন ত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৭৬. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি কায়িক পাপাকর্ম ও বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে নদীর কুলে বসবাস করছিলাম।

৭৭. আমি যখন একাকী অবস্থান করছিলাম তখন বুদ্ধশ্রেষ্ঠ আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে, ইনি বুদ্ধ। তারপরও আমি তাঁকে বন্ধুত্বপূর্নভাবে সমাদর করেছিলাম।

৭৮. সমাদর করার পর আমি তাঁর নাম-গোত্রাদি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি দেবতা, গন্ধর্ব নাকি দেবরাজ ইন্দ্র শক্র ?

৭৯. কে আপনি? কার পুত্র? কোনো মহাব্রহ্মা এখানে এসেছেন কি যিনি পূর্বের আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় সর্বদিকে বিরোচিত হচ্ছেন ?

৮০. হে বন্ধু, আপনার পায়ে সহস্রঅরযুক্ত চক্র দেখাযাচ্ছে। কে আপনি? কার পুত্র? কীভাবে আমরা আপনাকে চিনতে পারি ? অনুগ্রহ করে আপনার নামগোত্র আমরায় বলুন। আমার সন্দেহ দূর করুন।

৮১. আমি কোনো দেবতা, গন্ধর্ব অথবা কোনো দোবরাজ ইন্দ্র শক্র ও নই। আমি কোনো ব্রহ্মাও নই। আমি এদের চাইতেও উত্তম, শ্রেষ্ঠ।

৮২. আমি অতীতের সমস্ত কামবন্ধন, বিষয়-আশা দুমরে-মুচরে পদদলিত করেছি। আর সমস্ত ক্লেশ অরিকে দগ্ধ করে আমি পরম সম্বোধি লাভ করেছি।

৮৩. আমি তাঁর কথা শুনে এই কথা বলেছিলাম : হে সর্বজ্ঞ, হে মহামুনি, সত্য যদি আপনি বুদ্ধ হন, তবে এখানে বসুন।

৮৪. আমি আপনাকে পূজা করব। আপনিই দুঃখের অন্তসাধনকারী। আমি তখন শাস্তার জন্য আমার মৃগচর্ম বিছিয়ে দিয়েছিলাম।

৮৫. ভগবান পশুরাজ সিংহ নির্ভীকভাবে পর্বতকন্দরে বসার ন্যায় তাতে বসেছিলেন। তারপর আমি শিগগির পর্বতের উপর আরোহণ করে আম্রফল নিয়েছিলাম।

৮৬. শালকল্যাণী পুষ্প, মহার্ঘ চন্দন এই সমস্ত নিয়ে আমি শিগগির লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে ফিরে এসেছিলাম।

৮৭. তারপর আমি বুদ্ধকে আম্রফল দান করেছিলাম। শালকল্যাণী পুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম। আর মহার্ঘ চন্দন বুদ্ধের গায়ে মেখে দিয়ে বন্দনা করেছিলাম।

৮৮-৯০. আমার তখন বিপুল প্রীতিতে আর চিত্তপ্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। লোকনায়ক সুমেধ ভগবান অজিনচর্মে বসে আমাকে পরম আনন্দে ভাসিয়ে দিয়ে আমার কৃতকর্মের গুণকীর্তন করেছিলেন। এই আম্রফল ও গন্ধমাল্য দানের ফলে সে একশ পঁচিশ কল্প দেবলোকে রমিত হবে। সেখানে তার মনের আশা অপূর্ন বলতে কিছুই থাকবে না। পরে সে পরনির্মিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বশবর্তীদেবলোকে জন্ম নেবে।

৯১. আজ থেকে একশ ছাব্বিশ কল্প শেষে সে মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে। সেখানে সে চতুরন্ত বিজেতা মহা ঐশর্যশালী চক্রবর্তী রাজা হবে।

৯২. তখন সেখানে তার বিশ্বকর্মা নির্মিত বেতার নামক একটি নগর থাকবে, যেটি সম্পূর্ণ স্বর্ণময় ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত।

৯৩. এভাবেই সে ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণ করবে। কী দেবলোকে কী মনুষ্যলোকে সর্বত্রই সে পূজিত হবে।

৯৪. শেষ জন্মে সে ব্রহ্মবন্ধু হবে। গৃহত্যাগ করে সে অনাগারিক প্রব্রজ্যাধারী হবে। অভিজ্ঞা সকল লাভ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই নির্বাপিত হবে।

৯৫. ইহা বলার পর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সুনীল আকাশ পথ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৯৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৯৭. তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। আমি যখন মাতৃগর্ভে বাস করছিলাম তখন আমার ভোগ্যসম্পত্তির কোন ঊনতা ছিল না।

৯৮. মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী অন্ন-পানীয়-ভোজন সবকিছু উৎপন্ন হতো।

৯৯. আমি জন্মের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আর মাথার চুল কাটার সময়ই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০০. আমার পূর্বকৃত কর্মের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি খারাপ কিছুই দেখতে পাইনি। আমি ত্রিশহাজার কল্প পর্যন্ত আমার কর্মের কথা স্মরণ করেছিলাম।

১০১. হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। আপনার শাসনে এসেই আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

১০২. আজ থেকে ত্রিশহাজার কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধজ্ঞানের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধজ্ঞানকে ভূয়শী প্রশংসা করারই ফল।

১০৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চন্দনমালিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[চন্দনমালিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ধাতুপূজক স্থবির অপদান

১০৬. লোকনায়ক সিদ্ধার্থ লোকনাথ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি আমার জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে ধাতুপূজা করেছিলাম।

১০৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই, ধাতুপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধাতুপূজা করারই ফল।

১০৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধাতুপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধাতুপূজক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. পুলিনুপ্পাদক স্থবির অপদান

১১১. হিমালয় পর্বতে আমি দেবল নামক এক তাপন ছিলাম। সেখানে আমার জন্য অমুষ্যগণ একটি চংক্রমণশালা তৈরি করে গিয়েছিল।

১১২. আমি তখন জটাভরে জর্জরিত হয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উত্তমার্থের খোঁজে গহীন অরন্য হতে বের হয়েছিলাম।

১১৩. চুরাশি হাজার শিষ্য আমাকে সেবা করত। তারা নিজ নিজ কাজে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে গহীন্যে বসবাস করত।

১১৪. আশ্রম হতে বের হয়ে এসে আমি একটি বালির চৈত্য তৈরি করেছিলাম। নানা ধরণের ফুল সংগ্রহ করে সেই চৈত্যকে পূজা করেছিলাম।

১১৫. পরিপূর্ণ চিত্তপ্রসন্নতা নিয়ে আমি আশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম। তখন আমার সকল শিষ্যরা সমবেত হয়ে আমাকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল।

১১৬. প্রভূ, আপনি যে বালির স্তুপ তৈরি করেছেন তা আসলে কী ? এই বিষয়টি সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ আমাদের। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের বলুন।

১১৭. আমি একটি মন্ত্রপদে চক্ষুষ্মান মহাযশস্বী বুদ্ধগণ সর্ম্পকে পড়েছি। আমি সেই মহাযশস্বী শ্রেষ্ঠবুদ্ধগণেকেই নমস্কার করেছি।

১১৮. সেই মহাবীর, সর্বজ্ঞ, লোকনায়ক বুদ্ধগণ কীরূপ? কীরূপ তাঁদের বর্ণ তথা রূপ? তাঁদের শীল কীরূপ?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৯. বুদ্ধগণ বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণবিশিষ্ট, গোচক্ষুবিশিষ্ট ও যষ্টিমধু ফলসদৃশ।

১২০. বুদ্ধগণ যখন হেঁটে যান তখন তাঁরা যুগমাত্র (চারি হাত দূরে) সামনের দিকে তাকান। তাদের জানুদ্বয় শব্দ করে না এবং তাঁদের হাঁটার শব্দ কেউই শুনতে পায় না।

১২১. সুগতগণ যখন হেঁটে যান তখন প্রথমে ডান পা তুলে হাঁটেন। ইহাই বুদ্ধগণের রীতি।

১২২. সেই বুদ্ধগণ পশুরাজ সিংহের ন্যায় নির্ভীক হন। তাঁরা নিজেদের গুণগান করেন না। তাঁরা কখনও কাউকে দুর্ব্যহার বা গালিগালাজ করেন না।

১২৩. তারা মান-অপমান হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সকল প্রাণির সমদৃষ্টি পোষণকারী। বুদ্ধগণ কখনও আত্মপ্রশংসাকারী হন না। ইহাই বুদ্ধগণের রীতি।

১২৪. সম্বুদ্ধগণ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে সত্ত্বগণকে আলোর পথ দেখান এবং এই পৃতিবীতে জন্ম নিয়ে সত্ত্বগণকে আলোর পথ দেখান এবং এই পৃতিবীকে ছয় প্রকারে প্রকম্পিত করেন।

১২৫. তাঁরা নিরয়কে সরাসরি দেখতে পান এবং তারা নিরয়কে নিবারিত করেন। মহামেঘ প্রবলভাবে বর্ষিত হতে থাকে। ইহাই বুদ্ধগণের রীতি।

১২৬. এমনই সেই মহানাগ, অতুল, মহাযশস্বী বুদ্ধগণ! তথাগতগণ বর্ণের দিক দিয়ে অনতিক্রম্য ও অপ্রমেয়।

১২৭. আমার সকল শিষ্য তখন সগৌরবে আমার কথা অনুমোদন করেছিল। তারা যথাশক্তি সেভাবেই মনন করেছিল।

১২৮. তারা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বুদ্ধকে সৎকার করার মাসসে নিজ নিজ কর্ম দিয়ে বালির চৈত্যকে পূজা করেছিল।

১২৯. ঠিক সেই সময় মহযশস্বী দেবপুত্র তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মাতৃগর্ভে জন্মেছিলেন। তখন দশ সহস্র চক্রবাল কম্পিত হয়েছিল।

১৩০. আমি যখন আশ্রমের অনতিদূরে চংক্রমণ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন আমার শিষ্যরা সবাই হয়ে আমার কাছে এসেছিল।

১৩১. প্রভু, এই পৃথিবী বৃষভের ন্যায় ডাক দিচ্ছে, পশুরাজ সিংহের ন্যায় কূজন করছে, আর কুমীরের ন্যায় চলাচল করছে! ইহা কীসের লক্ষণ ?

১৩২. আমি তোমাদের কাছে যেই সম্বুদ্ধের কথা বলেছিলাম, সেই ভগবান শাস্তাই এখন মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন।

১৩৩. আমি তাদের ধর্মকথা চলে মহামুনি বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম। তারপর তাদের বিদায় দিয়ে আমি আমার পালঙ্কে শুয়ে পড়েছিলাম।

১৩৪. তখন আমার শরীর খুব দুর্বল ও ব্যাধিপীড়িত। তাই বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

১৩৫. আমার মৃত্যুর পর শিষ্যরা সকলে মিলে আমাকে দাহ করার জন্য একটি শ্মশান তুলেছিল। তারা আমার শবদেহকে নিয়ে শ্মশানে তুলেছিল।

১৩৬. শ্মশানের চাপাশে সমবেত হয়ে তারা নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে শোকাভিভূত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভীষণভাবে কেঁদেছিল।

১৩৭. তারা যখন শোকাভিভূত হয়ে কাঁদছিল তখন আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম, সুমেধগণ তোমরা শোক করিও না। আমিই তোমাদের আচার্য।

১৩৮. তোমরা রাতদিন অতন্দ্রভাবে সৎপ্রচেষ্টায় রত থাক। কখনও প্রমত্ত হইও না। এখন তোমাদের প্রতিটি ক্ষণই গুরুত্বপূর্ণ।]

১৩৯. এভাবে আমি আমার শিষ্যদের অনুশাসন করে দেবলোকে ফিরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে মোট আঠার কল্প রমিত হয়েছিলাম।

১৪০. আমি একশ পঞ্চাশবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। বহু শতবার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

১৪১. অবশিষ্ট কল্পেও আমি সেভাবেই জন্মসঞ্চরণ করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা অমার বালির চৈত্য পূজা কারারই ফল।

১৪২. কার্তিক মাসে যেমন বহুফুল ফোটে, তদ্রুপ আমিও মহর্ষি বুদ্ধের সময়ে পুষ্পিত হয়েছি অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেছি।

১৪৩. বীর্যই আমার দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা শক্ত রশির ন্যায় ও যোগক্ষেম সমাধিই আমার একমাত্র বাহন। আমি নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ন অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধস্তুতি, করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধস্তুতিরই ফল।

১৪৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনুপ্পদক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনুপ্পাদক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. তরনীয় স্থবির অপদান

১৪৮. একসময় সয়ম্ভূ লোকনায়ক তথাগত অর্থদর্শী ভগবান বিনতা নদীর তীরে গিয়েছিলেন।

১৪৯. সেই নদীতে তখন আমি ছিলাম জলচর কচ্ছপ। গভীর জল থেকে ভেসে উঠে লোকনায়ক বুদ্ধকে পরপারে পার করিয়ে দেবার ইচ্ছায় আমি তার নিকট গিয়েছিলাম।

১৫০. হে মহামুনি অর্থদর্শী বুদ্ধ, আপনি আমার উপর উঠে পড়ুন! হে দুঃখের অন্তসাধনকারী, আমিই আপনাকে পার করিয়ে দেব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫১. আমার সংকল্পের কথা অবগত হয়ে মহাযশস্বী লোকনায়ক অর্থদর্শী ভবান আমার পিঠে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৫২. প্রাঁপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে যত দিন আমি নিজের সর্ম্পকে স্মরণ করতে পারি, বুদ্ধের পদযুগল আমার পিঠে স্পর্শ করায় জীবনে পাইনি।

১৫৩. মহাযশস্বী অর্থদর্শী সম্বুদ্ধ নদী পার হওয়ার পর নদীতীরে দাঁড়িয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৫৪. আমি যখনি এই নদীর স্রোত পার হবো বলে মনে মনে সংকল্প করেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে এই প্রজ্ঞাবান কচ্ছপরাজই আমাকে পার করে দিয়েছে।

১৫৫. এই কচ্ছপ মৈত্রীচিত্তে বুদ্ধকে পার করিয়ে দেওয়ার ফলে একশ আঠার কল্প দেবলোকে রমিত হবে।

১৫৬. দেবলোক হতে এখানে এসে সে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে একাসনে বসেই সন্দেহ স্রোত পার হবে।

১৫৭. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ রোপন করা হলেও সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হলে কৃষক যেমন বিপুল ফল লাভে খুশি হয়।

১৫৮. অনুরূপভাবে সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত বুদ্ধক্ষেত্রে অল্পমাত্র পুণ্যবীজ রোপিত হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে ও সঠিক পরিমাণে বারি বর্ষণ হলে পরে একেও ফলে তুষ্ট করবে।

১৫৯. এখন আমি ভাবনানিরত, ভাবিতচিত্ত, উপশান্ত, উপধিহীন, সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬০. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই, কর্ম করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে পার করিয়ে দেওয়ারই ফল।

১৬১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তরনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তরণীয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ধর্মরুচিয় স্থবির অপদান

১৬৪. দীপংকর বুদ্ধ যখন সুমেধ তাপস সর্ম্পকে ভবিষ্যদ্বাবাণী করেছিলেন এই বলে যে, আজ থেকে অপরিমেয় কল্প পরে এই ব্যক্তি বুদ্ধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬৫. তখন এই ব্যক্তির মাতার নাম হবে মায়াদেবী আর পিতার নাম হবে শুদ্ধোধন। তার নাম হবে গৌতম।

১৬৬. এই ব্যক্তি কঠোর সাধনা করে ও দুষ্কর চর্যা অনুশীলন করে পরিশেষে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে মহাযশস্বী সম্বুদ্ধ হবে।

১৬৭. তখন তার অগ্রশ্রাবকদের নাম যথাক্রমে উপতিষ্য ও কোলিত এবং আনন্দ নামক তার সেবক নিত্য তাকে সেবা করবে।

১৬৮. তার অগ্রশ্রাবিকাদ্বয় যথাক্রমে ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা এবং উপাসকদের মধ্যে চিত্ত গৃহপতি ও আলবকই হবে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।

১৬৯. উপাসিকাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরা নন্দমাতাই শ্রেষ্ঠ। এই বীরের বোধিবৃক্ষের নাম হবে অশ্বত্থ।

১৭০. অদ্বিতীয় মহর্ষির এই কথা শোনার পর আনন্দিত নর মরুগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাকে নমস্কার করেছিল।

১৭১. তখন আমি মেঘো নামক সুশিক্ষিত মানব ছিলাম এবং আমি সুমেধ তাপস সর্ম্পকে মহামুনির শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলাম।

১৭২. সেই প্রব্রজ্যাধারী মহাবীর, করুণাসাগর সুমেধ তাপসের সহগামী হয়ে তার সাথেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৭৩. আমি ছিলাম প্রাতিমেক্ষ শীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সুসংযত, শুদ্ধজীবী, স্মৃতিমান, বীর এবং জিনশাসন অনুশীলনকারী।

১৭৪. ভীষণরকম দুশ্চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন আমি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করেছিলাম। পরে সেই পাপমিত্রের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মাতৃহত্যা করেছিলাম।

১৭৬. আমি আন্তরিক কর্ম করেছিলাম। প্রদুষ্টমনে মাতৃহত্যা করেছিলাম। তাই মৃত্যুর পর আমি নিদারুণ দুঃখময় মহাঅবীচি নরকে জন্মেছিলাম।

১৭৭. আমি বিনিপাত নিরয়গামী হয়ে সুদীর্ঘ কালব্যাপী অত্যন্ত দুঃখের সাথে বসবাস করেছিলাম। আমি তার কখনও নরশ্রেষ্ঠ বীর সুমেধ তাপসকে দেখতে পাইনি।

১৭৮. এই ভদ্রকল্পে আমি সমুদ্রে বিশাল এক তিমি মাছ হয়ে জন্মেছিলাম। সাগরে বিশাল একটি জাহাজ দেখে আমি আহারের খোঁজে সেটির কাছকাছি গিয়েছিলাম।

১৭৯. আমাকে দেখে বণিকেরা ভীষণভাবে ভীত হয়েছি। এবং বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করছিল। আমি তাদের সেই উচ্চরিত 'গৌতম' শব্দটি শুনতে পেয়েছিলাম।

১৮০. শব্দটি শোনার সাথে সাথে আমার পূর্বলব্দ সংজ্ঞ মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ আমি মরে গিয়েছিলাম। তারপর শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মনিয়েছিলাম।

১৮১-১৮২. আমি সর্বপাপের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী 'ধর্মরুচি' নাম ধারণ করেছিলাম। একদিন আমি লোকপ্রদ্যেৎ ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি মাত্র সাতবৎসর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বয়সে মহাজেতবনে গিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। দিনে আর রাতে মিলে আমি মোট তিনবার বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

১৮৩. তখন মহামুনি আমায় দেখে বললেন, 'ধর্মরুচি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে!' তারপর আমি পূর্বকৃত কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধকে বললাম:

১৮৪. সুদীর্ঘ কাল পরে আমি শতপুণ্যলক্ষণ বিশিষ্ট, বিশুদ্ধপ্রত্যয়ী, নিরূপম বিগ্রহধারী আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অহো, ইহা আমার পক্ষে কতো যে শুভক্ষণ !

১৮৫. সুদীর্ঘকাল আমি নিজেকে নষ্ট করেছি। সুদীর্ঘকালব্যাপী এতই চোখের জল ফেলেছি যে অক্ষিনদী পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। হে মহামুনি, দীর্ঘকাল পরে হলেও এখন আমার চক্ষুদ্বয়কে বিশুদ্ধ জ্ঞানময় এ নির্মল করুন!

১৮৬. দীর্ঘকাল আপনার সাহচর্যে থাকায় এই সুদীর্ঘকাল পরেও আমার সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তাই পুনরায় আপনার দেখা আমি পেয়েছি। হে গৌতম, আমার সেই পূর্বকৃত কর্ম এখনও নষ্ট হয়নি।

১৮৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ধর্মরুচিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মরুচিয় স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. শালমণ্ডপিয় স্থবির অপদান

১৯০. আমি শালবনে প্রবেশ করে শালপুষ্পে সমাচ্ছ একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম। তখন আমি এভাবে গহীন অরন্যে বসবাস করছিলাম।

১৯১. একদিন সয়ম্ভূ অগ্রপুদুগল, বিবেককামী সম্বুদ্ধ প্রিয়দর্শী ভগবান শালবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৯২. আমি আশ্রম থেকে বের হয়ে গভীর অরন্যে গিয়েছিলাম। তখন আমি ফলমূল খঁজতে খঁজতে বনে বিচরণ করছিলাম।

১৯৩. সেই গভীর বনে আমি সুউপবিষ্ট, উজ্জল, জ্যোতির্ময়, মহাযশস্বী প্রিয়দর্শী সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৯৪. আমি তখন চারদিকে চারটি খুটি গাড়িয়ে বুদ্ধের জন্য একটি মণ্ডপ তৈরি করেছিলাম এবং গোটা মণ্ডপটি শালপুষ্পে দিয়ে আচ্ছন্ন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯৫. এভাবে আমি শালপুষ্পচ্ছন্ন মণ্ডপটি সাতদিন যাবৎ ধারণ করেছিলাম। তাতে অতীব চিত্ত প্রসন্ন হয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে বন্দনা নিবেদন করেছিলাম।

১৯৬. সপ্তাহকাল পরে সমাধি হতেহ উঠে পুরুষোত্তম ভগবান যুগমাত্র সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

১৯৭. তখন বরুণ নামক তাঁর এক শিষ্য লাখো ক্ষীণাসব অর্হকে সঙ্গে নিযে বিনায়ক প্রিয়দর্শী শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৯৮. লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম জিন প্রিয়দর্শী ভগবান ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবেশন করে সামান্য হেঁসেছিলেন।

১৯৯. তখন প্রিয়দর্শী শাস্তার সেবক অনুরুদ্ধ উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে মহামুনিকে জিজ্ঞেস করছিলেন।

২০০. হে ভগবান, শাস্তার হাঁসির কারণ কী ? কারণ, শাস্তা তো বিনা কারণে হাঁসেন না।

২০১. যেই মানব (ব্যক্তি) সপ্তাহকাল যাবৎ আমার মাথায় শালপুষ্পাচ্ছাদ ধারণ করেছে, তার কৃতকর্ম স্মরণ করেই আমার সামান্য হাঁসি পেয়েছে।

২০২. আমি এমন কোনো স্থান দেখতে পাচ্ছি না, যেখানে এই পুণ্য বিপাক দিতে পারবে না। কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে সর্বত্রই সে বিপাক দেবে।

২০৩. পুণ্যকর্মসমন্বিত হয়ে সে যখন দেবলোকে বসবাস করবে, তখন সপরিষদে সে শালপুষ্পচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

২০৪. তখন সেখানে সে পুণ্যকর্মসমন্বিত হয়ে নিত্য দিব্য নাচ-গান আর বাদ্যযন্ত্রে রমিত হয়ে থাকবে।

২০৫. তার সমগ্র পরিষদ তখন নিত্য সুগন্ধীময় থাকবে। তখন সপরিষদ তার উপর শালপুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে।

২০৬. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে সে যেখন মনুষ্যলোকে মানুণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, তখন এখানেও তার উপর সব সময় শালপুষ্পচ্ছাদনী ধারণ করা হবে।

২০৭. এখানেও তাকে ঘিরে সব সময় নাচ-গান ও মনোজ্ঞ বাদ্যবাজনা পরিবেশিত হবে। ইহা তার বুদ্ধপূজরই ফল।

২০৮. সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তার উপর শালপুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হবে। পুণ্যকর্মসমন্বিত হওয়ায় তার উপর সব সময় এভাবেই পুষ্পবর্ষন হতে থাকবে।

২০৯. আজ থেকে একশ আঠার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম গোত্রে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২১০. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হবে এবং অভিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পুর্ন অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২১১. ধর্মজ্ঞান লাভের সময়ও তার উপর শালপুষ্পাচ্ছাদনী থাকবে এবং শ্মশানে দগ্ধ করার সময়ও তার উপর পুষ্পচ্ছাদনী থাকবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১২. প্রিযদর্শী মহামুনি এভাবে আমার ভাবীবিপাক সর্ম্পকে বলার পর সেই ভিক্ষুপরিষদে ধর্মদেশনা করেছিলেন, ধর্মবারিবর্ষনে পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

২১৩. আমি দেবলোকে ত্রিশ কল্প ধরে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং সাতষট্টিবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২১৪. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেও আমি বিপুল সুখ ও শালপুষ্পচ্ছাদনী লাভ করেছি। ইহা আমার মণ্ডপদানেরই ফল।

২১৫. এই ভবসংসারে এই আমার শেষ জন্ম। এই শেষ জন্মেও আমার উপর নিত্য শালপুষ্পচ্ছাদনী বিদ্যমান থাকে।

২১৬. শাক্যপুঙ্গব মহামুনি গৌতমকে পুরিতুষ্ট করে আজ আমি সমস্ত জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

২১৭. আজ থেকে একশ আঠার কল্প আগে আমি যেই, বুদ্ধপূজা করে কুশলকর্ম করেছিলাম। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শালমণ্ডপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শালমণ্ডপিয় স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[পাংশুকূল বর্গ ঊনপঞ্চশতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

পাংশুকূল, বুদ্ধসংজ্ঞক, ভিসদায়ক, জ্ঞানথবিক,
চন্দনমালিয়, ধাতুপূজক, পুলিনুপ্পাদক,
তরনীয়, ধর্মরুচিয় ও শালমণ্ডপিয় স্থবির,
এই দশে মোট দু শ বিশ গাথায় সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০. কিংকণিপুষ্প বর্গ

১. ত্রিকিংকণিপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. আমি তখন কনিকার পুষ্পের মতো উজ্জল, পর্বতন্তরে উপবিষ্ট, বিরজ লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. আমি তখন তিনটি কিংকণিপুষ্প নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম। সম্বুদ্ধকে পূজা করার পর আমি দক্ষিণমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪. আজ থেথে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধাপূজারই ফল।

৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. পাংশুকূরপূজক স্থবির অপদান

৮. হিমালয়ের অনতিদূরে উদঙ্গণ নামক এক পর্বত ছিল। সেখানে আমি গাছে ঝুলানো পাংশুকূলকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৯. তখন আমি তিনটি কিংকণিপুষ্প সংগ্রহ করে অতীব হৃষ্ট চিত্তে সেই পাংশুকূলকে পূজা করেছিলাম।

১০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১১. আজ থেথে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অর্হৎ ধ্বজা পাংশুকূল পূজা করারই ফল।

১২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাংশুকূলপূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাংশুকূলপূজক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১৫. অতীতে আমি মাতাপিতার মৃত্যুর পর এক বনকর্মী ছিলাম এবং আমি পশুহত্যা করেই জীবন যাপন করতাম। তখন আমার জীবনে কুশল বলতে কিছুই ছিল না।

১৬. আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত চক্ষুষ্মান লোকগ্রনায়ক তিষ্য ভগবান আমার ঘরে অদূরে তিনটি পদচিহ্ন প্রদর্শন করেছিলেন।

১৭. তিষ্য শাস্তার হেঁটে যাওয়ার পদচিহ্ন দেখে আমি অতীব হৃষ্ট চিত্তে সেই পদচিহ্নের প্রতিচিত্তপ্রসন্নতা উৎপন্ন করেছিলাম।

১৮. ধরণীজাত সুপুষ্পিত কোরণ্ডপুষ্প দেখে আমি তা সকোষ নিয়ে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে পূজা করেছিলাম।

১৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

২০. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সব সময় আমার দেহের চামরা কোরণ্ডপুষ্পের মতো উজ্জল হতো।

২১. আজ থেথে বিরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজা করারই ফল।

২২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কিংশুকপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৫. সুপুষ্পিত কিংশুকপুষ্প দেখে আমি সেগুলো হাতে নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে আকাশের দিকে পূজা করেছিলাম।

২৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ পূজারই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিংশুকপুপ্পিয় স্থবির অপদান চর্তুথ সমাপ্ত]

৫. উপর্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান

৩১. সেই সময় পদুমুত্তর ভগবানের সুজাত নামক এক শ্রাবক পাংশুকূল বস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে আবর্জনা স্তুপে ঘোরাফেরা করছিলেন।

৩২. তখন আমি হংসবতী নগরে এক ভৃত্য ছিলাম। পরের কাজ করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমি বুদ্ধশ্রাবক সুজাতকে অর্ধেক কাপড় দান করে নতশিরে বন্দনা করেছিলাম।

৩৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মনিয়েছিলাম।

৩৪. আমি তেত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং সাতাত্তরবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩৫. আর প্রাদেসিক রাজা অসংখ্যবার অকুতোভয়ী হয়ে আমোদিত হতাম।

৩৬. আজ আমি চাইলেই কাননসহ সমগ্র পর্বতও ক্ষৌমবস্ত্রে ঢেকে দিতে পারি। ইহা আমার অর্ধক বস্ত্র দানেরই ফল।

৩৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার অর্ধেক বস্ত্র দানেরই ফল।

৩৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপর্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[উপর্ধবস্ত্রদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

৪১-৪৫. আমি বাতব্যাধিতে ভীষণভাবে পীড়িত, মহারন্যে উপবিষ্ট, লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম সুচিন্তিত ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর প্রসন্নমনে তাঁকে ঘৃতমণ্ড পান করিয়েছিলাম। আমার এই কৃতকর্মের ফলে গঙ্গা, ভাগীরথী নদীসহ চারিমহাসমুদ্র আমার জন্যে ঘৃত উৎপন্ন করে। আমার মনের সংকল্পে কথা অবগত হয়ে এই ঘোর কঠিন, বিশাল পৃথিবীও আমার কাছে হয়ে মধুর টুকরো। চারিমহাদ্বীপেও পৃথিবীতে জন্মানো এই সমস্ত বৃক্ষও আমার সংকল্পের কথা জেনে আমার কাছে হয়ে যেত কল্পবৃক্ষ। আমি পঞ্চাশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবলোকে রাজত্ব করেছিলাম।

৪৬. একান্নবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৪৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘৃতমণ্ডর দানেরই ফল।

৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোরণ্ডপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘৃতমণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত

৭. উদকদায়ক স্থবির অপদান

৫১. আমি পদুমুত্তর বুদ্ধের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষসংঘকে অতীব প্রসন্নমনে পানীয় জলের ঘট দান করেছিলাম।

৫২. পর্বতশীর্ষে, গাছের উপর, আকাশে কিংবা মাটিতে আমি যেখানেই যেই মুহূর্তে পানীয় জল ইচ্ছা করি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানীয় জল উৎপন্ন হয়।

৫৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘৃতমণ্ডর দানেরই ফল।

৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উদকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পুলিনস্তুপিয় স্থবির অপদান

৫৭. হিমালয়ের অদূরে যমক নামক একটি পর্বত ছিল। তাতে আমি একটি আশ্রম ও একটি পর্ণশালা তৈরি করেছিলাম।

৫৮. তখন আমি ছিলাম নারদ নামক একজন কঠোর তপশ্চর্যাকারী জটিল সন্ন্যাসী। মোট চৌদ্দ হাজার শিষ্য নিত্য আমার পরিচর্যা করত।

৫৯. একদিন নির্জনে বসে থাকার সময় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল: 'সবাই আমাকে পূজা করে; কিন্তু আমিতো কাউকে পূজা করি না।'

৬০. আমার কোনো উপদেশদাতা নেই। আমার কোনো বক্তা নেই। আমি আচার্য-উপাধ্যায়হীন হয়েই বনে বসবাস করছি।

৬১. আমি যাঁকে উপাসনা করতে পারি, গৌরব করতে পারি, সেবা করতে পারি এমন কোনো আচার্য আমার নেই। আমার বনে বাস নিরর্থক।

৬২. আমি একটি দানশালায় খোঁজ করব, একজন গারবনীয় গুরুর খোঁজ করব। আমি কোনো একজনের আশ্রয়েই বসবাস করব। তখন কেই আমাকে নিন্দা করবে না।

৬৪. তখন আমি অমরিক নামক নদীতে গিয়ে বালি কুড়িয়ে একটি বালির চৈত্য তৈরি করেছিলাম।

৬৫. যেসব ভবের অন্তসাধনকারী মুনি সম্বুদ্ধ ছিলেন, তাদের স্তুপগুলো এমনই ছিল। তখন আমি সেই স্তুপগুলোর অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করেছিলাম।

৬৬. বালির স্তুপ তৈরি করার পর আমি সেটিকে তিন হাজারসুবর্ণকিংকনিপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৬৭. আমি সাক্ষাৎ সম্বুদ্ধেকে বন্দনা করার ন্যায় পরম শ্রদ্ধায় কৃতাঞ্জলি হয়ে সকাল-সন্ধ্যা সেই বালির চৈত্যকে বন্দনা করেছিলাম, নমস্কার করেছিলাম।

৬৮. যখন আমার চিন্তা নামক চিত্তগৃহের আশ্রমে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তখন আমি আমার সেই সুনির্মিত স্তুপটির কথা স্মরণ করি, গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করি।

৬৯. [আমি স্বগত উচ্চারণ করে বলতাম] তুমি সার্থবাহ বিনায়ক বুদ্ধকে আশ্রয় করে বসবাস কর, ক্লেশসমূকে সংযত কর। ক্লেশতে বুঁদ হয়ে থাকা তোমার পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

৭০. স্তুপের কথা চিন্তা করলে পরে তখন আমার গৌরব বোধ হতো। আমি অঙকুশ দ্বারা চালিত হাতির ন্যায় সমস্ত কুবির্তক দূর করে দিতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭১. এভাবে বসবাস করতে করতে একসময় আমাকে মৃত্যুরাজ আক্রমণ করেছিল। আমি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে জন্মেছিলাম।

৭২. সেখানে যথা-আয়ুষ্কাল বসবাস করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মনিয়েছিলাম। সেখানে আমি আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৭৩. তিনশবার চকচক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৭৪. সুবর্ণ কিংকণিপুষ্প দিয়ে পূজা করার বিপাক আমি ভোগ করেছিলাম। জন্মে জন্মে লক্ষধাত্রী আমাকে পরিবৃত করে থাকত।

৭৫. স্তুপের সঠিক পরিচর্যা করার ফলস্বরূপ আমাকে কখনও মলিনতা স্পর্শ করত না, গায়ে ঘাম হতো না। জন্মে জন্মে আমি উজ্জল বর্ণের অধিকারী হতোম।

৭৬. অহো, আমি অমরিকা নদীর বালির চড়ে একটি স্তুপ তৈরি করে কত সুকর্মই না করেছিলাম! তার ফলে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৭৭. সারগ্রহণেচ্ছু ও কুশল কর্ম করতে ইচ্ছু ব্যক্তির কাছে ক্ষেত্র-অক্ষেত্র বলে কিছু নেই। আচরণ বা কর্মসম্পাদনই হচ্ছে সার কথা।

৭৮. বলবান ভৃত্য যেমন স্রোতস্বিনী নদী পার হবার ইচ্ছায় সামান্য মাত্র কাষ্ঠ খণ্ড নিয়ে বিশাল হ্রদে ঝাপ দেয়।

৭৯. সেই ব্যক্তি নদী পাড়ি দেওয়ার ন্যায় আমি ও এই কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয় প্রবল উৎসাহ-বীর্য সহকারে এই বিশাল সংসার সাগকে পাড়ি দেব।

৮০. অনুরূপভাবে আমার কৃতকর্ম সামান্যমাত্র হলেও সেই কর্মের আশ্রয়েই আমি এই সংসার সাগর পাড়ি দিয়েছি।

৮১. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে এই অন্তিম জন্মে আমি শ্রাবস্তী এক ধনাঢ্য মহাশাল কুলে জন্মেছি।

৮২. আমার মাতাপিতা দুজনেই শ্রদ্ধাশীল, বুদ্ধেরশরণাগত উপাসক-উপাসিকা। উভয়েই মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। তারা বুদ্ধের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

৮৩. তারা বোধিবৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে তাতে একটি স্বর্ণময় স্তুপ তৈরি করেছেন। তারা সেটিকে সম্মুখ বুদ্ধের ন্যায় সকাল-সন্ধ্যা প্রনাম নিবেদন করেন।

৮৪. তারা উপোসথ দিনে সেই স্বর্ণময় স্তুপের কাছে গিয়ে বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করতে করতে ত্রিযাম অতিবাহিত করতেন।

৮৫. তাঁদের এভাবে স্তুপ পূজা করতে দেখে আমি আমার পূর্বের বালির চৈত্যটিকে স্মরণ করেছিলাম। তারপর আমি সেই আসনে বসেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। [বাইশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৮৬. তখন আমি সেই কাঙ্কিত বীর বুদ্ধকে খুঁজতে খুঁজতে ধর্মসেনাপতিকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি গৃহত্যাগ করে তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৭. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুন অবগত হয়ে আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন।

৮৮. বালক অবস্থাতেই আমার সমস্ত করণীয় শেষ হয়েছে। এখন আমি শাক্যপুত্রের শাসনে কৃত-করণীয়।

৮৯. হে মহাবীর, এখন আমি আপনার বৈরীভয়ের অতীত ও সর্ব শঙ্কার অতীত একজন ঋষি-শ্রাবক। ইহা আমার স্বর্নময় স্তুপ তৈরি করারই ফল।

৯০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পুলিনস্তুপিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পুলিনস্তুপিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. নলকুটিদায়ক স্থবির অপদান

৯৩. হিমালয়ের অদূরে হারিত নামক একটি পর্বত ছিল। সেখানে তখন সয়ম্ভূ নারদ একবৃক্ষমূলে বসবাস করছিলেন।

৯৪. তখন আমি একটি নলখাগড়ায় বাসগৃহ তৈরি করে দিয়ে তাতে তৃণাচ্ছাদনী দিয়েছিলাম এবং একটি চংক্রমণস্থান পরিস্কার করে দিয়ে সেই সয়ম্ভূ নারদকে দান করেছিলাম।

৯৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৯৬. সেখানে আমার জন্য নলকুটি নির্মিত পুণ্যফলে ষাটযোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ ব্যাম প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল।

৯৭. এভাবে আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। একত্তরবার আমি দেবরাজত্ব করেছিলাম।

৯৮. চৌত্রিশবার আমি চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৯৯. আমি ধর্মরূপ প্রাসাদে আরোহণ করে সর্বাকার পরিপীর্ণ হয়ে শাক্যপুত্রের শাসনে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করি।

১০০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নলকুটি দানেরই ফল।

১০১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নলকুটিকদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলকুটিদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পিয়াল ফলদায়ক স্থবির অপদান

১০৪. পূর্বে আমি পশুশিকারী ছিলাম। তখন আমি গহীন বনে বিচরণ করতাম। একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিষেশ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১০৫. তখন আমি পিয়ালফল নিয়ে নিজ হাতে প্রসন্নমনে পুণ্যক্ষেত্র বীর বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

১০৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

১০৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পিয়ালফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পিয়ালফদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কিংকণিপুষ্প বর্গ পঞ্চশতম সমাপ্ত]

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা

মৈত্রেয় বর্গ, ভদ্দালি, সকিংসম্মার্জক ও একবিহারী,
বিভীতকী, জগতি, শালপুষ্পিয়, নলাগার,
পাংশুকূল ও কিংকণিপুষ্পিয় বর্গ মিলে
মোট চৌদ্দশ বিরাশিটি গাথায় হয়েছে সমাপ্ত।

[মৈত্রেয় বর্গ দশক সমাপ্ত]

[পঞ্চম শতক সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫১. কণিকার বর্গ

১. ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান

১. বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট সুমেধ সম্বুদ্ধ বিবেককামী হয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

২. মহাকারুণিক শ্রেষ্ঠ মুনি পুরুষোত্তম সুমেধ হিমালয়ে প্রবেশ করে পদ্মাসনে উপবেশন করেছিলেন।

৩. তখন আমি এক বিদ্যাধর ছিলাম। আমি আকাশে বিচরণ করতাম। তখন আমি সুনির্মিত ত্রিশূল নিয়ে শূন্যে বিচরণ করতাম।

৪. পর্বতশীর্ষে যেমন আগুন, পূর্ণিমার আকাশে যেমন চাঁদ তেমনি বুদ্ধও সুষ্পিত শালরাজের ন্যায় বনে জ্যোতির্ময় ছিলেন।

৫. সেই নলাগ্নি বণসদৃশ বুদ্ধরশ্মি আপন ঔজ্জ্বল্যে বন হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তা দেখে আমার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল।

৬. আমি বনে দেগন্ধী কণিকার পুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনটি পুষ্প নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৭. বুদ্ধের অমিত পুণ্যপ্রভাবে তখন আমার সেই তিনটি পুষ্প ঊর্ধ্ববৃন্ত ও অধোপত্র হয়ে শাস্তাকে ছায়াদান করছিল।

৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৯. সেখানে আমার একটি ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ সুনির্মিত ব্যামপ্রাসাদ ছিল এবং তা 'কণিকার' নামে পরিচিত হতো।

১০. আমার সেই ব্যাম প্রাসাদে সহস্রকাণ্ডবিশিষ্ট শত মালা হিরন্ময় ধ্বজালু ও লাখো চূড়া প্রাদুর্ভূত হতো।

১১. আমার ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণময়, মণিময় ও লোহিতঙ্গময় ফলক ও পালঙ্ক প্রাদুর্ভূত হতো।

১২. আমার মহার্ঘ শয্যা হতো নরম তুলাবৃত, সূক্ষ্ম ঊর্ধ্বলোমযুক্ত ও বালিসমেত।

১৩. আমি যখন ভবন হতে বের হয়ে ভ্রমণ করতে চাইতাম তখন দেবসংঘ আমার সাথে থাকত।

১৪. আমি ফুলের উপর দাঁড়াতাম। আমার চারপাশে শতযোজন জায়গা জুড়ে কণিকার পুষ্পে আচ্ছন্ন শামিয়ানার হতো আচ্ছাদনী থাকত।

১৫. ষাট হাজার তুর্য সকাল-সন্ধ্যা আমাকে সেবা করত এবং রাতদিন অতন্দ্রভাবে নিত্য আমাকে পরিবৃত করে থাকত।

১৬. তখন আমি নাচ, গান, বাদ্য বাজনায় ও রতিক্রিয়ায় রমিত হতাম এবং পঞ্চকামগুণে আমোদিত হতাম।

১৭. তখন আমি তাবতিংস স্বর্গে নারী-পরিবেষ্টিত হয়ে উত্তম ব্যামপ্রাসাদে খেয়ে-দেয়ে ও পান করে আমোদিত হতাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. আমি পাঁচশত বার দেবরাজত্ব করেছিলাম, তিনশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম, আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

১৯. আমি ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে মহাভোগসম্পত্তি লাভ করতাম। আমার ভোগসম্পত্তির কোনো ঘাটতি ছিল না। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই দুই লোকেই শুধু আমি জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো গতি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২১. আমি শুধু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই জন্মগ্রহণ করেছি। কখনও আমি নীচকুলে জন্মাইনি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২২. হস্তিযান, অশ্বযান ও সচল সিবিকাযান এই সমস্তই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৩. দাস-দাসী ও সুসজ্জিত নারী সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৪. কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র ও কার্পাস সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৫. নতুন বস্ত্র, নতুন ফল ও নতুন রসালো ভোজন সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৬. ইহা খাও, ইহা ভোজন কর, এই শয্যায় শয়ন কর- সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৭. আমি সর্বত্রই পূজিত হতাম। আমি সকলের প্রিয় হতাম। আমার পরিষদ ছিল সব সময় ঐক্যকন্দ। আমি জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতাম। ইহা আমার বুদ্ধারই ফল।

২৮. আমি শীত কী, উষ্ণ কী জানতাম না। পরিদাহ বলতে আমার কিছুই ছিল না। এমনকি আমার হৃদয়ে কখনও চৈতসিক দুঃখও ছিল না।

২৯. আমি সুবর্ণবর্ণের অধিকারী হয়ে ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণ করতাম। বিবর্ণতার দেখা আমি কখনই আমি পাইনি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩০. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য মহাশাল কুলে জন্মেছিলাম। পঞ্চকামগুন ত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং জন্মের মাত্র সাত সৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৩২. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণের কথা জেনে আমাকে উপসম্পদা প্রদান করেছিলেন। আমি অতীব তরুন পূজনীয়। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৩. আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৩৪. আমি প্রতিসম্ভিদালাভী, ঋদ্ধিপাদে দক্ষ ও ধর্মে পারমীলাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫. আজ থেকে তিনহাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজারই ফল। সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধ পূজারই ফল।

৩৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ত্রিকণিকারপুষ্পিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. একপাত্রদায়ক স্থবির অপদান

৩৯. হংসবতী নগরে আমি এক কামার ছিলাম। একদিন আমি স্রোতোত্তীর্ণ, অনাক্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪০-৪১. আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে একটি সুনির্মিত মৃত্তিকা পাত্র দান করেছিলাম। ঋজুভূত ভগবানকে পাত্র দান করে জন্মজন্মন্তরে আমি স্বর্ণময়, মণিময়, রৌপ্যময় ও চর্মময় থালা বা পাত্র লাভ করেছিলাম।

৪২. আমি তাদৃশ পাত্রে তথা থালায় করে ভাত খেতাম। ইহা আমার পূর্বকৃত পুণ্যফল। আমি যশস্বী ও ধনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতাম।

৪৩. উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ রোপন করা হলেও সঠিকসময়ে ও সঠিক পরিমাণে বারিবর্ষণ হলে কৃষক যেমন বিপুল ফল লাভে খুশি হয়।

৪৪. অনুরূপভাবে এই বুদ্ধক্ষেত্রে রোপিত আমার এই পাত্রদান মুষলধারে প্রীতি বর্ষিত হলে আমাকে ফলে পরিতৃপ্ত করবে।

৪৫. সংঘের মধ্যে ও গণের মধ্যে অন্য যাকিছু ক্ষেত্র আছে তন্মধ্যে এই বুদ্ধক্ষেত্র তুল্য অন্য কিছু সেই যা সকল প্রাণিকে সুখ দান করে।

৪৬. হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। একটি মাত্র পাত্র দান করে আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৪৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পানপাত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পাত্রদানেরই ফল।

৩৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৮. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান একপাত্রদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপাত্রদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. কাসুমারফুলিয় স্থবির অপদান

৫১. আমি পর্বতমধ্যে উপবিষ্ট কণিকার পুষ্পের মতো উজ্জ্বল লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৫২. আমি অতীব প্রসন্নমনে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে কাসুমারিক ফল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৫৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কাসুমারফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কাসুমারফলিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অবটফলিয় স্থবির অপদান

৫৭. সয়ম্ভূ অপরাজিত সহস্ররশ্মি ভগবান বিবেক হঠে উঠে এসে ভিক্ষার জন্য বের হয়েছিলাম।

৫৮. আমি নরোত্তম ভগবানকে দেখে ফাল হাতে তার কাছে গিয়েছিলাম এবং প্রসন্নমনে অবটফল দান করেছিলাম।

৫৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অবটফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অবটফলিয স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. পাদফলিয় স্থবির অপদান

৬৩. পরমপূজনীয় সুবর্ণ বর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চরে যেতে দেখে আমি তাঁকে পাদফল দান করেছিলাম।

৬৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পাদফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পাদফলিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. মাতুলুঙ্গফলদায়ক স্থবির অপদান

৬৮. আমি কনিকাপুষ্পের মতো উজ্জ্বল, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ ও দীপবৃক্ষের ন্যায় জ্বলন্ত লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৬৯. আমি মাতুঙ্গফল হাতে নিয়ে পরম দাক্ষিণের বীর শাস্তাকে প্রসন্নমনে নিজ হাতে দান করেছিলাম।

৭০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৭১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৩. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মাতুলঙ্গফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মাতুলুঙ্গফলদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. অজেলিফলদায়ক স্থবির অপদান

৭৪. তখন বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সমাধিকুশল মুনি অজ্জুনো নামক সম্বুদ্ধ হিমালয়ে বসবাস করছিলেন।

৭৫. কুম্ভমাত্র জীবনীশক্তিদায়ক অজেলিফল নিয়ে আমি শাস্তাকে দান করেছিলাম।

৭৬. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৭৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অজেলিফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অজেলিফলদায়ক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. অমোদফলিয় স্থবির অপদান

৮০. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চড়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে অমোদফল দান করেছিলাম।

৮১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৮২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৪. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অমোদফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অমোদফলিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. তালফলদায়ক স্থবির অপদান

৮৫. সয়ম্ভূ অপরাজিত সহরশ্মি ভগবান বিবেক হতে উঠে এসে ভিক্ষার জন্য বের হয়েছিলেন।

৮৬. আমি নরোত্তম ভগবানকে দেখে ফল হাতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এবং প্রসন্নমনে তালফল দান করেছিলাম।

৮৭. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে তালফলদানেরই বিপাক।

৮৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তালফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তালফলদায়ক স্থবির অপদান নবম সমপ্ত]

১০. নারিকেলফলদায়ক স্থবির অপদান

৯১. তখন আমি এক আরামিক ছিলাম। একদিন আমি বিরজ বুদ্ধকে সুনীল আকাশ পথ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

৯২. আমি নারিকেল নিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ দান করেছিলাম। মহাযশস্বী বুদ্ধ আকাশে দাঁড়িয়েই আমার দান গ্রহণ করেছিলাম।

৯৩. অতীব প্রসন্নমনে বুদ্ধকে ফল দান করে সাথে সাথে আমার মনে ভীষণ রকম সুখাবহ ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল।

৯৪. তখন আতি বিপুল প্রীতি ও সুখ লাভ করেছিলাম। আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করতাম সেখানে রত্ন উৎপন্ন হতো।

৯৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৯৬. আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞাপ্রাপ্ত। ইহা আমার ফল দানেরই বিপাক।

৯৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৯. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নারি ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নারিকেলফলদায়ক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কণিকার বর্গ একান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ত্রিকণিকার, একপাত্র, কাসুমারি, অবটফল,
পাদফল, মাতুলুঙ্গ, অজেলি, অমোদফলিয়,
তালফল ও নারিকেল এই দশে মিলে
সর্বমোট নিরানব্বইটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫২. ফলদায়ক বর্গ

১. কুরঞ্চিয় ফলদায়ক স্থবির অপদান

১. অতীতে আমি এক পশুশিকারী ছিলাম। আমি শিকারে খোঁজে গহীন অরণ্যে বিচরণ করতাম। একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২. আমি কুরঞ্চিয় ফল নিয়ে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে তাদৃশ পুণ্যক্ষেত্র বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুরঞ্চিয়ফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুরঞ্চিয় ফলদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কপিত্থফলদায়ক স্থবির অপদান

৭. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চড়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে কপিত্থফল দান করেছিলাম।

৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই বিপাক।

৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কপিত্থফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কপিত্থফলফলদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. কোশম্বফলিয় স্থবির অপদান

১২. রাজকীয় মুকুটের মতো শোভামান দেবাতিদেব নরশ্রেষ্ঠকে রথে চড়ে যেতে দেখে তখন আমি কোসম্বফল দান করেছিলাম।

১৩. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে ফলদানেরই সুফল।

১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কোসম্বফলিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কোসম্বফলিয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কেতকপুপ্পিয় স্থবির অপদান

১৭. তখন পুরুষোত্তম ভগবান বিনতা নদীর তীরে বসবাস করছিলেন। একদিন আমি সুসমাহিত, একাগ্রচিত্ত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৮. তখন আমি অতীব প্রসন্নমনে মধুগন্ধী কেতকপুষ্প দিয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

১৯. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভগবান তথাগতকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কেতকপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কেতকপুপ্পিয় স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৩. পরম পূজনীয় সুবর্ণবর্ণ সম্বুদ্ধকে রথে চড়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে নাগ পুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

২৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভগবান তথাগতকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নাগপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নাগপুষ্পিয় স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. অর্জুনপুষ্পিয় স্থবির অপদান

২৮. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এক কিন্নরী ছিলাম। একদিন আমি সয়সম্ভূ অপরাজিত বিরজবুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৯. আমি অর্জুনপুষ্প নিয়ে প্রসন্নমনে কৃতাঞ্জলি হয়ে সয়ম্ভকে পূজাকরেছিলাম।

৩০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী কিন্নরদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৩১. সেখানে আমি ছত্রিশবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করেছিলাম। আমি দশবার রাজচক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩২. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। অহো, ইহা আমার সুক্ষেত্রে বপন করা বীজেরই ফল!

৩৩. অতীতে পুণ্য থাকায় আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। শাক্যপুত্রের শাসনে আজ আমি অত্যন্ত পূজনীয়।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অর্জনপুষ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্জনপুষ্পিয় স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. কুটজপুপ্পিয় স্থবির অপদান

৩৭. হিমালয়ের অদূরে বসল নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের মধ্যে সুদর্শন বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৩৮. একদিন হেমবর্ণ পুষ্প হাতে নিয়ে আকাশপথে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমি স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত সম্বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৯. তখন আমি কুটজ পুষ্প হাতে নিয়ে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সয়ম্ভূ সহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৪০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই তথাগতকে পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধকে পুষ্পপূজারই ফল।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুটজপুপ্পিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুটজপুপ্পিয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ঘোষসংজ্ঞক স্থবির অপদান

৪৪. বহু অতীত জন্ম আগে আমি গহীন অরণ্যে এক পশুশিকারী ছিলাম। একদিন আমি দেবসংঘ পরিবৃত বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৫. তখন তিনি চতুরার্যসত্য প্রকাশ করে অমৃতপদ দেশনা করছিলেন। লোকবন্ধু শিখী বুদ্ধের মধুর ধর্মকথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

৪৬. আমি অদ্বিতয়ি পদ্মাল ভগবানের মধুর ধর্মকথায় অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি এই দুস্তর ভব অতিক্রম করেছিলাম।

৪৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই সংজ্ঞা লাভ করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ঘোষসংজ্ঞা লাভেরই ফল।

৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ঘোষসংজ্ঞক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ঘোষসংজ্ঞক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সর্বফলদায়ক স্থবির অপদান

৫১. আমি তখন বরুণ নামক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার দশটি পুত্রকে ত্যাগ করে বনে প্রবেশ করেছিলাম।

৫২. সুবিভক্ত, মনোরম একটি আশ্রম তৈরি করে ও একটি পণশালা তৈরি করে আমি গহীন বনে বসবাস করছিলাম।

৫৩. পরম পূজনীয় লোকবিদ পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে উদ্ধারের মানসে আমার আশ্রমে এসছিলেন।

৫৪. বুদ্ধের আগমনে ও অমিত পুণ্যপ্রভাবে সমগ্র বনসণ্ড বিপুল আলোয় আলোকিত হয়েছিল। তখন গহীন বন যেন জ্বল জ্বল করছিল।

৫৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের এমন অতিপ্রাকৃত প্রভাব দেখে আমি একটি পাত্রে করে ফল দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৫৬. সম্বদ্ধের কাছে গিয়ে গোটা ঝুড়িটিসহ দান করেছিলাম। বুদ্ধ আমার প্রতি অশেষ অনুকম্পাবশত এই কথা বলেছিলেন :

৫৭. যষ্ঠিতে ভর দিয়ে আমার পেছন পেছন আস। নিজ হাতে সংঘকে পরিভোগ করাও। তোমার বহু পুণ্য হবে।

৫৮. তখন আমি সেই ঝুড়িটি নিয়ে ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম। তাতে আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৫৯. সেখানে আমি পুণ্যপ্রভাবে দিব্যে নাচ, গান, বাদ্যবাজানার দ্বারা নিয়ত সুখ ভোগ করেছিলাম।

৬০. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করিনা কেন, সর্বত্রই আমার ভোগসম্পত্তির কোনো কমতি ছিল না। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬১. বুদ্ধকে ফর দান করে আমি সসগরা পৃথিবীর চারটি দ্বীপ শাসন করেছিলাম।

৬২. আকাশে যত পাখি উড়ে থাকে, তারাও আমার বশে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৩. সমগ্রবনভূমি জুড়ে যত যক্ষ, ভূত, রাক্ষস, কমাণ্ড, গরুল আছে, তারা সবাই আমার পরিচর্যা করত।

৬৪. মৌমাছি, ডাঁশ, মশক – তারাও আমার বশে আসত। ইহা আমার বুদ্ধকে ফল দানেরই ফল।

৬৫. ভীষণ শক্তিশালী সুপর্ণ নামক শকুন পাখিরাও আমার আশ্রয়ে চলে আসত। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৬. ঋদ্ধিমান মহাযশস্বী দীর্ঘায়ুসম্পন্ন নাগেরাও আমার বশে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৭. সিংহ, বাঘ, নেক্রেবাঘ, ভালুক- সবাই আমার বশে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৮. আকাশবাসী, ভূমিবাসী, গৃহ-নক্ষত্রবাসী সকলেই আমার আশ্রয়ে আসত। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৬৯. সুদুর্শন, সুণিপুন, গম্ভীর ও সুপ্রকাশিতকে স্পর্শ করে আমি এখন অবস্থান করছি।

৭০. আমি অষ্ট বিমোক্ষ, স্পর্শ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, বীর্যবান ও প্রজ্ঞাবান হয়ে অবস্থান করছি। ইহা আমার ফল দানেরই ফল।

৭১. মার্গফললাভী যেসব ক্ষীণদোষ, মহাযশস্বী বুদ্ধপুত্রগণ আছেন আমি তাদের অন্যতম। ইহা আমার ফলদানেরই ফল।

৭২. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে অভিজ্ঞার পূর্ণতা সাধন করে ও সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই আমি অবস্থান করছি।

৭৩. যেসব বুদ্ধপুত্র ত্রিবিদ্যালাভী, ঋদ্ধিমান, মহযশস্বী, দিব্যশ্রোত্রলাভী আছেন আমি তাদের একজন।

৭৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফলদানেরই সুফল।

৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সর্বফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সর্বফলদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পদুমধারিক স্থবির অপদান

৭৮. হিমালয়ের অদূরে রোমস নামক এক পর্বত ছিল। সেই পর্বতের খোলা আকাশের নিচে তখন সম্ভব নামক বুদ্ধ বসবাস করছিলেন।

৭৯. আমি আমার ভবন হতে বের হয়ে তার উপর পদ্ম ধারণ করেছিলাম। একদিন যাবৎ ধারণ করার পর আমি পুনরায় নিজ ভবনে ফিরে এসেছিলাম।

৮০. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই সুফল।

৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান পদুমধারিক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পদুমধারিক স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[ফলদায়ক বর্গ বায়ান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুরণ্ডিয়, কপিত্থফল, কোসম্ব, কেতক,
নাগপুষ্প, অর্জুন, কুটজি, ঘোষকসংজ্ঞক,
সর্বফলদায়ক স্থবির ও পদুমধারিক এই দশে মিলে
সর্বমোট তিরাশিটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৩. তৃণদায়ক বর্গ

১. তৃণমুষ্ঠিদায়ক স্থবির অপদান

১. হিমালয়ের অদূরে নম্বক নামক নামক একটি পর্বত ছিল। সেই পর্বতে তিষ্য সম্বুদ্ধ খোলা আকাশের নিচে চংক্রমণ করছিলেন।

২. অতীতে আমি গহীন অরন্যে এক পশুশিকারী ছিলাম। দেবাতিদেব সম্বুদ্ধকে দেখে আমি একমষ্টি তৃণ দান করেছিলাম।

৩. বসার জন্য বুদ্ধকে এক মুষ্টি তৃণ দান করে আমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৪. চলে যাবার সাথে সাথেই আমাকে পশুরাজ সিংহ ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

৫. মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আমি অনাসক্ত বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে পুণ্যকর্ম করেছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলে আমি তীরের গতিতে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৬. সেখানে আমার পুণ্যপ্রভাবে সহস্রহকাণ্ডবিশিষ্ট শতভাণ্ড, ধ্বজালু, হিরন্ময় এক সুন্দর যজ্ঞস্তম্ভ ছিল।

৭. মধ্যহ্ন সূর্যের ন্যায় সেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দেবকন্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে তাতে আমি পঞ্চকামগুণে আমোদিত হয়েছিলাম।

৮. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে মনুষ্যত্ব লাভ করে আসবক্ষয়জ্ঞান লাভ করেছি।

৯. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার তৃণমুষ্টিদানেরই ফল।

১০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[তৃণমুষ্টিদায়ক স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান

১৩. আমি অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে লোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবানকে একটি মঞ্চদান করেছিলাম।

১৪. সেই মঞ্চদানের ফলে আমি জন্মে জন্মে হস্তিযান, অশ্বযান ও দিব্যযান লাভ করেছি। পরিশেষে আমি কাঙ্ক্ষিত আসবক্ষয়জ্ঞান লাভ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মঞ্চদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চ দানেরই ফল।

১৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মঞ্চদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মঞ্চদায়ক স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. শরণগমনীয় স্থবির অপদান

১৯. তখন আজীবক সন্ন্যাসী আমি ও এক ভিক্ষু একই নৌকায় উঠেছিলাম। এক পর্যায়ে নৌকাটি যখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল তখন সেই ভিক্ষুটি আমাকে শরণে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

২০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই মঞ্চদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্চ দানেরই ফল।

২১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান শরণগমনীয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[শরণগমনীয় স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. অব্‌ভঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান

২৪. আমি বন্ধুমতি নগরের রাজ-উদ্যানে বসবাস করছিলাম। তখন আমি চর্মবস্ত্রপরিহিত পাত্রধারী ছিলাম।

২৫. একদিন আমি ভাবনানিরত, ভাবিতাত্মা, ধ্যানী, ধ্যানরত, সয়ম্ভূ অপরাজিত বিমল বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

২৬. আমি সর্বকামনাসিদ্ধ, স্রোতোত্তীর্ণ, অনাসক্ত বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে অতীব প্রসন্নমনে মলম দান করেছিলাম।

২৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মলম দানেরই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অব্‌ঞ্জনদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অব্‌ঞ্জনদায়ক স্থবির অপদান চর্তুথ সমাপ্ত]

৫. সুপটদায়ক স্থবির অপদান

৩১. লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবান দিবাবিহার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন এমন সময় আমি তাঁকে সূক্ষ্ম বস্ত্র দান করে কল্পকাল স্বর্গে আমোদিত হয়েছিলাম।

৩২. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই সূক্ষ্মবস্ত্র দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বস্ত্র দানেরই ফল।

৩৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুপটদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুপটদায়ক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান

৩৬. আমি তখন গহীন বনে প্রবেশ করে বাঁশ কেটেছিলাম। সেই বাঁশ দিয়ে লাঠি তৈরি করে অনেকগুলো লাঠি সংঘকে দান করেছিলাম।

৩৭. তারপর প্রসন্নমনে সুব্রত সংঘকে অভিবাদন করেছিলাম। এবং ভর দেওয়ার লাঠি দান করে উত্তরমুখী হয়ে চলে গিয়েছিলাম।

৩৮. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই লাঠিদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার লাঠি দানেরই ফল।

৩৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান দণ্ডদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[দণ্ডদায়ক স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

[তেইশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৭. গিরিনেলপূজক স্থবির অপদান

৪২. অতীতে আমি এক পশুশিকারী ছিলাম এবং গহীন অরন্যে বিচরণ করতাম। হঠাৎ একদিন আমি সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৪৩. সর্বসত্ত্বগণের হিতসাধনকারী সেই মহাকারুণিক বুদ্ধকে আমি প্রসন্নমনে নেলপুষ্প দিয়ে পূজা করেছিলাম।

৪৪. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই পুষ্পপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পুষ্প পূজা করারই ফল।

৪৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গিরিনেল পূজক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গিরিনেলপূজক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. বোধিসম্মার্জক স্থবির অপদান

৪৮. অতীতে আমি বোধিকৃক্ষের পাতা চৈত্যঙ্গনে এসে ঝুলে পড়লে ঝুলে পড়া পাতার বর্ধিতাংশ কেটে দিয়েছিলাম।

৪৯. সেই কর্মের প্রভাবে আমি ভবসংসারে জন্মপরিভ্রমণকালে দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই দুই লোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫০. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেও আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৫১. আমি সব সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ, দীর্ঘদেহী, অীভরূপ ও শুচি হতাম।

৫২. দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করতাম, সর্বত্র আমি উজ্জ্বল কনকতুল্য সুবর্ণবর্ণ হতাম।

৫৩. আমার দেহের চামরা সব সময় সৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও সুকুমার হতো। ইহা আমার বোধিবৃক্ষের পাতার ঝুলেপড়া বর্ধিতাংশ কেটে দেওয়ারই ফল।

৫৪. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ কী দেবলোকে, কী মনুষ্যলোকে- সর্বত্রই আমার শরীরে মলিনতা স্পর্শ করত না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৫. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ তীব্রগরম খরতাপেও আমার দেহ হতে ঘাম ঝরত না।

৫৬. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ আমার শরীরে কখনও কুষ্ঠ, ফোঁসকা, খোঁচ-পাঁচড়া, আঁচিল, ফোঁড়া ও দাউদ হতো না।

৫৭. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই একগুণ এ লাভ হয়েছিল : আমার দেহে কোনো রোগ হয় না।

৫৮. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণ ও লাভ হয়েছিল : আমি কোন মনোকষ্ট অনুভব করতাম না।

৫৯. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণ ও লাভ হয়েছিল: শত্রু বলতে আমার কেউ থাকত না।

৬০. এই বোধিপাতা কেটে দেওয়ার ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণ ও লাভ হয়েছিল: আমার ভোগসম্পত্তির কোন অভাব থাকত না।

৬১. জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও আমার লাভ হয়েছিল: অগ্নিভয়, রাজভয়, চোরভয়, ও জলভয় আমার ছিল না।

৬২. জন্মজন্মান্তরে অপর এই এক গুণও আমার লাভ হয়েছিল: আমার একান্ত দাসদাসী ও অনুসরবৃন্দ ছিল।

৬৩. মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলে তখনকার মানুষের স্বাভাবিক গড় আয়ুর পুরোটাই বেঁচে থাকতাম। আমার কখনও অকাল মৃত্যু হত না।

৬৪. শ্রীবৃদ্ধিকামী, সুখাকাঙ্খী ভিতরের বাইরের গ্রাম-নিগমবাসী, কেউই আমার সমকক্ষ হতে পারত না।

৬৫. জন্মে জন্মে আমি ধনাঢ্য, যশস্বী, সুশ্রী, জ্ঞাতিপরিবেষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ ভয়ভীতিহীন হতাম।

৬৬. আমার জন্মপরিভ্রমণের সময় আমাকে সব সময় দেবমনুষ্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব-সবাই রক্ষা করত।

৬৭. দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে উভয়লোকে যশ ভোগ করে অবশেষে আমি অনুত্তর নির্বাণ লাভ করেছি।

৬৮. সম্বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে সেই শাস্তার বোধিবৃক্ষকে সঠিক পরিচর্যা করে যেই ব্যক্তি পুণ্য প্রসব করে, তার কী-ই বা দুর্লভ হতে পারে!

৬৯. মার্গফলে, শাস্ত্রশিক্ষায় ও ধ্যান-অভিজ্ঞাগুণে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট হয়ে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই নির্বাণ লাভ করেছি।

৭০. বহুকাল পূর্বে খুশীমনে বোধিবৃক্ষের পাতা কেটে দিয়ে আমি সব সময় এই বিশটি গুণের অধিকারী হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বোদিসম্মার্জক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বোধিসম্মার্জক স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. আমণ্ডফলদায়ক স্থবির অপদান

৭৪. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী লোকনায়ক পদুমুত্তর জিন সমাধি হতে উঠে চংক্রমণ করছিলেন।

৭৫. আমি তখন লাঠিতে ভর করে ফল আনতে গিয়ে মহামুনি বিরজ বুদ্ধকে চংক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

৭৬. তারপর আমি প্রসন্নমনে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমণ্ডফল দান করেছিলাম।

৭৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই আমণ্ডফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার আমণ্ডফল দানেরই ফল।

৭৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৭৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান আমণ্ডফলদায়ক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আমণ্ডফলদায়ক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. সুগন্ধ স্থবির অপদান

৮১. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী, বরশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮২-৮৪. তিনি ছিলেন অনুব্যঞ্জন সম্পন্ন, বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ বিশিষ্ট, ব্যামপ্রভাসমন্বিত, মশ্মিজালে সমচ্ছন্ন, চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ, সূর্যের ন্যায় প্রভাংকর, মহামেঘের ন্যায় অগ্নিনির্বাপক, সাগরের ন্যায় গুনধর, শীলে ধরণীসম, সমাধিতে হিমবাহতুল্য, প্রজ্ঞায় আকাশ সম, বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত ও পরিষদে বিশারদ।

৮৫. পরিষদে বিশারদ সেই মহাবীর বুদ্ধ মহাজনতাকে উদ্ধারের মানসে চতুরার্যসত্য প্রকাশ করছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৬. তখন আমি বারাণসীতে এক মহাযশস্বী শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমার প্রভূত ধনধান্য ও ধনসম্পত্তি ছিল।

৮৭. একদিন আমি হাঁটতে হাটঁতে মৃগদায়ে পৌঁছেছিলাম। তখন আমি বিরজ বুদ্ধকে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করতে দেখতে পেয়েছিলাম।

৮৮. তিনি সুস্পষ্টভাবে কোকিলের মতো মধুর স্বরে রাজহাঁসীয় নির্ঘোষে মহাজনতাকে ধর্ম জ্ঞাত করাচ্ছিলেন।

৮৯. সেই দেবাতিদেব বুদ্ধকে দেখে, তাঁর সুমধুর কথা শুনে, প্রভূত ভোগসম্পত্তি ত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৯০. এভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি অচিরেই বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ও বিচিত্র প্রতিভাণের অধিকারী হয়েছিলাম।

৯১. আমি বিশাল পরিষদে হৃষ্টচিত্তে বার বার হেমবর্ণ বুদ্ধের গুণগান করেছিলাম। আমি ছিলাম বুদ্ধের গুণকীর্তনে অভিজ্ঞ।

৯২. ইনিই ক্ষীণাসব বুদ্ধ, দুঃখহীন, সংশয়মুক্ত, সর্ববিধকর্মের ক্ষয়সাধনকারী ও উপাধি ক্ষয়ে বিমুক্ত।

৯৩. ইনিই সেই ভগবান বুদ্ধ, ইনিই অনুত্তর সিংহ, যিনি সদেবলোকে ব্রহ্মচক্র তথা শ্রেষ্ঠচক্র প্রর্বতনকারী।

৯৪. ইনিদান্ত, দমনকারী, শান্ত, শান্তকারী নিবৃত, ঋষি, নির্বাপক, মুক্তিলাভী ও মহাজনতাকে উপশান্তকারী।

৯৫. সেই জিন বীর, নির্ভীক, ধীর, প্রজ্ঞাবান, কারুণিক, বশীপ্রাপ্ত, বিজয়ী, লজ্জী, নিরহংকারী ও আলয়হীন।

৯৬. নিশ্চল, অচল, ধৃতিমান, মোহহীন, অসদৃশ মুনি এবং গুরুদের মধ্যে নীতিবান, বৃষভ, নাগ, সিংহ ও শক্র।

৯৭. বিরাগ বিমল ব্রহ্মা, যুক্তিবাদী, সাহসী, যুদ্ধজয়ী, অখিল, শল্যহীন, অসদৃশ, সংযত ও শুচি।

৯৮. ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নাথ, চিকিৎসক, শল্যবিদ, যোদ্ধা শ্রুতাশ্রুত বুদ্ধ, অচল, মুদিতাপরায়ন ও অদ্যবসায়ী।

৯৯. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন পরিতৃপ্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, শান্ত, কর্মঠ, নেতা, প্রকাশকারী, সম্প্রহৃষ্টকারী, ছেদনকারী, শ্রোতা ও প্রশংসাকারী।

১০০. ভগবান বুদ্ধহচ্ছেন অখিল, শল্যহীন, দুঃখহীন, নিঃসন্দেহ, বাসনামুক্ত, বিরজ, কৃতিমান, গন্ধী, বক্তা ও প্রশংসাকারী।

১০১. ভগবান বুদ্ধহচ্ছেন তীর্থকারী, অর্থহীতকারী, নির্মাণকারী, সম্পাদক, পাপেরকর্তনকারী ও হত্যাকারী, উদ্যমশীল তাপস।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০২. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন সমচিত্ত, সমসমো, অসহায়, দয়ালয়, অচ্ছেরসত্ত্ব, অকুহো ও কতাবী এই সাতজন ঋষি।

১০৩. ভগবান বুদ্ধ হচ্ছেন সন্দেহোত্তীর্ণ, নিরহংকারী, অপ্রমেয়, অনুপম, সর্ববিধ বাক্যপথের অতীত ও নত্যনীবিদ জিন।

১০৪. সেই উত্তম শতরশ্মি বুদ্ধের প্রতি উৎপন্ন প্রসাদ অমৃতবাহী। অতএব বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধবান ব্যক্তিরা মহাহিত সাধন করে থাকেন।

১০৫. এভাবে আমি পরিষদের মাঝে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ শরণ বুদ্ধের গুণগান করতে করতে ধর্মকথা বলেছিলাম।

১০৬. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম এবং তার পর আবার সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমার দেহ ও মুখ থেকে সুগন্ধ বের হতো।

১০৭. মুখেরগন্ধ, নিশ্বাস, দেহগন্ধ, ঘামেরগন্ধ- আমার সবকিছুই সুগন্ধীযুক্ত হয়েছিল।

১০৮. আমার মুখ থেকে সব সময় পদ্ম, উৎপল ও চম্পক ফুলের গন্ধ বের হতো; এমনকি আমার শরীর থেকেও তেমন গন্ধ বের হতো।

১০৯. এভাবে বুদ্ধের গুণগান করার কারণে অতি আশ্চর্যরকম পরম ফল আমি পেয়েছি। তোমরা সবাই আমার সেই গুণগান করার ফলের কথা একাগ্রমনে শ্রবণ কর।

১১০. বুদ্ধের গুণগান করার পর হিত-সুখে আমার মত কেউ ছিল না। আমি সর্বত্রই বীরোচিত সংঘসমন্বিত হয়ে সুখী হতাম।

১১১. অনুরূপভাবে আমি যশস্বী, সুখী, প্রিয়, জ্যোতিমান, প্রিয়দর্শন, বক্তা, নির্দোষ ও প্রজ্ঞাবান হয়েছিলাম।

১১২. বুদ্ধভক্তির কারণে আমার পক্ষে নির্বাণ লাভ যে সহজতর হয়েছে এখন আমি তোমাদের নিকট তার কারণ সম্বন্ধে যথাযথা ব্যাখ্যা করব।

১১৩. আমি শান্তশিষ্ট, যশস্বী ভগবানকে যথানিয়মে অভিবাদন করেছিলাম। তার ফলে আমি জন্মে জন্মে যশস্বী হয়েছিলাম।

১১৪. দুঃখের অন্তসাধনকারী বুদ্ধ ও শান্ত, অসংস্কৃত ধর্মের গুণগান করা আমার পক্ষে পরম সুখকর। অন্য সত্ত্বগণের কাছে ছিল ততোধিক সুখকর।

১১৫. বুদ্ধপ্রীতিসমন্বিত হয়ে বুদ্ধের গুণগান করে আমি নিজের ও পরের ক্ষান্তি উৎপন্ন করেছিলাম।

১১৬. তৈর্থিক-পরিবেষ্ঠিত সেই জিন দুষ্ট তীর্থিয়দের পরাভূত করেছিলেন। আমি বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলাম আর নায়ক বুদ্ধ আরো জ্যোতির্ময় হয়েছিলেন।

১১৭. জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়কর সম্বুদ্ধের গুণগান করে আমি শরতের আকাশে স্নিগ্ধ চাঁদের ন্যায় প্রিয়দর্শন হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৮. আমি যথাশক্তি সকল প্রকারে সুগতের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম। তার ফলে আমি বিচিত্র প্রতিভাণী বাক্যবাগীশ হয়েছিলাম।

১১৯. যে মূর্খরা মহামুনির সম্বন্ধে ভীষণভাবে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, আমি তাদের সদ্ধর্ম ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নিগ্রহ তথা তিরস্কার করতাম।

১২০. আমি বুদ্ধগুণের কথা বলে বলে সত্ত্বগণের ক্লেশ অপনোদন করতাম। তার ফলস্বরূপ আমি ক্লেশমুক্ত মনের অধিকারী হতাম।

১২১. আমি বুদ্ধানুস্মৃতি তথা বুদ্ধের গুণ ব্যাখা করে শ্রোতাদের ভক্তি উৎপাদন করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি প্রজ্ঞাবান ও নিপুণার্থ বিদর্শক হয়েছিলাম।

১২২. আমি সর্বাসব ক্ষয় করে ও সংসার সার সাগর পাড়ি দিয়ে আমিও সম্পূর্ণ অনাসক্ত শিখী বুদ্ধের ন্যায় পরম নিবৃতি লাভ করব।

১২৩. এই ভদ্রকল্পে আমি জিনকে যেই ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধের গুণকীর্তন করারই ফল।

১২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সুগন্ধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুগন্ধ স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[তৃণদায়ক বর্গ তেপ্পান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

তৃণমুষ্টি, মঞ্চদায়ক, শরণগমনীয় ও অব্‌ভঞ্জন,
সুপটদায়ক, দণ্ডদায়ক, গিরিনেলপূজক, বোধিসম্মার্জকদ
আমণ্ডফল ও সুগন্ধ স্থবির এই দশে মিলে
মোট একশত ছাব্বিশ গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৪. কাচ্চায়ন বর্গ

১. মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে গৃহপতি মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করতে গেলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ ব্যাখ্যাদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের প্রার্থনা করলেন। তারপর দানাদি বহুপুণ্য সম্পাদন করে দেবমনুষ্যগণের মধ্যে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে তিনি সুমেধ ভগবানের সময় এক বিদ্যাধর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি আকাশ পথে যেতে যেতে এক বনসণ্ডে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখে প্রসন্নমনে কণিকার পুষ্প দিয়ে পূজা করেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি অপরাপর সুগতিলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে কাশ্যপ দশবলের সময় বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের পরিনির্বানের পর তিনি সুবর্ণ-চৈত্য কর্মস্থানে লক্ষটাকা মুল্যের সোনার ইট দিয়ে পূজা করে এই বলে প্রার্থনা করেন: এই সোনার ইট দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে আমার শরীর সোনারঙা হোক।

তারপর তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে এক বুদ্ধান্তর কল্প দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রকু করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় উজ্জেনী রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের এক পরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ দিনে তার মা 'আমার পুত্র নিজের সুবর্ণবণ নামক নিয়েই এসেছে' ভেবে তার নাম কাঞ্চনমানব রাখলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করে পিতার মৃত্যুর পর পিতার পুলোহিতপদটি পেলেন। তিনি গোত্রবশে সকলের কাছে কাচ্চায়ন গোত্রীয় বলে পরিচিত ছিলেন। অতঃপর রাজা চণ্ডপ্রদ্যেৎ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে তাকে এই বলে পাঠালেন : 'আচার্য আপনি সেখানে গিয়ে শাস্তাকে এখানে নিয়ে আসুন।' তারপর তিনি অপর সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে শাস্তার কাছে গেলেন। শাস্তা তাদের ধর্মদেশনা করলেন। দেশনা শেষে অন্য শতজনের সাথে তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত, অজিতজয়ী পদুমুত্তর জিন আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২-৪. তিনি ছিলেন বীর, কমলপত্রচক্ষু, বিমল চন্দ্র, কনকসদৃশ, সূর্যের ন্যায় প্রভাস্বর, সত্ত্বগণের চোখের মণি, শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট, বাক্যদিয়ে প্রকাশের অতীত, মনুষ্য-পূজিত, সত্ত্বগণের বোধোদয়ে সম্বুদ্ধ, বাক্যবাগীশ, মধুরস্বরবিশিষ্ট, পরম করুনাপরায়ণ ও পরিষদে বিশারদ।

৫. তিনি চতুরার্যসত্য বিষয়ক মধুর ধর্মদেশনা করেন এবং মোহপঙ্কে নিমগ্ন প্রাণিদের উদ্ধার করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. তখন আমি হিমালয়বাসী একাচারী তাপস হয়ে মনুষ্যলোকের উপর দিয়ে আকাশ পথে মনুষ্যলোকের উপর দিয়ে আকাশ পথে যাবার সময় পদুমুত্তর জিনকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৭. তাঁর কাছে গিয়ে আমি ধর্মদেশনা শুনেছিলাম। তখন তিনি তাঁর একজন বীর শ্রাবকের মহৎগুণের কথা বলছিলেন এভাবে :

৮. আমার শ্রাবক কাচ্চায়ন আমার কথিত সংক্ষিপ্ত ভাষণকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে পরিষদ ও আমাকে সন্তুষ্ট করে।

৯. আমি অন্য একজন শ্রাবককেও দেখছি না যে, এভাবে আমার কথিত সংক্ষিপ্ত ভাষণবে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে পারে। তাই হে ভিক্ষুগণ, আজ থেকে এবিষয়ে কাচ্চায়কেই শ্রেষ্ঠবলে অবধারণ করো।

১০. তখন আমি সবিস্ময়ে ভগবানের শ্রুতিমধুর মনোরম বাক্য শুনছিলাম। তারপর আমি হিমালয়ে চলেগিয়ে কিছু ফুল সংগ্রহ করেছিলাম।

১১. তারপর আমি লোকশরণ বুদ্ধকে সেই ফুল দিয়ে পূজা করে সেই শ্রেষ্ঠস্থান লাভের প্রার্থনা করেছিলাম। তখন তিনি আমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে এভাবে বলেছিলেন:

১২-১৫. দেখো, তোমরা এই বিশুদ্ধ বনকবর্ণের দেহধারী, উর্ধলোমধারী, স্বাস্থবান, নিশ্চল অঞ্জলিবদ্ধ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা, আনন্দদায়ী, পরিপূর্ণ নামধারী, বুদ্ধগণের প্রতি তদ্গতচিত্ত, ধর্মধ্বজাধারী, উদগ্রহৃদয় ও অমৃতসিক্ততুল্য ঋষিবরকে দেখো। সে আমার শ্রাবক কচ্চায়নের গুণের কথা শুনে সেই পদ লাভের জন্য প্রার্থনা করে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতে সে মহামুনি গৌতম বুদ্ধের ধর্মৌরসজাত ধর্মদায়াদ হবে। তখন সেও কচ্চায়ন নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৬. তখন সে বহুশ্রুত, মহাজ্ঞানী ও অভিপ্রায়বিদ্র মুনি হবে। ঠিক আমি যেভাবে যেভাবে বলেছি, সেভাবেই সে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

১৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৮. আমি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে এই দুই ভবেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার অন্যগতি হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

১৯. আমি মনুষ্যলোকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমি নীচ কুলে কখনও জন্মগ্রহণ করিনি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২০. এই অন্তিম জন্মে আমি উজ্জেনি রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছি চণ্ডপ্রদ্যেৎ রাজার পুরোহিতের ঘরে।

২১. আমি ছিলাম নিপুন, ত্রিবেদ পারদর্শী ও শ্রেষ্ঠকনকবর্ণের অধিকারী কচ্চায়ন। আমার বাবার নাম তিরিটিবচ্ছ ও মাতার নাম চণ্ডিমা।

২২-২৩. ভুমিপাল চণ্ডপ্রদ্যোৎ রাজা বুদ্ধকে পরীক্ষা করার জন্যে আমাকে পাঠালেন। আমি মোক্ষপুরের দ্বারদ, গুণধর নায়ক বুদ্ধকে দেখে ও তার গতিপঙ্ক বিশোধক বিমল বাক্য শুনে আমার সঙ্গী সাতজন ব্যক্তিসহ শান্ত অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪. মহামতি সুগত ভগবান আমাকে অভিপ্রায়বিদ ও সুসমৃদ্ধমনোরথ হিসেবে শ্রেষ্ঠস্থানে পতিষ্ঠিত করলেন।

২৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকাচ্চায়ন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. বক্কলি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি উপাসকদের সাথে বিহারে গিয়ে সবার শেষে দাঁড়িয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে পতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজে সেই পদ প্রার্থনা করে সাতদিন পর্যন্ত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। শাস্তা ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ হতে বলে প্রকাশ করলেন।

তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে আমাদের গৌতম ভগবানের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো 'বক্কলি'। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন ও ব্রহ্মণবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি ভগবানের শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে তৃপ্ত হতেন না। তাই ভগবানের সাথেই অবস্থান করতেন।

গৃহমধ্যে থাকলে সব সময় বুদ্ধের দর্শন পাব না ভেবে তিনি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কেবল ভোজনের সময় ব্যতীত যেখানে থেকে বুদ্ধকে দেখা যায় সেখানে থেকে অন্যান্য কাজ ত্যাগ করে সব সময় ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

শাস্তা তাঁর জ্ঞান পরিপক্ক হবার সময় না আসা পর্যন্ত বহুকাল তাঁর রুপে মুগ্ধ হয়ে বিচরণ করলেও কিছুই বলেননি। তারপর একদিন বললেন, হে বক্কলি, এই ঘৃণ্য শরীর দেখে তোমার কী লাভ ? হে বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে। যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে। হে বক্কলি, ধর্মকে দেখলেই আমাকে দেখা হয়ে যাবে। তুমি ধর্মকে না দেখে শুধু আমার শরীরকে দেখে থাকলে ধর্মকে দেখতে পাবে না।

ভগবান এভাবে উপদেশ দিলেও তিনি বুদ্ধদর্শন ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারতেন না। ভগবান ভাবলেন, এই ভিক্ষু সংবেগপ্রাপ্ত না হলে বুঝতে পারবে না। একদিন বর্ষাবাসারম্ভ দিনে শাস্তা তাকে বললেন, হে বক্কলি, তুমি অন্যত্র চলে যাও।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাস্তা তাকে এভাবে অন্যত্র চলে যেতে বলার পর তিনি আর শাস্তার সামনে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, বেঁচে থেকে আমার কী আর লাভ! আমি তো আর শাস্তার দেখা পাব না।' তারপর তিনি গৃধ্রকূট পর্বতের এক প্রপাতে গিয়ে উঠলেন। শাস্তা তার এই সংবাদ পেয়ে ভাবলেন, আমি এই ভিক্ষুকে এখন আশ্বাস প্রদান না করলে সে মার্গফলের হেতুকে ধ্বংস করে ফেলবে। তখন ভগবান তাকে দেখা দেবার জন্য উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে এই গাথাটি বললেন :

বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন ও আনন্দবহুল ভিক্ষু সংস্কার সমূহকে উপশম করে শান্তপদ নির্বাণ লাভ করেন। (ধর্মপদ-শ্লোক)

তারপর ভগবান 'এসো বক্কলি' বলে হাত মেলে ধরলেন। স্থবির ভাবলেন, ভগবান আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তাই' এসো' কথাটি আমি পেয়েছি। তখন তিনি বলবতী প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন করে অপ্রতিতভাবে 'কোন দিকে যাব' ভেবে না পেয়ে ভগবানের দিকেই আকাশপথে ধাবিত হলেন। তিনি প্রথম পা ফেলেই পর্বতে দাঁড়িয়ে ভগবানের কথিক গাথাটি চিন্তা করতে লাগলেন। তার পর তিনি আকাশেই স্ফুনণা প্রীতি উৎপন্ন করে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

একদিন তিনি বদহজমের দরুন ভীষণভাবে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ভগবান গাথাযোগে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন:

"হে ভিক্ষু, তুমি বাতরোগাক্রান্ত হয়ে রোগের উপযুক্ত ওষুধপথ্য না পেয়ে এই মহা অরণ্যের কঠিন ভুমিতে কীভাবে বাস করবে?"

তা শুনে স্থবির প্রত্যুত্তরে বললেন :

"আমি বিপুল প্রীতি সুখে শরীকে স্ফুরিত করে দুঃখময় জীবনযাপন সহ্য করে কাননে বসবাস করব।"

"আমি চারিস্মৃতিপ্রস্থান, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ প্রভৃতি ভাবনা করে কাননে বসবাস করব।"

"আমি আরদ্ধবীর্য, নির্বাণগত প্রাণ ও নিত্যদৃঢ়পরাক্রমশালী এবং পরম মৈতীভাবাপন্ন শীলবান ব্রহ্মচারীদের গুণ দেখেই কাননে বাস করব।"

"আমি শ্রেষ্ঠ, শান্ত, দান্ত, সমাহিত সম্যকসম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করে রাতদিন অতন্দ্রভাবে কাননে বাস করব।"

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বক্রত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে "আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে" প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে অনোম নামে অমিত পদুমুত্তর নায়ক বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৯. তাঁর মুখ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুশ্রী আর দেহচ্ছবি ও পদ্মতুল্য। তিনি পদ্মের ন্যায় পৃথিবীর সবকিছুতে অলিপ্ত থাকেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০. তিনি বীর, শ্বেতপদ্মের পাতার মতো মনোজ্ঞ, কান্ত চক্ষুর অধিকারী ও পদ্মগন্ধী। তাই তিনি পদুমুত্তর।

৩১. তিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, চক্ষুহীন অন্ধ সত্ত্বগণের চক্ষুসদৃশ, শান্তস্বভাবী, অনন্ত গুনের আধার ও করুণার সাগর।

৩২. সেই মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ ব্রহ্মা, অসুর ও দেবতাদের দ্বারা পূজিত। সদেব মনুষ্যাকীণ হয়ে জনমধ্যে তিনিই জিনুত্তম।

৩৩. তিনি সুগন্ধযুক্ত বদনে ও কোকিলের মতো মধুর কণ্ঠে সকল পরিষদকে আনন্দ দান করেন। একদিন তিনি তাঁর এক ভিক্ষুকে এই বলে প্রশংসা করছিলেন :

৩৪. আমার শাসনে এই বক্কলি ভিক্ষুর মতো অন্য একজনও নেই, যিনি শ্রদ্ধাশীল, সুমতিপরায়ণ ও নিয়ত আমার দর্শনকামী।

৩৫. তখন আমি হংসবতী নগরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলাম। পদুমুত্তর ভগবানের মুখে সেই কথা শুনে আমিও মনে মনে তার মতো হবার ইচ্ছা পোষন করেছিলাম।

৩৬. তখন আমি সেই বিমল তথাগতকে সশিষ্যে নিমন্ত্রণ করে সাতদিন পযর্ন্ত ভোজন করিয়ে তাঁদের সকলকে একটি করে বস্ত্র দান করেছিলাম।

৩৭. আমি অনন্ত গুণের সাগর বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করে প্রীতিপূর্ণ মন নিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম:

৩৮. ভন্তে ভগবান, আপনি যেই ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুদের মধ্যে বলে প্রশংসা করেছেন; আমিও তাঁর মতো হতে চাই।

৩৯. এভাবে প্রার্থনা জানালে অনাবরণদর্শন মহামুনি, মহাবীর বুদ্ধ পরিষদের মধ্যে এই কথা বলেছিলেন :

৪০. দেখো মসৃণ সুবর্ণবস্ত্র পরিহিত, গায়ে সুবর্ণ কোমর বন্ধ পরিহিত ও জনগণের মনোহরণকারী এই মানবকে দেখো।

৪১. এই ব্যাক্তিই ভবিষ্যতে মহর্ষি গৌতম ভগবানের শাসনে শ্রদ্ধশীল শ্রাবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করবে।

৪২. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে সর্বসন্তাপ বর্জিত হয়ে ও সকল প্রকার ভোগসম্পত্তির অধিকারী হয়ে সুখে জন্মসঞ্চরণ করবে।

৪৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪৪. সে তাঁর শাসনে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে বক্কলি নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪৫. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৪৬. সর্বত্রই সুখী হয়ে ভবভবান্তরে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে আমি শ্রাবস্তীর এক জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. আমার হস্তপদ ছিল নবনীত ও অশোক বৃক্ষের পত্রপল্লবের মতো মৃদু ও কোমল। তখন মন্দভাবে উত্থানশায়ী আমাকে এক পিশাচী ও এক যক্ষিনী ভয় দেখাত।

৪৮. ভয়ে আমার মাতাপিতা তখন আমাকে মহর্ষি সম্যকসম্বুদ্ধের পদমূলে শুইয়ে রেখে বললেন, হে নাথ, এই শিশুটিকে আপনার কাছে দান করছি। হে নায়ক, আপনি তাকে আশ্রয় দান করুন।

৪৯. তখন ভীতুদের পরম আশ্রয় মহামুনি বুদ্ধ তাঁর চক্রগঙ্কিত মৃদুকোমল হাত দিয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন।

৫০. তখন আমি সর্বপ্রকার বৈরীমুক্ত ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সুখে বেড়ে উঠছিলাম।

৫১. আমি সুগতকে ছাড়া মোটেই থাকতে পারতাম না। ভীষণ উৎকণ্ঠিত হতাম। আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৫২. আমি সর্ববিধ পারমীসম্ভার পরিপূর্ণ, নীলক্ষিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ রূপলাবন্যময়, সর্ববিধ শুভাকীর্ণ বুদ্ধকে অতৃপ্ত নয়নে দেখে দেখে বসবাস করতাম।

৫৩. বুদ্ধের রপলাবন্যের প্রতি আমার গভীর রতির কথা অবগত হয়ে তিনি তখন আমাকে এই বলে উপদেশ দিলেন: 'যষ্টে হয়েছে, বক্কলি, মূর্খ জননন্দিত এই রূপের প্রতি রমিত হয়ে তোমার লাভ কী?'

৫৪. যে সদ্ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে, সে পণ্ডিত। আর যে সদ্ধর্মকে দেখে না সে আমাকে দেখেও দেখে না।

৫৫. এই দেহের উপদ্রবের কোনো শেষ নেই। এই দেহ বিষবৃক্ষতুল্য, সকল প্রকার রোগের আবাসভূমি ও কেবল দুঃখের পুঞ্জ।

৫৬. তাই রূপের প্রতি বিরাগী হও। পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় দেখ। উপক্লেশগুলোকে চেয়ে দেখ। তবেই সুখে অবস্থান করতে পারবে।

৫৭. এভাবে পরম হিতৈষী লোকনায়ক বুদ্ধকর্তৃক অনুশাসিত হয়ে আমি গৃধ্রকূট পর্বতের উঠে এক গিরিকন্দরে ধ্যানে রত হয়েছি।

৫৮. আমি যখন পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করছি, তখন মহামুনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি 'বক্কলি' বলে আমাকে ডাক দিলেন। তাঁর সেই ডাক শুনে আমি ভীষণ রকম খুশি হয়েছিলাম।

৫৯. আমি বহুশত পুরুষপরিবেষ্টিত শৈলপ্রপাতের দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমি বুদ্ধের প্রভাবে সুখে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

৬০. পুনরায় তিনি আমাকে পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় ধর্ম দেশনা করেছিলাম। আমি সেই উদয়-ব্যয় ধর্মজ্ঞাত হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৬১. একদিন বিশাল পরিষদের মধ্যে মহামতি বুদ্ধ আমাকে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৬৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বক্কলি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বক্কলি স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মহাকপ্পিন স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এককুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর একদিন তিনি ভগবানের ধর্ম কথা শুনছিলেন, এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে উপদেশনাকারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্য লোকে বহুজন্মপরিভ্রমণ করতে করতে বারাণসীর অদূরে এক কারিগর গ্রামে প্রধান কারিগরের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন একহাজার পচ্চেকবুদ্ধ হিমালয়ে আটমাস অবস্থানের পর বর্ষার চারিমাস জনপদে বসকবাস করতেন। তাঁরা একবার বারাণসীর অদূরে নেমে এসে 'শয্যাসন তৈরির জন্য কিছু সরঞ্জান খোঁজ কর' বলে রাজার কাছে আটজ পচ্চেকবুদ্ধকে পাঠালেন। কিন্তু তখন রাজার হলকর্ষন উৎসব চলছিল। তারপরও 'পচ্চেকবুদ্ধগণ এসেছেন, শুনে উৎসব থেকে বেরিয়ে এসে রাজা কারণ জিজ্ঞেস করলেন। এদিকে পচ্চেকবুদ্ধগন অন্য কোনো গ্রামে প্রবেশের উদ্দেশে চলে গেলেন।

ঠিক সেই সময় প্রধান কারিগরের স্ত্রী কোনো এক কার্যোপলক্ষে বারাণসীতে যাচ্ছিলেন। যাবার সময় সেই পচ্চেক বুদ্ধগণকে দেখে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, এই অবেলায় কোথা থেকে আসছেন? তারা সবকিছু খুরে বললেন। সেই স্ত্রী ভীষণ শ্রদ্ধাবতী ও বুদ্ধিমতি। তাঁদের কথা শোনার পর সে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করল এই বলে: 'ভন্তে, আগামীকাল অমাদের এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করুর।' 'বো, আমনা তো অনেক।' 'ভন্তে, আপনারা কতজন?' 'বোন আমরা এক হাজার জন।' 'ভন্তে, আমাদের গ্রাম অনেক বড়। হাজারো মানুষের বাস। তারা একেক জন একেক জনকে ভিক্ষা দেবে। কোনো অসুবিধ নেই। আমরাই আপনাদের জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেব।' সেই স্ত্রীলোকটি গ্রামে গিয়ে সকলের উদ্দেশে ঘোষনা দিল যে, 'মাবোনেরা, আমি এক হাজার পচ্চেকবুদ্ধকে দেখে নিমন্ত্রণ করেছি। তাঁদের জন্যে বসার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসনের ব্যস্থা করুণ। যাগু-ভাত প্রভৃতি খাদ্য-ভোজ্য তৈরি করুন।' তারপর সবাই গ্রামের মধ্যে মণ্ডপতৈরি করাল। বসার আসন তৈরি করাল। পরদিন তারা পচ্চেকবুদ্ধগণকে আসনে বসিয়ে উত্তম বুদ্ধগণকে বন্দনা করে বর্ষার অবস্থানের জন্যে নিমন্ত্রণ করল। পুনরায় তারা গ্রামবাসীদের সবকিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাল। তারপর তারা সবকিছু ব্যবস্থা করে দিলে পচ্চেকবুদ্ধগণ সেখানে সুখে বর্ষাবাস কাটালেন। বর্ষাশেষে পচ্চেক বুদ্ধগণ অনুমোদন করে চলে গেলেন। সেই গ্রামবাসীরাও এই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। সেখানে তাদের নাম হলো 'গণ দেবতা'।

তারা সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করে কাশ্যপ সম্যকম্বুদ্ধের সময় এক কুটুম্বিকের ঘরে জন্ম নিল। পূর্বে যে প্রধান কারিগর ছিল সে প্রধান কুটুম্বিকের পুত্র হয়ে জন্ম নিল। তার স্ত্রী ও প্রধান কুটুম্বিকের কন্যা হয়ে জন্ম নিল। বাকি স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য কুটুম্বিকের কন্যা হয়ে জন্ম নিল। তারা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পতিগৃহে গেল।

একদিন তাদের স্বামীরা বিহারে গিয়ে শুনতে পেল যে, শাস্তা ধর্মদেশনা করবেন। তাই তারা সবাই নিজ নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ধর্ম শ্রবণের উদ্দেশ্যে বিহারে গেল। তারা বিহারের মাঝখানে পৌঁছামাত্রই প্রবল বর্ষণ শুরুহলো। যাদের কুলুপক বা জ্ঞাতি-শ্রামণের আছে তারা তাদের পরিবেণে ঢুকে পড়ল। কিন্তু তাদের সেরকম কোনো কুলুপক বা জ্ঞাতি-শ্রামণের না থাকায় তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর প্রধান কুটুম্বিক অন্য কুটুম্বিকদের বলল, 'বন্ধুরা, দেখেছ, আমাদের এমন বিপদ দেখেও কুলপুত্ররা এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি!' 'আর্য, এখন আমরা কী করব?' 'আমাদের আস্থাভাজন কেউ না থাকায় আমরা এমন বিপদে পড়েছি। চলো, আমরা সবাই মিলে একটি বিশাল পরিবেণ তৈরি করব।' 'আর্য, ভালো' বলে একজন কুটুম্বিক সহস্র টাকা দিল। বাকিরা পাঁচশ টাকা করে দিল। তাদের স্ত্রীরা আড়াই শ টাকা করে দিল। তারা সেই টাকাগুলো দিয়ে শাস্তার বসবাসের জন্যে একটি বিশাল পরিবেণ তৈরি করল। তারপর তারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষসংঘকে সপ্তাহকাল মহাদান দিল। বিশহাজার ভিক্ষুকে চীবর দান করল। এদিকে প্রধান কুটুম্বিকের স্থী ছিল অসম্বব প্রজ্ঞাবতী। সে ভাবল, আমি আরও বেশি করে শাস্তাকে পূজা করব। তারপর সে অনোজপুষ্পবর্ণের সহস্রটাকা মূল্যমানের একটি বস্ত্রও অনোজপুষ্প নিয়ে শাস্তাকে পূজা করল এবং বস্ত্রটি শাস্তার পদমূলে রেখে 'ভন্তে, জন্মে জন্মে আমার শরীর অনোজপুষ্পবর্ণের মতো হোক!

বলে প্রার্থনা করল। শাস্তা 'তা-ই হোক!' বলে তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। তারা সবাই যথা-আয়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করল। এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে প্রধান কুটুম্বিক কুক্কটবতী নগরে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করল। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে মহাকপ্পিন রাজা নামে পরিচিতি হলো। বাকি সকলে রাজ-অমাত্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করল। প্রধান কুটুম্বিকের স্ত্রী মদ্দরাষ্ট্রে সারুল নগরে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করল। তখন তার শরীর পূর্বপ্রার্থনা অনুযায়ী অনোজপুষ্পবর্ণের হলো। তাই তার নাম রাখা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হলো অনোজা। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ারার পর মহাকপ্পিনরাজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সে 'অনোজাদেবী' নামেই সবিশেষ পরিচিত হলো।

বাকি স্ত্রীলোকেরাও অমাত্যকুলে জন্ম নিল এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অন্য অমাত্য কুলের পুত্রদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। তারা সকলে রাজ সম্পত্তির ন্যায় সম্পত্তির ভোগ করল। রাজা যখন অলংকার-প্রতিমণ্ডিত হয়ে হাতির পিঠে আরোহণ করে বিচরণ করতেন তখন তারা ও তার সহচর হতো। অনুরূপভাবে ঘোড়া অথবা রথে চড়ে বিচরণকালেও তারা সহচর হতো। এভাবে তারা একত্রে কৃতপুন্যের ফল একসাথে ভোগ করল। কিন্তু তখন রাজার বালো, বালবাহনো, পুপএফোফ, পুস্পবাহন ও সুপত্তো নামে পাঁচটি ঘোড়া ছিল। রাজা নিজে সুপত্তে নামক ঘোড়ায় আরোহন করে সংবাদ আনা-নেওয়ার কাজ করত। একদিন রাজা তাদের খুব ভোরে ভোজন করিয়ে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন: 'বৎসগণ, যাও, চারদিকে তিন বা চার যোজন জায়গা ঘুরে বুদ্ধ, ধর্ম বা সংঘ উৎপন্ন হয়েছেন কিনা জেনে এসে আমাকে এই সুখবরটি জানাও।"তারা চারজনে চারটি দ্বার দিয়ে বের হয়ে দু-তিন যোজন জায়গা ঘুরে কোনো খবর না পেয়ে ফিরে আসল।

একদিন রাজা সুপেত্তো ঘোড়ায় আরোহণ করে হাজারো অমাত্য পরিবৃত হয়ে উদ্যানে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত পাঁচশ বণিককে নগরে প্রবেশ করতে দেখতে পেলেন। তারপর 'এদের কাছ থেকেই একটি সুসংবাদ পাব' এই ভেবে তিনি তাদের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?' 'প্রভু, এখান থেকে বিশ শত যোজন দূরে শ্রাবস্তী নামক একটি নগর আছে। আমরা সেখান থেকে আসতেছি।' ''আপনাদের দেশের কোনো সুসংবাদ আছে কি?' 'প্রভু, তেমন কোনো সুসংবাদ তো নেই। তবে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন।' তৎক্ষণাৎ রাজার শরীর দিয়ে বলবতী স্ফুরণা প্রীতির সুবাস বয়ে গেল। হঠাৎ এমন কথা শুনায় তিনি ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস, কী বলেছেন?' 'প্রভু, বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন।' রাজা তাদের উত্তরে ভীষণভাবে প্রীত হয়ে তাদের বললেন, 'বৎসগণ, এমন একটি সুসংবাদ আমাকে দেওয়ার জন্যে আমি আপনাদের লক্ষ টাকা পুরষ্কার দেব।' তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, অন্য কোনো সুসংবাদ আছে কি?' 'প্রভু, আছে। ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা তা শুনে আগের মতো একবার, দুবার করে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর করল, 'প্রভু, ধর্ম উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা আগের মতো অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাদের বলল, 'আমি আপনাদের আরও এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব।' তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, আরও অন্য কোনো সুসংবাদ আছে কি?' 'প্রভু, আছে। সংঘ উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা তা শুনে আগের মতো একবার, দুবার করে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর করল, 'প্রভু, সংঘ উৎপন্ন হয়েছে।' রাজা আগের মতো অত্যন্ত প্রীত হয়ে বলল, 'আমি আপনাদের আরও একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেব।' তারপর রাজা আস্তে করে সহসর অমাত্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ, এখন আমরা কী করব?' 'প্রভু, আপনি কী করতে চান ?' 'বৎসগণ, 'বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, ধর্ম উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছে, সংঘ উৎপন্ন হয়েছে' শুনে আমার তো আর ঘরে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি এখন ভগবানের উদ্দেশে যাত্রা করব। আমি তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।' 'প্রভু, আমরাও আপনার সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।' রাজা তখন সোনার পাতে লিখে বণিকদের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠালেন, 'এই বার্তাটি অনোজা দেবীকে দেবেন। তিনি আপনাদের তিন লাখ টাকা দেবেন। আপনারা তাকে আমার হয়ে এই কথা বলে দেবেন, 'রাজার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আপনি যথাসুখে পরিভোগ করুন!' যদি জিজ্ঞেস করে 'রাজা শাস্তার উদ্দেশে প্রব্রজ্জিত হওয়ার জন্যে চলে গিয়েছেন। অমাত্যগন ও নিজ নিজ স্ত্রীদের উদ্দেশে সেভাবে সংবাদ পাঠালেন। তারপর রাজা আর দেরি না করে বণিকদের বিদায় জানিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে হাজারো অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে শাস্তাও সেদিন খুব ভোরে পৃথিবী অবলোকন করতে গিয়ে সপরিষদ মহাকপ্পিন রাজাকে দেখে ভাবলেন, এই মহাকপ্পিন রাজা বণিকদের কাছ থেকে ত্রিরত্নের কথা শুনে রাজ্য ত্যাগ করে হাজারো অমাত্য পরিবৃত হয়ে আমার উদ্দেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক।

সপরিষদে সে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করবে। আমি নিজের অভ্যর্থনা জানাব।' পরদিন ভগবান নিজে পাত্রচীবর নিয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এক নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ করে উপবেশন করলেন। এদিকে রাজাও আসার সময় সামনে একটি নদী দেখে 'এই নদীর নাম অপরচ্ছা নদী।' 'বৎসগণ, এই নদী কত বড় ?' 'প্রভু, এই নদীর গভীরতা প্রায় দুই মাইলের কাছাকাছি। আর এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় চার মাইলের কাছাকাছি।' 'এখানে পার হবার জন্যে ভেলা আছে কি?' 'প্রভু, তেমন তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।' 'নৌকা, ভেলা প্রভৃতির খোঁজ করতে গিয়ে তো আমরা বুড়া হয়ে যাব, মরে যাব। আমি নির্দ্বিধায় ত্রিরত্নে উদ্দেশে বের হয়েছি। ত্রিরত্নের প্রভাবেই 'এই জল জলের মতো না হোক!' এই অধিষ্ঠান করে বারবার 'ইতিপিসো ভগবা...' বলে বুদ্ধগুণ স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর সপরিবারে জলের উপর পা বাড়ালেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, তারা সবাই সিন্ধু দেশীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের ন্যায় সেই নদী পার হলেন।

তারপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরও একটি নদী সামনে পড়ল। তখন সহচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নদীর নাম কী?' 'প্রভু, এই নদীর নাম নীলবাহা।' 'এই নদী কত বড়?' 'প্রভু, এই নদীর গভীরতা অর্ধযোজন, আর বিস্তৃতিও অর্ধযোজন।' ঠিক আগের মতো করে তিনি এই নদীটিও ধর্মের গুণ স্মরণ করে পার হলেন।

তারপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরও একটি নদী সামনে পড়ল। তখনও তিনি সহচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নদীর নাম কী?' 'প্রভু, এই নদীর নাম চন্দ্রভাগা।' 'এই নদী কত বড়?' 'প্রভু, এই নদীর গভীরতা ও বিস্তৃতি এক যোজন।' এখানেও ঠিক আগের মতো করে তিনি এই নদীটি সংঘের গুণ স্মরণ করে পার হলেন।

সেই নদীটি পার হওয়ার পর সামনের দিকে আগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় শাস্তার শরীর হতে নির্গত ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মির দ্বারা নিগ্রোধ বৃক্ষের পত্র-পল্লব জ্বল জ্বল করছিল। তা দেখে তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিন্তা করলেন, এই জ্যোতি কোনো চন্দ্র, সূর্য অথবা দেব-মানব-ব্রহ্মা-সুপর্ণ নাগের হতে পারেনা। এই জ্যোতি নিশ্চয় শাস্তার। শাস্তা সম্যকসম্বুদ্ধ নিশ্চয় আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তারপর তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে শাস্তার কাছে গেলেন। তিনি শাস্তাকে বন্দনা করে একপাশ্বে বসলেন। সাথে অমাত্যরাও বসলেন। তখন শাস্তা তাদের আনুপূর্বিক কথা বললেন। দেশনা শেষ হওয়ার সাথে সপরিষদ রাজা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তারপর সবাই মিলে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন শাস্তা তাদের ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর লাভের হেতু আছে কি না জানতে গিয়ে দেখতে পেলেন, এই কুলপুত্ররা হাজারো পচ্চেক বুদ্ধকে হাজারো চীবর দান করেছিল। কাশ্যপ বুদ্ধের সময় বিশ হাজার ভিক্ষুকে বিশ হাজার চীবর দান করেছিল। এই কুলপুত্রদের ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর লাভের হেতু প্রবল। তারপর শাস্তা ডানহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এসো ভিক্ষগণ, দুঃখের অন্তসাধন করার জন্যে ব্রহ্মচর্য আচরণ করো।' তৎক্ষণাৎ তারা অষ্টপরিষ্কার ধারী হয়ে ষাষ্টবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় আকাশে উত্থিত হয়ে শাস্তাকে বন্দনা নিবেদন করে একপার্শ্বে বসলেন।

এদিকে সেই বনিকেরা রাজার ঘরে গিয়ে অনোজা দেবীকে রাজার পাঠানো র্বাতাসহ সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে শোনাল। দেবীও রাজার ন্যায় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের কথা শুনে পরম প্রীতিতে উদ্বেলিত হলো। তারপর দেবী তাদের সমস্ত রাজ্যধন দিয়ে দেওয়ার কথা ব্যক্ত করলে তারাও দেবীর সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করল। তারাও ঠিক রাজার মতো করে প্রথমে অপরচ্ছানদী, তারপর নীলবাহা নদী এবং সর্বশেষে চন্দ্রভাগা নদী পার হলো।

এদিকে শাস্তা তাদের আসার কথা জেনে তারা যাতে তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখতে না পায় সেভাবে অধিষ্ঠান করলেন। তারাও ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মিতে আলোকোজ্জ্বল শাস্তাকে দেখে প্রথমে বন্দনা করল। তারপর পকপার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেবী শাস্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভন্তে, মহাকপ্পিন রাজা আপনার উদ্দেশেই গৃহত্যাগ করেছেন, তিনি কোথায়? আমাকে দেখান।' শাস্তা বললেন, 'বসো, এখানেই তোমরা তাকে দেখতে পাবে।' শাস্তার কথার তারা সবাই খুশী হয়ে বসে পড়ল। শাস্তা তাদের অনোজাদেবীসহ তারা সবাই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করল। আর মহাকপ্পিন স্থবির তাদের উদ্দেশে দেওয়া ধর্মদেশনা শুনে সপরিষদ প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শাস্তা তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখালেন। তারা আসার সাথে সাথেই যদি শাস্তা তাদের স্বামি ভিক্ষুদের দেখাতেন, তাহলে তাদের চিত্তের একাগ্রতা আসত না, তারা মার্গফল ও লাভ করতে পারত না। তাই তারা যখন মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং স্বামী ভিক্ষুদের দেখালেন।

তারা তাদের স্বামী ভিক্ষুদের দেখে বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, আপনারা প্রব্রজিতের করণীয় কার্য শেষ করেছেন।' তারপর তারা শাস্তাকে বন্দনা করে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল।

এভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলে পরে শাস্তা উৎপলবর্ণা থেরীর আগমন চিন্তা করলেন। তৎক্ষণাৎ উৎপলবর্ণ থেরী আকাশ পথে এসে তাদের সবাইকে নিয়ে আকাশ পথে ভিক্ষুণী আবাসে নিয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা দিলেন। তারা সবাই অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করল। শাস্তা এক হাজার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে আকাশ পথে জেতবনে আসলেন। এদিকে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন প্রায়শ 'অহো সুখ! অহো সুখ!' প্রীতিপূর্ণ উদান গাথা বলতেন। ভগবান তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে কপ্পিন, সত্যিই কি তুমি কামসুখের জন্যে এই প্রীতিপূর্ণ উদান গাথা বলছ?' তখন মহাকপ্পিন স্থবির বললেন, 'ভন্তে, ভগবানই ভালো করে জানেন যে, আমি কামসুখের জন্যেই নাকি অন্য কিছুর জন্যে এই প্রীতিপূর্ণ উদান গাথা বলছি।' তারপর শাস্তা বললেন, হে ভিক্ষুগণ, 'আমার পুত্র কামসুখ বা রাজ্যসুখের জন্যে এই প্রীতিপূর্ণ উদানগাথা বলছে না। আমার পুত্রের ধর্মচরণকালে ধর্মপ্রীতি উৎপন্ন হয়। সে অমৃত মহানির্বাণকে ভিত্তি করেই এভাবে প্রীতিপূর্ণ উদানগাথা বলছে।' অতঃপর শাস্তা এই ঘটনা প্রসঙ্গে ধর্ম দেশনা করতে গিয়ে এই গাথাটি বলেছেন:

"ধর্মপারী সুখে থাকে হয়ে বিপ্রসন্ন চিত,
আর্যপ্রদর্শিত ধর্মে পণ্ডিত নিয়ত প্রীত।"

অতঃপর একদিন শাস্তা ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা করে কি?' 'ভন্তে, তিনি প্রায় সময় নিজে দৃষ্টধর্মসুখবিহারে নিয়োজিত থাকেন। উপদেশ প্রায় দেন না বললেই চলে।' তারপর শাস্তা কপ্পিনকে ডেকে বললেন, 'হে কপ্পি, সত্যিই কি তুমি অন্তেবাসী ভিক্ষুদের কোনো উপদেশ দাও না?' 'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য।' 'ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কাজ করিও না। আজ থেকে তুমি ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা করবে।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে স্থবির ভগবানের কথায় সম্মত হলেন। তারপর একবার উপদেশ দিয়েই তিনি হাজারো শ্রমণকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেকারণেই শাস্তা তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষুদের উপদেশদানকারী শিষ্যদের মধ্যে মহাকপ্পিনই শ্রেষ্ঠ।'

এভাবে স্থবির অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাম করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৬৬. সর্বধমে বিশেষ পারদর্শী পদুমুত্তর জিন শরতের আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় জগতের আকাশে উদিত হয়েছিলেন।

৬৭. সেই পদুমুত্ত জিন স্বীয় মধুর বাক্যের দ্বারা মানুষের বোধ উৎপন্ন করেছিলেন এবং জ্ঞানরশ্মির দ্বারা ক্লেশপঙ্ক শুষ্ক করেছিলেন।

৬৮. সূর্যের উদরে যেমন জোনাকি পোকার আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তেমনি পদুমুত্তর জিনের উৎপত্তিতে তীর্থিয়দের যশ হ্রাস পায়। তিনি আলোকোজ্জ্বল দিবাকরের মতো চতুরার্যসত্যের আভা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৬৯. তিনি ছিলেন অনন্ত গুনের আধার ও অসংখ্য রত্নের সাগর। তিনি বর্ষণমুখর মহামেঘের ন্যায় ধর্মঘের দ্বারা অমৃতবারি বর্ষণ করছিলেন।

৭০. তখন আমি হংসবতী নগরে একজন প্রখ্যাত অক্ষদর্শী নামক আচার্য ছিলাম। একদিন আমি পদুমুত্তর ভগবানের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭১. তখন তিনি আমার সামনে ভিক্ষুদের উপদেশ দানে অভিজ্ঞ এমন একজন ভিক্ষুর ভূয়শী প্রশংসা করলে পরে আমার মন খুশীতে ভরে উঠেছিল।

৭২. তা শুনে আমি ভীষণভাবে প্রীত ও খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি সশিষ্য তথাগতকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়েছিলাম এবং সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৭৩-৭৪. তখন পদুমুত্তর ভগবান রাজহংস সদৃশ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখো, এই অভিজ্ঞ বিচারক মহাসত্যকে দেখো, যে ঊর্ধ্বলোমধারী, মুক্তফলের ন্যায় প্রভাময় সুন্দর শরীরের অধিকারী ও পরিপূর্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী হয়ে প্রসন্নমুখে আমার পদমূলে পতিত হয়েছে।

৭৫. মহতী পরিষদপরিবৃত, রাজযুক্ত, মহাযশস্বী এই ব্যক্তি পরম খুশীমনে হৃষ্ট-প্রহৃষ্ট হয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছে।

৭৬. এই প্রণিপাত, ত্যাগ ও প্রার্থনার দ্বারা সে লক্ষকল্প অপায় দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করবে না।

৭৭. দেবকুলে দেবসৌভাগ্য আর মনুষ্যকুলে মনুষ্যসৌভাগ্য ভোগ করে পরিশেষে সে পরম কাঙ্খিত নির্বাণ লাভ করবে।

৭৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৭৯. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত ধর্মদায়াদ, ধর্মপুত্র কপ্পি নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

তারপর মহাকপ্পি স্থবির স্বগত উচ্চারণ করে নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন: ৮০. সেই থেকে আমি জিনশাসনে বহুপুণ্যকর্ম করে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৮১. আমি শত শতবার দেবমনুষ্যলোকে রাজত্ব করে বারাণসীর সন্নিকটে কেনিয় জাতিতে জন্ম নিয়েছিলাম।

৮২. তখন আমি সস্ত্রীক হাজারো আত্মীয় পরিজন পরবৃত হয়ে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধকে সেবা-শুশ্রুষা করেছিলাম।

৮৩. তিন মাস যাবৎ পাঁচশত পচ্চেকবুদ্ধকে ভোজন দান করার পর প্রত্যেককে ত্রিচীবর দান করেছিলাম। তারপর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমনা সবাই তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়েছিলাম।

৮৪. পুনরায় আমরা সবাই মনুষ্যত্ব লাভ করেছিলাম, হিমালয়ের পাশ্ববর্তী কুক্কুট নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৮৫. আমি কপ্পিন নামে মহাযশস্বী রাজপুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম বাকিরা অমাত্যকুলে জন্মনিয়ে আমাকেই পরিবৃত করেছিল।

৮৬. আমি সকল প্রকার ভোগসম্পত্তি লাভ করে প্রভূত রাজ্যসুখ পেয়েছিলাম। একদিন আমি বণিকদের মুখ থেকে বুদ্ধ-উৎপত্তির কথা শুনেছিলাম।

৮৭. পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। তিনিই অদ্বিতীয় ও একমাত্র ব্যক্তি যিনি অমৃত সুখকর সদ্ধর্ম দেশনা করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৮. তাঁর শিষ্যরা বুদ্ধশাসনে সুনিয়োজিত, সুমুক্ত ও অনাসক্ত। আমি তাদের মুখে এই সুবচন শুনে বহু ধন দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করে ছিলাম।

৮৯-৯০. অমাত্য সকলকে সঙ্গে করে আমি রাজ্য ত্যাগ করে বুদ্ধমামক হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলাম। সামনে কানাই কানাই পূর্ণ মহাচন্দ নদীকে দেখে আমি দুস্তর পারাপার কোনো আলম্বন ছাড়াই শুধু বুদ্ধগণ স্মরণ করে যতাসুখে সেই নদী পার হয়েছিলাম।

৯১. সত্যই যদি বুদ্ধ ভবস্রোত উত্তীর্ণ হন, লোকবিদ ও জ্ঞানী হয়ে থাকেন, তবে এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার গমন সফল হোক।

৯২. সত্যই যদি শান্তিগামী মার্গ মোক্ষপ্রদায়ক ও পরম সুখদায়ক হয়, তবে এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার গমন সফল হোক।

৯৩. সত্যই যদি সংঘ কান্তারোত্তীর্ণ, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়ে থাকে, তবে এই সত্যবাক্যের দ্বারা আমার গমন সফল হোক।

৯৪-৯৫. আমার এই সত্যক্রিয়ার ফলে পথ থেকে যেন সমসত জল সরে গিয়েছিল। তাতে আমি নির্বিঘ্নে নদী পার হয়েছিলাম। তারপর আমি মনোরম নদীতীরে উপবিষ্ট উদীয়মান প্রখর সূর্যের ন্যায় প্রভাংকর বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন তিনি সুবণ খণ্ডের ন্যায় জ্বল জ্বল করছিলেন এবং দীপবৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ময় ছিলেন।

৯৬-৯৭. আমি নক্ষত্র-তারকারাজি পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চাঁদের ন্যায় ও দেবপরিবৃত হয়ে বসবাসরত ইন্দ্ররাজার ন্যায় শ্রাবক পরিবেষ্টিত ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করে অমাত্রগণসহ একপার্শ্বে বসেছিলাম। তিনি আমাদের অভিপ্রায় জেনে সেভাবেই ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৯৮. আমরা তাঁর বিমল ধর্মদেশনা শুনে আমরা তাঁকে এই কথা নিবেদন করেছিলাম: হে মহাবীর, আমাদের প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। আমরা এই ভবের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়েছি।

৯৯. তখন মহামুনি বুদ্ধ আমাদের লক্ষ করে এই কথা বরেছিলেন: হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের দুঃখের অন্তসাধনের জন্যে ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তোমরা যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।

১০০. বুদ্ধ এই কথা বলার সাথে সাথই আমরা সবাই ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পেয়ে ষাটবর্ষীয় ভিক্ষুবেশ ধারণ করেছিলাম। আমরা বুদ্ধের শাসনে যুগপৎ উপসম্পন্ন ও স্রোতাপন্ন হয়েছিলাম।

১০১. তারপর শ্রাবস্তীর জেতবনে গিয়ে বিনায়ক বুদ্ধ আমাদের অনুশাসন করেছিলেন। অনুশাসিত হয়ে আমরা সবাই অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০২. তারপর একদিন আমি হাজারো ভিক্ষুকে অনুশাসন করেছিলাম। আমার দ্বারা অনুশাসিত হয়ে তারাও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েছিল।

১০৩. আমার গুনে তুষ্ট হয়ে জিনোত্তম বুদ্ধ আমাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন: 'আমার ভিক্ষুদের উপদেশদানকারী শিষ্যদের মধ্যে কপ্পিনই শ্রেষ্ঠ।'

১০৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমার কৃত কর্ম এই শেষ জন্মেও ফল দিয়েছে। এখন আমি প্রমুক্ত, তীরের গতিতে আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকপ্পিন স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. মল্লপুত্র দব্ব স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রভূত বিত্তবৈভবের অধিকারী মহাধনাঢ্য। শাস্তার প্রসন্ন হয়ে একদিন শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে শয্যাসন প্রজ্ঞাপক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তারপর তিনি প্রসন্নমনে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করলেন। সপ্তাহ কাল মহাদান দিলেন। পরিশেষে ভগবানের পদমূলে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন। ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে বললেন।

তারপর তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে জন্মনিলেন। সেখানে প্রভূত দিব্যসম্পত্তি ভোগ করেন এবং আয়ুশেষে চ্যুত হয়ে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্ম নিলেন। তখন তিনি অসৎসংসর্গ করায় বিপশ্বী ভগবানের এক শ্রাবক ভিক্ষুকে 'অর্হৎ' বরে জানা সত্ত্বেও মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিপশ্বী ভগবানেরই অন্য শ্রাবকদের পালাক্রমে দুধ দান দিয়েছিলেন। তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে জন্মপরিভ্রমণ করতে করতে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন। পরে তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীন সময়ে ভগবানের পরিনির্বাণের পর ত্রিরত্নের প্রতি জনগণের অগৌরব, অশ্রদ্ধা চরম আকার ধারণ করলে তিনি সহ সাতজন লোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারা তাতে ভীষণ রকম হতাশ হয়ে এক প্রত্যন্ত জনপদের গভীর বনে সিড়ি তৈরি করলেন। সিড়ি বেয়ে বিশাল এক পর্বতে আরোহণ করে জীবন দুঃখের অবসান মানসে সিড়িটি ফেলে দিলেন। তাদের মধ্যে উপদেষ্টা জ্যেষ্ঠ স্থবির সপ্তাহ কালের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তাঁর কনিষ্ঠ স্থবির অনাগামী হলেন। অন্য পাঁচজন ভিক্ষু পরিশুদ্ধ শীল পালনের দরুন মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানে এক বুদ্ধান্তর কল্প দিব্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে চারজন যথাক্রমে পুক্কুসাতি, সভিয়, বাহিয় ও কুমার কাশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই স্থবির মল্লরাষ্ট্রে অনুপিয় নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মের কী নির্মম পরিহাস, তিনি মাতৃগর্ভ থাকাকালেই তার মা মরে গেল। সেই মৃতশীরর দাহ করার সময় আগুনের তেজে পেট ফেটে গেল এবং এই পুণ্যবান শিশুটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক দব্ব স্তম্ভে গিয়ে পড়ে থাকল। তার পিতমহী তাকে লালন-পালন করল। দব্বে পতিত হয়েছিল বিধায় তার নাম রাখা হলো 'মলপুত্ত দব্ব'। পরবর্তী সময়ে তিনি পূর্বকৃত পুণ্যবলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি মনোযোগ সহকারে ও দরকার হলে ঋদ্ধিযোগে সংঘের সেবা করতে লাগলেন। ইহা দেখে ভগবান তাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন: 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক শয্যাসন প্রজ্ঞাপক ভিক্ষুদের মধ্যে মল্লপুত্র দব্বই শ্রেষ্ঠ।'

স্থবির নিজের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১০৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ, মুনি, চক্ষুষ্মান পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিল।

১০৯. উপদেষ্ট, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণিকে তীর্ণকারী দেশনাকুশল বুদ্ধ বহু জনতাকে সংসারস্রোত তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

১১০. পরম অনুকম্পাকারী, মহাকারুণিক, সকলপ্রাণির হিতৈষী বুদ্ধ যেসব তীর্থিয় তাঁর মুখোমুখী হতো তাদের সবাইকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠি করেছিলেন।

১১১. এভাবেই তিনি নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হয়ে এবং বশীভূত অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

১১২. সেই মহামুনি আটান্নপ্রকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ বিশিষ্ট।

১১৩. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহুজনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

১১৪. তখন আমি হংসবতী নগরে মহাযশস্বী শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন লোকপ্রদ্যেৎ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনছিলাম।

১১৫. তখন তিনি ভিক্ষুদের শয্যাসন প্রজ্ঞাপক এক শিষ্যের ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম।

১১৬. মহর্ষি বুদ্ধও তাঁর শ্রাবক সংঘকে মহাদান দিয়ে আমি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১১৭-১১৮. তখন মহাবীর বুদ্ধ আমার কৃতকর্মের এই বলে ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন: যেই ব্যক্তি লোকনায়ক বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে সপ্তাহকাল ভোজন দান করেছে, সেই কোমল অক্ষিধারী, সিংহের ন্যায় স্বর্ণোজ্জ্বল ত্বকধারী ব্যক্তি আমার পদমূলে নিপতিত হয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছে।

১১৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২০. এই ব্যক্তি তখন তাঁর শ্রাবক হবে। সে 'দব্ব' নামে বিশ্ববিশ্রুত হবে এবং শ্রেষ্ঠ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক হবে।

[অতঃপর মল্লপুত্র দব্ব স্থবির স্বগত উচ্চারণ করে নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন:]

১২১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১২২. আমি তিনশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

১২৩. আর প্রাদেসিক রাজাতো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি সর্বত্রই সুখী হতাম।

১২৪. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে পৃথিবীতে চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মে যথাযথ দর্শনকারী, নায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২৫. সর্ববিধ আসব ক্ষয় করা তাঁর এক শ্রাবককে আমি 'পরিশুদ্ধ' জেনেও প্রদুষ্টমনে অপবাদ দিয়েছিলাম।

১২৬. সেই নরবীর, শ্রাবকদের মহর্ষি বুদ্ধকে আমি শলাকা দুধভাত দান করেছিলাম।

১২৭. তার পর এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২৮. তিনি বুদ্ধশাসনকে উজ্জ্বল করে অন্যতীর্থিদের পরাভূত করেছিলেন এবং বিনয়ন যোগ্যসত্ত্বগণকে বিনমিত বা দমন করে সশিষ্যে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

১২৯. 'ভগবান নাথ সশিষ্য পরিনির্বাপিত হয়েছেন, শাসনের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল' এই বলে দেবতারা সংবিগ্ন হয়ে সাশ্রুনয়নে তীব্র স্বরে কেঁদেছিল।

১৩০. অহো, ধর্মচক্ষু নির্বাপিত হয়েছে! আমরা আর সুব্রত বুদ্ধ প্রমুখ তাঁর শ্রাবকসংঘকে দেখতে পাব না! তাঁর সদ্ধম শুনতে পাব না! অহো, আমরা ভীষণ হতভাগা!

১৩১. চতুর্দিকে অমনুষ্যরা তখন বিকটভাবে ঢোল বাজিয়েছিল বলে মনেহয়েছিল, চারদিক থেকে ভয়াবহ অশনি ফেটে পড়েছিল।

১৩৩. তখন আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো উল্কা পড়েছিল। আকাশে ধুমকেতু দেখা গিয়েছিল। আর জালবদ্ধ হওয়ার ন্যায় করে স্থলচর পশু-পাখিরা তীব্রস্বরে চিৎকার করেছিল।

১৩৪. শাসন পরিহানী সূচক সূর্য উঠতে দেখে তখন আমরা সাতজন উদ্বিগ্ন ভিক্ষু চিন্তা করেছিলাম।

১৩৫. সম্বুদ্ধশাসন বিনা বেঁচে থেকে আমদের কী লাভ ? তাই আমরা সবাই মিলে মহারন্যে প্রবেশ করে জিনশাসনে আত্মনিয়োগ করব।

১৩৬. মহারণ্যের মধ্যে আমরা তখন বেশ উঁচু শৈলপর্বত দেখতে পেয়েছিলাম। আমরা সিড়ি বেয়ে তার উপর উঠে পড়েছিলাম এবং উঠার পর সিড়িটি নিচে ফেলে দিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৭. তখন আমাদের মধ্যে সবার জ্যেষ্ঠ স্থবির আমাদের এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন: বুদ্ধের উৎপত্তি অতীব দুর্লভ। বুদ্ধশাসনের সামান্য অংশ লাভ করাও পরম সৌভাগ্যের।

১৩৮. আমরা অনাদি কাল থেকে অনন্ত দুঃখের সাগরে নিপতিত। তাই আমাদের পক্ষে যতক্ষণ এই বুদ্ধশাসন আছে ততক্ষণ স্বীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা উচিত।

১৩৯. তারপর আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্থবির অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন আর তাঁর কনিষ্টজন অনাগামী হয়েছিলেন। আমরা অন্য পাঁচজন যথাযথভাবে শীল রক্ষা করায় দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৪০-১৪১. যিনি অনাগামী লাভ করেছিলেন তিনি একাই সুদ্ধাবাসে জন্ম নিয়ে সেখানেই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। আর আমি সহ অন্যরা পুক্কুসাতি, সভিয় বাহিয় ও কুমার কাশ্যপ স্থবির হয়ে বিভিন্ন জায়গায় জন্মেছিলাম। মহাকারুণিক গৌতমবুদ্ধের পরম অনুকম্পায় আমরা এখন সবাই সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছি।

১৪২. মল্লরাজ্যের কুশীরনায়ায় একজনের গর্ভে আমি জন্মালে আমার মা মারা গেল। তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আগুনে পোড়ানোর সময় তার পেট ফেটে আমি বের হয়েছি।

১৪৩. বের হয়ে আমি এক দব্বপুঞ্জে গিয়ে পড়েছি। তাই আমি 'দব্ব' নামেই পরিচিত হয়েছি। ব্রহ্মচর্য অনুশীলন বলেই আমি মাত্র সাত বৎসর সয়সে বিমুক্ত হয়েছি।

১৪৪. দুধভাত দান করার ফলে আমি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়ে জন্মেছি। আর ক্ষীণাসব অর্হৎকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফলে আমি ও বহুভাবে নিন্দা, অপবাদ পেয়েছি।

১৪৫. পাপ-পুণ্য উভই অতিক্রম করে এখন আমি পরম শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েই অবস্থান করছি।

১৪৬. আমি পরমানন্দের সাথে ভিক্ষুসংঘের জন্য শয্যাসন প্রজ্ঞাপ্ত করি। বুদ্ধ আমার এই গুণে খুশী হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছেন।

১৪৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪৯. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মল্লপুত্রদব্ব স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মল্লপুত্রদব্ব স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. কুমার কাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবির পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তা কাছে ধর্মশ্রবণ করতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে বিচিত্রধর্মকথিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজে ও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন। ঠিক সেভাবেই তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবমনুষ্য লোকে জন্মপরিভ্রমণকালে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেন এবং পরে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবরে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করেন এবং পরে কামসুগতি ভূমিতে দিব্য সুখ ও মনুষ্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীকন্যা গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রেষ্ঠকন্যা কুমারীকাল হতেই প্রব্রজ্যাপ্রার্থিনী ছিলেন। কিন্তু মাতাপিতার অনুমতি না পেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পানেনি। তাকে বিয়ে দিলেও তার সেই ইচ্ছা কিছু একটা কমেনি। পেটে সন্তান আসলেও তার সেদিকে লক্ষ নেই। প্রায়শা স্বামীকে শরীরের নানা দোষ বর্ণনা করত। তারপর একদিন স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পেরে প্রব্রজ্যার অনুমতি মিলল এবং সাথে সাথে দেবদত্তের নিকায়ে ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল। ভিক্ষুণীরা নবীনা ভিক্ষুণীর গর্ভ হয়েছে দেখে দেবদত্তকে তা জানাল। দেবদত্ত 'সে অশ্রমণী' বলে তাকে তাড়িয়ে দিতে বলল। সে 'আমি তো দেবদত্তের উদ্দেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিনি। আমি ভগবানর উদ্দেশেই প্রব্রজ্যা নিয়েছি' ভেবে ভগবানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করল। শাস্তা উপালী স্থবিরকে বিচারের ভার দিলেন। উপালি স্থবির উপাসিকা বিশাখা প্রমুখ শ্রাবস্তীর কতিপয় ললনাদের ডেকে রাজপরিষদে ইহার বিচার করলেন। বিচারে প্রমাণ হলো যে, এই গর্ভ গৃহীকালের, প্রব্রজ্যার কোনো ক্ষতি হয়নি। তা শুনে ভগবান এই বিষয়ের সুমীমাংসা হয়েছে বলে স্থবিরকে সাধবাদ দিলেন।

কিছুদিন পর নবীনা ভিক্ষুণী সুবর্ণ বিম্বসদৃশ এক পুত্র প্রসব করল। রাজা প্রসেনজিৎ সেই শিশুপুত্রকে লালন পালন করলেন। শিশুটির নাম রাখালেন 'কাশ্যপ'।

পরে এই বালককে ভগবানের নিকটে নিয়ে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। কুমারকালে প্রব্রজ্জিত হওয়াতে ভগবান বলতেন, কাশ্যকে ডাক। এই এই ফল, এই এই খাদ্য কাশ্যপকে দাও। ভিক্ষুরা বলতেন, কোন কাশ্যপকে দিব? ভগবান বলতেন, কুমার কাশ্যপকে দাও। সেই থেকে তিনি কুমার কাশ্যপ নামেই পরিচিত হলেন।

তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর থেকে যুগপৎ বিদর্শন ভাবনা ও ধর্মশিক্ষা করতেন। পূর্বজন্মে এক উঁচু পর্বতে তাঁরা সাতজন কর্মস্থান ভাবনা করতেন। তন্মধ্যে একজন অনাগামী হয়ে সুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাব্রহ্মা তাঁর ভাবনার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে একসময় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ১৫টি প্রশ্ন করেন। স্থবির তখন অন্ধবনে থাকতেন। মহাব্রহ্মা স্থবিরকে বললেন, এই প্রশ্নগুলো আপনি ভগবানকে জিজ্ঞেস করবেন। তিনিও ভগবানকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করেন এবং উত্তরগুলো শিক্ষা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৫০. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোক হিতকারী, বীর, লোকনায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৫১. তখন আমি একজন বিশ্ববিশ্রুত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলাম। একদিন দিবাবিহারের জন্যে হাঁটতে হাঁটতে লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১৫২. তখন তিনি দেবমনুষ্যগণের ধর্মবোধ জাগ্রত করার জন্যে চর্তুসত্য প্রকাশ করছিলেন এবং সেই সাথে মহাজনতার সামনে বিচিত্র ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ভিক্ষুকে ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন।

১৫৩-১৫৪. তাঁর কথা শুনে আমি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তথাগত বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নানাবিধ বস্ত্রালংকারে ও রত্নে সুসজ্জিত একটি মণ্ডপ তৈরি করে তাতে বুদ্ধপ্রমুখ মহান ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করিয়েছিলাম। এভাবে নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দিয়ে সপ্তাহকাল ধরে ভোজন করিয়েছিলাম।

১৫৫. সশিষ্য বুদ্ধকে নানা ধরণের ফুল দিয়ে পূজা করে তাঁর রাতুল পদমূলে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৫৬-১৫৭. তখন করুণাঘন মুনিবর বুদ্ধ আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখো এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পদ্মলোচন, প্রীতিপ্রমোদ্যবহুল, উদগ্রচিত্ত, ঊর্ধ্বলোমধারী, সদা হাস্যময়, আমার শাসনে সুপ্রসন্ন ব্যক্তিকে দেখো।

১৫৮. এই ব্যক্তি আমার পদমূলে পতিত হয়ে বিচিত্রধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

১৫৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৬০. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে সে কুমারকাশ্যপ নামে এক শাস্তা শ্রাবক হবে।

১৬১. বিচিত্র পুষ্প, বস্ত্র ও রত্নসম্ভার দান করার ফলে সে বিচিত্রধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

১৬২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৬৩. পূর্বে আমি রঙ্গমঞ্চে কুশীলবের ন্যায় শাখামৃগ তথা বানর হয়ে জন্মেছিলাম।

১৬৪. আমি পেটে থাকা অবস্থায় আমার মায়ের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। তখন আমার মা দল ছেড়ে নিগ্রোধ বৃক্ষের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল।

১৬৫. সেভাবেই সে বানর রাজহতে রক্ষাপেয়েছিল। এভাবে মরণ থেকে রক্ষা পেয়ে সে আমাকে প্রায়ই এভাবে উপদেশ দিত:

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬৬. বাছা, তুমি নিগ্রোধ বৃক্ষের সাহচর্যেই থাকবে। কখনো বানর দলের সাথে মিশবে না। বানরদলের সাথে বেঁচে থাকার চাইতে নিগ্রোধ বৃক্ষে মৃত্যু হওয়াই ভালো।

১৬৭. এই উপদেশ পেয়ে আমিও আমার মা মিলে সেভাবেই জীবন যাপন করেছিলাম। প্রবাসে যাওয়া ব্যক্তির মতো আমারা নিজ ঘরে অর্থাৎ রমনীয় তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৬৮. তারপর আবার কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনের একদম শেষ পর্যায়ে জন্ম নিয়ে এক শৈলপর্বতে উঠে জিনশাসনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

১৬৯. এখন আমি রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাকে গর্ভে নিয়েই অমার মা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।

১৭০. তার গর্ভের কথা জেনে দেবদত্ত তাকে এই বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এই ভিক্ষুণী পাপী, তাকে তাড়িয়ে দাও।

১৭১. কিন্তু বর্তমানে আমার মা মুনিন্দ্র জিনের অনুকম্পা পেয়েছেন। ভিক্ষুণী নিবাসে মাকে জায়গা দিয়েছেন। আমাকে সুখে প্রবস করেছেন।

১৭২. সে কথা জানার পর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আমাকে লালন পালন করেছেন। আমার নাম রাখলেন কাশ্যপ।

১৭৩-১৭৪. কিন্তু মহাকাশ্যপের নিকট এসে সুবর্ণবিম্বসদৃশ আমার শরীর দেখে আমার নাম রাখলেন কুমার কাশ্যপ। বুদ্ধের দেশনা শুনে আমার চিত্ত সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েছিল। তারপর আমি বিচিত্র ধর্মকথা বলার মধ্য দিয়ে এই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করেছি।

১৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কুমার কাশ্যপ স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

[চব্বিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

৬. বাহিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ শিল্পে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। একদিন শাস্তার কাছে ধর্ম কথা শুনতে গেলেন। শাস্তা কখন একজন ভিক্ষুকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনি সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের ইচ্ছায় সাতদিন পর্যন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংকে মহাদান দিলেন। সাতদিন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শেষে ভগবানের পদমূলে নিপতিত হয়ে তিনি এই বলে প্রার্থনা করলেন, ভন্তে ভগবান, আজ থেকে সাতদিন আগে আপনি যেই ভিক্ষুকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ভবিষ্যতে আমিও তার মতো হতে চাই।

ভগবান ভবিষ্যতে তার প্রার্থনা সফল হবে বলে বললেন। আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবলোকে দেবসম্পত্তি আর মনুষ্যলোকে মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন শাস্তার পরিনির্বাণের পর তারা সাতজন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা এই চারিপরিষদে বহু অনাচার দেখে তার ভীষণভাবে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন। তারপর অরণ্যে প্রবেশ করে 'বুদ্ধশাসন শেষ হবার আগেই আমরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করব' এই বলে তারা সুবণ চৈত্যকে বন্দনা করলেন। গহীন অরন্যে এক উঁচু পর্বত দেখে তারা তাতে সিড়ি বেড়ে উঠলেন। উঠার পর সিড়িটি ফেলে দিয়ে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করতে লাগলেন। সাতজনের মধ্যে সংঘ স্থবির এক রাত পরে অর্হত্ত্বলাভ করলেন। তিনি অনোতপদহ্রদে গিয়ে নাগলতা দন্তকাষ্ঠ খেয়ে, মুখ ধুয়ে উত্তরকুরু হতে পিণ্ডনিয়ে এসে সেই ভিক্ষুদের বললেন, 'আবুসোগণ, এই পিণ্ডলো খান।' তখন তারা বললেন, 'ভন্তে, আমাদের মধ্যে কি এমন কথাবার্তা হয়েছিল, যে ভিক্ষু প্রথম অর্হত্ত্ব লাভ করাবে তাঁর আনা পিণ্ড অন্যেরা ভোজন করব?' 'না, আবুসোগণ, সেরকম কথাবার্তা তো হয়নি।' 'তাহলে আমারাও আগে আপনার মতো অর্হত্ত্ব লাভ করব। তারপর নিজেরা পিণ্ডএনে ভোজন করব।' এই বলে তারা পিণ্ড ভোজন করলেন না।

পরদিন দ্বিতীয় স্থবির অনাগামী লাভ করলেন। তিনিও সেভাবে পিণ্ড নিয়েএসে ভোজনের জন্য অন্যদের আহ্বান জানালেন। তখন তারা বললেন, 'আবুসো, আমাদের মধ্যে কি এমন কথা হয়েছিল যে, মহাস্থবিরের নিয়ে আসা পিণ্ড ভোজন না করে দ্বিতীয় স্থবিরের নিয়ে আসা পিণ্ড ভোজন করব? 'না, আবুসো, তেমন কথাবার্তা তো হয়নি।' 'তাহলে আমরাও আপনাদের মতো বিশেষ কিছু অর্জন করে নিজেরা এনে ভোজন করতে পারলেই কেবল ভোজন করব।' এই বলে তারা পিণ্ডভোজন করলেন না।

তাদের মধ্যে যিনি অর্হৎ তিনি পরিনির্বাপিত হলেন। আর যিনি অনাগামী তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মনিলেন। অন্য পাঁচজন বিশেষ কিছু লাভ করতে না পেরে অনাহারে সাত দিনের মাথায় মৃত্যু বরণ করে দেবলোকে জন্ম নিলেন। সেখানে দিব্যসুখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তারা মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। পাঁচজনের মধ্যে একজন হলেন পুক্কুসাতিরাজা, একজন কুমারকাশ্যপ, একজন বাহিয় দারুচীরিয়, একজন মল্লপুত্র দব্ব আর একজন সভিয় পরিব্রাজক।

এই বাহিয় দারুচীরিয় সুপ্পারক পট্টন নামক নগরে এক বনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাণিজ্যকর্মে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে বিশাল ধনী হয়ে গেলেন। একদিন তিনি সুবর্ণ ভূমিগামী কণিকদের সাথে নৌকায় আরোহণ করে বিদেশ যাত্রা করলেন। কিছুদিন যাবার পর তাদের নৌকাটি সাগরের ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বাহিয়কে ছাড়া বাকি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সবাইকে মাছেরা খেয়ে ফেলল। অনেক কষ্ট করে একটি কাষ্ঠফলকের সাহায্যে সাতদিন পর তিনি সুপ্পারক পট্টন নগরের এক তীরে এসে উঠলেন। তখন তার পরনে কিছুই ছিল না, একদম উলঙ্গ। তিনি আশেপাশে অন্য কিছুনা, দেখে শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডে গাছের বাকল বেড়িয়ে পড়তে লাগলেন। আর দেবকুল হতে একটি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সুপ্পারক পট্টন নগরে গেলেন। লোকেরা তাকে দেখে 'ইনি একজন অর্হৎ' ভেবে যাগুভাত প্রভৃতি দান করতে লাগলেন। পরে তাকে কাপড় দেওয়া হলে তখন তিনি এই ভেবে সেসব পড়তেন না, 'আমি যদি এখন কাপড় পরিধান করি, তবে আমার এই লাভ-সৎকার থাকবে না।' তারপর তিনি বাকল পেঁচানো কাষ্ঠখণ্ড পড়েই থাকতেন।

লোকে যখন তাকে 'অর্হৎ' বলে খুব বিশ্বাস করতে লাগল, তখন তার মনে এই চিত্তবির্তক উৎপন্ন হয়েছিল, 'পৃথিবীতে যদি অর্হত্ত্ব মার্গলাভী কেই থেকে থাকে, তবে আমি তাদের একজন।' তারপর থেকে তিনি সেভাবেই কুহককর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

দশবল কাশ্যপের শাসনে যেই সাতজন ভিক্ষু পর্বতে আরোহণ করে শ্রমণধর্ম অনুশীলন করেছিলেন, তাদের একজন অনাগামী হয়ে সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের ব্রহ্মসম্পত্তি প্রাপ্তির কারণ চিন্তা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তারা সাতজন ভিক্ষু শ্রমণধর্ম পালন করেছেন। তন্মধ্যে একজন পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। অন্য পাঁচজন দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'তারা এখন কোথায় অবস্থান করছেন?' দেখতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, বাহিয় দারুচীরিয় সুপ্পারক পট্টনের আশ্রয়ে থেকে কুহণকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তারপর তিনি ভাবলেন, মূর্খ কোথাকার! এ তো দেখছি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পূর্বে সে শ্রমণধর্ম পালন করতে গিয়ে নৈতিকতার কথা ভেবে অর্হৎ কর্তৃক আহৃত পিণ্ড পর্যন্ত ভোজন করেনি। অথচ এখন সে পেটের দায়ে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অর্হৎ ভেবে মানুষকে বঞ্চনা করে বিচরণ করছে। জগতে দশবল বুদ্ধের উৎপন্ন হওয়ার কথা সে জানে না। তাকে সংবেগপ্রাপ্ত করিয়ে বুদ্ধ-উৎপত্তির কথা জানাব। তারপর তিনি মুহূর্তের মধ্যেই ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে সুপ্পারক পট্টনে গভীর রাতে বাহিয় দারুচীরিয়ের সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি নিজের বাসস্থানে উজ্জ্বল আলো দেখে বাইরে বেরোলেন। তারপর মহাব্রহ্মাকে দেখে হাত জোড় করে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিকে?' মহাব্রহ্মা বললেন, 'আমি তোমার পুরোনো বন্ধু। অনাগামীফল লাভ করে ব্রহ্মলোকে জন্মেচ্ছি। আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্থবির অর্হৎ হয়ে পরির্বাণ লাভ করেছেন। আর আপনারা বাকি পাঁচজন মিলে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন আমি তোমাকে এই জায়গায় কুহনকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখে বোধোদয় করিয়ে দিতে এসেছি।' তারপর মহাব্রহ্মা কারণটি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'হে বাহিয়, তুমি অর্হৎ নও, অর্হত্ত্বমার্গলাভীও নও। তোমর সেই প্রতিপদাও জানা নেই যে, যার দ্বারা তুমি অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী হতে পার।' তারপর মহাব্রহ্মা তাকে শ্রাবস্তীতে শাস্তা উৎপন্ন হয়েছেন জানিয়ে তাঁর নিকট যেতে বলে ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন।

এদিকে বাহিয় মনে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আকাশে স্থিত মহাব্রহ্মাকে দেখে চিন্তা করলেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অহা, আমি যে কী অন্যায় কাজা করেছি। আমি অর্হৎ না হয়েও নিজেকে অর্হৎ ভেবেছি। এখন ইনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি অর্হৎও নও, অর্হৎমার্গলাভীও নও।' তাহলে কি পৃথিবীতে অন্য কোনো অর্হৎ আছেন? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন কে আছেন যিনি অর্হৎ বা অহত্ত্বমার্গফললাভী ?'

অতঃপর দেবতা তাকে বললেন, 'বাহিয়, একজন আছেন। উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামে এক নগর আছে। সেখানে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বসবাস করছেন। হে বাহিয়, সেই ভগবানই অর্হৎ এবং অর্হত্ত্ব লাভের জন্যেই তাঁর ধর্মদেশনা। এই ভাবে বাহিয় দারুচীরিয় ওই দেবতার কথায় সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া সেদিনই সুপ্পারক হতে শাবস্তীর দিকে যাত্রা করলেন। সর্বত্র কেবল একরাত থেকে শ্রাবস্তী নগরে অনাথাপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবন বিহারে পৌঁছলেন। কিন্তু শাস্তা তখন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেছেন।

তিনি জেতবনে ঢুকে একজন ভিক্ষুকে বাইরে চংক্রমণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, 'শাস্তা এখন কোথায় ?' ভিক্ষুটি 'শাস্তা পিণ্ডার্থে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করেছেন' বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় থেকে এসেছেন?' 'আমি সুপ্পারক হতে এসেছি।' 'কখন বের হয়েছেন?' 'গতকাল সন্ধ্যায় বের হয়েছি।' 'আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। বসুন। পা ধুয়ে নিন। পায়ে তেল মেখে বিশ্রাম নিন। পিণ্ড নিয়ে ফিরে আসলেই শাস্তাকে দেখতে পাবেন।'

'ভন্তে, শাস্তার অথবা আমার নিজের করা কখন জীবনের অন্তরায় হয় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আমি কোথাও না জিরিয়েই মাত্র এক রাতে একশ বিশ যোজন পথ হেঁটে এসেছি। আমি প্রথমে শাস্তাকে দেখেই তারপর বিশ্রাম নেব।'

এভাবে বলার পর তিনি অতি শিগগিরি শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করে অনুপম বুদ্ধশ্রীতে উদ্ভাসিত ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখতে পেলেন এবং ভাবলেন, 'অহো, আমি সুদীর্ঘকাল পর ভগবানকে দেখতে পেলাম।' দেখামাত্রই পথিমধ্য শ্রদ্ধায় নতশিরে পঞ্চঙ্গ লুটিয়ে বন্দনা নিবেদন করে বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। হে সুগত, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। যাতে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়।' বাহিয় এরূপ বললে ভগবান বললেন, 'বাহিয়, আমি পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেছি। এখন অসময়।'

তা শুনে বাহিয় পুনরায় বললেন, 'ভন্তে, সংসারে বিচরণকালে কবলিকার আহার লাভ করলেও আপনার বা আমার কার কখন জীবনের অন্তরায় হয়, তা জানা দুষ্কর। ভন্তে ভগবান, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। হে সুগত, আমাকে ধর্মদেশনা করুন। যাতে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়।'

ভগবান দ্বিতীয় বারেও প্রত্যখ্যান করলেন। তারপর তৃতীয়বার প্রার্থনা করলে ভগবান তাকে পথিমধ্যে এই বলে ধর্মদেশনা করলেন, 'তাহলে হে বাহিয়, এরূপ শিক্ষা করবে: দৃষ্টে দৃষ্ট মাত্র, শ্রুতে শ্রুতমাত্র ...।'

(উদানে দ্রষ্টব্য) তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শোনার সাথে সাথেই সর্বাসব ক্ষয় করে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে মহাপ্রভাধর, ত্রিলকাগ্র, নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৭৯-১৮০. তিনি তাঁর শ্রাবক ক্ষিপ্রভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ভিক্ষুকে ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণভাবে উদগ্রচিত্ত হয়েছিলাম। আমি ভক্তিসহকারে সশিষ্য মহর্ষি বুদ্ধকে সপ্তাহকাল দান দিয়েছিলাম। তারপর সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৮১. অতঃপর বুদ্ধ আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, দেখো এই ব্রহ্মকে, যে আমার পদমূলে নিপতিত হয়ে অতীব প্রসন্নমনে নিজের চর্যার কথা ভাবছে।'

১৮২. যার শরীর সুবর্ণাভাযুক্ত, বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণের ওষ্ঠসম্বলিত, শুভ্র, তীক্ষ্ণ ও মসৃণ দন্তবিশিষ্ট।

১৮৩. বহুবিধ গুণে গুনান্বিত, উন্নত তনুবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ গুণধর ও প্রীতি-প্রফুল্লবদন।

১৮৪. এমন একজন ব্যক্তিই ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছে। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গৌতম নামক মহাবীর শাস্তা উৎপন্ন হবেন।

১৮৫. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী বাহিয় নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৮৬. তখন আমি ভীষণরকম ভাবে খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি আজীবন মহামুনি বুদ্ধকে ভক্তিসহকারে দানাদি পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর নিজ ঘরে ফিরে যাবার ন্যায় স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৮৭. সেই কর্মের ফলে আমি দেবতা অথবা মানুষ যা-ই হয়ে জন্মাই না কেন সর্বত্রই সুখী হয়েছিলাম এবং বহু জন্মসঞ্চরণ করে উভয় সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম।

১৮৮. পুনরায় কাশ্যপ বীরের শাসনের অন্তিম সময়ে আমরা সাতজন মিলে একটি উঁচু শৈলপর্বতে আরোহণ করে জিনশাসনে আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

১৮৯. তন্মধ্যে আমরা পাঁচজন শীলবিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, প্রজ্ঞাবান ও জিনশাসন পালনকারী হয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মনিয়েছিলাম।

১৯০. তারপর সেখান থেকে আমি সুপ্পারক পট্টন নগরে বাহিয় হয়ে জন্মেছি। একদিন আমরা বহুবনিক মিলে বিদেশে অর্থ উর্পাজনের জন্য সাগর পথে যাত্রা করেছিলাম।

১৯১. যাত্রার কিছুদিন পর আমাদের বিশাল নৌকাটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন ভয়ানক অঘোর সাগরে পড়ে আমার সহযাত্রীরা সবাই মরে গিয়েছিল।

১৯২. তখন আমি অনেক চেষ্টা করে বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে সুপ্পারক পট্টনের তীরে পৌঁছাতে পেরেছিলাম।

১৯৩. তখন আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তাই আমি কাষ্ঠখণ্ডের বস্ত্র পড়ে গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলাম। লোকেরা আমায় দেখে ভীষণ খুশী হলো আর আমাকে 'অর্হৎ' মনে করল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯৪. তারা আমাকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা ও ওষুধ দিয়ে সেবা-সৎকার করল এবং তাতে আমি সুখী হলাম।

১৯৫. তাদের দেওয়া চতুর্প্রত্যয় পেয়ে এবং তাদের দ্বারা মানিত, পূজিত হয়ে আমি নিজেকে অজ্ঞতাবশত 'অহৎ' মনে করলাম।

১৯৬. আমার মনের কথা অবগত হয়ে তখন আমার পূর্বের বন্ধু দেবতা আমার কাছে এসে বললেন, 'বাহিয়, অর্হত্ত্ব লাভের উপায়ও তোমার জানা নেই। কীভাবে তুমি অর্হৎ হবে?'

১৯৭. তার দ্বারা সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পৃথিবীতে নরোত্তম অর্হৎ বলে আছেন কি? থাকলে তিনি কোথায় থাকেন ?'

১৯৮. বুদ্ধ দেবতা উত্তরে বললেন, 'অবশ্যই আছেন। তিনি কোশলরাজ্যের শ্রাবস্তী নগরে থাকেন। তিনিই জিন, মহান প্রাজ্ঞ, শ্রেষ্ঠনগরে শাক্যপুত্র, অর্হৎ, অনাসক্ত। তিনিই অর্হত্ত্ব লাভের ধর্ম দেশনা করেন।'

১৯৯. তাঁর প্রাজ্ঞবচন শুনেই তুমি অমৃত পান করতে পারবে, নির্বাণরূপ অমুল্য গুপ্তধন লাভ করবে। তিনি উদগ্রচিত্ত, অর্হৎ, সুদর্শন ও অনন্তগোচরদর্শী।

২০০. তখন আমি বিমলনয়ন, জিন, শাস্তাকে দেখার জন্যে তড়িঘরি বেরিয়ে পড়েছিলাম। তারপর তার রমনীয় বন জেতবনে পৌঁছে একভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলাম। লোকনন্দন শাস্তা কোথায় ?

২০১. তিনি বললেন, 'দেবনর নন্দিত বুদ্ধ তো পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেছেন। বিশ্রাম করো। তিনি শিগগিরি ফিরে আসবেন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠপুদ্গালের কাছে গিয়ে বন্দনা নিবেদন করবে।'

২০২. আমি তার কথা আমল না দিয়ে শিগগিরি শ্রাবস্তীর গ্রামে গেলাম। তাকে পিণ্ডের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে দেখতে পেলাম।

২০৩-২০৪. পাত্রহাতে বিচরণরত, জ্যোতির্ময়, শ্রীনিলয়তুল্য, প্রখর তেজস্বী সূর্যের ন্যায় বুদ্ধকে আমি নতশিরে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করেছিলাম, 'হে গৌতম, আমি কুপথে পরিচালিত হয়েছি। এখন আপনিই আমার শরণ হোন!'

২০৫. মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ বললেন, 'হে বাহিয়, এখন আমি পিণ্ডার্থে বিচরণ করছি। এখন অসময়।'

২০৬. আমি বারবার ধর্মশ্রবণের ইচ্ছায় বুদ্ধকে প্রার্থনা নিবেদন করলাম। তারপর তিনি আমাকে গম্ভীর একপদযোগে ধর্মদেশনা করলেন।

২০৭. তার ভাষিত ধর্ম শুনে আমি আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি। তখন আমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছিল। অহো, শাস্তার কী অনুকম্পা!

২০৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১১. বাহিয় দারুচীরিয় স্থবির এভাবেই তার পূর্বজীবনের কাহিনি বর্ননা করলেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর হেটে যাবার সময় এক গাভীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার নিথর দেহ পথের উপর পড়ে থাকল।

২১২. মহামতি স্থবির এভাবে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করে শ্রাবস্তী নগরে পরিনির্বাপিত হলেন।

২১৩-২১৪. নগর হতে বের হবার সময় ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সেই আগতাগম, চিনশাসনকারক, গতায়ু, শুষ্কক্লেশ, ধীর বাহিয় দারুচীরিয়কে ইন্দ্রকেতুর ন্যায় পথের উপর পড়ে থাকতে দেখলেন।

২১৫. তারপর শাস্তা শিষ্যদের ডেকে বললেন, ভিক্ষুগণ, একে ধরো। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দগ্ধ করো। এ তো তোমাদেরই সব্রহ্মচারী।

২১৬. তার জন্যে স্তুপ তৈরি কর, পুজা কর। সেই মহামতি স্থবির পরিবির্বাপিত হয়েছে। সে আমার শিষ্য ক্ষিপ্রভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২১৭. অনর্থকর হাজারো গাথার চেয়ে একটি দাগাই শ্রেয়, যা শুনে সমস্ত ক্লেশকে উপশান্ত করা যায়।

২১৮. যেখানে পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ুর স্পর্শ নেই। শুভ্র গ্রহতারা সেখানে কোনো অন্ধকারও নেই। যখন কোনো ব্রাহ্মণ মুনি নীরবে থেকে নিজে নিজেই বুঝে থাকেন, তখন তিনি সমস্ত রূপারপে ও সুখদুঃখ হতে মুক্ত হন। ঠিক এভাবেই ত্রিলোকের শরণ, মুনি, নাথ বুদ্ধ ভাষণ করেছিলেন।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বাহিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকাচ্চায়ন স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মহাকোট্ঠিত স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর তিনি সাংসরিক কাজে আবদ্ধ হন। একদিন হংসবতী নগরে উপাসক-উপাসিকাদের সুগন্ধ মাল্য হাতে নিয়ে ত্রিরত্ন পূজা করতে যাচ্ছেন দেখে তিনিও তাদের সাথে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তখন একজন ভিক্ষুকে প্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তা দেখে তারও ইচ্ছা হলো যে, আমাকেও এই ভিক্ষুর মতো প্রতিসম্ভিদা লাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠহতে হবে। তারপর তিনি দেশনা শেষে লোকজন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চলে গেলে ভগবানের কাছে আগামীকালের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ভগবান তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পরদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে খাদ্যভোজ্য দান দিয়ে চিন্তা করলেন, 'আমি তো মহান একটি জিনিস প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। মাত্র একদিন দান দিলে হবে না। আমি একাক্রমে সাতদিন দান দিয়ে তারপরই সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করব।'

তারপর তিনি সাতদিন পর্যন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংকে মহাদান দিলেন। সাত দিন শেষে তিনি তথাগত বুদ্ধের কাছে গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন। তখন ভগবান তাকে বললেন, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।' সেই জন্মে তিনি আজীবন নানাবিধ পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর সে দেবস্পত্তি ভোগ করে অপরাপর দেবমনুষ্য লোকেও জন্মপরিভ্রমণ করলেন।

এভাবে দেবমনুষ্য লোকে জন্মপরিভ্রমণ শেষে তিনি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'কোটঠিক'। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ত্রিভেদে ও ব্রাহ্মণশিল্পে দক্ষতা লাভ করলেন। একদিন তিনি শাস্তার নিকট গিয়ে ধর্মকথা শুনে পরম শুদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ পর থেকে তিনি বিদর্শন ভাবনায় মনোযোগী হলেন। অচিরেই তিনি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তারপর একদিন ভগবান তাকে এই বলে শেষ্ঠপদে বসালেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক প্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে মহাকোটঠিকই শ্রেষ্ঠ।

পরবর্তী সময়ে তিনি বিমুক্তিসুখ ভোগ করতে করতে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২২১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি, চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২২. তিনি ছিলেন উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকলপ্রাণির তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহু জনতাকে সংসার সাগর তীর্ণ করেছিলেন।

২২৩. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পাকারী, কারুণিক ও সকলপ্রাণির পরমহিতৈষী এবং তিনি তখনকার অন্যতীর্থিয়দের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২২৪. এভাবে তিনি সম্পুর্ণ নিরাকুল ও তীর্থিয়শুন্য হয়ে বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করছিলেন।

২২৫. সেই মহামুনি আটান্ন প্রাকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ বিশিষ্ট।

২২৬. সেই সময় মানুষের গড় আয়ুছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পুরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

২২৭. তখন আমি হংবতী নগরে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন সর্বলোকাগ্র বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২৮-২২৯. তখন তিনি তাঁর শ্রাবককে অর্থ, ধর্ম নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদালাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসাচ্ছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণ রকম খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি সাত দিন পর্যন্ত সশ্রাবক জিনবরকে ভোজন দান করেছিলাম।

২৩০. সশিষ্য বুদ্ধিসাগর বুদ্ধকে ত্রিচীবর দান করে তার পদমূলে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছিলাম।

২৩১. তারপর লোকাগ্র বুদ্ধ বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই দ্বিজোত্তম কোমলপ্রভ ব্যক্তিকে দেখো, যে আমার পদমূলে মাথা ঠেকিয়েছে।

২৩২. এই ব্যক্তি তার শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও সদ্ধর্ম শ্রবণের ফলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের কাছে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করছে।

২৩৩. জন্মজন্মান্তরে সে সবর্ত্রই সুখী হবে এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল পরে তার মনোরথ পূরণ হবে।

২৩৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

২৩৫. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী কোটঠিক নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

২৩৬. তা শুনে আমি ভীষণ রকম খুশী হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি জিনের প্রতি মৈত্রীচিত্তসম্পন্ন হযে এবং স্মৃতি ও প্রজ্ঞাসমন্বিত হয়ে আজীবন অতিবাহিত করেছিলাম।

২৩৭. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনানুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

২৩৮. আমি তিনশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম। পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

২৩৯. আর প্রাদেসিক রাজাতো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। আমি সেই কর্মের ফলে সর্বত্রই সুখী হয়েছিলাম।

২৪০. আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে এই দুই ভবেই শুধু জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো গতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার যথাযথা অনুশীলনেরই ফল।

২৪১. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই শুধু জন্মগ্রহণ করেছি। কথনো নীচ কুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার যথাযথা অনুশীলনেরই ফল।

২৪২. আজ থেকে শেষজন্মে আমি একজন ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং শ্রাবস্তীর এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৪৩. আমার মাতার নাম চন্দ্রাবতী ও পিতার নাম অশ্বলায়ন। বুদ্ধ আমার পিতাকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ ও বিনীত করেছিলেন।

২৪৪. তারপর একদিন আমি সুগতের প্রতি পসন্ন হয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমার আচার্য মোদ্গাল্লায়ন ও উপাধ্যায় সারিপুত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪৫. প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় যখন আমার কেশছেদন করা হচ্ছিল তখনই আমার মিথ্যাদৃষ্টি সমূলে ছিন্ন হয়েছিল। আর চীবর পরিধানের সময় আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

২৪৬. অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান দেখে লোকাগ্র বুদ্ধ আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন।

২৪৭. উপধ্যায় উপতিষ্য (সারিপুত্র) সপ্রতিভভাবেই বিশ্লষণ করেছিলাম। তাই আমিই সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে প্রতিমন্তিদালাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মহাকোটইঠক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাকোটঠিক স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. উরুবেলা কাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে মহাপরিষদলাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসাচ্ছিলেন। তা দেখে তিনি নিজে ও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের আশায় মহাদান দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন। তখন ভগবান তাকে বললেন, তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনে মহাপরিষদলাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

তারপর তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বহুকাল বিচরণ করেন। আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে তিনি ফুশ্য ভগবানের বৈমাত্রেয় ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার আরও দুজন ভাই ছিল। তারা তিনজন মিলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরম পূজায় পূজা করেন। তারপর তারা দীর্ঘকাল পর আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের জন্ম নেওয়ার কিছুকাল আগে বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সহোদর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ গোত্রে জন্ম নেওয়ায় তারা তিনজনই কাশ্যপ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরে তারা ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাঁচশত, মধ্যম ভ্রাতার তিন শত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুইশত পরিষদ ছিল। তারা গ্রন্থগুলোর সারবত্তা উপলব্ধি করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর অগ্রজ কাশ্যপ নিজ পরিষদকে নিয়ে উরুবেলায় গিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক উরুবেলা কাশ্যপ নামে পরিচিত হন। মধ্যম কাশ্যপ মহাগঙ্গা নদীর বাঁকে ছিলেন বিধায় তিনি নদীকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। আর কনিষ্ঠ কাশ্যপ গয়াশীর্ষে ছিলেন বিধায় গয়াকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনজন ঋষি সপরিষদ বহুকাল সেখানে বাস করেন।

তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবান যশ স্থবির প্রমুখ পঞ্চান্ন জন বন্ধুকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করার পর আদেশ করেন যে, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর।'

তারপর ভগবান ভদ্রবর্গীয় কুমারদের দমন করে উরুবেলা কাশ্যপের বাসস্থানে উপনীত হন এবং তাঁর অগ্নিশালায় বাস করেন। সেখানে কিছুদিন থাকারপর নাগদমন প্রভৃতি ৩৫০০ প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করে সপরিষদ উরুবেলা কাশ্যপকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা শুনে অন্য দুজন ভাইও সপরিষদ বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সবাই ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করেন। ভগবান সেই এক হাজার ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে গয়াশীর্ষে এক সুবিস্তৃত পাথরের উপর বসেন এবং আদিত্য পর্যায় সূত্র দেশনা করে সকলকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৫১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৫২. তিনি উদেস্ঠ, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণির তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহুজনতাকে সংসার সাগর তীর্ন করে দিয়েছিলেন।

২৫৩. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পাকারী, কারুনিক, ও সকল প্রাণির পরম হিতৈষী। তিনি তখনকার অন্যতীর্থিয়দের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২৫৪. এভাবেই তিনি সম্পূর্ণ নিরাকুল ও অন্যতীর্থিয়শূন্য হয়ে বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ-পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

২৫৫. সেই মহামুনি আটান্ন প্রকার নত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ বিশিষ্ট।

২৫৬. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

২৫৭. তখন আমি হংসবতী নগরে এক সাধু ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন লোকপ্রদ্যেৎ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

২৫৮. তখন তিনি তার এক শ্রাবককে মহাপরিষদ লাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসাচ্ছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণভাবে প্রীত হয়েছিলাম।

২৫৯. আমি মহতি পরিষদসহ মহাজিন বুদ্ধকে নিমন্ত্রন করে মহাদান দিয়েছিলাম।

২৬০. মহাদান দেওয়ার পর আমি নায়ক বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম। তারপর একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে হৃষ্টমনে এই কথা নিবেদন করেছিলাম:

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬১. হে বীর, আপনার প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবশত ও কৃতপুণ্য বলে জন্মজন্মান্তরে আমার বিশাল পরিষদ লাভ হোক!

২৬২-২৬৩. তখন শাস্তা কোকিলেরন্যায় মধুর স্বরে পরিষদকে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণকে দেখো তো যে হেমবর্ণের অধিকারী, বিশাল বাহুধারী, কোমল নয়নধারী, উদগ্রতনু, হৃষ্ট ও আমার গুণে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল।

২৬৪. এই ব্যক্তি সিংহনাদ করে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলছি যে, সুদীর্ঘকাল পরে ভবিষ্যতে তার মনোরথ পূর্ন হবে।

২৬৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

২৬৬. সে তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে কাশ্যপ গোত্রীয় শাস্তাশ্রাবক হবে।

২৬৭. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে এক অনুপম, অসদৃশ, অনুত্তর শাস্তা, লোকাগ্রনায়ক ফুশ্য বুদ্ধ ছিলেন।

২৬৮. তিনি সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে কামজটাকে বিজটিত করেছিলেন এবং অমৃত বারি বর্ষণ করে দেবমনুষ্যদের পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

২৬৯. তখন আমরা বারাণসী রাজার পুত্র তিন ভাই ছিলাম। আমরা পিতার খুবই বিশ্বাস ভাজন ছিলাম।

২৭০. আমরা ছিলাম বীর, প্রবল পরাক্রমী, শক্তিশালী ও সংগ্রামে অপরাজিত। কতখন এক প্রত্যন্ত রাজ্যেবিদ্রেহ দেখা দিলে মহারাজ পিতা আমাদের বললেন ;

২৭১. বৎসগণ, এদিকে এসো। বিশাল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে উৎপন্ন বিদ্রোহ দমন কর। বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এসে তোমরা বর চাইতে পার।

২৭২. তখন আমরা বলেছিলাম, হে পিত, আপনি যদি আমাদের নায়ক বুদ্ধকে সেবাপূজার সুযোগ দেন, তবে আমরা অবশ্যই বিদ্রোহ দমন করব।

২৭৩. মহারাজ পিতা আমাদের সেই বর দিলেন। আমরা বর পেয়ে বিপুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এসেছিলাম।

২৭৪. তারপর আমরা আমদের প্রাপ্যবর লোকনায়ক বুদ্ধকে সেবাপূজা করার প্রার্থনা করেছিলাম। বর পেয়ে আমরা আমৃত্যকাল বুদ্ধসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম।

২৭৫-২৭৬. আমরা শীলবান, কারুণিক ও ভাবনানিরত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ধর্মতভাবে উপার্জিত মহার্ঘ বস্ত্র, উত্তম উত্তম রসযুক্ত খাদ্য-ভোজ্য ও সুন্দন সুন্দর শয্যাসন দান করেছিলাম।

২৭৭. আমরা পরম শ্রদ্ধায় ও মৈত্রীতদগতচিত্তে নায়ক বুদ্ধকে সেবা-পূজা করেছিলাম। এমনকি তাঁর পরিনির্বাণের পর ও শক্তিপ্রশাণে পূজা করেছিলাম।

২৭৮. মৃতুর পর আমরা সবাই তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম এবং সেখানে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম। ইহা আমাদের বুদ্ধপূজা করারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭৯. মায়াকারেরা যেমন মঞ্চে নানা দৃশ্যের অবতারনা করেন, তদ্রু আমি ভবভবান্তরে ভ্রমণের সময় বিদেহাধিপতি হয়েছিলাম।

২৮০. গুণাচেলর কথায় আমি ভীষণ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ন হয়েছিলাম। তাতে করে আমি প্রায় নরক মার্গারূঢ় হয়েছিলাম।

২৮১. নারদ ব্রাহ্মণ (বুদ্ধ) আমাকে সিংহনাদে উপদেশ দিয়ে বহুভাবে তা থেকে শান্ত, নিবৃত করেছিলেন। তারপর আমি সেই পাপদৃষ্টি ত্যাগ করেছিলাম।

২৮২. তখন আমি দশবিধ কর্মপথ বিশেষভাবে পূরণ করেছিলাম। আর তাতে করে আমি মৃত্যুর পর নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তনের ন্যায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২৮৩. আজ এই শেষ জন্মে আমি বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৮৪. মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে ভীত হয়ে আমি মহাধন ত্যাগ করে নির্বাণের সন্ধানে জটিল সন্ন্যাসীদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৮৫. আমাকে দেখে আমার দুই ভাইও আমার সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল। আমি উরুবেলায় একটি আশ্রম তৈরি করে বসবাস করেছিলাম।

২৮৬. আমার জন্ম কাশ্যপ গোত্রে হওয়ায় ও উরুবেলাকে আশ্রয় করে সববাস করায় আমি উরুবেল কাশ্যপ নামেই সবিশেষ পরিচিত হয়েছিলাম।

২৮৭. নদীর কাছাকাছি বাঁকে বসবাস করায় আমার এক ভাইযের নাম নদী কাশ্যপ আর গয়াশীর্ষে বসবাস করায় আমার অন্য ভাইয়ের নাম গয়াকাশ্যপ হয়েছিল।

২৮৮. আমার কনিষ্ট ভাইয়ের দুইশত, মধ্যম ভাইয়ের তিনশত আর আমার পাঁচশত অনুগত শিষ্য ছিল।

২৮৯. তখন লোকাগ্র নায়ক, নরসারথি বুদ্ধ আমার কাছে উপনীত হয়ে নানা প্রকার ঋদ্ধি প্রতিহার্য দেখিয়ে আমাকে বিনীত করেছিলেন।

২৯০. আমাদের তিন ভাইয়ের মোট এক হাজার ভিক্ষুকে তিনি 'এসো ভিক্ষু' বলে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। আমরা সবাই একসাথে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

২৯১-২৯২. সেই এক হাজার জন শিষ্য ও অন্য অনেক শিষ্য আমাকে পরিবৃত করে থাকত। আমি তাদের অনুশাসন করতে পারতাম। তাই ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমাকে মহাপরিষদ লাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অহা, বুদ্ধের কাছে কৃতপুন্যের কী প্রভাব! আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে।

২৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।
ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উরুবেলা কাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।
[উরুবেলা কাশ্যপ স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. রাধ স্থবির অপদান

২৯৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্বলোকবিদ মুনি চক্ষুষ্মান জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৯৭. তিনি উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকলপ্রাণির তীর্ণকারী ও দেশনাকুশল বুদ্ধ। তখন তিনি বহু জনতাকে সংসার সাগর তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

২৯৮. তিনি ছিলেন পরম অনুকম্পকারী, কারুনিক, ও সকল প্রাণির পরম হিতৈষী। তিনি তখনকার অন্যতীর্থিদের পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২৯৯. এভাবেই তিনি সম্পূর্ণ নিরাকুল ও তীর্থিয়শূন্য হয়ে ও বশীভূত ক্ষীণাসব অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

৩০০. সেই মহামুনি আটান্ন প্রকার রত্নে গৌরবমণ্ডিত, উজ্জ্বল কাঞ্চনতুল্য ও বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ বিশিষ্ট।

৩০১. সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি পরিপূর্ণ আয়ু জীবিত থেকে বহুজনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

৩০২. তখন আমি হংসবতী নগরে এক মন্ত্রধর ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি সেই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর ধর্মদেশনা শুনছিলাম।

৩০৩. তখন মহাবীর, পরিষদে বিশারদ, বিনায়ক বুদ্ধ এক ভিক্ষুকে প্রতিভাণক তথা জ্ঞানবান ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসাচ্ছিলেন।

৩০৪. তখন আমি লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে বহু পুণ্যকার্য করে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৩০৫. তখন ক্লেশমনলমুক্ত ও সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় প্রভাময় ভগবান আমাকে লক্ষ করে মধুর কণ্ঠে বলেছিলেন:

৩০৬. সুখী হও। দীর্ঘায়ু হও। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। তুমি যে আমার ও ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বিপুল পুণ্যকার্য করেছ!

৩০৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

৩০৮. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী রাধ নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৩০৯. শাক্যপুত্র নরশ্রেষ্ঠ নায়ক বুদ্ধ তার পূর্বহেতুগুণ দেখে তুষ্ট হয়ে তাকে প্রতিভাণক তথা জ্ঞানবান ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩১০. তা শুনে আমি ভীষণ রকম খুশী হয়েছিলাম। তখন আমি আজীবন স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাসমন্বিত হয়ে মৈত্রীচিত্তে পদুমুত্তর জিনকে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

৩১১. সেই সুকৃত পুণ্যপ্রভাবে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৩১২. আমি তিনশত বার দেবলোকে দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং পাঁচশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম।

৩১৩. আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি সর্বত্রই সুখী হয়েছিলাম।

৩১৪. এই শেষ জন্মে আমি গিরিব্বজ নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৩১৫. একদিন আমি সারিপুত্র স্থবিরকে মাত্র একচামচ ভিক্ষা দান করেছিলাম। আমি জরাজীর্ণ হযে বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে বিহারে গিয়েছিলাম।

৩১৬. জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়ায় আমাকে কেউই প্রব্রজ্যা দিচ্ছিল না। তাই আমি ভীষণ দুঃখিত, বিষন্নবদন ও শোকগ্রস্ত হয়েছিলাম।

৩১৭. মহামুনি, মহাকারুণিক বুদ্ধ শোকগ্রস্ত আমাকে দেখে বলেছিলেন, বৎস, কী হয়েছে তোমার? তুমি এত শোক করছ কেন? বল দেখি কী হয়েছে তোমার?

৩১৮. হে বীর, আপনার সুব্যাখ্যাত ধর্মশাসনে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারছিনা। তাই আমি শোক করছি। হে নায়ক, আপনি আমার সহায় হোন!

৩১৯. তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, দেখতো এই ব্যক্তি তোমাদের কাউকে কোনোদিন উপকার করেছে বলে স্মরণ করতে পার কি না ? সে যদি কাউকে উপকার করে থাকে, তবে সে-ই তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুক।

৩২০. তখন সারিপুত্র বরেছিলেন, ভন্তে ভগবান, আমি স্মরণ করতে পারি। আমি পিণ্ডচারণ করতে গেলে একদিন সে আমাকে এক চামচ ভিক্ষা দিয়েছিল।

৩২১. (ভগবান বলেছিলেন) 'সাধু, সাধু, সাধু, সারিপুত্র, তুমি কৃতজ্ঞ। তাহলে তুমিই তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর। এ জ্ঞানগনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।

৩২২. তারপর আমি প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা উভই লাভ করলাম। অচিরেই আমি আসবক্ষয়জ্ঞানও লাভ করলাম।

৩২৩. আমি মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কথা খুব মন দিয়ে শুনতাম এবং শুনে ভীষণ খুশী হতাম। তারপর একদিন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমাকে প্রতিভাণক তথা জ্ঞানবান ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৩২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান রাধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[রাধ স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. মোগরাজ স্থবির অপদান

৩২৭. এই হতে ৩৩২ নং পর্যন্ত পূর্বেক্ত ২৯৬ নং হতে ৩০১ নং ক্রমিকের ন্যায় জ্ঞাতব্য।

৩৩৩. তখন আমি হংসবতী নগরে জনৈক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি পরের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতাম। তখন আমার তেমন কোনো ধন সম্পত্তি ছিল না।

৩৩৪. একসময় আমি এক প্রত্যাবর্তনশালায় বাস করছিলাম। তখন সেখানে আমি আগুন জ্বালিয়ে, মাটি পুড়িয়ে দগ্ধ কালো শিলা তৈরি করছিলাম।

৩৩৫. ঠিক সেই সময় চতুসর্ত্য প্রকাশক নাথ বুদ্ধ তার পরিষদে একজন জীর্ণশীর্ণ চীবরধারী ভিক্ষুর ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন।

৩৩৬. তাঁর গুণের কথা শুনে আমি ভীষণ রকম তুষ্ট হয়েছিলাম। তারপর তথাগতে পায়ে পড়ে আমি সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছিলাম।

৩৩৭-৩৩৮. তখন পদুমুত্তর ভগবান তাঁর শ্রাবকদের বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, শীর্ণকায়, কুঁজো, প্রীতিপ্রসন্নবদন, শ্রদ্ধাধন সমন্বিত, উদগ্রতনু, হৃষ্টচিত্ত ও অচল শালপিণ্ড তুল্য এই লোকটিকে দেখ।

৩৩৯. এই ব্যক্তি জীর্ণ চীবরধারী সত্যসেন ভিক্ষুর ভূয়শী প্রশংসা শুনে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

৩৪০. তা শুনে আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। আমি নতশিরে জিনশাসনে আজীবন শুভকর্ম করেছিলাম।

৩৪১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩৪২. আমি প্রত্যাবর্তন শালায় ভূমিদাহ কর্ম করার কারণে সুদীর্ঘকাল নিরয়ে বিষম বেদনার্ত হয়ে দগ্ধ হয়েছিলাম।

৩৪৩. সেই কর্মবশেষে আমি পাঁচশত জন্ম মনুষ্যকুলে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩৪৪. সেই কর্মের ফলে আমি পাঁচশত জন্ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মহাদুঃখ ভোগ করেছিলাম।

৩৪৫. এই ভদ্রকল্পে পূর্বেকার যশস্বী বুদ্ধকে প্রসন্নমনে পিণ্ডপাত দান করে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৩৪৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩৪৭. এই শেষ জন্মে এসেও আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছি। পিতার মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার উপরই রাজ্যভার বর্তায়।

৩৪৮. কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হওয়ায় আমি কখনো রতি কিংবা সুখ পাইনি। আমার রাজ্যসুখ মোঘ তথা তুচ্ছ বিধায় আমি মোঘরাজ নামেই পরিচিত হলাম।

৩৪৯. আমি শরীরের দোষ দেখে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাবরি ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

৩৫০. একদিন আমি বিশাল পরিষদকে সঙ্গে করে নরনায়ক বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়েছিলাম। আমি সেই বীর বুদ্ধকে কিছু নিপুণ প্রশ্ন করেছিলাম।

৩৫১. আমি মহাযশস্বী গৌতমের ইহলোক, পরলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, দেখতে পাই না এবং জানি না।

৩৫২. এমন অতিক্রান্তদর্শী আপনার উদ্দেশে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, সেটি হচ্ছে: 'এই লোককে আপনি কীভাবে দেখেন, যাতে মৃত্যুরাজ দেখতে না পান ?'

৩৫৩. হে মোঘরাজ, যে ব্যক্তি এই লোককে শুন্য হিসেবে দেখেন, তবেই মৃত্যুরাজ তাকে দেখতে পান না।

৩৫৪. ' এভাবে এই লোককে দেখলে পরে মৃত্যুরাজ মোটেই দেখতে পান না' এই কথা সর্বরোগের চিকিৎসক বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন।

৩৫৫. এই গাথাটা শোনার সাথে সাথেই আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত, কাষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষু হয়ে গিয়েছিলাম।

৩৫৬. আমি রোগপীড়িত হওয়ায় সাংঘিক বিহারে বসবাস করিনি। আমার কারণে বিহারটি দূষিত না হোক এবং ভিক্ষুরা পীড়িত না হোক!

৩৫৭. আমি বিভিন্ন আবর্জনাস্তুপ, শ্মশান ও পথঘাট থেকে কাপড় সংগ্রহ করে, তা দিয়ে সংঘাটি তৈরি করে জীর্ণ চীবরই পরিধান করতাম।

৩৫৮. আমার সেই গুণে খুশী হয়ে মহান চিকিৎসক বিনায়ক বুদ্ধ আমাকে জীর্ণচীবরধারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছেন।

৩৫৯. আমি পুণ্যপাপ পরিক্ষীণ হয়ে, সর্ববিধ রোগ বিবর্জিত হয়ে শিখীর ন্যায় অলগ্নভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবো।

৩৬০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৬১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান মোঘরাজ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোঘরাজ স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

[কাচ্চায়ন বর্গ চুয়ান্নতম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মারক-গাথা

কাচ্চায়ন, বক্কলি স্থবির, মহাকপ্পিন, মল্লপুত্র দব্ব,
কুমারকাশ্যপ, বাহিয়, মহাকোটঠিক, উরুবেলাকাশ্যপ,
রাধ ও পণ্ডিত মোঘরাজ স্থবির দশম
মোট তিনশ বাষট্টিটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৫. ভদ্দিয় বর্গ

১. লকুণ্ডক ভদ্দিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে স্থাপন করছিলেন। তা দেখে তিনি নিজেও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের ইচ্ছায় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংকে ঘি, গুড়, প্রভৃতি মধুররসসিক্ত বস্তু দান করে প্রার্থনা করলেন, 'ভন্তে, আমিও যাতে ভবিষ্যতে এই ভিক্ষুর ন্যায় কোনো এক বুদ্ধের শাসনে মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করি।' ভগবান তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে চলে গেলেন।

তারপর তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণকালে উভয় সম্পত্তিভোগ করে ফুশ্য ভগবানের সময় চিত্র কোকিল হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। একসময় কোকিল রাজ্যোদ্যান হতে মধুর আম্রফল ঠোঁটে করে নিচ্ছিল, এমন সময় ভগবানকে দেখতে পেল। তখন তার প্রসন্ন মনে আম্র দানের ইচ্ছা উৎপন্ন হলো। ভগবান তার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে পাত্র হাতে নিয়ে বসে রইলেন। কোকিল দশবলের পাত্রে পাকা আম্র দান করল। ভগবান কোকিল দেখে মতো করে সেই আম্রটি খেলেন। কোকিল তা দেখে সপ্তাহকাল প্রীতিসুখে অতিবাহিত করল। সেই পুণ্যফলেই সে মধুরভাষী হয়েছিল।

কাশ্যপ ভগবানের সময় তিনি এক কারিগর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক কারিগর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষকারিগর হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। কাশ্যপ ভগবান পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর উদ্দেশে একটি সাতযোজন মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। তখন তিনি বলেন, এত বড় মন্দির তৈরি করা কষ্টকর হবে। তার থেকে ছোট মন্দির তুললে ভালো হয়। তার কথায় সবাই একবাক্যে সম্মত হলো। অপ্রমাণ বুদ্ধের প্রমাণ ছোট করার কারণে তিনি জন্মে জন্মে অন্যান্য লোক হতে ছোট হযে জন্মগ্রহণ করতেন।

আমাদের গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তীর এক মহাধনাঢ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'ভদ্দিয়' । লম্বায় অতিশয় খাট ছিলেন বিধায় তিনি 'লকুণ্ডক ভদ্দিয়' তথা বামন ভদ্দিয়' নামে পরিচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুশ্রুত ও ধর্মকথিক। তাই তিনি মধুর স্বরে ধর্মদেশনা দিতেন।

একসময় উৎসবের দিনে একজন ব্রাহ্মণের সাথে তিনি রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। তখন এক গণিকা স্থবিরকে দেখে দাঁত দেখিয়ে হাসতে লাগল। স্থবির তার দাঁত দেখেই 'অস্থিসংজ্ঞা' লাভ করলেন। সেই অস্থিসংজ্ঞায় ভাবনা করে তিনি অনাগামী লাভ করলেন।

তিনি সব সময় কায়াগতানুস্মৃতি ভাবনা করতেন। একসময় তিনি ধর্মসেনাপতির উপদেশ শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। কিছু কিছু ভিক্ষু-শ্রামণ 'সে যে অর্হৎ হয়েছে' তা না জেনে তার কানে ধরতেন, বাহুতে, মাথায়, হাতে, পায়ে ধরে মজা করতেন। তা শুনে ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষগণ, আমার পুত্রকে আর দুঃখ দিওনা।' তারপর থেকে তারা তাকে 'অর্হৎ বলে জানলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং আর কোনদিন দুঃখ দেননি।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২. তখন হংসবতী নগরে মহাধনী শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন হাঁটতে হাঁটতে আমি সংঘারামে গিয়েছিলাম।

৩. তখন লোকপ্রদ্যোৎ নায়ক বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করছিলেন এবং তাঁর এক শ্রাবককে মধুরভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন।

৪. তা শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম। তারপর আমি মহর্ষি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহাদান দিয়ে পদবন্দনা করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৫. তখন বিনায়ক বুদ্ধ সংঘমধ্যে বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল পরে সফল মনোরথ হবে।'

৬. আজ থেকে লক্ষকল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৭. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে ভদ্দিয় নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৯. আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে পৃথিবীতে অনাসক্ত, অপরাজেয়, সর্বলোকের উত্তমজিন, নায়কফুষ্য বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১০. তিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন মহান, ঋজু, প্রতাপশালী, সকল সত্ত্বে পরম হিতৈষী। তিনি বহু সত্ত্বকে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন।

১১. আমি তারই পাশে নন্দারাম বনে এক কোকিল হয়ে জন্মেছিলাম। আমি গন্ধকুটির খুব কাছে এক আম্রবৃক্ষে বাস করতাম।

১২. সেই সময় পরম দাক্ষিণেয়্য জিনোত্তম বুদ্ধ পিণ্ডার্থে যাচ্ছিলেন। তা দেখে আমি অতীব প্রসন্নচিত্ত হয়ে মধুর স্বরে কূজন করছিলাম।

১৩. তখন আমি তৎক্ষণাৎ রাজোদ্যানে গিয়ে একটি সুপক্ক আম নিয়ে এসে সম্বুদ্ধের কাছে উপনীত হয়েছিলাম।

১৪. তখন মহাকারুণিক জিন আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে উপস্থায়ক তথা সেবকের হাত থেকে নিজে পাত্রটি হাতে নিয়েছিলেন।

১৫-১৬. তারপর আমি অতীব হৃষ্টচিত্তে মহামুনি বুদ্ধকে সেই সুপক্ক আমিটি দান করেছিলাম। পাখা দিয়ে ঝাপটিয়ে পাত্রে দিয়েছিলাম। তারপর আমার পাখা দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে আমি মধুর স্বরে কূজন করে বুদ্ধকে প্রনাম নিবেদন করেছিলাম। বুদ্ধপুজা করার পর আমি অতীব খুশী মন নিয়ে নিন্দ্র যাবার জন্যে শায়িত হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭. তখন বুদ্ধ প্রেমে মসগুল, খুশী মন নিয়ে ঘুমন্ত আমাকে এক শকুন পাখি এসে প্রদুষ্টমনে হত্যা করেছিল।

১৮. মৃত্যুর পর আমি তুষিত স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম। তারপর সেই কৃতপুণ্যের ফলে আমি মনুষ্যযোনিতে এসেছিলাম।

১৯. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী, শ্রেষ্ঠ গুনধর কাশ্যপ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলাম।

২০. তিনি শাসনকে উজ্জ্বলতা দান করে, অন্যতীর্থিদের দমন করে এবং বিনয়নকারীদের বিনীত করে সশিষ্যে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

২১. লোকাগ্র বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পর লোকেরা তাঁকে পূজা করার মানসে অতীব প্রসন্ন মনে শাস্তার উদ্দেশে একটি স্তূপ তৈরি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

২২. তারা পরামর্শ করছিল যে, আমরা মহর্ষি বুদ্ধের জন্যে সপ্তবিধ রত্নে বিভূষিত সাত যোজনবিশিষ্ট একটি বিশাল স্তূপ তৈরি করব।

২৩. তখন আমি কি কি নামক কাশিরাজের সেনানায়ক ছিলাম। তখন আমি অপ্রমাণ বুদ্ধের জন্যে প্রমাণ তথা ছোট চৈত্য তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

২৪. তারা আমার কথায় নরবীর বুদ্ধের জন্যে নানাবিধ নত্নে বিভূষিত ছোট একটি চৈত্য তৈরি করেছিল।

২৫. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মনিয়েছিলাম।

২৬. এখন আমি শেষ জন্মে শ্রাবস্তীর এক ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, মহাধনাঢ্য, শ্রেষ্ঠীপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৭. শ্রাবস্তীর নগরে প্রবেশ করলে পরে আমি বিস্ময় নেত্রে সুগতকে দেখেছি এবং অচিরেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

২৮. অতীতে আমি যে চৈত্যের প্রমাণ কমিয়ে ছোট করে দিয়েছিলাম সেই কর্মের ফলে আমি এই শেষ জন্মে বামন শরীর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

২৯. ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে মধুরস্বরে পূজা করে আমি মধুর ভাষী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছি।

৩০. বুদ্ধকে ফল দান করার প্রভাবে ও বুদ্ধগুণ স্মরণ করার ফলে এখন আমি শ্রামণ্যফলের অধিকারী হয়ে ও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভদ্দিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[ভদ্দিয় স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কঙ্খারেবত স্থবির অপদান

৩৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্বধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩৫-৩৬. তিনি ছিলেন সিংহহনু, ব্রহ্মস্বরবিশিষ্ট, হংসদুন্দুভি স্বরবিশিষ্ট, নাগের ন্যায় নির্ভীকগামী, চন্দ্রসূর্যের ন্যায় স্নিগ্ধ ও প্রভাস্বর, মহামতি, মহাবীর, মহাধ্যানী, মহাবলশালী, মহাকারুণিক, নাথ ও মহান অন্ধকার বিধ্বংসকারী।

৩৭. সেই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগণের বিষয়ে অভিজ্ঞ মুনি সম্বদ্ধ বহু লোককে বিনীত করেছিলেন এবং ধর্মদেশনা করেছিলেন।

৩৮. একদিন সেই জিন পরিষদে ধ্যানী, ধ্যানরত, বীর, উপশান্ত ও অনাবিল এক ভিক্ষুকে ভূয়শী প্রশংসা করে জনতাকে তুষ্ট করেছিলেন।

৩৯. তখন আমি হংসবতি নগরে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। আমি তাঁর ধর্মকথা শুনে ভীষণভাবে খুশী হয়েছিলাম। আমি সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছিলাম।

৪০. তখন বিনায়ক জিন সংঘমধ্যে আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি খুশী হও। তোমার মনোরথ পূর্ণহবে।

৪১. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৪২. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে রেবত নামে শাস্তাশ্রাবক হবে।

৪৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৪৪. এখন আমি শেষ জন্মেও কোকিল নগরে ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, মহাধনাঢ্য ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪৫. সুগত বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ধর্মদেশনা করার সময় তারপ্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪৬. কল্পে কল্পে, জন্মে জন্মে আমি অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ছিলাম। বুদ্ধই একমাত্র উত্তম ধর্ম দেশনা করে সেই সমস্ত সন্দেহ দূর করেছেন।

৪৭. তাই আমি সকল সন্দেহ-উত্তীর্ণ, ও নিয়ত ধ্যানসুখে রত হয়ে অবস্থান করছি। তখন বুদ্ধ আমাকে দেখে এই কথা বলেছিলেন:

৪৮. নিজের ও পরের সম্বন্ধে অথবা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আছে সেসব সন্দেহসকল যেসব ধ্যানী পরিত্যাগ করেন, তারাই বীর্যবান ব্রহ্মচর্যা অনুশীলনকারী।

৪৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমার কৃতকর্ম এই শেষজন্মে এসেও ফল প্রদান করছে। এখন আমি সম্পূর্নমুক্ত এবং তীরের গতিতে আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০. এভাবে ধ্যানরত দেখে লোকবিদ মুনি মহামুতি বুদ্ধ আমাকে ধ্যানী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৫১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কঙ্খারেবত স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. সীবলী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি বিহারে গিয়ে শ্রোতামণ্ডলীর শেষপ্রান্তে বসে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে লাভী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই লাভী শ্রেষ্ঠপদ লাভের আশায় সাতদিন যাবৎ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়ে বললেন, 'ভন্তে, আমি দানের ফলে অন্য কোনো পদ প্রার্থনা করিনা। আমি লাভী শ্রেষ্ঠপদই প্রার্থনা করি।' ভগবান বললেন, 'তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের সময়ে লাভীশ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।'

তারপর তিনি আজীবন কুশল কর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে বিপশ্বী ভগবানের সময় বন্ধুমতি নগরের অদূরে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি বন্ধুমতি নগরের উপসকেরা রাজার সাথে পরামর্শ করে দশবল বুদ্ধকে দান দিতেছিলেন।

একদিন তারা সবাই একত্র হয়ে দান দিবার সময় 'আমাদের এই দানযজ্ঞে কী কী নেই' পরীক্ষা করে দেখলেন যে, মধু, গুড় ও দধি এই তিনটি বস্তুর অভাব। তারপর তারা নগরের প্রবেশদ্বারে লোক বসিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় এই কুলপুত্র গুড় ও দধি নিয়ে নগরে আসছিলেন। পথিমধ্যে মুখ ধোয়ার জন্যে গিয়ে এক দণ্ড মধুও লাভ করলেন। সেই সময় চৌকিদারেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, ' আপনি এই মধু, গুড় ও দধি কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'কারো জন্যে নয়। বিক্রির জন্যেই নিচ্ছি।' তারা বলল, 'তাহলে এক টাকার বিনিময়ে এগুলো আমাদের দিন।'

তখন তিনি ভাবলেন, 'এগুলো এত দামী জিনিস নয়। তবে এরা কেন এত বেশি টাকা দিয়ে কিনতে চাচ্ছেন! একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' এই ভেবে তিনি বললেন, 'না, আমি মাত্র এক টাকায় এগুলো দেব না।' 'তাহলে এই নাও দুই টাকা। তারপর ও গুলো আমাদের দাও।' 'দুই টাকা দিলেও আমি দেব না।' এভাবে টাকার অঙ্কটা বাড়তে বাড়তে হাজার টাকায় পৌঁছাল। তখন তিনি ভাবলেন, 'আর মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত হবে না।' এর স্বল্প মূল্যের জিনিস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনেক বেশি টাকার বিনিময়ে নিতে চাচ্ছেন। এর কারণ কী আমাকে অবশ্যই জানতে হবে।' অতঃপর তিনি তাদের বললেন, 'এত দাম দিয়ে নিতে চাচ্ছেন। এর কারণ কী?' 'মহাশয়, নগরবাসীরা রাজার সাথে প্রতিযোগীতা করে বিপশ্বী বুদ্ধকে দান দিচ্ছেন। অথচ এই জিনিসগুলোর অভাব আছে। যদি এগুলো দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে নগরবাসীরা পরাজিত হবে। সে কারণেই আমি দাম বেশি হলেও নিতে চাচ্ছি।' 'এই দান কি শুধু নগর বাসীরাই করবে না অন্য কেইও করতে পারবে ?' 'এই দান সকলেই করতে পারবে। এই দান সকলের জন্যেই উন্মুক্ত।' 'এই দানযজ্ঞে একদিনে হাজার টাকার দাতা কেই আছে কি ?' 'না বন্ধু, নেই।' 'তা-ই যদি হয় আপনারা এখন নগর বাসীদের কাছে গিয়ে বলুন যে, এক লোক মূল্য না নিয়ে নিজ হাতে দান করতে চায়। এত অন্য কিছু ভাববেন না।' 'আপনিও আমাদের এই দানযজ্ঞে অংশীদার হোন!' এই বলে তারা চলে গেল।

এদিকে এই কুলপুত্র বাড়ি হতে বাজার করার জন্যে যে এক মাসা এনেছিলেন, সেই এক মাসা দিয়ে পঞ্চকটু নিয়ে চূর্ণ করলেন। মধুপটল পিষে এক পদ্মপত্রে মধু নিয়ে পঞ্চকটু চূর্ণ মিশালেন এবং ছাকলেন। তারপর বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভন্তে, গরীবের এই দান অনুকম্পা করে গ্রহণ করুন।' শাস্তা তার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে চারিমহারাজ প্রদত্ত পাত্রে ওই মধু নিয়ে এই বলে অধিষ্ঠান করলেন, 'এই মধু আটষট্টি লক্ষ ভিক্ষুকে দিলে নিঃশেষ না হোক।'

সেই কুলপুত্র বুদ্ধের ভোজন শেষে তাঁর নিকট গিয়ে বন্দনা করে একপার্শ্বে বসে বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আজ আমি বন্ধুমতি নগরবাসীদের দান নিজ চোখে দেখলাম। ভন্তে, আমি যে দান করেছি, এই দানের ফলে যে লাভ-যশের ভাগী হতে পারি।' ভগবান 'তা-ই হোক কুলপুত্র!' বলে আশীর্বাদ করলেন। অতঃপর শাস্তা তারও নগরবাসীদের দান অনুমোদন করে চলে গেলেন। তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজকন্যা সুপ্রবাসার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর থেকে সকাল-সন্ধ্যা পাঁচশত উপহার দান দিতেন। নাজকন্যার পুণ্যপ্রভাবে সমস্ত কিছুই অফুরন্ত হয়েছিল। তিনি যা স্পর্শ করতেন, তা-ই আর নিঃশেষ হত না। এভাবে সাত বৎসর যাবৎ গর্ভধারণ করতে হয়েছিল।

তারপর গর্ভ পরিপূর্ণ হলে প্রসবকালীন সাত বছর সাত দিন যাবৎ মহাদুঃখ ভোগ করলেন। তখন স্বামীকে ডেকে বললেন, 'আমার মৃত্যুর আগে আমি দান দিতে চাই। আপনি ভগবানের নিকট গিয়ে তা ব্যক্ত করুন।' রাজা ভগবানকে সুপ্রবাসার প্রণতি জানালে পরে ভগবান বললেন, 'সুপ্রবাসা সুখী হোক! সুপ্রবাসা নিরাপদে প্রসব করুক!' রাজা এই সংবাদ নিয়ে গ্রামের দিকে আসছিলেন। এদিকে তাঁর আগমনের আগেই সুপ্রবাসা বিনাকষ্ঠে প্রসব করলেন। এদিকে অশ্রুপূর্ণ জ্ঞাতিগণ খুশিতে টকবক করতে লাগলেন। এই শুভসংবাদ রাজাকে জানানোর জন্যে লোক পাঠানো হলো। পথে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে পরে রাজা তাদের দেখে ভাবলেন, 'মনে হয় বুদ্ধের আর্শীবাদেই সুপ্রসব হয়েছে।' রাজা বাড়িতে এসে বুদ্ধের আর্শীবাদের কথা বললেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজকন্যা বললেন, 'আপনার জীবিতক্রিয়ার নিমন্ত্রণ মঙ্গল-নিমন্ত্রণে পরিণত হবে। ভালো কথা, এখনই গিয়ে সাত দিনের জন্যে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে আসুন।' রাজা তা-ই করলেন। সুপ্রবাসা সাত দিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। পুণ্যবান শিশু সকলের সন্তপ্ত চিত্তকে শীতল করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বিধায় তাঁর নাম নাখা হলো 'সীবলী'। বালক সাত বৎসর গর্ভে ছিলেন বলে জন্মের পর থেকেই সকল কাজে পটু হয়েছিলেন। ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবির সাতদিন শেষে তার সাথে আলাপ করলেন। শাস্তাও এই গাথাটি ভাষণ করলেন:

"বন্ধুর, কর্দমময় এই সংসরণ
মোহ অতিক্রমি'রুদ্ধ করেছে যেজন,
উত্তীর্ণ হইয়া যিনি পরপার গত,
যিনি ধ্যানী, বীততৃষ্ণ, সংশয়-অতীত,
উপাদানহীন আর নিবৃত যেজন,
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

অতঃপর স্থবির তাকে বললেন, 'এত দীর্ঘসময় মহাদুঃখ ভোগ করে তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত নয় কি?' 'ভন্তে, যদি প্রব্রজ্যা দেন, আমি গ্রহণ করব।' সুপ্রবাসা বালককে ধর্মসেনাপতির সাথে আলাপ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, আমার ছেলে আপনার সাথে কী আলাপ করতেছে?'

'উপাসিকে, গর্ভদুঃখ সম্বন্ধেই আলাপ করতেছে। আপনি অনুমতি দিলেন সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।'

'সাধু ভন্তে, সাধু। আপনি আমার ছেলেকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' স্থবির বালককে বিহারে এনে 'ত্বকপঞ্চক' কর্মস্থানের সাথে প্রব্রজ্যা দিয়ে বললেন, 'দেখ সীবলী, তোমাকে অন্য উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি সাত বৎসর যে মহাদুঃখ ভোগ করেছিলে, কেবল তা-ই প্রত্যক্ষ কর।'

'ভন্তে, প্রব্রজ্যা দেওয়া আপনার দায়িত্ব। আমাকে যা করতে বলা হবে, আমি মনেপ্রাণে তা-ই করব।' তাঁর কেশ চ্ছেদনের সময় ক্ষরের প্রথম টানে স্রোতাপত্তি, দ্বিতীয় টানে সকৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী ও চতুর্থ টানে অর্হত্ত্বফল লাভ হলো।

অতঃপর ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কথা উঠল যে, 'অহো, কী আশ্চর্য! এমন পুণ্যবান স্থবিরকে পর্যন্ত সাত বৎসর সাতমাস সাত দিনের অধিক সময় গর্ভে বাস করতে হয়েছিল।' শাস্তা সেখানে এসে ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে একত্র হয়ে কী কথা বলছ ?' তখন 'ভন্তে, আমরা এই কথাই বলছি' বললে ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ, ইহা এই কুলপুত্রের এই জন্মের কর্ম নয়' বলে অতীতের কথা শুরু করলেন।

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়ার কিছুকাল আগে এই কুলপুত্র বারাণসীর রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মহাধনী বলে খ্যাতিমান হন। তখন এক প্রত্যন্ত রাজা 'রাজ্য দখল করব' ভেবে সেখানে এসে নগরকে ঘিরে সেনাশিবির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে অবস্থান নিল। অতঃপর রাজা মায়ের পরামর্শে যেই নগরে সেনাশিবিরটি ছিল সেই নগরের চৌদিকের সমস্ত দরজা (সপ্তাহকাল) বন্ধ করে রাখলেন। লোকেরা সেই নগরে আর ঢুকতে পারল না এবং সেই নগর হতে বের ও হতে পারল না। অতঃপর রাজা শুনতে পেলেন যে, মৃগদায় বিহারে পচ্চেকবুদ্ধগণ নগরে ঢুকে পড়েছেন। রাজা তাও বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পর প্রত্যন্ত রাজারা পলায়ন করল। সেই কর্মের ফলে সে দীর্ঘকাল নরকে অশেষ দুঃখ ভোগ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজাকুলে জন্মগ্রহণ করেও মায়ের সাথে এমন দুঃখ ভোগ করেছে। এই কুলপুত্র প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর থেকে ভিক্ষুসংঘের প্রভূত পরিমণে চতুপ্রত্যয় উৎপন্ন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসলে পরে স্থবির ভগবানের অনুমতি নিয়ে পাঁচশত ভিক্ষুকে নিয়ে আসতে গেলেন। এভাবে তিনি নিজের লাভ-সৎকার লাভের পুণ্যবিভূতি ভিক্ষুসংঘকে দেখালেন। অতঃপর একদিন শাস্তা তাকে সংঘমধ্যে উপবিষ্ট হয়ে লাভীশ্রেষ্ঠ পদে বসালেন।

আয়ুষ্মান সীবলী অর্হত্ত্ব লাভের পর নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পুর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক জিন পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৫৫. তাঁর শীল ছিল সংখ্যয়, সমাধি বজ্রোপম, জ্ঞান অপ্রমেয় ও বিমুক্তি ছিল অতুলনীয়।

৫৬. তিনি মানুষ, নাগ ও ব্রহ্মাদের সমগমে শ্রমণ-ব্রাহ্মণে আকীর্ণ সভায় ধর্মদেশনা করতেন।

৫৭. একসময় তিনি পরিষদে বসে তার এক মহালাভী, পুণ্যবান, জ্যোতির্ময় শিষ্যকে লাভীশ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৫৮-৫৯. তখন আমি হংসবতি নগরে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলাম। পদুমুত্তর জিনের মুখে সেই শিষ্যের বহু গুণের কথা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। তারপর বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে সপ্তাহকাল ভোজন করিয়ে ও মহাদানদিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৬০. তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ আমাকে তাঁর পদমূলে নতশিরে দেখে মধুর স্বরে এই কথা বলেছিলেন:

৬১-৬২. তখন পদুমুত্তর জিনের কথা শ্রবণের ইচ্ছায় বহুজনতা, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, ব্রহ্মা ও ঋদ্ধিমান শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে এই বলে নমস্কার! হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আপনাকে, নমস্কার! হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার!'

৬৩. সপ্তাহ কালব্যাপী ক্ষত্রিয় রাজা আপনাকে মহাদান দিয়েছেন। সেই মহাদনের ফল সম্বন্ধে শোনার জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। হে মহামুনি, আপনি ব্যাখ্যা করুন!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৪-৬৫. অতঃপর ভগবান বলেছিলেন, তাহলে আমার কথা শোন। তার দান অপ্রমেয় বুদ্ধ ও সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই দানের ফল কে ব্যাখ্যা করবে? সেই দানের ফল যে অপ্রমেয়! তাই সে মহাধনাঢ্য হবে। সে লাভীশ্রেষ্ঠ পদ প্রার্থনা করছে।

৬৬. সে লাভীশ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করেছে। ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল পরে সে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

৬৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৬৮. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজা উত্তরাধিকারী হয়ে সীবলী নামে শাস্তা শ্রাবক হবে।

৬৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭০. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে পৃথিবী চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মের যথাভীত দর্শকারী লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৭১. তখন আমি বন্ধুমতি নগরে এক জনৈক পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। তখন আমি ছিলাম সকলের প্রিয় ও মনোজ্ঞ এক কর্মী।

৭২. তখন বন্ধুমতি নগর বাসীরা সবাই মিলে মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানের উদ্দেশে এক মহতি বিশ্ববিশ্রুত দানযজ্ঞের আয়োজন করেছিল।

৭৩. সেই মহতি দানযজ্ঞের আয়োজন প্রায় শেষ পর্যায়ে একটু পরখ করে দেখতে গিয়ে খেয়াল হয়েছিল যে, এই মহতি দানযজ্ঞে মধু, গুড় ও দধি নেই।

৭৪. তারা সেগুলো হাজার টাকা দিয়ে হলে নিতে চেয়েছিল। আমি কোনোভাবেই দিতে চাইনি। তখন আমি ভেবেছিলাম, 'এগুলোর মূল্য কোনোভাবেই এতটুকু কম নয়।'

৭৬. আমি আরো ভেবেছিলাম, এই লোকেরা যেভাবে তথাগতকে পূজা-সৎকার করছেন, আমিও সেভাবে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর ভিক্ষুসংঘকে পূজা-সৎকার করব।

৭৭. এভাবে চিন্তা করার পর আমি দধি ও মধু মিশিয়ে পিষে লোকনাথ বুদ্ধ প্রমুখ অনুত্তর সংঘকে দান করেছিলাম।

৭৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলেও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭৯. পুনরায় আমি বারাণসীর রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি প্রদুষ্ট মনে সাতদিন যাবৎ নগরদ্বার বন্ধ রেখেছিলাম।

৮০. তখন নগরদ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করায় তপস্বী পচ্চেকবুদ্ধগণ ও রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই কর্মের বিপাক আমাকে সুদীর্ঘকাল নিরয়ে দগ্ধ করেছিল।

৮১. আজ এই শেষ জন্মে আমি কোলিয় নগরে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার মায়ের নাম সুপ্রবাসা। আর পিতার নাম লিচ্ছবী মহালি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮২. পূর্বর্কত পুণ্যবলে আমি ক্ষত্রিয় রাজকুলে জন্মেছি। আর নগরদ্বার রুদ্ধকরে দেওয়ার ফলে আমাকে মাতৃগর্ভে মহাদুঃখের সাথে সাত বৎসর পর্যন্ত বাস করতে হয়েছে।

৮৩. মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে আমি মহাদুঃখে সমর্পিত হয়ে সপ্তাহকাল ছটফট করেছি। আমার মাও আমাকে পরামর্শ দেওয়ার কারণে একইভাবে মহাদ:খে ছটফট করেছে।

৮৪. বুদ্ধের অশেষ অনুকম্পায় আমি মাতৃগর্ভ হতে বেশ সুখেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনেই আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৮৫. আমার উপাধ্যায় সারিপুত্র স্থবির। মহাঋদ্ধিধর মোদ্গাল্লায়ন স্থবির যখন আমার মাথা থেকে কেশচ্ছেদন করছেন তখন মহামতি সারিপুত্র স্থবির আমাকে অনুশাসন করেছেন।

৮৬. কেশচ্ছেদনের সময়ই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। তারপর দেবতা, নাগ ও মানুষেরা আমাকে পূজা করার জন্যে আমার কাছে আসে।

৮৭. ঠিক যেভাবে আমি পদুমুত্তর নাথকে ও বিনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে বিশেষভাবে প্রসন্নমনে পূজা করেছিলাম।

৮৮. আমার সেই পূর্বকৃত বিশেষ কর্মের ফলে আমি বনে, গ্রামে, জলে স্থলে সর্বত্রই বিপুল লাভ সৎকার লাভ করি।

৮৯-৯০. লোকাগ্রনায়ক, বিনায়ক বুদ্ধ যখন ত্রিশ হাজার ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে রেবত স্থবিরকে দেখতে যাচ্ছিলেন, তখন অসংখ্য দেবতা আমার উদ্দেশে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরিতৃপ্ত করেছিলাম।

৯১. আমার দ্বারা সেবিত-পূজিত হয়ে মহামতি বুদ্ধ রেবত স্থবিরবে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে জেতবনে ফিরে এসে আমাকে লাভীশ্রেষ্ঠ পদে বসিয়েছিলেন এই বলে:

৯২. হে ভিক্ষগণ, আমার শিষ্যদের মধ্যে লাভীশ্রেষ্ঠ হচ্ছে সীবলী। সর্বলোকের হিতের জন্যে শাস্তা সেই পরিষদে আমার ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন।

৯৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সীবলী স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সীবলী স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. বঙ্গীশ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংবতী নগরে এক মহাধনাঢ্য জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি নগর বাসীদের সাথে বিহারে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে বিচিত্রকথক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন। তারপর থেকে তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্য লোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হলো 'বঙ্গীশ'। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক আর্চাযের নিকটে 'মৃতশির মন্ত্র' শিক্ষাকরেন। মৃত ব্যক্তি মাথায় নখ দিয়ে আঘাত করলেই তিনি 'এই ব্যক্তি অমুক যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে' বলে দিতে পারতেন।

ব্রাহ্মণেরা 'ইহাই আমাদের জীবন জীবিকার উপায়' ভেবে বঙ্গীশকেনিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। বঙ্গীশ তিন বৎসরের মৃতশির দেখেও জন্মলাভ বিবরণ বলে দিতে পারতেন। সে কারণে তিনি সাদারণের অতি শ্রদ্ধাভাজন হলেন। কেই একশত, কেই হাজার টাকা তাকে দিতে লাগলেন একসময় বঙ্গীশ বুদ্ধগুণের কথা শুনে শাস্তার কাছে গমনেচ্ছু হলেন। তখন ব্রাহ্মণরা 'শ্রমণ গৌতম মায়াবলে তোমার আবর্তন করবে' এই বলে যেতে নিষেধ করলেন।

বঙ্গীশ তাদের কথা গ্রাহ্য না করে শাস্তার কাছে গিয়ে সৌজন্য আলাপ করে একপার্শ্বে বসলেন। শাস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বঙ্গীশ, তুমি কোনো শিল্প জান কি?' 'হাঁ, মাননীয় গৌতম, আমি মৃতশির মন্ত্র জানি।' অতঃপর ভগবান নিরয় মনুষ্যলোক ও নির্বাণগত তিনটি মৃতশির আনিয়ে পরীক্ষার জন্যে তাকে দিলেন। তিনি নিরয়গত ও মনুষ্যজন্মপ্রাপ্ত দুটি শির পরীক্ষা করে তাদের গতি বলে দিলেন। কিন্তু নিবাণগত ব্যক্তির শির পরীক্ষা করে আদি-অন্ত কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি ঘেমে গেলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, 'কি হে বঙ্গীশ, তুমি বোধ হয় তৃতীয় ব্যক্তির মৃত শিরের কথা বলতে পারবে না।' 'না ভন্তে, 'আমি এই মৃতশিরের কথাও জানি, অন্যান্য সমস্ত শিরের কথাও জানি!' বলে ভগবান এ গাথাদ্বয় বললেন:

"চ্যুতি-জন্ম সত্ত্বদের যেইজন জানে,
এখানে সেখানে কিংবা যেই কোনো স্থানে;
যেবা অনাসক্ত, যিনি সুখস্থান গত,
সেই বুদ্ধে বলি আমি ব্রাহ্মণ প্রকৃত।"

"যার গতি নাহি জানে দেবতা-গর্ন্ধব-নর,
সে অর্হৎ ক্ষীণাসবে বলিব ব্রাহ্মণবর।"

অতঃপর বঙ্গীশ মিনতির সুরে বললেন, 'ভগবান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার সেই মন্ত্র প্রদান করুন।' 'আমার ন্যায় মুণ্ডিত মস্তক হয়ে চীবর ধারণ করলেই কেবল শিক্ষা দিব।' তখন বঙ্গীশ ভাবলেন, 'যে কোন উপায়ে এই মন্ত্র শিক্ষা করে আমি জম্বুতদীপে সর্বশ্রেষ্ঠ হবো।' তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। ইহাতে আমার বহু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মঙ্গল সাধিত হবে।'

বঙ্গীশ যখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন তখন স্থবির নিগ্রোধকল্প ও শাস্তার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শাস্তার তাকে প্রব্রজ্যা দিতে স্থবিরকে আদেশ দিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শাস্তার নিকটে মন্ত্রস্বরূপ বত্রিশ অশুচিভাবনা ও বিদর্শন কর্মস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবনা করছেন এমন সময় ব্রাহ্মণেরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হে বঙ্গীশ, শ্রমণ গৌতমের নিকটে মন্ত্র শিখেছ কি?' 'হ্যা শিখেছি তো!' 'তাহলে এসো আমরা চলে যাই।' 'শিল্প শিক্ষার কী প্রয়োজন? তোমরা চলে যাও। তোমাদের সাথে আমার কোনো কাজ নেই।' তখন ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'বঙ্গীশ, তুমি শ্রামণ গৌতমের মায়ায় পড়েছ। আমরা তোমার আশপাশেই থাকব।' এই বলে চলে গেলেন। তিনি তাদের চলে যাবার পর অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

এভাবে অহর্ত্ত্ব লাভের পর স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষমান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৯৭. ঊর্মিমালা যেমন সাগরে, তারকারা যেমন আকাশে, ঠিক সেভাবেই আপনার উপদেশবানী অর্হৎদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।

৯৮. দেবমনুষ্য, নাগ অসুর পরিবেষ্টিত হয়ে ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণে আকীর্ণ বিশাল জনসভায় জিনুত্তম বুদ্ধ উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

৯৯. তিনি পৃথিবীতে জ্ঞানপ্রভায় জ্বল জ্বল করতে থাকা লোকবিদ জিন। তিনি উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞদের বোধ উৎপন্ন করতেন।

১০০. তিনি চারি বৈশারদ্যপাপ্ত, পুরুষোত্তম, সম্পূর্ণ ভয়ভীতিহীন, নির্বাণ প্রাপ্ত ও বিশারদ।

১০১. লোকাগ্র বুদ্ধ কেবল মহান ও শ্রেষ্ঠস্থান বুদ্ধভূমিই অনুমোদন করেন, অন্যকিছু নয়।

১০২. তিনি যখন বজ্রকণ্ঠে সিংহনাদ করেন তখন দেব, মানব বা কেউই প্রত্যাবর্তন করেন না।

১০৩. চারি পরিষদে বিশারদ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ধর্মদেশনা করার মধ্যদিয়ে দেবমনুষ্যদের সংসারসাগর তীর্ণ করিয়েই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

১০৪. তখন তিনি তার এক সাধুসম্মত শ্রাবকের ভূয়শী প্রশংসা করে বিচিত্রকথক শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১০৫. তখন আমি হংবতী নগরে এক সর্ববিধ বেদজ্ঞ, বচনবাগীশ, তার্কিক, সাধুসম্মত ব্রাহ্মণ ছিলাম।

১০৬. এক সময় আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনে সেই শ্রাবকের গুণরাশি দেখে ভীষণ রকম প্রীতি লাভ করেছিলাম।

১০৭. তাঁরপর আমি লোকনন্দন সুগত প্রমুখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করে সাতদিন যাবৎভোজন দান করে ত্রিচীবর দান করে দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৮. অতঃপর আমি তার রাতুর চরণে মাথা ঠেকিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আনন্দিত মনে জিনুত্তম বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

১০৯. হে বাদিমর্দন, আপনাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম, আপনাকে নমস্কার। হে সর্বলোকাগ্র, আপনাকে নমস্কার। হে অয়ঙ্কর, আপনাকে নমস্কার।

১১০. হে মারজয়ী, আপনাকে নমস্কার। হে দৃষ্টিবিনাশী, আপনাকে নমস্কার। হে শান্তিসুখদায়ক, আপনাকে নমস্কার। হে শরণঙ্কর, আপনাকে নমস্কার।

১১১. হে ভগবান, আপনি হচ্ছেন অনাথের নাথ, ভীতুদের অভয়স্থান, ক্লান্তদের বিশ্রামভূমি ও শরণার্থীদের পরম আশ্রয়।

১১২. আমি এভাবে বহুপ্রকারে সম্বুদ্ধের মহাগুণের ভূয়শী প্রশংসা করে বলেছিলাম, 'আমি সেই বিচিত্রকথক ভিক্ষুর ন্যায় হতে চাই।'

১১৩-১১৪. তখন অনন্তজ্ঞানী ভগবান বলেছিলেন, যে ব্যক্তি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সপ্তাহকাল ভোজন করিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আমার গুণকীর্তন করল, সে বিচিত্রকথক ভিক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করছে।

১১৫. ভবিষ্যতে সুদীর্ঘকাল পরে তার সেই মনোরথ পূরণ হবে। সে অপ্রমেয় দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করবে।

১১৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১১৭. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে বঙ্গীশ নামে এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১১৮. তা শুনে আমি ভীষণ রকম হয়েছিলাম। তখন আমি আজীবন মৈত্রীতদ্গত চিত্তে তথাগত জিনকে চতুপ্রত্যয় দিয়ে সেবাপূজা করেছিলাম।

১১৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২০. আজ এই শেষ জন্মে আমি এক পরিব্রাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি জন্মের মাত্র সাতবৎসর বয়সে পরিব্রাজকেত্বে উপনীত হয়েছি।

১২১. বঙ্গে সর্ববিধ বেদজ্ঞ, তর্কশাস্ত্র বিশারদ, বিচিত্রকথা ও পরবাদ খণ্ডনকারী।

১২২. বঙ্গে জাত অর্থে 'বঙ্গীশ' অথবা কথায় বিশেষ পারদর্শী এই অর্থে 'বঙ্গীশ'। এই 'বঙ্গীশ' নামেই আমি সবিশেষ পরিচিত হয়েছি।

১২৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর প্রথম যৌবনে পদার্পন করলে পরে আমি রমনীয় রাজগৃহ নগরে সারিপুত্র স্থবিরকে দেখতে পেয়েছি।

[পঁচিশতম ভাণবার সমাপ্ত]

১২৪. তিনি পাত্রহাতে সুসংযত হয়ে পিণ্ডার্থে বিচরণ করছিলেন। তিনি আনতচক্ষু, স্বল্পভাষী, ও যুগমাত্র দর্শনকারী।

১২৫. তাকে দেখে আমি প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলাম। তারপর আমি চিত্তের উপযুক্ত একটি গাথা বলেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৬. তিনি আমাকে লোকনায়ক শাস্তা সম্বুদ্ধের কথা বলেছিলেন। তখন সেই পণ্ডিতবীর সারিপুত্র স্থবির আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন।

১২৭. তিনি তার স্বভাবসুলভ জ্ঞানমূলক ও বিরাগমূলক সুদর্শণ উত্তম উপদেশকারী শুনিয়ে আমাকে তুষ্ট করেছিলেন।

১২৮. তারপর আমি পায়ে মাথা ঠেকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো।' তারপর সেই মহাপ্রজ্ঞ আমাকে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১২৯. আমি ভগবানের রাতুল চরণে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করে শাস্তার কাছে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'বঙ্গীশ, তুমি কিছু জান কি?'

১৩০. আমি বললাম, ভন্তে, আমি সামান্য একটা শিল্প জানি। আর তা হচ্ছে, মৃতশির বিদ্যা। বার বৎসরের মৃত হলেও বলে দিতে পারি।' তখন ভগবান বললেন, 'সত্যই যদি তোমার ওই বিদ্যা জানা থাকে, তবে এখন আমাকে বলতে পারবে কি?'

১৩১. আমি তাঁর কথায় সম্মত হলে পরে তিনি আমাকে তিনটি মৃতশির দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলেদিলাম, একজ নিরয়ে, এজন মনুষ্যলোকে এ একজন দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে।

১৩২. তারপর তিনি আমাকে একজন ক্ষীণাসব অর্হতের শির দেখালেন। তখন আমি বলে দিতে ব্যর্থ হলাম। আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলাম।

১৩৩. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি সুগতকে এখানে-ওখানে যত্রত্র ভূয়শী প্রশংসা করছিলাম। তাই ভিক্ষুগণ আমাকে 'দক্ষ কবি' বলে নিন্দা করছিলেন।

১৩৪. তারপর বিনায়ক বুদ্ধতা মীমাংসার জন্যে আমাকে বললেন, 'তুমি কি এই তর্কমূলক গাথাগুলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বলছ?'

১৩৫. আমি বললাম, 'হে বীর, আমি দক্ষ কবি নই। তবে আমি আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই সেগুলো বলছি।' ভগবান বললেন, 'তাহলে হে বঙ্গীশ, এখন আমার সামনে একটু বলে দেখ তো ?'

১৩৬. তখন আমি গাথাযোগে ঋষিশ্রষ্ঠ পুরুষোত্তম বীরবুদ্ধকে ভূয়শী প্রশংসা করলাম। জিনশ্রেষ্ঠ আমার গাথা মুনে ভীষণরকম খুশী হলেন এবং আমি বিচিত্রকথক শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

১৩৭. আমি আমার প্রতিভাণ চিত্ত দিয়ে অন্যের সবকিছু জানতে পারি শুনে অন্যভিক্ষুরা সংবিগ্ন হলেন। আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১৩৮. ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এই বঙ্গীশ ভিক্ষুই বিচিত্রকথক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে অন্য কেউ তার সমতুল্য নেই।

১৩৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে কৃত কর্ম এই জন্মেও আমাকে ফল দিচ্ছে। আমি এখন সুমুক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

১৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বঙ্গীশ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বঙ্গীশ স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নন্দক স্থবির অপদান

১৪৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৪. সর্বসত্ত্বগণের হিত, সুখ ও মঙ্গলের জন্যেই এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সদেবলোকে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৫. তিনি শ্রেষ্ঠ যশস্বী, শ্রীমান, কীর্তিমান, জিন, সর্বলোকে পূজিত ও সর্বদিকে বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন।

১৪৬. তিনি সম্পূর্ণ বিচিকিৎসামুক্ত, সন্দেহোত্তীর্ণ, পরিপূর্ণ সংকল্প ও উত্তম সম্বোধিপাপ্ত।

১৪৭. নরোত্তম বুদ্ধ উৎপন্ন মার্গের উৎপন্নকারী, অব্যাখ্যাতের ব্যাখ্যাদানকারী ও অসংঞ্জাতের সঞ্জাতকারী।

১৪৮. মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ ও মার্গকথক নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ তিনি মার্গকুশল শাস্তা ও সারথিশ্রেষ্ঠ।

১৪৯. তখন মহাকারুণিক নায়ক বুদ্ধ ধর্মদেশনা করতেন এবং কামপঙ্কে নিমগ্ন প্রাণিদের উদ্ধার করতেন।

১৫০. মহামুনি বুদ্ধ একদিন তার এক শ্রাবককে ভিক্ষুণীদের উপদেষ্টা ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

১৫১. তা শুনে আমি ভীষণ রকম খুশি হয়েছিলাম। তারপর আমি তথাগত প্রমুখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৫২. তখন মহাঋষি নাথ বুদ্ধ অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি সুখি হও, দীর্ঘায়ু হও। ভবিষ্যতে তোমার সেই মনোরথ পূর্ন হবে।'

১৫৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৫৪. তাঁর ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে নন্দক নামক এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৫৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৫৬. আজ আমি এই শেষ জন্মে শ্রাবস্তী নগরে এক মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৭. শ্রাবস্তী নগরে সুগত প্রবেশ করলে পরে আমি তাকে বিস্ময়নেত্রে দেকেছিলাম। তারপর আমি জেতবনরামে গিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১৫৮. অচিরেই আমি অর্হত্ত্ব লাভ করলাম। তারপর আমি সর্বদর্শী বুদ্ধ কর্তৃক অনুশাসিত হয়ে তীর্ণসংসার হয়েছি।

৫৯. একদিন ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা করতে গিয়ে আমি তাদের প্রতিপ্রশ্ন করেছিলাম। আমার দ্বারা অনুশাসিত, উপবিষ্ট হয়ে তারা সবাই অনাসক্ত হয়েছিল।

১৬০. তাতে প্রায় পাঁচশত ভিক্ষুণী আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিল। তাই বুদ্ধ আমাকে ভিক্ষুণী উপদেষ্টা ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৬১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে কৃতকর্ম এই জন্মেও আমাকে ফল দিচ্ছে। আমি এখন আমি সুমক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

১৬২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নন্দক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দক স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. কালুদায়ী স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক মহাধনাঢ্য জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনতে গেলেন। তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের প্রার্থনা করলেন। শাস্তা তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন।

সেই থেকে তিনি আজীবন কুশলকর্ম করে দেবমনুষ্যলোকে সঞ্চরণ করে আমাদের বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাকে একখানি শ্বেতবস্ত্রে শয়ন করিয়ে বোধিসত্ত্বের সহজাত বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা, চারিনিধিকুম্ভ, আরোহনীয় হস্তি, কন্থক অশ্ব, ছন্ন সারথি ও কালুদায়ী অমাত্য -এই সাতটিও ছিল। কালুদায়ীর জন্মগ্রহণে সমস্ত নগরবাসী উন্নতমনা হয়েছিল বলে তার নাম নাখা হলো 'উদায়ি'। শরীরের বর্ণ ঈষৎ কালো বিধায় 'কালুদায়ি' নামে পরিচিত। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্যবন্ধু ছিলেন। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে খেলা করতে করতেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন।

পরবর্তীকালে বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করে অনুক্রমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজা শুদ্ধোধন এই সংবাদ পেয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্যে হাজারো পুরুষের সাথে জনৈক অমাত্যকে পাঠালেন। সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্মদেশনায় সময় সেখানে উপস্থিত হন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে সেই অমাত্য সপরিষদ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। সবাই বুদ্ধের কাছে ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর রাজার প্রেরিত সংবাদ দশবল বুদ্ধকে আর বলেননি। এদিকে রাজা তাদের কোনো খবর না পেয়ে পুনরায় হাজারো পুরুষের সাথে অন্য একজন অমাত্যকে পাঠালেন। তারাও পূর্বানুরূপ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং ঋদ্ধিময় উপস্পদা লাভ করলেন। কিন্তু তাদের কেউই রাজার সংবাদ বুদ্ধকে বলেননি।

অতঃপর রাজা ভাবলেন, ' বোধ হয় এতজন লোকের দয়া আমার উপর না থাকায় দশবল বুদ্ধকে এখানে আমার কথা কেউই বলেনি। এই উদায়ি দশবল বুদ্ধের সমবয়সী, বাল্যবন্ধু, খেলার সাথী; আমার প্রতি তার স্নেহও যথেষ্ট। কাজেই একেই পাঠাব।' এই ভেবে রাজা তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি একহাজার লোক নিয়ে রাজগৃহে গিয়ে দশবল বুদ্ধকে নিয়ে আস।' তিনি বললেন, 'রাজন, আমি যদি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারি, তবেই ভগবানকে এখানে নিয়ে আসব।' রাজা বললেন, 'তুমি যা-ই কর না কেন, আমার পুত্রকে এখনে এসে আমাকে দেখাও।' তিনিও বেণুবনে গিয়ে সপরিষদ বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন এবং ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভ করলেন। অতঃপর তিনি চিন্তা করলেন, 'এখন ভগবানের কপিলাবস্তু নগরে যাওয়ার উপযুক্ত সময় নয়। যখন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষ-লতাদি পুষ্পিত হবে, মাঠ হরিদ্বর্ণ তৃনে সমাচ্ছন্ন হবে; তখন যাওয়ার উপযুক্ত সময় হবে।' তাই তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করে বসন্ত সমাগমে কপিলাবস্তু নগরে গমনের জন্যে ভগবানকে প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মোট ষাটটি গাথা ভাষণ করলেন। ভগবান 'কালুদায়ি আমার কপিলাবস্তুতে গমণ ইচ্ছা করছে। আমি তার ইচ্ছা পূরণ করে দেব।' ভেবে বিশ হাজার ক্ষীণাসব অর্হৎ ভিক্ষু পরিবেষ্টিত হয়ে রাজগৃহে হতে কপিলাবস্তুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। অনুক্রমে কপিলাবস্তুতে পৌছালে ভগবান বুদ্ধ রাজাকে ঋদ্ধিযোগে বুদ্ধবংশ দেশনা করেন। তারপর রাজার উদ্দেশে এই দুটি গাথা বলে ধর্মদেশনা প্রদান করেন :

"উঠো হ'ওনা প্রমত্ত, সুচরিত ধর্ম অনুসর,
ধর্মচারী সুখে থাকে সদা, উভয়'লোকে ইহ-পর।"
"চর সুচরিত ধর্মে, দুশ্চরিত কর্ম পরিহর,
ধর্মচারী সুখে থাকে সদা, উভ'লোকে ইহ-পর।"

সঙ্গে সঙ্গেই রাজা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপর রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে রাজঘরে ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত কলালেন। ভোজন শেষে ভগবান বুদ্ধ ধর্মপাল জাতক দেশনা করলেন। তা শুনে রাজা সপরিষদ অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পরবর্তীকালে রাজা একদম শেষ বয়সে শ্বেতছত্রের নিচে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন।

অতঃপর ভগবান রাহুল মাতার ঘরে গিয়ে তাকে ধর্মদেশনা করে তার শোক দূর করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তারপর চন্দকিন্নরী জাতক দেশনা করে তার চিত্তে প্রসাদ উৎপন্ন করিয়ে দিয়ে নিগ্রোধারামে চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাহুলমাতা পুত্র রাহুলকে বললেন, 'বাবা, যাও তোমার পিতার কাছে যাও। পিতৃধন খোঁজো।' কুমার রাহুল বুদ্ধের কাছে গিয়ে পিতৃধন চাইলেন। এভাবে পিতৃধন চাইতে চাইতে বুদ্ধের পিছে পিছে যেতে লাগলেন। ভগবান তাকে নিগ্রোধারামে নিয়ে গিয়ে 'রাহুল, লোকোত্তর পিতৃধন নাও' বলে তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করালেন।

পরবর্তীকালে ভগবান আর্যসংঘের মাঝে বসে এই বলে কালুদায়ুকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন : 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক কুলপ্রাসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে কালুদায়িই শ্রেষ্ঠ।'

অর্হত্ত্ব লাভের পর একদিন কালুদায়ি স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্বরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৬৫. আজ লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৬৬. তিনি নায়কদের শ্রেষ্ঠশাস্তা, গুণাগুণে অভিজ্ঞ জিন, কৃতজ্ঞ, কৃতবেদী ও প্রাণিদের নিবার্ণতীর্থে যুক্ত করেন।

১৬৭. অনন্ত গুণের আদার বুদ্ধ সর্বজ্ঞতাজ্ঞান দিয়ে দয়াযোগ্য বিষয় বিচার-বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশন করেন।

১৬৮. কখনো, কখনো সেই মহাবীর অনন্ত জনসংঘে চর্তুসত্যবিষয়ক মধুর ধর্ম দেশনা করেন।

১৬৯. আদি-মধ্য-অন্তকল্যাণময় সেই মধুর ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শুনে লাখো প্রাণির ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

১৭০. তখন সমগ্র ভূমি নিনাদিত হয়েছিল। হ্রদ, সরোবরগুলো গর্জে উঠেছিল। আর দেবতা, ব্রহ্মা, মনুষ্য ও অসুরেরা সমসুরে সাধুবাদ জানিয়েছিল।

১৭১. তারা বলে উঠেছিল, অহো, কারুণিক শাস্ত! অহো, সদ্ধর্মদেশনা! অহো, ভবসমদ্রে নিমগ্ন লোকজনকে উদ্ধারকারী জিন!

১৭২. এমন দেব-নর-ব্রহ্মা-অসুর পরিবেষ্ঠিত জনসভায় পদুমুত্তর জিন তার একশ্রাবকের - যিনি কুলপ্রসাদকশ্রেষ্ঠ -ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন।

১৭৩. তখন আমি হংসবতী নগরে এক অমাত্য পরিবারে জন্মেছিলাম। আমি ছিলাম প্রাসাদিক, দর্শনীয় ও প্রভূত বিত্তবৈভবের অধিকারী।

১৭৪. বিহারে গিয়ে তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা করে তার মুখ থেকে মধুর ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম।

১৭৫-১৭৭. আমি তার পদমূলেনিপতিত হয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম: 'আপনি যাকে কুলপ্রাসাদক শ্রেষ্ঠ বলে ভূয়শী প্রশংসা করলেন, আমি কোনো এক বুদ্ধের শাসনে তার মতো কুলপ্রসাদক শ্রেষ্ঠ হতে চাই।' তখন মহাকারুণিক বুদ্ধ আমার উপর আশীষবারি সিঞ্চন করে আমাকে বললেন, 'পুত্র, উঠো তেমার মনোরথ পূর্ণ হবে। জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমার প্রার্থনা কীভাবে বিফলে যাবে?'

১৭৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক এক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৭৯. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী উদায়ি নামে এক শাস্তাশ্রাবক হবে।

১৮০. তা শুনে আমি ভীষণভাবে খুশি হয়েছিলাম। তারপর থেকে আজীবন আমি মৈত্রীতদ্গতচিত্তে বিনায়ক জিনকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবা-পূজা করেছিলাম।

১৮১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১৮২. আজ এই শেষ জন্মে আমি রমনীয় কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার মহামত্য পরিবারে জন্মেছি।

১৮৩. ঠিক সেই সময় সর্বলোকের হিতসুখের জন্যে নরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ শিশু রমনীয় লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৪. একই দিনে আমিও জন্মেছি এবং তার সাথেই বেড়ে উঠেছি। আমি ছিলাম তার বিদ্বান, পণ্ডিত, নীতিকোবিদ প্রিয় বন্ধু।

১৮৫. তিনি উনিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ছয়বৎসর কঠোর সাধনা করার পর বিনায়ক বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৬. তিনি সসৈন্যমারকে পরাজিত করে, আসবসমূহকে নিঃশেষে ক্ষয় করে, ভবসাগর পার হয়ে সদেবলোকে বুদ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৭. তারপর তিনি ঋষিপতন মৃগদাবে গিয়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের বিনীত করেছিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভগবান বহুসত্ত্বকে বিনীত করেছিলেন।

১৮৮. এভাবে দুর্বিনীদের বিনীত করতে করতে দেবমনুষ্যদের শিক্ষা দিতে দিতে জিনশ্রেষ্ঠগৌতম মগধরাজ্যে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

১৮৯. তখন আমাকে শুদ্ধোধন রাজা আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। আমি দশবল বুদ্ধের কাছে গিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

১৯০. তখন আমি মহর্ষি বুদ্ধকে প্রার্থনা করে কপিলাবস্তু নগরে নিয়ে গেলাম। কপিলাবস্তু নগরে গিয়ে আমি আমার জ্ঞাতিকুলকে আনন্দিত করেছি।

১৯১. আমার সেই গুনে খুশি হয়ে জিনশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধ আমাকে মহাপরিষদে কুলপ্রসাদক শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

১৯২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৯৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কালুদায়ি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কালুদায়ি স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অভয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ত্রিবেদজ্ঞ ও কালজ্ঞ। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্নমনে প্রশান্তিমূলক একটি গাথায় ভগবানের প্রশংসা করলেন।

তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে অপরাপর সুগতি স্বর্গলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে বিম্বিসার রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'অভয়'। যৌবনে পদার্পন করলে তিনি নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের গৃহীশিষ্য হয়ে বিচরণ করেন। একদিন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র তাকে বুদ্ধের সাথে বাদানুবাদের জন্যে পাঠালেন। তিনি বুদ্ধকে নিপুন কিছু প্রশ্ন করে যথার্থ উত্তর পেলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর চরিতানুযায়ী কর্মস্থান ভাবনা করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৯৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৯৬. তথাগত বুদ্ধ কাউকে কাউকে ত্রিশরণেদীক্ষিত করেন। আবার কাউকে কাউকে দশবিধ কুশল কর্মপথে শীলে নিয়োজিত করেন।

১৯৭. সেই বীর কাউকে কাউকে শ্রামণ্যফল দেন। তিনি কাউকে অষ্টসমাপত্তি, আবার কাউকে কাউকে ত্রিবিদ্যা প্রদান করেন।

১৯৮. নরোত্তম বুদ্ধ কাউকে কাউকে ষড়াভিজ্ঞায় যুক্ত করেন। সেই নাথ আবার কাউকে কাউকে চারি প্রতিসম্ভিদা প্রদান করেন।

১৯৯. নরসারথি বুদ্ধ অসংখ্যেয়্য যোজন দূরে হলেও যেখানেই ধর্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত সত্ত্ব দেখতে পান, মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে গিয়ে তাকে ধর্মজ্ঞান দিয়ে আসেন।

২০০-২০১. তখন আমি হংসবতি নগরে একজন ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি ছিলাম সর্ববেদজ্ঞ, ব্যাকরণবিদ, নিরুক্তিকুশল, অভিজ্ঞ বিশ্লেষক, পদবিষয়ে অভিজ্ঞ ও ছন্দবিশেষজ্ঞ।

২০২. একদিন আমি হাটতে হাটতে বিহারে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে মহাজনতা পরিবেষ্ঠিত হয়ে বরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০৩. তখন তিনি মহাজনতার উদ্দেশে বিরজ ধর্মদেশনার করছিলেন। তখন আমি ছিলাম বিরুদ্ধবাদী। আমি কাছে গিয়ে তার বিমল কল্যাণকর ধর্মদেশনা শোনার চেষ্টা করলাম।

২০৪. আমি সেই মুনির কথার মধ্যে কোনো নিরর্থক অপলাপ দেখতে পেলাম না। তারপর আমি তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২০৫. অচিরেই আমি সর্বসত্ত্ববিশারদ নিপুণ বুদ্ধের কথার গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

২০৬. তখন আমি সুব্যঞ্জনাবিশিষ্ট চারিটি গাথা গ্রন্থিত করে ত্রিলোকাগ্র বুদ্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম।

২০৭. হে মহাবীর, সংসারে ভয়কে জয় করে আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাতঙ্ক। আপনি করুণায় পরিপূর্ণ তাই মহাকারুণিক মুনি।

২০৮. আপনি পৃথকজন প্রশমনকারী, ক্লেশানুবর্তী নন, সম্প্রজ্ঞানীও স্মৃতিযুক্ত। তাই আপনি বড়ই অচিন্তনীয়!

২০৯. চিত্তের নিভৃতে সুপ্ত থাকা দুর্বল ক্লেশগুলোকেও আপনি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করেছেন। সেগুলো আপনাকে গ্রাস করতে পারেনি।

২১০. যিনি সর্বলোকের গুরু, তদ্রূপ সত্ত্বগণেরও গুরু, তাই তিনি লোকাচার্য। সমস্ত লোকই তাঁর অনুগামী, অনুসারী।

২১১. এভাবেই আমি সম্যকসম্বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মদেশনার ভূয়শী প্রশংসা করেছিলাম। আজীবন পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর আমি সুগতি স্বর্গলোকে জন্মেছিলাম।

২১২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার গুণকীর্তনেরই ফল।

২১৩. দেবলোকে আমি কাঞ্চনতুলে মহারাজ্য লাভ করেছিলাম। বহুবার আমি মনুষ্যলোকে চক্রবর্তী রাজত্ব উপবোগ করেছিলাম।

২১৪. আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে এই ভবে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার অন্যগতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার গুণকীর্তনেরই ফল।

২১৫. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। কখনো নীচ কুলে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। কখনো নীচ কুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার গুণকীর্তনেরই ফল।

২১৬. আজ আমি এই শেষ জন্মে রাজগৃহ নগরে বিম্বিসার রাজার পুত্র হয়ে জন্মেছি। আমার নাম হচ্ছে 'অভয়'।

২১৭. আমি পাপমিত্র সংসর্গ করায় নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের ভক্ত অনরাগী হয়েছিলাম। একদিন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র আমাকে বুদ্ধের কাছে পাঠালেন আমি বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

২১৮. আমি বুদ্ধকে নিপুণ কিছু প্রশ্ন করলে তিনি আমার যথার্থ উত্তর দিয়েছিলেন। আমি তাঁর প্রতি চিত্তপ্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১৯. অতীত জন্মে বুদ্ধের গুণকীর্তন করার ফলে আমিও সব সময় প্রশংসিত হই। আমি সুগন্ধময় দেহের অধিকারী ও সুখী হয়েছি।

২২০. সেই কর্মের ফলে আমি সদা হাস্যময়, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচিত্র ধর্মকথিক হয়েছি।

২২১. সয়ম্ভূ পদুমুত্তর বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে ভূয়শী প্রশংসা করে আমি লক্ষকল্প পর্যন্ত অপায় ভূমিতে জন্মাইনি।

২২২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অভয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অভয় স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. লোমসকঙ্গিয় স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্নচিত্ত। তার চন্দন নামে এক বন্ধু ছিল। তারা দুই বুন্ধু মিলে শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারা অজীবন পরিশুদ্ধভাবে শীল পালন করেন। মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে এক বুদ্ধান্তর কল্প পর্যন্ত দিব্যসুখ ভোগ করেন।

তাদের দুজনের মধ্যে এই ব্যক্তি এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আর চন্দন নামের ওই ব্যক্তি দেবপুত্র হয়ে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। অত;পর একদিন শাস্তা শাক্যকুলের প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্যে ও শাক্যরাজার মান বাঙার জন্যে বেশ্বান্তর জাতক দেশনা করলেন, বিবিধ ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখালেন। তা দেখে তিনি প্রসন্নমনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। মধ্যমনিকায়ে উক্ত ভদ্দেকরত্ত সুত্তন্ত দেশনা শুনে তিনি তদনুযায়ী জ্ঞানকে প্রসারিত করে কর্মস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করতে গিয়ে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রাকাশ করতে গিয়ে 'এই ভদ্রকল্পে' প্রভৃতি গাথা বরেছিলেন।

২২৫. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২৬. তখন আমি এবং চন্দন নামে আমার এক বন্ধু দুজনে তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা আমৃত্যু কাল বুদ্ধশাসনে ধর্মাচরণ করেছিলাম।

২২৭. মৃত্যুর পর আমরা উভয়েই দেবলোবে উৎপন্ন হয়েছিলাম। সেখানে আমরা দিব্য নাচ, গান, বাদ্য-বাজনায় আমোদিত হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২৮. আমরা সেখানে রূপাদি দশবিধ অঙ্গে অভিভূত হয়ে আজীবন বাস করে শেষতক মহাসুখ ভোগ করেছিলাম।

২২৯. সেখানে থেকে চ্যুত হয়ে আমার বুন্ধু চন্দন তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। আর আমি কপিলাবস্তুতে শাক্যকুলে জন্ম নিয়েছিলাম।

২৩০. লোকনায়ক বুদ্ধ যখন উদায়ি স্থবিরের প্রার্থনায় শাক্যদের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে কপিলাবস্তুতে উপনীত হয়েছিলেন।

২৩১. তখন জাত্যাভিমানী শাক্যগণ বুদ্ধগুণের কথা জানত না। তারা তখন জাত্যাভিমান বশে ও অশ্রদ্ধাবশে সম্বুদ্ধকে প্রণাম পর্যন্ত করেনি।

২৩২. শাক্যদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে লোকনায়ক জিন তখন আকাশে চংক্রমণ করেছিলেন' ঘনমেঘের ন্যায় ধর্মবারি বর্ষণ করেছিলেন এবং অগ্নিরাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়েছিলেন।

২৩৩. তিনি তার অতুলনীয় রূপ প্রদর্শন করে আবার অন্তর্হিত হতেন এবং একাই সহস্রজনে রূপান্তরিত হয়ে আবার এক হয়ে যেতেন।

২৩৪. তিনি সমস্ত অন্ধকারকে আলোকিত করে দিতেন। এভাবে বহুপ্রকারে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখিয়ে মহামুনি বুদ্ধ নিজ জ্ঞাতিদের বিনীত করেছিলেন।

২৩৫. সঙ্গে সঙ্গে চারি দীপের মহামেঘ প্রবল বারি বর্ষণ শুরু করেছিল। তখন বুদ্ধ বেশ্বান্তর জাতক দেশনা করেছিলেন।

২৩৬-২৩৭. তখন ক্ষত্রিয়রা সবাই নিজেদের জাত্যাভিমান ত্যাগ করে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিল। যখন সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। তখন শুদ্ধোদন রাজা বলেছিলেন, হে ভূরিপ্রাজ্ঞ, হে সামন্তচক্ষু, আপনার পায়ে, এই আমার তৃতীয়বারের মতো বন্দনা।

২৩৮. বুদ্ধের এমন প্রভাব, এমন শক্তিমত্তা দেখে আমিবিস্ময়াভিভূত হয়েছিলাম। তখনি আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং মাতৃপূজায় মনযোগী হয়ে বাস করছিলাম।

২৩৯. তখন আমার পুরনো বন্ধু চন্দন দেবপুত্র আমার কাছে এসে ভদ্দেকরত্তের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

২৪০. তার কাছে প্রণোদনা পেয়ে আমি নরনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম। তারপর বুদ্ধের মুখ থেকে ভদ্দেকরত্ত বিষয়ে শুনে সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে বনবাসী হয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

২৪১. তখন আমি আমার মাকে বলেছিলাম, 'আমি বনে একাকী বসবাস করতে চাই।' অতঃপর মা আমাকে এই বলে বারণ করেছিলেন, 'বাবা, তুমি সুকুমার, কোমল দেহের অধিকারী। তুমি বনে একা থাকতে পারবে না।'

২৪২. তখন আমি মাকে বলেছিলাম, আমি দুটা, সকন্টক বৃক্ষ, উশীর, মুঞ্জ, বব্বজ তৃণ প্রভৃতি বুক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই দুঃখ সহ্য করব, পায়ের কথাই-বা কী! তারপরও আমি কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেককে অবলম্বন করব।

২৪৩. এই বলে আমি বনে প্রবেশ করেছিলাম। ভদ্দেকরত্ত বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪৪. যার অতীতের আক্ষেপ নেই, ভবিষ্যতের প্রপঞ্চ নেই এবং যেভাবে যে, যা কিছু অতীত তা তো এখন প্রহীণ ও ভবিষ্যৎও এখনো অলব্ধ।

২৪৫. আর যে ব্যক্তি বর্তমান বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন, তিনিই অবিচলিত, অকম্পিত। বিদ্বান ব্যক্তি তাকেই অনুসরণ করেন।

২৪৬. আজই আমাকে করনীয় কৃত্য সম্পাদনে তৎপর হতে পবে। কে জানে আমার মরণ আগামীকালও হতে পারে। সেই মহাসেন মৃত্যুর সাথে কোনো পাঞ্জা লড়তে নেই।

২৪৭. আমি এভাবেই বীর্যবান হয়ে অহোরাত্র অতন্দ্রভাবে অবস্থান করেছিলাম। আর তা-ই হচ্ছে মহামুনি-ভাষিত 'ভদ্দেকরত্ত'।

২৪৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান লোমসকঙ্গিয় স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[লোমসকঙ্গিয় স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. বনবচ্ছ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাশ্যপ ভগবানের সময় এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন পরিশুদ্ধভাবে ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি অরন্যের মাঝে এক ভিক্ষুর সমীপে কবুতর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ভিক্ষুর মুখ থেকে মৈত্রীতদ্গত চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে মৃত্যুর পর দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলাবস্তু নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিপূর্ণ গর্ভা মাতার অরণ্য দর্শনের ইচ্ছা উৎপন্ন হলে পরে তিনি একসময় অরন্যে গিয়ে বিচরণ করতে লাগলেন, এমন সময় প্রসব বেদনা উৎপন্ন হলো। তখনি পর্দা দিয়ে ঘিরে ধরলে তিনি ধন্যপুণ্য লক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করলেন। এই বালক বোধিসত্ত্বের বাল্যবন্ধু ছিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণের পর প্রব্রজ্যা নিয়ে ছয় বৎসর কঠোর দুস্করচর্যা অনুশীলন করে বুদ্ধত্ত্ব লাভ করেন। পরে একসময় তিনি মহাকাশ্যপ স্থবিরের কাছে গিয়ে তার উপদেশ শুনে প্রসন্ন হন। তার মুখ থেকে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে তিনি শাস্তার কাছে গিয়ে ধর্মশ্রবন করেন। তারপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই তিনি ষড়াভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'এই ভদ্রকল্পে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫১. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশস্বী কাশ্যপ ভগবান পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৫২-২৫৩. সেই কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে পালন করেছিলাম। মৃত্যুর পর আমি সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২৫৪. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি অরন্যে এক কবুতর হয়ে জন্মেছিলাম। সেই অরন্যে এক গুণবান ধ্যানী ভিক্ষুবাস করতেন।

২৫৫. তিনি ছিলেন মৈত্রীপরায়ণ, কারুণিক, আনন্দিতমন, উপেক্ষক, মহাবীর ও অপ্রমাদে অভিজ্ঞ।

২৫৬. অচিরেই আমি সেই বিনীবরণসংকল্পের অধিকারী ও সকল সত্ত্বগণের হিতকাঙক্ষী সুগতশ্রাবকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গিয়েছিলাম।

২৫৭. তখন আমি তার আশ্রমে গিয়ে তার পদমূলে গিয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে কখনো কিছু খাদ্য দিতেন, আবার কখনো ধর্মদেশনা করতেন।

২৫৮. তখন আমি বিপুল আনন্দ নিয়ে জিনশ্রাবককে বন্দনা করেছিলাম। ফলে মৃত্যুর পর আমি নিজ ঘরে ফিরে যাবার ন্যায় স্বর্গে জন্মেছিলাম।

২৫৯. পূর্বকৃত পুণ্য প্রভাবে স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্মেছিলাম। আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলাম।

২৬০. আমি একজন শ্রমণ, তপস্বী, পরিব্রাজকের ন্যায় গভীর অরন্যে কোনো কুটির ছাড়াই বসবাস করেছিলাম।

২৬১. আজ এই শেষ জন্মে আমি রমনীয় কপিলাবস্তু নগরে বচ্ছগোত্রে এক কন্যার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলাম।

২৬২. গর্ভে আমি তির্যকভাবে শুয়ে থাকলে পরে ভূমিস্ট হবার সময়ে আমার মায়ের অরন্যবাসের প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল।

২৬৩. তারপর মা আমাকে রমণীয় বনে গিয়ে প্রসব করেছিলেন। প্রসবের পর পরই আমাকে বস্ত্রাবৃত করা হয়েছিল।

২৬৪. সেই সময় শাক্যবংশের রাজপরিবারে সিদ্ধার্থ কুমারও জন্ম নিয়েছিলেন। আমি সির্দ্ধাথ কুমারের প্রিয় ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলাম।

২৬৫. সংসারকে অসার হিসেবে দেখায় বিপুল যশ ত্যাগ করে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলাম।

২৬৬. আমি বনবাসী, ধুতাঙ্গধারী মাননীয় মহাকাশ্যপ স্থবিরকে দেখে তার মুখ থেকে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন শুনে নরসারথি বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম।

২৬৭. তিনি আমাকে ধর্মদেশনা করেছিলেন। তিনি সকল প্রকারে তার ধর্ম প্রকাশ করেছিলেন। তার পর আমি প্রব্রজ্যা নিয়ে পুনরায় আমি বনে চলে গিয়েছিলাম।

২৬৮. সেখানে আমি অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করে ষড়াভিজ্ঞা লাভ করেছিলাম। অহো, কল্যাণমিত্রের অনুকম্পায় আমার পরম লাভই হয়েছে!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৭১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বনবচ্ছ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বনবচ্ছ স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. চূলসুগন্ধ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বারাণসীর এক এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনে প্রত্যহ বন্দনা করতেন এবং মহাদান দিতেন। তিনি মাসে সাতবার বগবানের গন্ধকুটিতে চার ধরনের সুগন্ধি মেখে দিতেন। তিনি প্রার্থনা করতেন, এই দানের ফলে যেন জন্মে জন্মে আমার শরীর হতে সুগন্ধি বের হয়।' ভগবান তার প্রার্থনা পূরণ হবে বলে জানালেন।

তিনি আজীবন এভাবে পুণ্যকর্ম করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তার শরীর থেকে সব সময় সুগন্ধ ছড়াত। তাই তিনি সুগন্ধ দেবপুত্র নামে পরিচিত হলেন। তিনি সেখানে সময়ে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর তার মায়ের শরীল থেকে প্রতিনিয়ত সুগন্ধি ছড়াত। সেই সুগ্ধ ক্রমে ঘরময় ও নগরময় ছড়িয়ে পড়ল। তার জন্মের পর সমস্ত শ্রাবস্তী নগর যেন একটি সুগন্ধিবাস্কে পরিণত হলো। তাই নাম রাখা হলো সুগন্ধ। ক্রমে তিনি বড় হলেন। তখন শাস্তা শ্রাবস্তীতে এসে জেতবন মহাবিহারটি দান গ্রহণ করলেন। তা দেখে তিনি প্রসন্নমনে ভগবানের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তার জন্মে পর থেকে পরিনির্বাণের আগ পর্যন্ত তিনি যেখানেই বসতেন, দাড়াতেন, বাস করতেন- সর্বত্রই সুগন্ধি প্রবাহিত হতো। দেবতারাও দিব্যচূর্ণ ও দিব্যসুগন্ধি পুষ্প ছিটাতেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'এই ভদ্রকল্পে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

২৭২. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৭৩. তিনি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন, বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট, ব্যামপ্রভা-বিমণ্ডিত ও বুদ্ধরশ্মিতে উদ্ভাসিত।

২৭৪. তিনি চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ, সূর্যের ন্যায় প্রবাকর, মহামেঘের নির্বাপক ও সাগরের ন্যায় গুণের আকর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭৫. তিনি শীলে ধরনীসদৃশ, সমাধিতে হিমালয় সদৃশ ও প্রজ্ঞাময় সুনীল আকাশসম।

২৭৬. তখন আমি বারাণসীতে প্রভূত ধনসম্পত্তি ও নানা প্রকার রত্নের মালিক এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মেছিলাম।

২৭৭. তখন লোকনায়ক বুদ্ধ বিশাল পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে অমৃতোপম মনোরঞ্জক ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম।

২৭৮-২৮৭. তিনি বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণ সম্পন্ন, সুনক্ষত্র চন্দ্রতুল্য, অনুব্যঞ্জন সম্পন্ন, সুপল্পিত শাল বৃক্ষতুল্য, বৃদ্ধরশ্মিতে উদ্ভাসিত, সুবর্ণের ন্যায় প্রদীপ্ত, ব্যামপ্রভাময়, শতরশ্মি দিবাকর তুল্য, সুবণবর্ণ জিনবার, রমনীয় শিলাময় পর্বত তুল্য, করুণাপরায়ণ, সাগরের ন্যায় গুণধর, পৃথিবীব্যাপি যশ-কীর্তির অধিকারী, সিনেরুতুল্য নাগোত্তম, যশস্বী বীর, আকাশসম মুনি, বায়ুর ন্যায় সর্ববিষয়েই অলগ্নচিত্ত নায়ক, পৃথিবীর ন্যায় সর্বসত্ত্বের প্রতিষ্ঠিতা মুনিশ্রেষ্ঠ, পদ্মের ন্যায় লোকে অলিপ্তস্বভাব, কুমতি উচ্ছেদ সাধনে অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় শোভমান, ক্লেশ বিনাশে সর্বৌষুধের ন্যায়, গন্ধমাদন পর্বতের ন্যায় গুণগন্ধে বিভূষিত, অনন্তগুণের আকরবীর, রত্নের সাগর, বনরাজির ক্লেশমল বিধৌতে সিন্ধুসম, মারসেনা দমনে মহান যুদ্ধজয়ী, চক্রবর্তী রাজার ন্যায় বোজ্ঝাঙ্গ রত্নের অধিকারী, দ্বেষব্যাধি চিকিৎসায় মহান চিকিৎসক তুল্য ও দৃষ্টিরূপ বিষফোঁড়া উৎপাঁনে দক্ষ শল্য চিকিৎসক।

২৮৮. তখন সেই লোকপ্রদ্যোৎ, দেবনরপূজিত, পরিষদে নরাদিত্য জিন ধর্মদেশনা করতেন।

২৮৯. দান দিয়ে মহাভোগসম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, শীল পালন করে সুগতিতে জন্মহওয়া যায়, আর ভাবনার দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায়, তিনি এই বলে পরিষদে উপদেশ দিয়েছিলেন।

২৯০. মহাস্বাদযুক্ত অমৃতোপম রসসিক্ত ও আদি-মধ্য-অন্তকল্যাণ সম্পন্ন সেই দেশনা সেই পরিষদের সকলেই শ্রবণ করেছিলেন।

২৯১. সুমধুর ধর্মদেশনা শুনে আমি জিনশাসনে প্রসন্ন হয়েছিলাম এবং সুগতশরণ নিয়ে আজীবন তাকে নমস্কার করেছিলাম।

২৯২. তখন আমি মাসে আটবার মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের সমস্ত গন্ধকুটিতে চার ধরনের সুগন্ধি লেপন করতাম।

২৯৩. আমি প্রার্থনা করেছিলাম, সেই সুগন্ধি দানের ফলে আমার শরীর হতে সব সময় যেন সুগন্ধি ছড়ায়। তখন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার মনস্কার পূর্ণ হবে বলে বলেছিলেন।

২৯৪-২৯৫. তিনি কলেছিলেন, যেই ব্যক্তি আমার গন্ধকুটিতে গন্ধোদক মেখে দিয়েছে, সে সেই কর্মের ফলে যেখানে যেখানে উৎপন্ন হবে সর্বত্রই সুগন্ধময় দেহের অধিকারী হবে। গন্ধযুক্ত হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হযে পরিনির্বাপিত হবে।

২৯৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুযায়ী মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯৭. আজ এই শেষ জন্মে আমি এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি প্রতিসন্ধি গ্রহণের সাথে সাথে আমার মায়ের শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াত।

২৯৮. আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলাম তখন সমস্ত শ্রাবস্তী সগরীই সুগন্ধীময় হয়েছিল।

২৯৯. তখন মনোরম দিব্যপুষ্পগন্ধ ও সৌরভ ছড়াচ্ছিল এবং মহার্ঘ মূল্যের ধূপগুলো সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল।

৩০০. আমি যেই ঘরে জন্ম নিয়েছিলাম, সেই ঘরে দেবতারা সর্ববিধ ধূপ ও পুষ্পের সুগন্ধি নিয়ে বাস করেছিল।

৩০১. আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন নরসারথি বিশাল পরিষদেকে বিনীত করেছিলেন।

৩০২. নরসারথি বুদ্ধ সেই পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রাবস্তী নগরীতে এসেছিলেন। আমি তাঁর বুদ্ধানুভাব তথা প্রভাব দেখে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২০৩. আমি শী, সমাধি, প্রজ্ঞা ও অনুত্তর বিমুক্তি এই চারটি বিষয় ভাবিত ও বর্ধিত করে আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছিলাম।

৩০৪. আমি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম, যখন অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম, আর ভবিষ্যতে যখন পরিনির্বাণ লাভ করবে, তখন সুগন্ধি বর্ষিত হয়েছিল ও হবে।

৩০৫. আমার শরীর থেকে সব সময় মহার্ঘ চন্দন, চম্পক ও উৎপলগন্ধের ন্যায় সুগন্ধি প্রবাহিত হয়। এমনকি অন্য সকল গন্ধকে ছাড়িয়ে এখানে-ওখানে সর্বত্রই আমার শরীরে সুগন্ধ প্রবাহিত হয়।

৩০৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩০৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান চূলসুগন্ধ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চূলসুগন্ধ স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

[ভদ্দিয় বর্গ পঞ্চন্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ভদ্দিয়, রেবত স্থবির ও মহালাভী সীবলী
বঙ্গীস, নন্দক, কালুদায়ী ও অভয় স্থবির;
লোমশ, বনবচ্ছ, সুগন্ধ স্থবির দশম,
মোট তিনশত আটটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গসমূহের স্মারক-গাথা :

কণিকার বর্গ, ফলদায়ক ও তৃণদায়ক বর্গ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কচ্চান ও ভদ্দিয় বর্গ এই পাঁচটি বর্গে
মোট নয়শত চুরাশিটি গাথা উল্লিখিত।
এ পর্যন্ত মোট পাঁচশত পঞ্চাশটি অপদান
হয়েছে প্রকাশিত এবং সেই সাথে মোট স্মারক-গাথা
ছয় হাজার দু শত আঠারটি হয়েছে বর্ণিত।

৫৬. যশ বর্গ

১. যশ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক মনানুভব নাগরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিজ নাগভবনে নিয়ে ভগবানকে বহুমূল্য ত্রিচীবর ও প্রত্যেক ভিক্ষুকে দুটি করে চীবর দান করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্য লোবে বিচরণ করে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবোধি মণ্ডপকে সপ্তরত্নে পূজা করেন। কাশ্যপ ভগবানের সময় তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণধর্ম পালন করেন।

তিনি এভাবে সুগতি স্বর্গলোকে বিচরণ করে আমাদের এই গৌতম ভগবানের সময়ে বারাণসীতে এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুজাতা নামী যেই শ্রেষ্ঠকন্যা ভগবানকে ক্ষীরপায়স দান করেন তার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'যশ'। তার শরীর ছিল অতিশয় সুকোমল। তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্য একটি হেমন্ত ঋতুর জন্যে। তিনি ঋতু অনুযায়ী উপযুক্ত প্রাসাদে বসবাস করতেন। তিনি রাত্রিকালে পরিজনবর্গের বিশ্রী শয্যা দেখে সংবেগপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি ভাবলেন, 'অহো, আমি উপদ্রুত হচ্ছি।'

অতঃপর যশ কুলপুত্র সুবর্ণপাদুকা পড়ে গৃহ হতে বের হতে চাইলে দেবগণ দরজা খুলে দেন। যশ কুলপুত্র সগরদ্বারে গেলে দেবগণ নগরদ্বারও খুলে দেন। তারপর তিনি ঋষিপতন মৃগদাবে উপস্থিত হন।

সেই সময় ভগবান খুব ভোরের দিকে খোলা-মেলা জায়গায় চংক্রমণ করছিলেন। তিনি দূর থেকেই যশ কুলপুত্রকে আসতে দেখলেন। তার পর তিনি চংক্রমণ ছেড়ে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। ভগবানের অদূরে যশপুত্র বলে উঠলেন, 'অহো, আমি উপদ্রুত হচ্ছি।' তখন ভগবান যশ কুলপুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যশ, এসো, এইস্থান উপদ্রবহীন, এখানে কোনো উপসর্গ নেই। এসো যশ, বসো, আমি তোমাকে ধর্মদেশনা করব।'

তিনি ভগবানের কথা শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ পাদুকা ত্যাগ করে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন।

ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে বসলেন। তারপর ভগবান তাকে আনুপূর্বিক ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। ধর্মদেশনা শুনে তখনই তিনি স্রোতাপন্ন হলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এদিকে যশ কুলপুত্রের মাতা প্রাসাদে গিয়ে যশকে না দেখে তুড়গড়ি করে যশের বাবার কাছে গেলেন। গিয়ে গৃহপতিকে বললেন, 'গৃহপতি, আমি তো আপনার পুত্র যশকে কোথাও দেখছিনা।' তারপর যশের বাবা এদিক-সেদিক বুহু খোঁজা-খুঁজির পর একসময় মৃগদায়ে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে যশের বাবা স্রোতাপন্ন হলেন এবং যশ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তারপর ভগবান যশকে 'এহি ভিক্খু' বলে উপসম্পদা প্রদান করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি 'মহাসমুদ্রের মাঝে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১. মহাসমুদ্রের মাঝে আমার একটি সুনির্মিত নাগভবন ছিল। তার চারপাশে নানা পাকপাখালির কূজনে মুখরিত সুনির্মিত পুষ্করিণী ছিল।

২-৫. সেই পুষ্করিণীটি ছিল মন্দারক, পদ্ম ও উৎপল্ল পুষ্পে সমাকীর্ণ এবং তার পাশ দিয়ে স্বচ্ছ সলিলা স্রোতাস্বিনী নদী প্রবাহিত হতো। নদীটি ছিল সুন্দর স্নানঘাটসম্পন্ন, মৎস্য-কচ্ছপে ভরা, নানা জাতীয় পাকপাখালিতে পরিপূর্ণ, ময়ূরক্রোঞ্চ, কোকিল প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ। নদীচর চক্রবক, রবিহাঁস, তিত্তির, শালিকসহ প্রভৃতি পাখি সেই নদীকে আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত। হাঁস, ক্রোঞ্চ, কোশিয়, পিঙ্গলী পিঙ্গল প্রভৃতি পাখির কূজনে মুখরিত থাকত সেই নদীটি। আমার সেই প্রাসাদটি ছিল সপ্তবিধ নত্নও মণি-মুক্তা- প্রবালাদিতে পরিপূর্ণ।

৬. নানা পদ্মে ভরপর স্বর্ণময় সেই বৃক্ষগুলো রাতদিন সব সময় আমার নাগভবকে আলোকিত করত।

৭. সকার-সন্ধ্যা সব সময় ষাট হাজার তূর্য-বাদ্য বাজানো হতো এবং ষোল হাজার স্ত্রীলোক নিত্য আমায় পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৮. আমি আমার নাগভবন থেকে বের হয়ে এসে প্রসন্নমনে মহাযশস্বী লোকনায়ক সুমেধ ভগবানকে বন্দনা করেছিলাম।

৯. অভিবাদন করার পর আমি বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ধীর লোকনায়ক সুমেধ বুদ্ধ আমার সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

১০. মহামুনি ধর্মকথা বলে আমাকে বিদেয় দিয়েছিলেন। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে আমার নাগভবনে চলে গিয়েছিলাম।

১১-১২. তখন আমি আমার জ্ঞাতি-পরিজনকে ডেকে বলেছিলাম, 'আগামীকাল পূর্বাহ্ন সময়ে বুদ্ধ আমার ভবনে আসতেন। ইহা আমাদের পক্ষে পরম লাভ যে আমরা তাঁর কাছে বসবাস করতে পারব। তখন আমরা বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শাস্তাকে পূজা করব।'

১৩. অন্ন-পানীয় সবকিছু তৈরি করা শেষ হলে পরে আমি বুদ্ধকে সময় জ্ঞাপন করেছিলাম। তারপর লোকনায়ক বুদ্ধ লাখো অর্হৎ পরিবেষ্টিত হয়ে আমার ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৪. তাঁর আগমনে আমি পঞ্চাঙ্গ তূর্যবাজিয়ে অভিনন্দিত করেছিলাম। পুরুষোত্তম বুদ্ধ সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫. তখন তাঁদের মাথার উপর স্বর্গময় আচ্ছাদনী (শামিয়ানা) টাঙানো ছিল এবং অনুত্তর ভিক্ষুসংঘকে বাতাস করা হয়েছিলাম।

১৬. আমি প্রভূত অন্ন-পানীয় দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে পরিতৃপ্ত করেছিলাম এবং ভিক্ষুসংঘের প্রত্যেকে দুটি করে বস্ত্র দান করেছিলাম।

১৭. পরম পূজনীয় সুমেধ বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

১৮. যে ব্যক্তি আমাকে ও ভিক্ষুসংঘকে অন্ন-পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছে, এখন আমি তার ভূয়শী প্রশংসা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

১৯. সে আঠার শত কল্প দেবলোকে রমিত হবে এবং এই পৃথিবীতে হাজার বার চক্রবর্তী রাজা হবে।

২০. সে দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেই যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার মাথার উপর সব সময় সম্পূর্ণ স্বর্ণময় আচ্ছাদনী টাঙানো থাকবে।

২১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামে এক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২২. সে তার ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী হয়ে পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

২৩. সে ভিক্ষসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে এই বলে সিংহনাদ করবে: 'যারা শ্মশানে ছাতা ধারণ করে, তারা ছাতার নিচেই দগ্ধ হোক !'

২৪. আমি শ্রামণ্যফল লাভ করেছি। আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমি মণ্ডপে বা বৃক্ষমূলে যেখানেই বাস করি না কেন, আমার মধ্যে কোনো ধরণের ভয়-ভীতি নেই।

২৫. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সর্বদানেরই দানেরই ফল।

২৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান যশ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশ স্থবির অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. নদীকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি শাস্তাকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে প্রসন্নমনে নিজের রোপিত বাগান হতে মনোশিলাবর্ণ একটি আম্রফর দান করেন।

সেই পুণ্যের ফলে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাষ্ট্রে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে উরুবেলা কাশ্যপের ভাইরুপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গৃহত্যাগ করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নৈরঞ্জনা নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে তিনশত শিষ্যকে সাথে করে বসবাস করেন। নদীতীরে বাস ও কাশ্যপ গোত্রে জন্ম বিধায় তিনি নদীকাশ্যপ নামে পরিচিতি হন। ভগবান তাকে সপরিষদ ঋদ্ধিময় উপস্মপদা প্রদান করেন। তিনি গয়াশীর্ষে আদিত্যপর্যায় সূত্র শ্রবণ করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। [বিস্তারিত মহাবর্গ দ্রষ্টব্য]

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবান' প্রভৃতি গাথা বরেছিলেন।

২৯. আমি লোকশ্রেষ্ঠ, যশস্বী পদুমুত্তর ভগবানকে পিণ্ডচারণ করতে দেখে একটি আম্রফল দান করেছিলাম।

৩০. দেবেন্দ্র, লোকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম বুদ্ধকে সেই দান করার ফলে আজ আমি সর্বতোভাবে জয়-পরাজয় ত্যাগ করে অচলাস্থান নির্বাণ লাভ করেছি।

৩১. আজ থেকে ত্রিশ হাজার কল্প আগে আমি যেই বসার আসন দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার সর্বদানেরই দানেরই ফল।

৩২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান নদীকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নদীকাশ্যপ স্থবির অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. গয়াকাশ্যপ স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে শিখী বুদ্ধের সময়ে এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি গৃহত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক অরণ্যাশ্রমে বাস করেন। তিনি তথায় বনজ ফরমূল খেয়েই জীবন ধারণ করতেন।

তখন ভগবান একাকী তার আশ্রমের নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভগবানকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখে প্রসন্নমনে বন্দনা নিবেদন করলেন এবং সময়ের দিকে লক্ষ করে মনোহর কোলফল দান করলেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম ভগবানের সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দুইশত শিষ্যের সাথে গয়াতে বসবাস করেন। গয়ায় বান ও কাশ্যপ নামে পরিচিত হন। তিনি সপরিষদ ভগবানের নিকটে ঋদ্ধিময় উপস্পদা লাভ করেন এবং আদিত্য পর্যায় সূত্র শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্মস্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রাকাশ করতে গিয়ে 'আমি মৃগচর্মধারী ছিলাম' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৩৫. আমি তখন মৃগচর্মের বস্ত্রধারী ছিলাম। আমার হাতে লাঠি থাকত। তখন আমার আশ্রমে প্রচুর কোলাফল ছিল।

৩৬. ভগবান তখন একাকী সর্বদিকে জ্যোতি ছড়িয়ে আমার আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩৭. তাকে দেখে আমি প্রসন্নচিত্তে অভিবাদন করেছিলাম। তারপর দুহাতে কোলফল নিয়ে বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

৩৮. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৩৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান গয়াকাশ্যপ স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[গয়াকাশ্যপ স্থবির অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. কিমিল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্টানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে ককুসন্ধ ভগবানের সময়ে এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি ভগবানের পরিনির্বাপিত চৈত্যে শালপুষ্পমাল্য দিয়ে পূজা করেন।

সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি তাবতিংস দেবলোবে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর অপরাপর দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম ভগবানের সময়ে কপিলাবস্তু নগরে ঐশ্বর্যভোগে মত্ত হলেন। একসময় ভগবান তার জ্ঞান পরিপক্ক হয়েছে জেনে সংবেগ উৎপাদনের জন্যে অনুপ্রিয় বন হতে ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন।

ভগবান প্রথমে একটি পরমা সুন্দরী তরুণীকে তার সামনে রাখলেন। আস্তে আস্তে সেই সুন্দরী রমনী জরাজীর্ণ হলো, রোগে তার দেহ শীর্ণ হলো। তিনি রমনীয় এই পরিণতি দেখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংবেগপ্রাপ্ত হয়ে নিজের সংবেগ প্রকাশ করলেন ভগবানের সামনে। ভগবানের কাছে উপযুক্ত উপদেশ পেয়ে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'ককুসন্ধ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪২. বশীভূত ব্রাহ্মণ ককুসন্ধ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি তার উদ্দেশে মণ্ডপ তৈরি করে শালপুষ্পমাল্য দিয়ে পুজা করেছিলাম।

৪৩. তার ফলে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। তাতে আমি উজ্জ্বল ব্যামপ্রভা লাভ করেছিলাম। আমি অন্য দেবতাদের বলতাম, ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৪. আমি রাতে বা দিনে যখনি যখনি চংক্রমণ করতাম ও দাঁড়াতাম ও দাঁড়াতাম তখন আমার উপর শালপুষ্পের আচ্ছাদনী ধারণ করা হতো। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

৪৫. এই ভদ্রকল্পেই আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৪৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান কিমিল স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কিমিল স্থবির অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. বজ্জীপুত্র স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্টানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে একজন পচ্চেকবুদ্ধকে ভিক্ষার জন্যে যাচ্ছেন দেখে প্রসন্নমনে কলা দান করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতমবুদ্ধে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকুমার হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বজ্জীপুত্র হওয়ার তার নাম রাখা হলো 'বজ্জীপুত্র'।

তিনি বাল্যকালে হস্তিশিল্প শিক্ষাকরতেন। পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে একদিন তার বিরাগভাব জাগ্রত হলো। তৎপর বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা করে অচিরেই ষড়াভিজ্ঞা অর্হৎ হন। তাঁর ষড়াভিক্ষা হওয়ার পরেই ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি একদিন আনন্দ স্থবিরকে স্রোতাপন্ন অবস্থায় মহাপরিষদে ধর্মদেশনা করতে দেখে উচ্চতর মার্গ লাভের জন্যে উৎসাহ দান করতে এই গাথাটি ভাষণ করেন।

"হে গৌতম গোত্রভূত আনন্দ, বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে হৃদয়ে নির্বাণকে স্থাপন কর। ধ্যানকর, প্রমত্ত হইও না। কেন শুধুশুধু বিচলিত হয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করবে?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তা শুনে আয়ুষ্মান আনন্দ বহু প্রাত্ন-প্রয়াস চালিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

পরবর্তীকালে বজ্জীপুত্র স্থবির আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'শতরশ্মি ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৪৯. সয়ম্ভূ অপরাজিত শতরশ্মি ভগবান ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষার জন্যে বের হয়েছিলেন।

৫০. তখন আমি নরশ্রেষ্ঠ ভগবানকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার হাতে তখন কলা ছিল। আমি প্রসন্নমনে বৃন্তসহ একটি কলা দান করেছিলাম।

৫১. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই ফল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ফল দানেরই সুফল।

৫২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান বজ্জীপুত্র স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[বজ্জীপুত্র স্থবির অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. উত্তর স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে সুমেধ ভগবানের সময় এক বিদ্যাধর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকাশে বিচরণ করতেন। সেই সময় ভগবান তার প্রতি সদয় হয়ে বনে প্রবেশ করে এক বৃক্ষমূলে বসলেন। তখন শাস্তার দেহ হতে ষড়রশ্মি নির্গত হচ্ছিল। তিনি অন্তরীক্ষ হতে বুদ্ধদর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং কণিকার পুষ্প দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করলেন। বুদ্ধপ্রভাবে পুষ্পগুলো ছাতা আকারে স্থিরভাবে রইল। উহা দেখে তিনি অতিশয় আপ্যায়িত হলেন। তারপর মরণান্তে তাবতিংস দেবলোকে মহৎ দিব্যসম্পদ লাভ করলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে মহাধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররুপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবিদ্যায় সুদক্ষছিলেন। কুলে, গুনে, রূপে ও সদাচারে তিনি সকলের পূজ্যপাত্র হয়েছিলেন।

বর্ষাকার ব্রাহ্মণ তার গুণে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় কন্যার সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পূর্বকৃত পুন্যে সংসারের প্রতি তার বিরাগভাব উৎপন্ন হলো। সময়ে সময়ে ধর্মসেনাপতির নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করতেন। পরে তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং সেই থেকে স্থবিরের সেবা করতেন।

সেই সময় স্থবির রোগাক্রান্ত হন। তার ওষুধের জন্যে উত্তর শ্রামণের প্রাতেই পাত্রচীবর নিয়ে বিহার হতে বের হলেন। পথিমধ্যে এক তড়াগের তটে পাত্রটি রেখে জলে মুখ ধুচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন রাজপুরুষ এক চোরকে তাড়া করছিল। চোর কোনো উপায় না দেখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রত্নভাণ্ডটি শ্রামণের পাত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। শ্রামণে মুখ ধুয়ে পাত্রের কাছে এসেছে, এমন সময়, রাজপুরুষেরা ও চোরতাড়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারা পাত্রে স্বর্ণভাণ্ড দেখে সন্দেহ করল, 'এই শ্রামণের চোর। এই ব্যক্তিই চুরি করেছে।' তারা তাকে বেধেঁ বর্ষাকার ব্রাহ্মণের নিকট হাজির করল। তখন বর্ষাকার রাজার বিচারক চিলেন এবং বধ-বন্ধনের হুকুম দিতেন। বর্ষাকার ব্রাহ্মণ বললেন, 'এই ব্যক্তি পূর্বে আমার কথা শোনেনি। শুদ্ধ পাষাণ্ডদলে প্রব্রজ্জিত হয়েছে।' তার উপর জাতক্রোধ থাকায় তিনি আর বিচার করলেন না। তাকে জীবিতাবস্থায় শূলে দেয়ালেন।

ভগবান দিব্যচক্ষে তাঁর জ্ঞান পরিপক্ক হয়েছে দেখে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সুকোমল হাতখানি উত্তরের মাথায় রেখে বললেন, 'উত্তর, ইহা তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। অবিচলিত চিত্তে তা সহ্য কর।' তখন তার চিত্তানুরূপ ধর্মোপদেশ দিলেন। ভগবান যখন তার হাতটি তার মাথায় রাখলেন তখন তার অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল। সেই প্রীতিতে শুলাগ্রেই ভাবনা করে তিনি ষড়াভিজ্ঞ হলেন। ষড়াভিজ্ঞ হয়ে সত্ত্বগণের প্রতি সদয় হয়ে আকাশে উঠে নানা ধরণের ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। তা দেখে মহাজনতা অতিশয় আশ্চর্যন্বিত হলো। অচিরেই তার শুলের ক্ষতস্থান মুকিয়ে গেল। ভিক্ষুগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, শূলাগ্রে এতদুঃখ ভোগ করে কী প্রকারে বিদর্শন ভাবনা করতে সমর্থ হলেন?' 'বন্ধগণ, আমি পূর্ব হতেই সংসারের দোষ ও সংস্কার সমূহের স্বভাব দেখেছি। সেই কারণে শূলাগ্রে থেকেও বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছি।'

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'সুমেধ নামে সুম্বদ্ধ' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৫৫. বত্রিশ মহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট সম্বুদ্ধ সুমেধ ভগবান বিবেককামী হয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলেন।

৫৬. কারুণিক, শ্রেষ্ঠমুনি, পুরষোত্তম ভগবান হিমালয়ে প্রবেশ করে পদ্মাসনে বসেছিলেন।

৫৭. তখন আমি এক আকাশচারী বিদ্যাধর ছিলাম। তখন আমি হাতে ত্রিশূল নিয়ে আকাশে বিচরণ করতাম।

৫৮. সেই সময় বুদ্ধ পর্বতের উপর অগ্নির ন্যায়, পঞ্চদশীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও সুপস্পিত শালরাজের ন্যায় সমগ্র বনভূমিকে আলোকিত করছিলেন।

৫৯. তখন আলোকোজ্জ্বল বুদ্ধরশ্মি বন হতে চৌদিকে টিকরে পড়ছিল। আমি নলাগ্নি বর্ণসদৃশ বুদ্ধরশ্মি দেখে অতীব পসন্নচিত্ত হয়েছিলাম।

৬০. তখন আমি বনে দেবগন্ধযুক্ত কণিকার পুষ্প দেখতে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনটি পুষ্প নিয়ে আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৬১. তখন বুদ্ধের অনন্তগুণ প্রভাবে আমার সেই তিনটি পুষ্প উর্ধ্ববৃন্ত ও অধোপত্র হয়ে মোট ছয়টি হয়ে গিয়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬২. সেই সুকৃত পুণ্যপ্রভাবে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৬৩. সেখানে আমার সুনির্মিত ষাট যোজন দীর্ঘও ত্রিশযোজন প্রস্থ ভবনটি 'কণিকার' নামে পরিচিত হয়েছিল।

৬৪. আমার সেই ভবনে সহস্রকাণ্ড, শতভাণ্ড বিশিষ্ট হিরন্ময় ধ্বজা ও লাখো রক্ষাবেষ্টনী প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

৬৫-৬৬. সেখানে আমার জন্যে স্বর্ণময়, মণিময়, লোহিতময় ফলক, পালঙ্ক ও তুলাময় বিকতিযূক্ত, ঊর্ধ্বলোমী, সুবর্ণবিম্বসমন্বিত মহার্ঘ শয্যা প্রভৃতি আমি যখনি যা চাইতাম তা-ই উৎপন্ন হতো।

৬৭. আমি আমার দেবভবন হতে বের হয়ে দেবসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে যথেচ্ছা গমনামন করতাম।

৬৮. আমি পুষ্পের উপর দাঁড়াতাম। আমার উপর শতযোজন দীর্ঘ কণিকার পুষ্পাচ্ছাদনী থাকত।

৬৯. ষাট হাজার দিব্যতূর্য সকাল-সন্ধ্যা আমার সেবা করত এবং রাত-দিন অতন্দ্রভাবে আমাকে পরিবেষ্টিত করে থাকত।

৭০. সেখানে আমি নাচ, গান, বাদ্য বাজনা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে রমিত হতাম এবং পঞ্চ কামগুনে আমোদিত হতাম।

৭১. সেখানে আমি আমার উত্তম প্রাসাদে নারীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে খেয়ে- দেয়ে, পান করে পামোদফূর্তি করতাম।

৭২. আমি পাঁচশতবার দেবরাজত্ব করেছিলাম এবং তিনশতবার চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলাম। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হয়েছিলাম।

৭৩. ভবভবান্তরে জন্মসঞ্চরণকালে আমি মহাভোগ সম্পত্তির অধিকারী হতাম। ভোগসম্পত্তির অভাব আমার কখনো কোনো সময় হতো না। ইহা আমার বুদ্ধপুজারই ফল।

৭৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে এই দুইলোকে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এছাড়া আমার অন্যগতি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৫. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিলাম। নীচকুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৬. হস্তিযান, অশ্বযান, সিবিকাযান প্রভৃতি সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৭. দাস-দাসী ও সুসজ্জিতা, সমলংকৃতা নারী প্রভৃতি সবকিছুই আমি আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৭৮. কোশেয়্য কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুই আমি আভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৯. নতুন বস্ত্র, নতুন ফল ও নবান্ন ভোজন প্রভৃতি সবকিছুই আমি লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮০. 'ইহা খাও, ইহা ভোজন কর, এই শয্যায় তুমি শয়ন কর' এভাবে আমি সবকিছুই লাভ করতাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮১. আমি সর্বত্র পূজিত হতাম। আমার যশ সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। আমি সব সময় মহানশিক্ষক হতাম। আমার পরিষদ সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকত। আমি সব সময় জ্ঞাতিদের মদ্যে শ্রেষ্ঠ হতাম। ইহা আমার বুদ্ধ পূজারই ফল।

৮২. আমি শীত, উষ্ণ অনুভব করতাম না। আমার পরিদাহ তথা দাবদাহ বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি আমার মনে চৈতসিক দুঃখ পর্যন্ত ছিল না।

৮৩. আমি জন্মজন্মান্তরে সুবর্ণবর্ণ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বিবর্ণতা কী জিনিস আমি তা জানতাম না। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৪. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য মহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৮৫. আমি পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৮৬. চক্ষুষ্মান বুদ্ধ আমার গুণের কথা অবগত হয়ে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। আমি তরুণ বয়সেই পূজনীয় হলাম। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৭. আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমি সমাধিতে অতীব দক্ষ। আমি অভিজ্ঞা পারমীলাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৮. আমি প্রতিসম্ভিদালাভী, ঋদ্ধিপাদে অভিজ্ঞ, ধর্মসমুহে পারমীপ্রাপ্ত। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৯. আজ থেকে ত্রিশহাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই সুফল।

৯০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উত্তর স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উত্তর স্থবির অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. অপর উত্তর স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম করে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি একদিন তিনি শাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে নিজের উপাসকত্ব নিবেদন করলেন।

তিনি শাস্তার পরিনির্বাণের পর নিজ জ্ঞাতিদের একত্র করে ধাতুপূজা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে সাকেত নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'উত্তর'।

একদিন তিনি কোনো এক কার্যোপক্ষে শ্রাবস্তীতে গেলে বুদ্ধপ্রদর্শিত যুগ্ম ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখতে পেলেন। তাতে অতীব প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর শাস্তার সাথে রাজগৃহে গিয়ে উপস্পদা লাভ করেন। উপসম্পদা লাভের পর বিদর্শন ভাবনা বলে অচিরেই তিনি ষড়াভিজ্ঞ অর্হত্ত্ব হন। ষড়াভিজ্ঞা লাভের পর বুদ্ধকে সেবা করার জন্যে রাজগৃহে হতে শ্রাবস্তীতে আসলে ভিক্ষুগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবুসো, আপনার প্রব্রজ্যাকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে কি?' তিনি তখন যথার্থ জবাব দিলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'লোকনায়ক, লোকনাথ সিদ্ধার্থ' প্রভৃতি বলেছিলেন।

৯৩. লোকনায়ক, লোকনাথ সিদ্ধার্থ ভগবান পরিনির্বাপিত হলে পরে আমি আমার জ্ঞাতিদের একত্র করে ধাতুপূজা করেছিলাম।

৯৪. আজ থেকে ত্রিশহাজার কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই সুফল।

৯৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান অপর উত্তর স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অপর উত্তর স্থবির অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. ভদ্দজি স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্টানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং গহীন অরন্যে আশ্রম তৈরি করে বাস করতেন। একদিন শাস্তাকে আকাশ পথে গমন করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভগবান তার অভিপায় জ্ঞাত হয়ে আকাশ হতে নামলেন। তখন তিনি ভগবানকে মধু, মৃণাল ও ঘৃত দান করলেন। ভগবান ওই দান গ্রহণ করে দানফল ব্যাখ্যা করে চলে গেলেন। তিনি সেই পুণ্যফলে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। পরে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আটষট্টি হাজার ভিক্ষুকে ভোজন দান করেন এবং ত্রিচীবর দান করেন।

তারপর তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে বুদ্ধশূন্য কল্পে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধের চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন- ওষুধ এই চারিপ্রত্যয় দান করেন। পরে রাজকুলে উৎপন্ন হন। তার এক পুত্র পচ্চেক বুদ্ধ হলেন। বহুদিন তার সেবা করেন। তার পরিনির্বাণের পর ধাতুচৈত্য নিমার্ণ করে বহুদিন পূজা করলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে আমি কোটি সম্পত্তি অধিকারী তদ্দিয় শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'ভদ্দজি'। তিনি ধনসম্পত্তিতে রাজা বেশ্বান্তর সদৃশ ছিলেন।

তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করে ভদ্দজি কুমারের উদ্দেশে ভিক্ষুসংঘসহ ভদ্দিয় নগরের জাতীয় উদ্যানে উপস্থিত হলেন এবং কুমারের জ্ঞানপরিপক্ক না হওয়া অবধি সেখানে অপেক্ষা করলেন। একসময় ভদ্দজি প্রাসাদের উপর তলা হতে সিংহ পঞ্জর দিয়ে দেখছিলেন যে, কিছুলোক ধর্মশ্রবণের জন্যে যাচ্ছে। এই লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে? জিজ্ঞেস করে তিনি নিজেও সপরিবারে বুদ্ধের নিকট গমন করলেন। সেখানে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে সর্বাভরণ ভূষিতাবস্থায় অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। তখন ভগবান অর্হত্ত্ব লাভ করেছে। তাকে এখনি প্রব্রজ্যা প্রদান করা উচিত। প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করলে অচিরেই পরিনির্বাপিত হবে।' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'আমার পুত্র বাল্যকালে পরিনির্বাণ লাভ করুক, আমি তা চাই না। আপনি তাকে প্রব্রজ্যা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।' ভগবান তাকে প্রব্রজ্যা ও উপস্পদা প্রদান করে সাত সপ্তাহ পর কোটিগ্রামে চলে গেলেন। এই গ্রামটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিলেন। তখন ভদ্দজি স্থবির গ্রামের অদূরে গঙ্গাতীরে রাস্তার পাশে ধ্যানে বসলেন এবং ভগবান আসলে তবেই ধ্যান হতে উঠবেন বলে সংকল্প করলেন। মহা স্থবিরগণ আসলেও তিনি না উঠে বুদ্ধ আসার পরই আসন হতে উঠলেন। পৃথকজন ভিক্ষুরা তার এই ব্যবহার দেখে দোষারোপ করতে লাগল, 'ইনি নতুন প্রব্রজ্জিত। ইনি মহা স্থবির দেখলেও মানমদে স্ফীত হয়ে আসন হতে উঠে না।'

এদিকে কোটিগ্রামবাসীরা বহু নৌকা একত্রে বেঁধে রাখল। ভগবান ভাবলেন, 'আজ ভদ্দজির প্রভাব দেকতে হবে।' ভগবান নৌকায় উঠে ভদ্দজি কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্দজি বললেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভন্তে, আমি এখানেই আছি।' তখন তিনি বুদ্ধের নিকটে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। ভগবান বললেন, 'এসো আমাদের সাথে নৌকায় হঠো।' তিনি তা-ই করলেন। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ ভদ্দজি, একসময় তুমি মহাপনাদ রাজা হয়ে রত্নময় প্রাসাদে অবস্থান করতে। এখন তোমার সেই প্রাসাদ কোথায়?' 'ভন্তে, এই জায়গায় ডুবে আছে।' 'তাহলে সব্রহ্মচারীদের সন্দেহ দূর কর।' তখননি ভদ্দজি স্থবির বুদ্ধকে বন্দনা করে ঋদ্ধিবলে প্রাসাদের চূড়ায় পদাঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে টানতে লাগলেন। তিনি পঁচিশ যোজন বিশিষ্ট প্রাসাদটি নিয়ে জল হতে পঞ্চাশ যোজন উপরে আকাশে তুলে উধাও হলেন। পূর্বজন্মে তার প্রসাদে যে সমস্ত জ্ঞাতি প্রাসাদ লোভে মৎস্য-কচ্ছপ-মণ্ডুক হয়ে তথায় জন্ম হয়ে তথায় জন্ম নিয়েছিল, প্রাসাদ জল হতে উঠবার সময় সকলে জলে পড়ে গেল। তখন ভগবান বললেন, 'ভদ্দজি, তোমার জ্ঞাতিবর্গের বড়ই কষ্ট হচ্ছে।' স্থবির তখনি প্রাসাদটি ছেড়ে দিলেন। প্রাসাদটি যথাস্থানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। ভিক্ষুরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কখন ভদ্দজি স্থবির এই প্রাসাদে ছিলেন?' ভিক্ষুদের উত্তরে ভগবান মহাপনাদ জাতক দেশনা করলেন। মহাজনতাও ধর্মামৃত পান করলেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর স্থবির নিজের পূর্বকৃত পুণ্যসম্বার স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'আমি যেই পুস্করিনীতে' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

৯৮. তখন আমি নানা কুঞ্জরে পরিশোভিত পুষ্করিনীতে নেমে ঘাসের জন্যে মঞ্জরী তুলছিলাম।

৯৯. ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধ তখন রক্তিম আভা ছড়িয়ে সুনীল আকাশ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১০০. আমি পাণ্ডুকূলবস্ত্র ধুনতে ধুনতে কিছু একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর উপরে তাকাতে গিয়ে আমি লোকনায়ক বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম।

১০১-১০৪. আমি দাঁড়ানো অবস্থাতেই লোকনায়ক বুদ্ধকে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম এই বলে: 'হে চক্ষুষ্মান বুদ্ধ, আমার প্রতি অনুকম্পাবশত এই মধু, মৃণাল ও ঘৃত গ্রহণ করুন!' তারপর মহাযশস্বী, কারুণিক, চক্ষুষ্মান শাস্তা আকাশে থেকে নেমে আমার প্রতি অনুকম্পাবশত আমার সেই ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করার পর তিনি এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলেন: 'হে মহাপুণ্য, তুমি সুখী হও। তোমার সুগতি লাভ হোক। এই মৃণাল দানের ফলে তুমি বিপুল সুখ লাভ কর।'

১০৫. পদুমুত্তর সম্বুদ্ধ জিন এই কথা বলে আমার ভিক্ষা নিয়ে আকাশপথে চলে গিয়েছিলাম।

১০৬. সেখানে থেকে কিছু মঞ্জরী নিয়ে আমি আমার আশ্রমে চলে গিয়েছিলাম। তারপর সেগুলো গাছে টাঙিয়ে আমি আমার দান স্মরণ করেছিলাম।

১০৭. তখন আকাশে শক্তিশালী বাতাস এসে গোটা বনকে ঝাকিয়ে দিছিল। বিকট শব্দে আকাশ থেকে বজ্রপাত হচ্ছিল।

১০৮. তখন হঠাৎ আমার মাথার উপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। আর তাতে করে আমি মারা গিয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০৯. আমি পুণ্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম। আমি আমার মনুষ্যকলেবর সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলাম। আমি দেবলোকে রমিত হয়েছিলাম।

১১০. সেখানে ছিয়শি হাজার অলংকৃতা নারী সকাল-সন্ধ্যা আমার সেবা করত। ইহা আমার মঞ্জরী দানেরই ফল।

১১১. আমি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করেও সুখী হয়েছিলাম। তখনো আমার মঞ্জরি দানেরই ফল।

১১২. এখন আমি দেবাতিদেব বুদ্ধের কাছ থেকে অনুকম্পা পেয়েছি। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুনর্জন্ম নেই।

১১৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই মঞ্জুরীদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার মঞ্জরী দানেরই সুফল।

১১৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান ভদ্দজি স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্দজি স্থবির অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. সীবক স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্টানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবানকে পিণ্ডাচারণ করতে দেখেন। তখন তিনি প্রসন্নমনে পাত্র নিয়ে তাতে পিঠা দান করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেবমনুষ্যলোকে বিচরণ করে এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে ব্রাহ্মণ পরিবরে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হলো 'সীবক'। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বিদ্যাশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কামভোগ ত্যাগ করে তিনি তাপসপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বিচরণ করতে করতে একদিন শাস্তার কাছে উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তার পর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অর্হত্ত্ব লাভের পর তিনি আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'মহর্ষি বিপশ্বী ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১১৭. মহর্ষি বিপশ্বী ভগবানকে শূন্যপাত্রে পিণ্ডচারণ করতে দেখে আমি তাতে পিঠা দান করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই ভিক্ষাদান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিঠা দানেরই সুফল।

১১৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান সীবক স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সীবক স্থবির অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উপবান স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্টানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কোন এক অকুশর কর্মের ফলে পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ যখন পরিনির্বাণ লাভ করেন, তখন দেব-মনুষ্য- গরুড়-যক্ষ-কুম্ভাণ্ড-গন্ধর্ব সকলে মিলিত হয়ে বুদ্ধের অস্থিধাতু নিয়ে সপ্তরত্নময় চৈত্য নির্মাণ করেন।

এই দরিদ্র পুরুষ তার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বাঁশের উপর ঝুলিয়ে ধ্বজা হিসেবে পূজা করেন। যক্ষসেনাপতি অভিসম্মত সেই ধ্বজা নিয়ে অদৃশ্যভাবে আকাশপথে তিনবার চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন। সে তা দেখে অতিশয় আনন্দিত হলো। সেই পুণ্যপ্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম হয়। তার নাম রাখা হলো উপবান। জেতবনে বুদ্ধপ্রভাব দেখে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা বলে ষড়াভিজ্ঞা অর্হৎ হন। কিছুদিন এই উপবান স্থবির ভগবানের সেবক ছিলেন। ভগবানের বাতব্যধি উৎপন্নকালিন স্থবিরের গৃহিন্ধু দেবহিত নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। তিনি স্থবিরকে চীবর-পিণ্ডপাতাদি দানের উদ্দেশে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সময় স্থবির ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, কোনো একটি প্রয়োজনে স্থবির তোমার নিকটে এসেছে।' 'ভন্তে, কীসের প্রয়োজনে বলুন।' স্থবির তর প্রয়োজন জানাতে গিয়ে এই গাথাদ্বয় বললেন:

"ত্রিলোকপূজ্য সুগত, অর্হৎ, মুনি, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বাতব্যাধিতে ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত। হে ব্রাহ্মণ, যদি তোমার নিকট গরম জল থাকে, তবে আমাকে দাও।"

"আমি তা দিয়ে পরম পূজনীয়, ইন্দ্র-দেব-ব্রহ্মাদ্বারা পূজিত, শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানযোগ্য সর্বজ্ঞবুদ্ধের বাতব্যাধি উপশম করতে ইচ্ছা করি।"

ব্রাহ্মণ গাথাদ্বয় শুনে উষ্ণ জল ও উপযুক্ত ওষধ নিয়ে ভগবানকে দান করেন। ভগবান তার দান গ্রহণ করলেন।

পরবর্তীকালে আয়ুষ্মান উপবান স্থবির নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর জিন' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২২. সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী সম্বুদ্ধ, পদুমুত্তর জিন অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

১২৩. মহাজনতা সম্মিলিতভাবে তথাগতকে পূজা করেছিল এবং শ্মশানে বুদ্ধের শরীকে তুলেছিল।

১২৪. তারা বুদ্ধের শরীরকে অগ্নিদগ্ধ করে ধাতুগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। দেবতুল্য সকলেই একটি বুদ্ধস্তূপ তৈরি করেছিল।

১২৫-১২৭. প্রথমে স্বর্ণময়, দ্বিতীয়ত মণিময়, তৃতীয়ত রৌপ্যময়, চতুর্থত স্ফটিকময়, পঞ্চমত লোহিতংকময় ও ষষ্ঠত মসারগল্লময়- এভাবে সেই বুদ্ধস্তূপটিকে সম্পূর্ণ রত্নময় করা হয়েছিল। সেই বুদ্ধস্তূপের বিমগুলো মণিময় ও বেদিগুলো রত্নময় ছিল। সম্পূর্ণ স্বর্ণময় সেই বুদ্ধস্তূপটি ছিল এক যোজন উচ্ছতাবিশিষ্ট।

১২৮. তখন সেখানে দেবতারা সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, আমারাও লোকনাথ বুদ্ধের জন্যে স্তুপ তৈরি করব।

১২৯. বুদ্ধের ধাতুগুলো এমন নয় যে তার জন্য পৃথক পৃথক চৈত্য তৈরি করা যাবে। সমস্ত শরীরই এক পিণ্ডবিশিষ্ট। আমরা এই বুদ্ধস্তুপের উপর আরও এক যোজনের মতো স্তুপ তৈরি করব।

১৩০. তখন দেবতারা সপ্তবিধ রত্ন দিয়ে সেই বুদ্ধস্তুপটি পরিসর আরও এক যেজন বর্ধিত করেছিল। সেটি সমস্ত অন্ধকারকে দূরকরে জ্বল জ্বল করছিল।

১৩১. তখন সেখানে নাগেরাও একত্র হয়ে পরামর্শ করেছিলযে, দেবতারাও মানুষেরা তো একটি বুদ্ধস্তুপ তৈরি করল।

১৩২. আমরা প্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা। দেবমনুষ্যরা সবাই এখন সচেতন। আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের জন্যে একটি স্তুপ তৈরি করব।

১৩৩. তারপর তারা ইন্দ্রনীল ও মহানীল এই দুধরণের উজ্জ্বল মণি সংগ্রহ করে তা দিয়ে বুদ্ধ স্তুপটিকে আচ্ছাদিত করেছিল।

১৩৪. তখন সমস্ত বুদ্ধচৈত্যটি সম্পূর্ণ মণিময় হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধস্তুপটির উচ্চতা তিন যোজন হয়ে গিয়েছিল। সেটি চৌদিকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়েছিল।

১৩৫. তখন গরুড়েলাও সেখানে একত্র হয়ে পরর্মশ করেছিল যে, মানুষেরা, দেবতারা ও নাগেরা তো বুদ্ধস্তুপ তৈরি করল।

১৩৬. দেবমনুষ্য-নাগেরা সবাই এখন সচেতন। আমারাই শুধু প্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা। কাজেই আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের জন্যে একটি স্তুপ তৈরি করব।

১৩৭. অতঃপর তারা ও সেটির উপর সম্পূর্ণ মণিময় একটি স্তুপ তৈরি করেছিল। তারা সেই বুদ্ধচৈত্যটিকে আর ও এক যোজ উচুঁ করেছিল।

১৩৮. তখন সেই চারিযোজন উচ্চতাবিশিষ্ট বুদ্ধস্তুপটি বিরচিত হয়েছিল। সেটি শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় সকল দিক আলোকোজ্জ্বল করেছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৯-১৪০. তখন সেখানে কুমাণ্ডরাও সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, মানুষ, দেবতা, নাগও গরুড়েরা সবাই মিলে বুদ্ধশ্রেষ্ঠর জন্যে স্তুপ তৈরি করল। তারা সবাই অত্যন্ত সচেতন। আমরাই শুধুপ্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা।

১৪১. অতএব আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ তৈরি করব। সেই বুদ্ধস্তপটিকে রত্নদিয়ে আচ্ছাদিত করব।

১৪২. তারা সেই বুদ্ধস্তুপটিকে আরও এক যোজন উঁচু করেছিল। মোট পাঁচ যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট সেই বুদ্ধস্তুপটি তখন চৌদিকে আলো ছড়াচ্ছিল।

১৪৩-১৪৪. তখন সেখানে যক্ষরাও সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, মানুষ, দেবতা, নাগ, গরুড় ও কুম্ভাণ্ডরা সবাই অত্যন্ত সচেতন। আমরাই শুধুপ্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা।

১৪৫. অতএব আমরাও লোকনাথ বুদ্ধের উদ্দেশে স্তুপ তৈরি করব। সেই বুদ্ধস্তুপটিকে স্ফটিক দিয়ে আচ্ছাদিত করব।

১৪৬. তারা সেই বুদ্ধস্তপটিকে আরও এক যোজন উঁচু করেছিল। মোট ছয় যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট সেই বুদ্ধস্তুপটি তখন চৌদিকে আলো ছড়াচ্ছিল।

১৪৭-১৪৮. তখন সেখানে গন্ধর্বরাও সমবেত হয়ে পরামর্শ করেছিল যে, মানুষ, দেবতা, নাগ, গরুড়, কুমাণ্ড ও যক্ষরা সবাই বুদ্ধশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্তুপ তৈরি করল। তারা সবাই অত্যন্ত সচেতন। আমরাই শুধুপ্রমত্ত হয়ে থাকব এটা কেমন কথা!

১৪৯. সেই গন্ধর্বরা সবাই সাতটি বেদি ও ছয় ধ্বজা তৈরি করেছিল এবং বুদ্ধস্তুপটি সম্পূর্ণ স্বর্ণময় করেছিল।

১৫০. তখন সাত যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট স্তুপটি চৌদিক আলোকিত করছিল। রাত-দিন বুঝার কোনো উপায় ছিল না। দিনের মতো সব সময় আলোকিত থাকত।

১৫১. এমনকি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাগুলো ও বুদ্ধস্তুটির সেই আভাকে এতটুকু ম্লান করতে পারত না। চৌদিকে শত যোজন জায়গা জুড়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের প্রয়োজন হতো না।

১৫২. সেই সময় সে সকল মানুষ সেই স্তুপটিকে পূজা করত, তারা তাতে উঠতে পারত না। তাই তারা পূজার উপকরণগুলো আকাশে ছুঁড়ে মারত।

১৫৩. দেবগণের দ্বারা সেখানে নিয়োগকৃত অভিসম্মত নামক এক যক্ষ সেই ধ্বজা বা পুষ্পমাল্যগুলো স্তুপের উপরে তুলে দিত।

১৫৪. লোকেরা সেই যক্ষকে দেখতে পেত না। তার শুধু পুষ্পমাল্যই দেখতে পেত। এভাবে শুধু পুষ্পমাল্যের গমন দেখে তারা সবাই সুগতিতে গমন করত।

১৫৫. তৎকালে বিরুদ্ধবাদী ও শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষেরা অলৌকিক কিছু দেখার ইচ্ছায় সেই স্তুপটিকে পূজা করত।

১৫৬. তখন আমি হংসবতী নগরে এক দরিদ্র কর্মচারী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি আমোদিত লোকজনকে দেখে এরূপ চিন্তা করেছিলাম:

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৭. অহো, এই ভগবান কতই মহৎ! যার ধাতুচৈত্য এত পূজা করেও এই জনতাসকল পরিতৃপ্ত হতে পারছে না!

১৫৮. আমিও সেই লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করব। ভবিষ্যতে কোনো এক বুদ্ধের শাসনে ধর্মৌরসজা উত্তরাধিকারী হবো।

১৫৯. আমি আমার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্রটি বাঁশের আগায় টাঙিয়ে ধ্বজাস্বরূপ আকাশে উড়িয়েছিলাম।

১৬০. আমার সেই ধ্বজা অভিসম্মত নামক যক্ষটি নিয়ে আনন্দিত মনে আকাশে উড়েছিল। বাতাসে ঢেই খেলানো আমার সেই ধ্বজাটিকে দেখে আমি আরও বেশি খুশী হয়েছিলাম।

১৬১. তখন আমি প্রসন্নচিত্ত নিয়ে এক শ্রমণের কাছে গিয়ে তাকে ইহার বিপাক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

১৬২. তিনি ইহার বিপাক সম্বন্ধে বলে দিয়ে আমার মনে আনন্দ ও প্রীতি সঞ্চার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সেই ধ্বজা দানের বিপাক তুমি সব সময় ভোগ করবে।'

১৬৩. হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা- এই চতুরঙ্গিনী সেনা তোমাকে নিত্য গিরে থাকবে। ইহা আমার ধ্বজা দানেরই ফল।

১৬৪. ষাট হাজার সমলংকৃত তূর্য-ভেরি নিত্য তোমাকে ঘিরে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজা দানেরই ফল।

১৬৫-১৬৬. সুসজ্জিতা ও সমলংকৃতা, বিচিত্র বস্ত্রধারী, মাথায় মণিকুণ্ডল ধারী, সুঢৌল নিতম্ববিশিষ্ট, মৃদু, কোমল, সদা হাস্যময়ী ছিয়াশি হাজার নারী তোমাকে নিত্য ঘিরে থাকবে। ইহা তোমার ধ্বজাদানেরই ফল।

১৬৭. তুমি ত্রিশ হাজার কল্প দেবলোকে রমিত হবে। আর আশিবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে।

১৬৮. হাজরবার চক্রবর্তী রাজা হবে। আর প্রাদেসিক রাজা তো অসংখ্যবার হবে।

১৬৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

১৭০. তখন তুমি দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যবলে পুণ্যবলে পুণ্যকর্ম সমন্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

১৭১. আশি কোটি ধন ও বহু দাস-কর্মচারী ত্যাগ করে তুমি গৌতম ভগবানের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

১৭২. তখন শাক্যপুঙ্গব গৌতম বুদ্ধের আরাধনা করে উপবান নামে শাস্তা শ্রাবক হবে।

১৭৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমার কৃতকর্ম এই জন্মেও ফল দিচ্ছে। আমি এখন সুমুক্ত। তীরের গতিতে আমি আমার ক্লেশকে দগ্ধ করেছি।

১৭৪. চারিদ্বীপের অধিশ্বর চক্রবর্তী রাজার ন্যায় তিন যোজন জায়গা জুড়ে আমার উদ্দেশে সব সময় ধ্বজা উড্ডীন থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই কর্ম করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ধ্বজা দানেরই ফল।

১৭৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আয়ুষ্মান উপবান স্থবির এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উপবান স্থবির অপদান দশম সমাপ্ত]

১১. রাষ্ট্রপাল স্থবির অপদান

এই স্থবিরও অতীত বুদ্ধগণের নিকট বিবিধ পুণ্যকর্ম অনুষ্টানের মাধ্যমে জন্মজন্মান্তরে সুখদ পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে পদুমুত্তর ভগবানের উৎপত্তির হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মহাদনের অধিকারী হলে কোষাধ্যক্ষ তাকে সেই অপরিমেয় রত্ন ভাণ্ডার দেখালেন। তিনি সেসব ধনসম্পত্তি দেখে ভাবলেন, 'এই ধনরাশি আমার পিতা কিংবা পিতামহ কেউই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু আমাকে অবশ্যই এই সমস্ত ধনসম্পত্তি সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।' সেই থেকে তিনি ভিখারীদের প্রত্যহ মহাদান দিতে লাগলেন। তিনি একজন জ্ঞানী তাপসের সেবা করতেন। তাপস তাকে দান দিয়ে স্বর্গগামী হতে উপদেশ দিতেন। এভাবে তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পদন করে দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় তিনি উপাসকের সাথে শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনছিলেন, এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাপ্রব্রজ্জিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তা দেখে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থী হয়ে এক লক্ষ ভিক্ষুকে সাতদিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। শাস্তা গৌতম বুদ্ধের সময়ে তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে প্রকাশ করলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

পুনরায় ফুশ্য বুদ্ধের সময়ে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভাই তিনজন রাজপুত্র যখন দান দিচ্ছিলেন, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করে তাদের সঙ্গে পুণ্যকাজ সম্পাদন করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যে খুল্লকোট্ঠি নগরে রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠীর গ্রহে জন্মগ্রহণ করেন। ভগ্নশীল রাজ্য সংযোজন করতে সমর্থ বিধায় সংশানুগত 'রাষ্ট্রপাল' নামে পরিচিত হলেন। মাতাপিতা মহাসমারোহে তাঁর বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন। সেই থেকে তিনি পুণ্য প্রভাবে দেবতুল্য বিভব ভোগ করতে লাগলেন। ভগবান যখন কুরুরাজ্যে থুল্লকোটঠিত নগরে পর্দাপন করেন। তখন তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তারপর তার প্রব্রজ্যা গ্রহণের বলবতী ইচ্ছা উৎপন্ন হলেও মাতাপিতা অনুমতি দিলেন না। বহুকষ্ঠে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। জ্ঞানত মনোনিবেশ সহকারে বিদশর্ন ভাবনা করে তিনি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরবর্তীকালে তিনি নিজের পূর্বকৃত কর্ম স্মরণ করে আনন্দিত মনে নিজের পূর্বজীবনের কাহিনি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পদুমুত্তর ভগবান' প্রভৃতি গাথা বলেছিলেন।

১৭৯-১৮০. আমি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ পদুমুত্তর ভগবানকে ঈষাদন্ত, শ্বেতচ্ছত্র পরিশোবিত, অলংকার পরিশোভিত, হস্তি গোপাকসহ, রাজকীয় হস্তিনাগ দান করেছিলাম। এই হস্তিনাগের সমান সংখ্যক টাকা দিয়ে একটি সংঘারাম তৈরি করেছিলাম।

১৮১. সেই সংঘারামে আমি চুয়ান্নহাজার ঘর তৈরি করেছিলাম। তারপর মহার্ঘ দানের আয়োজন করে মহর্ষি বুদ্ধকে দান করেছিলাম।

১৮২. সয়ম্ভূ, অগ্রপুদ্গল, মহাবীর বুদ্ধ আমার দান অনুমোদন করেছিলেন। তারপর তিনি সকল জনতাকে আনন্দ দান করে অমৃতপদ নির্বাণ দেশনা করেছিলেন।

১৮৩. তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মাঝে উপবিষ্ট হয়ে আমার সম্পর্কে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

১৮৪. এই ব্যক্তি চুয়ান্ন হাজার ঘর দান করেছে। এখন আমি তার ফল সম্পর্কে বলব। তোমরা আমার কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

১৮৫. ভবিষ্যতে তার আঠার হাজার কূটাগার উৎপন্ন হবে, যেগুলো হবে সম্পূর্ন স্বর্ণময়।

১৮৬. পঞ্চামবার দেবেন্দ্র হয়ে দেবরাজত্ব করবে। আটান্নবার চক্রবর্তী রাজা হবে।

১৮৭. আজ থেকে লক্ষ পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১৮৮. তখন সে দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পূর্বকৃত পুণ্যবলে এক মহাধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে।

১৮৯. পূর্বকৃত পুণ্যবলে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে রাষ্ট্রপাল নামে এক শাস্তা শ্রাবক হবে।

১৯০. তখন সে ভাবনানিরত, উপশান্ত, নিরূপধি হয়ে ও পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে।

১৯১. আমি আমার বিশাল ভোগসম্পত্তি থুথুর ন্যায় ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করেছিলাম। সেই সমস্ত ভোগসম্পত্তির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না।

১৯২. বীর্য আমার দৃঢ়বদ্ধ জোঁয়ালের ন্যায়ও যোগক্ষেম সমাধি আমার বাহন সদৃশ। সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে এই আমার অন্তিম দেহধারণ।

১৯৩।]

[যশবর্গ ছাপ্পান্নতম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

যশ, নদীকাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ, কিমিল ও বজ্জিপুত্র,
উত্তরদুই, ভদ্দজি, সীবক, উপবান ও রাষ্ট্রপাল স্থবির,
সর্বমোট একশ পঁচানব্বই এইবর্গ সমাপ্ত।

[স্থবির অপদান সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[এই পর্যন্ত বুদ্ধ-অপদান, পচ্চেকবুদ্ধ-অপদান ও স্থবির-অপদান সমাপ্ত]

থেরী-অপদান

১. সুমেধা বর্গ

১. সুমেধা থেরী অপদান

অতঃপর থেরী-অপদানগুলোর কথা শুনুন :

১. কোণাগমন ভগবানের নতুন নিবাস সংঘারামে আমরা তিন বান্ধবী মিলে বিহার দান করেছিলাম।

২. তার ফলে আমরা দশবার, শতবার, হাজারবার, এমনকি দশ হাজারবার দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম। আর মনুষ্যলোকের কথাই বা কী?

৩. আমরা দেবলোকে থাকাকালেও মহাঋদ্ধিমতী ছিলাম। আর মনুষ্যলোকে কথাই বা কী? সপ্তবিধ রত্নের মধ্যে আমি ছিলাম মহিষী স্ত্রীরত্ন।

৪. পূর্ব সঞ্চিত কুশলের ফলে এই চন্মে ধনঞ্জানী, ক্ষেমা ও আমি এই তিন বান্ধবী সুসমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৫. অতীতে আমরা একসাথে সর্ববয়ব-বিমণ্ডিত সুনির্মিত আরাম তথা বিহার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংকে দান করেছিলাম। তাই আমরা পরস্পর সম্পর্কিত।

৬. সেই কর্মের প্রভাবে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, দেবলোকে জন্মনিলে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতাম আর মনুষ্যলোকে জন্ম নিলে মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতাম।

৭. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু (বুদ্ধ) মহাযস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮. তখন মহর্ষি বুদ্ধের উপস্থায়ক তথা সেবক ছিলেন বারাণসী নগরের নরোশ্বর কাশীরাজ কিকী।

৯. সেই কাশীরাজের সাতটি কন্যা ছিল। রাজকন্যারা ছিল অত্যন্ত সুখিনী। তারা বুদ্ধসেবায় নিরত থেকেই ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন করেছিল।

১০. আমি ছিলাম সেই রাজকন্যাদের সহায়িকা। শীলে সুসমাহিত হয়ে আমি তখন সুন্দররূপে দান করে গৃহে থেকে ব্রত পালন করেছিলাম।

১১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

১২. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাম দেবলোকে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং সবশেষে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিতবশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

১৩. পন্যকর্ম-সমন্বিত হয়ে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই আমি রাজারা মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম।

১৪. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করলে পরে আমি চক্রবর্তী রাজাগণের ও অন্যান্য প্রাদেসিক রাজাগণের মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম।

১৫. দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে ও সর্বত্রই সুখী হয়ে আমি বহু জন্মপরিভ্রমণ করেছিলাম।

১৬. সেটিই ছিল আমার হেতু, সেটিই ছিল আমার প্রভব। সেটিই ছিল বুদ্ধশাসনে ধর্মে অনুরক্ত হবার প্রথম সংবেগ ও পরম নির্বাণ।

১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সুমেধা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুমেধা থেরী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. মেঘলা দায়িকা থেরী অপদান

২০. আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের উদ্দেশে স্তুপ নিমার্ণ করেছিলাম। তখন আমি শাস্তার উদ্দেশে স্তুপের কাজে কটিবন্ধনী দান করেছিলাম।

২১. সেই বিশাল স্তুপটি নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরেও আমি পুনরায় লোকনাথ মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে নিজহাতে প্রসন্নমনে কটিবন্ধনী দান করেছিলাম।

২২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কটিবন্ধনী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার স্তুপ তৈরি করিয়ে দেওয়ারই ফল।

২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মেখলাদায়িকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মেখলা দায়িকা থেরী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. মণ্ডপদায়িকা থেরী অপদান

২৬. আমি কোণাগম বুদ্ধের উদ্দেশে একটি মণ্ডপ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমি লোকবন্ধু বুদ্ধকে ত্রিচীবর দান করেছিলাম।

২৭. আমি রাজধানী অথবা কোনো গ্রাম নিগম- পনপদে যেখানেই যাই না কেন, সর্বত্রই আমি পূজিত হই। ইহা আমার পুণ্যকর্মেরই ফল।

২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মণ্ডপদায়িকা থেরী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মণ্ডপদায়িকা অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সঙ্কমনত্থা থেরী অপদান

৩১-৩৩. সত্ত্বগণের তীর্ণকারী, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বিপশ্বী ভগবান একসময় রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে স্যাঁটস্যাঁতে কাঁদাযুক্ত জায়গায় পৌঁছালে আমি তখন ঘর হতে বের হয়ে বুকে ভর দিয়ে অধোমুখী হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। পরম অনুকম্পাকারী লোকনায়ক বুদ্ধ আমার পিঠ ও মাথার উপর পা দিয়ে হেটে গিয়েছিলেন। আমার চিত্ত প্রসন্নতায় তুষিত স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সঙ্কমনত্থা থেরী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সঙ্কমনত্থা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. নলমালিকা থেরী অপদান

৩৭. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি সয়ম্ভূ, অপরাজিত, বিরজ বুদ্ধকে দেখতে পয়েছিলাম।

৩৮. আমি তখন অতীব প্রসন্নমনে কৃতঞ্জলিপুটে নলমাল্য নিয়ে সয়ম্ভূ বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে কিন্নরীদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪০. আমি তখন ছত্রিশবার ছত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম জন্মেছিলাম এবং পরে দশবার দশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম পরবর্তীকালে আমার মনে সংবেগ দেখা দেওয়ায় আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। এখন আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুন্মর্জন্ম নেই।

৪২. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই কটিবন্ধনী দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার স্তুপ তৈরি করিয়ে দেওয়ারই ফল।

৪৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই নলমালিকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলমালিকা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. একপিণ্ডপাতদায়িকা থেরী অপদান

৪৬. বন্ধুমতি নগরে বন্ধুমা নামক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। সেই রাজার স্ত্রী হয়ে আমি তার সাথে জীবন যাপন করতাম।

৪৭. একদিন নির্জনে বসে আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম: 'মৃত্যুরপর সঙ্গে নেওয়ার মতো আমি কোনো কুশল কর্মই করিনি।'

৪৮. আমি যে ভয়ংকর, ঘোররূপ, নিদারুণ কষ্টকর, জ্বলন্ত নিরয়ে গমন করব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪৯. তারপর আমি রাজার কাছে গিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম: 'হে মহারাজ, আমাকে একজন শ্রমণ দেন। আমি তাঁকে ভোজন করাব।'

৫০. মহারাজ আমাকে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর পাত্র নিয়ে পরম অন্ন দিয়ে পূরিয়ে দিয়েছিলাম।

৫১. পাত্রটি পরম অন্নদিয়ে পূর্ণ করে দেওয়ার পর আমি সুগন্ধি দ্রব্য দান করেছিলাম এবং সুন্দর প্যাকেট করে এক জোড়া বস্ত্র দান করেছিলাম।

৫২. এই পুণ্যময় ঘটনাটি আমি আজীবন স্মরণ করেছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫৩. আমি ত্রিশবার ত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়ে জন্মেছিলাম। আমি মনে মনে চাইবার সাথে সাথে আমার ইপ্সিত বস্তুটি উৎপন্ন হতো।

৫৪. আমি বিশবার বিশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। আমি কৃতপুণ্যা হয়েই ভবে বিচরণ করেছিলাম।

৫৫. এখন আমি সর্ববিধ বন্ধন হতে মুক্ত। জন্মপ্রদায়ী তৃষ্ণা আমার মন থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৫৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার পিণ্ড দানেরই ফল।

৫৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৯. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই একপিণ্ডপাত দায়িকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একপিণ্ডপাত দায়িকা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. কটচ্ছুভিক্ষাদায়িকা থেরী অপদান

৬০. পিণ্ডচারণরত তিষ্য নামক শাস্তা বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে আমি এক চামচ ভিক্ষা দান করেছিলাম।

৬১. লোকাগ্রনায়ক, শাস্তা, তিষ্য সম্বুদ্ধ আমার ভিক্ষা নিয়ে পথে দাড়িয়েই এই বলে আমার দান অনুমোদন করেছিলাম।

৬২. এক চামচ মাত্র ভিক্ষা দান করে তুমি তাবতিংস দেবলোকে গমন করবে। ছত্রিশবার ছত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

৬৩. তুমি পঞ্চশবার পঞ্চাশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়ে জন্মাবে। তুমি সব সময় মনে মনে যা-ই চাইবে সবকিছুই লাভ করবে।

৬৪. এভাবে দেবসম্পত্তি ও মনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে তুমি অকিঞ্চন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। পরিশেষে পরিজ্ঞা দ্বারা সর্বাসব ক্ষয় করে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পরিনির্বাপিত হবে।

৬৫. ইহা বলার পর লোকগ্রনায়ক, বীর, তিষ্য সম্বুদ্ধ আকাশে হংসরাজ বিচরণ করার ন্যায় আকাশে উত্থিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৬৬. আমার সেই দান সুন্দরভাবেই দেওয়া হয়েছে এবং আমার সেই দানাজ্ঞ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। একচামচ মাত্র ভিক্ষা দান করেই আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৬৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার পিণ্ড দানেরই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৬৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৭০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই কটচ্ছুভিক্ষাদায়িকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[কটচ্ছুদায়িকা থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. সপ্তোৎপলমালিকা থেরী অপদান

৭১. অরুণবতী নগরে অরুণ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। আমি ছিলাম সেই রাজার বিবাহিত স্ত্রী।

৭২. আমি দিব্যগন্ধী সাতটি উৎপলেন মালা নিয়ে রাজপ্রাসাদে বসে এরূপ চিন্তা করেছিলাম:

৭৩. এই সমস্ত পুষ্পমাল্য মাথায় পড়ে আমার কী লাভ ? বরং তার চেয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের জ্ঞানকে পূজা করি।

৭৪. সম্বুদ্ধের অপেক্ষায় আমি রাজপ্রাসাদের দ্বারে এই আশায় বসে ছিলাম, 'সম্বুদ্ধ যদি আসেন তবে সেই মহামুনিকে পূজা করব।'

৭৫. ময়ূরের ঝুটির ন্যায় ও পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিরচিত জিন ভিক্ষুসংঘপরিবৃত হয়ে সেই পথ দিয়ে এসেছিলেন।

৭৬. বুদ্ধরশ্মি দেখে আমি ভীষণভাবে অভিভূত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রাসাদের দ্বার খুলে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে পূজা করেছিলাম।

৭৭. আমার দান দেওয়ার সাতটি উৎপল আকাশে পরিক্ষীর্ণ হয়ে বুদ্ধের মাথার উপর শামিয়ানার মতো ছায়াদান করে স্থিত হয়েছিল।

৭৮. তা দেখে আমি উদগ্রচিত্ত, আনন্দিত ও কৃতাঞ্জলি হয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৭৯. আমার মাথার উপর মহানেলের অচ্ছাদনী ধারণ করা হয়। আমার শরীর থেকে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হয়। ইহা আমার সাতটি উৎপল দানেরই ফল।

৮০. আমি জ্ঞাতি পরিজনের সাথে কোথাও গেলে আমার গোটা পরিষদের উপর মহাদনেলের আচ্ছাদনী ধারণ করা হয়।

৮১. আমি সত্তরবার সত্তর জন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। সর্বত্রই আমি প্রধান হয়ে ভবভবান্তরে বিচরণ করেছিলাম।

৮২. আমি তেষট্টিবার তেষট্টিজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। সকলেই আমার কথা মান্য করত। আমি ছিলাম তখন মিষ্টভাষী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৩. আমার দেহবর্ণ উৎপলের মতো এবং আমার শরীর থেকে সুগন্ধ প্রবাহিত হয়। আমার শরীর কখনো বিশ্রী বা বিবর্ণ হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৪. আজ আমি চারিঋদ্ধিপাদে দক্ষ, বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনায় রত ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

৮৫. আজ আমি চারিস্মৃতিপ্রস্থানে দক্ষ, ধ্যান-সমাদিপরায়ণ ও চারি সম্যক প্রধানে নিরত। ইহা আমার বুদ্ধ পুজারই ফল।

৮৬. বীর্য আমার দৃঢ়াবদ্ধ জোঁয়ালের ন্যায় ও যোগক্ষেম সমাধি আমার বাহন সদৃশ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীর্ণ হয়েছে। এখন আর আমার পুর্নজন্ম নেই।

৮৭. । আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার পিণ্ড দানেরই ফল।

৮৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সপ্তোৎপলমালিকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সপ্তোৎপলমালিকা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. পঞ্চদীপিকা থেরী অপদান

৯১. হংসবতী নগরে তখন আমি ছিলাম এক বিচরণকারিনী। আমি এক বিহার থেকে অন্য বিহারে কুশলপুণ্য লাভের আশার বিচরণ করতাম।

৯২. একসময় এক কৃষ্ণপক্ষের দিনে উত্তম বোধিবৃক্ষকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাতে প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমি বোধিবৃক্ষের গোড়ায় উপবেশন করেছিলাম।

৯৩. সেই সময় আমি চিত্তে গৌরব উৎপন্ন করে, নতশিরে, কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দ প্রকাশ করে এরূপ চিন্তা করেছিলাম:

৯৪. সত্য যদি বুদ্ধ অমিত গুণধর হন এবং জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হন, তবে আমাকে (এই মুহুর্তে) অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করুন। এই বোধিবৃক্ষটিকে আলোকিত করুন।

৯৫. এই চিন্তা করার পর পরই সমস্ত বোধিবৃক্ষটি আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণময় হয়ে সর্বদিকে বিরচিত হয়েছিল।

৯৬. আমি সেই বোধিবৃক্ষের গোড়ায় সাতদিন পর্যন্ত বসেছিলাম। সপ্তম দিনে আমি প্রদীপপূজা করেছিলাম।

৯৭. আমি বুদ্ধাসনের চারপাশে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। সূর্যোদয়েরর আগ পর্যন্ত আমার সেই প্রদীপগুলো জ্বলেছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৯৯. সেখানে আমার ষাট যোজনদীর্ঘ ও ত্রিশযোজন প্রস্থ, সুনির্মিত স্বর্গীয় প্রাসাদটিকে 'পঞ্চদীপ' বলা হতো।

১০০. আমার দেবভবনের চারপাশে সব সময় অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে থাকত। তখন আমার সমগ্র দেবভবনটি দীপালোকে উদ্ভাসিত হতো।

১০১. আমি পূর্বাভিমুখী হয়ে বসে দেখতে চাইলেই-উপরে, নিচে এবং অনুকোণে- সবকিছুই দুচোখে পরিস্কার দেখতে পেতাম।

১০২. আমি পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজিসহ সুগতি-দুর্গতির যতদূর পর্যন্ত দেখতে চাইতাম ততদূর পরিস্কার দেখতে পেতাম। আমার দৃষ্টিপথে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাড়াঁত না।

১০৩. আমি আশিবার আশিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। শতবার শতজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। শতবার শতজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

১০৪. আমি দেবলোকে অথবা মনুষ্যলোকে যেখানেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, আমাকে ঘিরে লাখো প্রদীপ জ্বলে থাকত।

১০৫. দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে আমি মাতৃগর্ভে জন্মেছিলাম। মাতৃগর্ভে থাকাকালেও আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হতো না।

১০৬. পুণ্যকর্মসমন্বিত হওয়ায় আমার সুতিকাগৃহে সব সময় লাখো প্রদীপ জ্বলত। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

১০৭. আজ এই শেষ জন্মে এসেও আমি আমার মনকে নিজের বশে এসেছি। আমি অজর, অমর, শীতিভূত নির্বাণ স্পর্শ (লাভ) করেছি।

১০৮. আমি জন্মের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। গৌতম বুদ্ধ আমার গুণের কথা জেনে আমাকে উপসম্পদা দিয়েছেন।

১০৯. বৃক্ষমূলে, প্রাসাদে গুহায় অথবা শুণ্যাগারে বসবাসের সময়ও আমার চারপাশে পঞ্চ প্রদীপ জ্বলে থাকে।

১১০. আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমি সমাধিকুশল ও অভিজ্ঞালাভী। ইহা আমার পঞ্চ প্রদীপ দানেরই ফল।

১১১. আমার সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। আমি কৃতকার্য ও অনাসক্ত। হে চক্ষুষ্মান মহাবীর, আপনার পায়ে পঞ্চদীপিকা বন্দনা নিবেদন করছে।

১১২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই প্রদীপ দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পঞ্চপ্রদীপ দানেরই ফল।

১১৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পঞ্চদীপিকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পঞ্চদীপিকা থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. উদকদায়িকা থেরী অপদান

১১৬. বন্ধুমতি নগরে আমি ছিলাম একজন জলবাহিকা। আমি কলসি করে জল বহন করেই জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং সেই সাথে সন্তনদের ভরণপোষণ করতাম।

১১৭. আমি এতই দরিদ্র ছিলাম যে, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। দ্বার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হয়ে তথাস্থ জলধারে জল ঢেলে দিতাম।

১১৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। জলদানের পুণ্যফলে সেখানে আমার জন্য দেবভবন নির্মিত হয়েছিলাম।

১১৯. সেখানে হাজারো দেব-অস্পরাদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম। আমি তাদের সকলকে দশটি বিষয়ে ছাড়িয়ে যেতাম।

১২০. আমি পঞ্চাশবার পঞ্চাশজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। বিশবার বিশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

১২১. আমি দেবলোক অথবা মনুষ্যলোক মাত্র এই দুই লোকে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি কখনো দুর্গতিতে জন্মাইনি। ইহা আমার জলদানেরই ফল।

১২২. পর্বতের উপর, গাছের উপর, আকাশে অথবা মাটিতে সেখানে যখনই জল খেতে চাইতাম, শিগগিরি আমি তা পেতাম।

১২৩. বৃষ্টি বর্ষিত হয় না এমন কোনো জায়গাই ছিল না। আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে মহামেঘ অঝোর ধারায় বর্ষণ করত।

১২৪. জ্ঞানী-পরিজনের সাথে কোথাও নেওয়ার সময় আমি চাইলেই মহামেঘ অঝোর দারায় বর্ষণ করত।

১২৫. আমার শরীরে কোনো ধরণের উষ্ণতা বা শরীরে কখনো মলিনতা স্পর্শ করতে পারত না। ইহা আমার জলদানেরই ফল।

১২৬. আমার মন আজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, পাপহীন। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১২৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই জল দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার ইহা আমার জল দানেরই ফল।

১২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই উদকদায়িকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উদকদায়িকা থেরী অপদান দশম সমাপ্ত]

[সুমেধা বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

সুমেধা, মেখলাদায়িকা, মণ্ডপ ও সঙ্কমনত্থা,
নলমালী, পিণ্ডদায়িকা, কটুচ্ছু ও উৎপলদায়িকা,
দীপদায়িকা ও উদকদায়িকা থেরী মোট দশ,
এই বর্গে সর্বমোট একশ ত্রিশটি গাথা বর্ণিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. একোপোসথিকা বর্গ

১. একোপোসথিকা থেরী অপদান

১. বন্ধুমতি নগরে বন্ধুমা নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ণিমা দিবসে উপোসথ পালন করতেন।

২. সেই আমি সেখানকার এক কুম্ভদাসী ছিলাম। একদিন সসৈন্য রাজাকে উপোসথ পালন করতে দেখে আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম:

৩. 'রাজা রাজ্যত্যাগ করে উপোসথশীল পালন করেছেন। তার সেই উপোসথকর্ম পূর্ণাঙ্গ সফল বলা চলে। কারণ, রাজ্যের সমস্ত জনতা আজ আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।'

৪. আমি দুর্গতি ও দারিদ্রতাকে জ্ঞানযোগে পর্যবেক্ষণ করে মনকে প্রফুল্ল করে উপোসথ পালন করেছিলাম।

৫. সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে উপোসথশীল পালন করে আমি সেই কর্মফলে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬. সেখানে আমার জন্যে কূটাগার তুল্য, মহা আসনবিশিষ্ট, এক যোজন উচ্চতাবিশিষ্ট সুনির্মিত দেবভবন উৎপন্ন হয়েছিল।

৭. লাখো অস্পরা আমাকে নিত্য সেবা-শুশ্রুষা করত। আমি সব সময় অন্যদেবতাদের অতিক্রম করে বিরচিত হতাম।

৮. আমি চৌষট্টিবার চৌষট্টিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম এবং তেষট্টিবার তেষট্টিজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

৯. আমি সুবর্ণবর্ণ দেহের অধিকারী হয়ে ভবসমূহে বিচরণ করেছিলাম। সর্বত্রই আমি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১০. আমি হস্তিযান, অশ্বযান, রথযানও সিবিকাযান- সবকিছুই পালনেরই ফল।

১১. আমি স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, স্ফটিকময় ও লোহিতঙ্গময় সবকিছু লাভ করেছিলাম।

১২. আমি কোশেয়্য, কম্বল, ক্ষৌম কার্পাস প্রভৃতি মহার্ঘ বস্ত্রই লাভ করেছিলাম।

১৩. আমি অন্ন পানীয় খাদ্য, বস্ত্র, শয্যাসন সবকিছুই লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই ফল।

১৪. আমি শ্রেষ্ঠ সুগন্ধী পুষ্পমাল্য, চূর্ণ, বিলেপনযোগ্য দ্রব্য সবকিছুই লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৫. আমি কূটাগার, প্রাসাদ, মণ্ডপ, হর্ম্য, গুহা প্রভৃতি সবকিছুই লাভ করেছিলাম। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৬. আমি জন্মের মাত্র বৎসর বয়সে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পনের দিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে। আমার জন্মসকল ধ্বংস হয়েছে। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার উপোসথশীল পালনেরই সুফল।

১৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই একোপোসথিকা থেরী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একোপোসথিকা থেরী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. সললপুপ্পিকা থেরী অপদান

২২. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নরী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমি দেবাতিদেব, নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে চংক্রমণ করতে দেখেছিলাম।

২৩. আমি সলল পুষ্প সংগ্রহ করে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম। মহাবীর বুদ্ধ তখন আমার দান করা দেবগন্ধী সললপুষ্পের ঘ্রাণ নিয়েছিলেন।

২৪. তারপর লোকনায়ক বিপশ্বী সম্বুদ্ধ সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন। তখন মহাবীর বুদ্ধ আমি দখি মতো করে সললপুষ্পের ঘ্রাণ নিয়েছিলেন।

২৫. তারপর আমি হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে দ্বিপদোত্তম বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলাম এবং অতীব প্রসন্নমন নিয়ে পর্বতের উপর আরোহণ করেছিলাম।

২৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে আমি যেই পুষ্প দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার বুদ্ধপূজারই ফল।

২৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৯. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সললপুপ্পিকা ভিক্ষুণী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সলল পুপ্পিকা থেরী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. মোদকদায়িকা থেরী অপদান

৩০. বন্ধুমতি নগরে আমি এক কুম্ভদাসী হয়ে জন্মেছিলাম। আমার মোয়া ভাগটি নিয়ে ও কোলসীভরা জল নিয়ে আমি যাচ্ছিলা।

৩১. তখন আমি পথিমধ্যে শান্তচিত্ত, সমাহিত এক শ্রমণকে দেখে অতীব প্রসন্নমনে তিনটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মোয়া দান করেছিলাম।

৩২. সেই সুকৃত কর্মের ফলেও প্রার্থনা অনুযায়ী আমি একানব্বই কল্প পর্যন্ত বিনিপাত অপায়ে গমন করিনি।

৩৩. সেই তিনটি মোয়া দান করে আমি জন্মে জন্মে সর্ববিধ সম্পত্তি ভোগ করেছিলাম এবং এই শেষ জন্মে আজ আমি অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি।

৩৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই মোদকদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মোদকদায়িকা থেরী অপদান তৃতীয় সমাপ্ত

৪. একাসনদায়িকা থেরী অপদান

৩৭. হংসবতী নগরে তখন আমি এক বালিকা হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন আমার মাতাপিতা কাজে চলে গিয়েছিলাম।

৩৮. তখন আমি মধ্যাহ্ন সূর্যে দিন দুপুরে এক শ্রামণকে পথ দিয়ে হেটে যেতে দেখেছিলাম। আমি তাকে বসার আসন পেতে দিয়েছিলাম।

৩৯. সুচিত্রিত উন্নত পশমী কাপড় দিয়ে সুসজ্জিত বসার আসন পেতে দিয়ে আমি প্রসন্নমনে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

৪০. চৌদিকে তপ্ত ভূমি, এখন মধ্যাহ্ন সূর্য, কোথাও বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে না। ভিতরে আসুন, বিশ্রাম নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

৪১. হে মহামুনি, আপনার জন্য বসার আসন প্রস্তুত। অনুকম্পা করে আমার পেতে দেওয়া বসার আসনে একটু বসুন।

৪২. তখন সুদান্ত, শুদ্ধচিত্ত শ্রমণটি আমার পেতে দেওয়া আসনে বসেছিলেন। আমি তার পাত্র নিয়ে রান্না করা যা কিছু ভাত-তরকারি ছিল সেগুলো তার পাত্রে দান করেছিলাম।

৪৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৪৪. সেখানে আমার জন্যে সুসজ্জিত আসনসহ ষাট যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ একটি দেবভবন উৎপন্ন হয়েছিল।

৪৫. সেখানে আমার জন্যে স্বর্ণময়, মণিময়, স্ফটিকময়, লোহিতময় বিবিধ পালঙ্ক ছিল।

৪৬. আমার সেই পালঙ্কগুলো ছিল তুলাবৃত, চিত্রিত, বিভিন্ন পশমী লোমে আবৃত ও সুবিন্যস্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. আমি যখনই কোনো জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা করতাম, তখন একদম হেসে-খেলে উত্তম পালঙ্ক সমেত প্রার্থিত জায়গায় যেতাম।

৪৮. আমি আশিবার আশিজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম এবং সত্তরবার সত্তরজন চক্রবর্তীরাজার মহির্ষী হয়েছিলাম।

৪৯. ভবভবান্তরে বিচরণকালে আমি মহাভোগম্পত্তি কোনো অভাব ছিল না। ইহা আমার একাসন দানেরই ফল।

৫০. আমি দেবলোক অথবা মনুষ্যলোক এই দুই লোকে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। অন্যকোনে ভবে তথা লোকে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার একাসন দানেরই ফল।

৫১. আমি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই কুলে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমি সর্বত্রই উচ্চকুলেই জন্মেছি। ইহা আমার একাসন দানেরই ফল।

৫২. দৌর্মনস্য, চিত্তসন্তাপ প্রভৃতি কীভাবে উৎপন্ন হয়-তা আমি জানতাম না। আমার শরীর কখনো বিশ্রী হয়েছে আমার জানা নেই। ইহা আমার একাসন দানেরই ফল।

৫৩. আমাকে বহু কুঁজো অধঃস্তন ধাত্রী সেবা করত। আমি তাদের একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে বিচরণ করতাম। ইহা আমার একাসন দানেরইফল।

৫৪. আমাকে সব সময় অন্যেরা স্নান করাত, ভোজন করাত, রমিত করে রাখত এবং আমার গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দিত। ইহা আমার একাসন দানেরই ফল।

৫৫. মণ্ডপে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগারে বসবাসকালে আমার মনোভাব অবগত হয়ে আপনাতেই আমার জন্যে পালঙ্ক উৎপন্ন হতো।

৫৬. এই ভবে এই আমার শেষ জন্ম। এই জন্মেও আমি রাজ্য ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা ত্যাগ করেছি।

৫৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার একাসন দানেরই সুফল।

৫৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৬০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই একাসনদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[একাসনদায়িকা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. পঞ্চদীপদায়িকা থেরী অপদান

(৬১ নং হতে ৮৪ নং পর্যন্ত সম্পূর্ণ পূর্বোক্ত পঞ্চদীপিকা থেরী অপদানের ৯১ নং হতে ১১৪ নং পর্যন্ত একই।)

৮৫. চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ, ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পঞ্চদীপদায়িকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলাম।

[পঞ্চদীপদায়িকা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

৬. নলমালিকা থেরী অপদান

৮৬. তখন আমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক কিন্নরী হয়ে জন্মেছিলাম। ... ৮৮ নং পর্যন্ত পূর্বোক্ত ৩৭, ৩৮, ৩৯ নং সদৃশ।

৮৯. আমি ছত্রিশবার ছত্রিশজন দেবরাজের মহিষী হয়েছিলাম। আমি মনে মনে চাইবার সাথে সাথে আমার ইপ্সিত বস্তুটি উৎপন্ন হতো।

৯০. আমি দশবার দশজন চক্রবর্তী রাজার মহিষী হয়েছিলাম। আমি কৃতপুণ্যা হয়েই ভবে বিচরণ করেছিলাম।

৯১. আমার কুশলপুণ্য বিদ্যমান থাকার সময়েই আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। তাই শাক্যপুত্রের শাসনে আজ আমি পরম পূজনীয়।

৯২. আমার মন আজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, পাপহীন। আমার সমস্ত আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

৯৩. আজ থেকে চুরানব্বই কল্প আগে আমি যেই বুদ্ধপূজা করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার নলমালা দানেরই সুফল।

৯৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই নলমালিকা ভিক্ষুণী অপদান এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নলমালিকা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী অপদান

৯৭. একসময় লোকপ্রদ্যোৎ, নরসারথি বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বসবাস করছিলেন।

৯৮. তখন জিনের মাসীমা মহাগৌতমী ভিক্ষনী সেই বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালার ভিক্ষুণীনিবাসে বাস করছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯৯. পাঁচশত বিমুক্তা ভিক্ষুণীর সাথে নির্জনে বসে থাকার সময়ে তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল:

১০০. অহো, আমি তো বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকদ্বয়, রাহুল, আনন্দ, নন্দ কারো পরিনির্বাণ দেখতে পাব না!

১০১-১০২. তাই আমাকে মহর্ষি লোকনাথ বুদ্ধের অনুমতিক্রমে বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকদ্বয়, মহাকাশ্যপ, নন্দ, আনন্দ ও রাহুলের পরিনির্বাণের আগেই আয়ুষ্কালের পরিনির্বাণের আগই আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করে নিবৃতিতে যেতে হবে অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে হবে।

১০৩. ঠিক তার মতো করে তার সহগামী পাঁচশত ভিক্ষুণীর মনেও এই চিন্তার উদয় হয়েছিল। এমনকি ক্ষেমাদি মহাশ্রাবিকাদের ও তেমন চিন্তার উদয় হয়েছিল।

১০৪. ঠিক তখনি পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছিল। বিহারে অবস্থিত দেবতারা শোকপীড়িত হয়েছিল।

১০৫-১০৭. এভাবে দেবতারা বিলাপ করতে করতে করুণ সুরে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরিড়েছিল। তারপর সকল ভিক্ষুণী গৌতমীর কাছে গিয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিল: 'আর্যে, আমরা যখন নির্জনে নীরবে বসে ছিলাম, তখন পৃথিবী কম্পিত হতে দেখলেন। দেবদুন্দুভি বেজে উঠতে ও দেবতাদের বিলাপ শুনতে পেলাম। আর্যে গৌতমী, ইহার কারণ কী?'

১০৮. তখন তিনি যেভাবে চিন্তা করেছিলেন সবকিছু খুলে বললেন এবং অন্য তিনজনও যেভাবে চিন্তা করেছিলেন সবকিছু খুলে বললেন।

১০৯. তখন তারা বলল, হে আর্যে, আপনার যদি একান্তাই পরম সুখ নির্বাণ লাভের ইচ্ছা হয়, তবে আমরাও সুব্রত বুদ্ধের অনুমতিক্রমে পরিনির্বাপিত হবো।

১১০. আমারা আপনার সাথেই গৃহত্যাগ করেছিলাম। অতএব এই সংসার থেকে ও আপনার সাথে পরম উত্তমপদ নির্বাণে গমন করব।

১১১. নির্বাণ গমনেচ্ছু ভিক্ষুণীদের গৌতমী বললেন, 'আমি আর কী বলব ?' তখন সেই সকল ভিক্ষুণীদের সঙ্গে করে গৌতমী ভিক্ষুণীনিবাস হতে বেরিয়ে পড়লেন।

১১২. তখন গৌতমী সেই বিহারে অবস্থিত দেবতাদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। এই ভিক্ষুণীনিবাসকে এই আমার শেষ দর্শন।

১১৩. যেখানে জরা সেই, মৃত্যু নেই, অপ্রিয় সংযোগ নেই, প্রিয়বিয়োগ নেই, আমি সেই অসংস্কৃত নির্বাণে চলে যাব।

১১৪. সেই কথা শুনে সুগতের ঔরসজাত অবীতরাগী ভিক্ষুণীরা শোকার্ত হয়ে এই বলে পরিদেবন করল, অহো, আমারা ভীষণ অল্পপুণ্যা!

১১৫. তখন মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত ভিক্ষুণীনিবাসে শূন্যতা নেমে আসল। চারিদিক শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছিল। প্রভাত হলে যেমন তারাদের আর দেখা যায় না, তেমনি ভিক্ষুণীরাও আর তাদের দেখতে পেল না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১৬. গঙ্গানদী যেমন অন্য শত শত নদীকে বক্ষে ধারণ করে সাগরে চলে যায়, তেমনি সহগামী পাঁচশত ভিক্ষুণীকে সঙ্গে করে গৌতমী নির্বাণে চলে যাচ্ছেন।

১১৭. শ্রদ্ধাবতী উপাসিকারা সেই ভিক্ষুণীদের রথে চড়ে চড়ে যেতে দেখে ঘর হতে বেরিয়ে এসে পায়ে পড়ে এই কথা বলল:

১১৮. আর্যে, এই যে মহা ভোগসম্পত্তি তাতে প্রসন্ন হোন! আপনাদের ছাড়া আমরা যে একদম অসহায় হয়ে যাব! এখন আপনাদের নির্বাণ যাওয়া উচিত নয়! এভাবে সেই উপাসিকারা বিলাপ করল।

১১৯. তাদের শোক দূর করার জন্যে গৌতমী মধুরস্বরে বললেন, উপাসিকা, শোককরো না। এখন তো তোমাদের আনন্দিত হওয়ার সময়।

১২০. আমি দুঃখকে পরিজ্ঞাত হয়েছি। আমি দুঃখের হেতুস্বরূপ অবিদ্যা-তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। আমি নিরোধ নির্বাণকে সাক্ষাৎ করেছি। আমার দ্বারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সুভাবিত হয়েছে।

[প্রথম ভানবার সমাপ্ত]

১২১. শাস্তা আমার দ্বারা সম্মান্বিত, পূজিত হয়েছেন। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাধঁ থেকে দুর্বহ বোঝা নেমে গিয়েছে। ভবনেত্রী তৃষ্ণা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

১২২. আমি যেই উদ্দেশে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, সেই উদ্দেশে আমার সফল হয়েছে। আমার সকল সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

১২৩. বুদ্ধ ও তার সদ্ধর্মশাসন স্বমহিমায় বিরাজমান থাকাকালেই আমার নির্বাণ লাভ করার উপযুক্ত সময়। উপাসিকা, তোমরা শোক করো না।

১২৪. উপাসিকা, কোণ্ডাঞ্ঞ, নন্দ, আনন্দ, রাহুল, স্বয়ং বুদ্ধ এবং অনুত্তর সংঘ তো থাকবেনই। তীর্থিয়গণ এখন হৃতগৌরব, নিষ্প্রভ।

১২৫. ওক্কাকু বংশের কুলপুত্রগণ যশস্বী, উন্নতশির ও মারসেনা প্রমর্দনকারী। উপাসিক, তাই এখনই আমার নির্বাণ লাভের উপযুক্ত সময়।

১২৬. দীর্ঘকাল ধরে আমি যেই জিনিসটির আশায় ছিলাম, আজ আমার সেই আশাপূর্ণ হতে যাচ্ছে। তাই উপাসিকা, এখন তো তোমাদের আনন্দ করার সময়। তোমরা কেন কান্নাকরছ?

১২৭. যদি তোমরা আমাকে দয়া কর, যদি তেমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমরা সবাই সদ্ধর্মশাসন স্থিতি কল্পে দৃঢ়ভাবে চেষ্টাশীল হও।

১২৮. আমার বারংবার সকরুণ প্রার্থনায় সম্বুদ্ধ আমাদের প্রব্রজ্যা দিয়েছেন। তাই আমি যেভাবে তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, সেভাবেই আচরণ কর।

১২৯. তাদের এভাবে উপদেশ দিয়ে ভিক্ষুণী পরিবৃত হয়ে গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করলেন:

১৩০. হে সুগত, আমি আপনার মাতা। অন্যদিকে আপনিই আমার বীর পিতা সদ্ধর্মসুখদায়ক নাথ, হে গৌতম, এই শাসনে আপনার দ্বারাই আমার জন্ম হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩১. হে সুগত, আপনার রূপকায় তথা শরীর আমার দ্বারাই বর্ধিত হয়েছে। অন্যদিকে আপনার দ্বারাই আমার অনিন্দিত ধর্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হয়েছে।

১৩২. ক্ষুধা পেলেই আমি আপনাকে প্রতি-মুহূর্তে দুগ্ধপান করিয়েছি অন্যদিকে আপনিই আমাকে অত্যন্ত শান্ত ধর্মদুগ্ধ পান করিয়েছেন।

১৩৩. হে মহামুনি, আপনি আমাকে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত করেছেন। তাই আপনি এখন সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত। পুত্রকামীরা যেন আপনার ন্যায় পুত্রই লাভ করে থাকে।

১৩৪. হে পুত্র, মান্ধাতাদি নরেন্দ্র রাজাগণের মায়েরা এখনো ভবসাগরে ভাসছেন। আপনি কিন্তু আমাকে ভবসাগর হতে তীর্ণ করে দিয়েছেন।

১৩৫. মেয়েদের পক্ষে রাজমাতা মহিষি হওয়া সহজ, কিন্তু বুদ্ধমাতা হওয়া যে পরম দুলর্ভ।

১৩৬. হে মহাবীর, আমি সেই দুলর্ভ জিনিসই লাভ করেছি। আমি অন্যূনক মহৎ প্রণিদান করেছিলাম, আমার সেই আশা আজ পূর্ণ হয়েছে।

১৩৭. হে বীর, হে দুঃখখান্তকারী নায়ক, আমাকে আদেশ দিন, আমি পরিনির্বাণ লাভ করতে ইচ্ছা করি। আমি এই দেহ ত্যাগ করব।

১৩৮. হে পুত্র, আপনার চক্রাঙ্কাশধ্বজাকীর্ণ সুকোমল পাদদ্বয় প্রসারিত করুন। আমি আপনার রাতুল পদযুগলে প্রণাম নিবেদন করব।

১৩৯. হে মহানায়ক, আপনার সুবর্ণরাশিতুল্য উজ্জ্বল শরীর আমি দেখেছি। আমি পরম শান্তি নির্বাণে যাব।

১৪০. তখন জিন বত্রিশ মহাপরুষ লক্ষণসম্পন্ন, প্রভাসম্পন্ন, অলংকৃত তবু, উজ্জ্বল তরুণের ন্যায় নিজেকে সাসীমার কাছে প্রদর্শন করলেন।

১৪১. গৌতমী উদ্ভাসিত রবিতুল্য, তরুণাদিত্যপ্রভাময়, চক্রাঙ্কিত কোমল পদতলে মাথা ঠেকালেন।

১৪২. হে নরাদিত্য, হে আদিত্যকুলের ধ্বজা, আপনাকে প্রনাম নিবেদন করছি। এই মনণই আমার শেষ মরণ। আমি তা আর পুনরায় ইচ্ছা করি না।

১৪৩. হো লোকাগ্র, স্ত্রীলোকেরা সর্ববিধ দোষের আকর বলে সবাই জানে। হে করুণাঘন, আমার যদি কোনো দোষ থেকে থাকে, তবে আমাকে ক্ষমা করুন।

১৪৪. আমি বারবার মেয়েদের প্রব্রজ্যা দেওয়ার জন্যে আপনার সকাশে প্রার্থনা করেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ, এতে যদি আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তবে আমায় ক্ষমা করুন।

১৪৫. হে বীর, ভিক্ষনীরা আপনার আদেশে আমার দ্বারাই শাসিত হয়েছে। হে ক্ষমাশীল, তাতে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে থকে, তবে আমায় ক্ষমা করুন।

১৪৬. ভগবান বললেন, তেমরা এমন গুণভূষণে ভূষিত যে তোমাদের ক্ষমা করার কীই বা আছে। তোমরা এখন নির্বাণ যাত্রী। তোমাদের এখন আমি এর বেশি কী আর বলব!

১৪৭. আমার ভিক্ষুসংঘ অত্যন্ত পরিশুদ্ধ এবং এই পৃথিবীতে তারা স্বভাবতই ক্ষমাশীল, অনেকটা প্রভাতে আলোকিত ভোর দেখা দিলে যেমন বর্ধিষ্ণু চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪৮. তখন অন্যন্য ভিক্ষুণীরা জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে চন্দ্রানুগত তারার ন্যায় প্রদক্ষিণ করে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে, তারপর সামনে দাড়িয়ে তার মুখের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলেন।

১৪৯. পূর্বে আপনাকে দেখে আমারও দুচোখে কখনো তৃপ্তি আসেনি। আপনার মধুর কথা শুনে আপনার দুকানে কখনো তৃষ্টি আসেনি। আমার চিত্তে কেবলমাত্র একবারই তৃপ্তিএসেছিল যেদিনে আমি ধর্মরস পান করেছি।

১৫০. দুন্দুভি যেমন আঘাত করলে বেজে উঠে, অনুরূপভাবে আপনি চারিপরেষদে সিংহনাদ করেন। হে নর পুঙ্গব, যারা আপনার শ্রীমুখের দর্শন পান, তারা ধন্য।

১৫১. হে গুণধর, যারা আপনার দীর্ঘাঙ্গুলীবিশিষ্ট সুগঠিত নখ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অত্যন্ত সুন্দর পাদদ্বয়ে প্রণাম নিবেদন করে, তাদের জীবন ধন্য।

১৫২. হে নরোত্তম, যারা আপনার মধুর স্বরে ভাষণ করা দোষবিদূরক হিতকর উপদেশবাসী শুনে থাকে, তাদের জীবন ধন্য।

১৫৩. হে মহাবীর, আপনার পদপূজা করতে পেরে আমার জীবন আজধন্য। হে শ্রীমান, আপনার সুললিত উপদেশবানীশুনে আমি সংসারকান্তারপথ অতিক্রম করেছি।

১৫৪. তারপর গৌতমী সুব্রত ভিক্ষুসংঘ প্রমুখ রাহুল, আনন্দও নন্দকে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করলেন:

১৫৫. ঘোর ভিষালয়, ব্যাধিরমন্দির, জরামরণে আবিষ্ট, অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ এই দেহের প্রতি আমি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

১৫৬. এই দেহ নানাবিধ কালিমায় ক্লিষ্ট, পরাধীন ও অত্যন্ত নিরীহ। অতএব হে বৎসগণ, আমাকে অনুমতি দাও, আমি পরিনির্বাণ লাভ করতে চাই।

১৫৭. নন্দ ও রাহুল ছিলেন বীতশোক্ত, অনাসক্ত। তাই তারা ছিল ধীর, স্থির। তারা ধর্মত এমন চিন্তা করেছিল:

১৫৮. এই দেহ সংস্কৃত, লোলতাপূর্ণ, কলাগাছের ন্যায় অসার, মায়ামরীচিকা তুল্য এবং কোনো জায়গায় অবস্থিত থাকে না।

১৫৯. বুদ্ধের মাসীমা, বুদ্ধ পোষিকা এই গৌতমী নির্বাণে চলে যাচ্ছেন জগতের সবকিছুই অনিত্য।

১৬০. তখন আনন্দ ছিলেন শৈক্ষ্য। তাই তিনি ভীষণভাবে শোকাভিভূত হলেন। তিনি সাশ্রু নয়নে কাঁদতে কাঁদতে করুণ সুরে পরিদেবন করতে লাগলেন।

১৬১. তিনি বরছিলেন, গৌতমী নির্বাণ চলে যাচ্ছেন। বুদ্ধও অচিরেই ইন্ধনহীন আগুণের ন্যায় নির্বাণে চলে যাবেন।

১৬২-১৬৩. এভাবে বিলাপ করতে থাকা আনন্দকে গৌতমী বললেন, হে পুত্র, তুমি শ্রুতসাগরগম্ভীর ও বুদ্ধের প্রধান সেবক। তোমার পক্ষে শোক করা যুক্তিযুক্ত নয়। এখন আনন্দিত হওয়ার সময়। হে পুত্র, তুমিই আমার শরণ, নির্বাণে উপনীতকারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬৪. বৎস, তোমার কল্যাণেই আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি পেয়েছিলাম। হে পুত্র, হতাশ হইও না। তোমার পরিশ্রম সফল হয়েছে।

১৬৫. যা অন্যপরাতন তীর্থিয়চার্যরা দেখতে পায়নি, সেই শান্তিপদ নির্বাণ এখন সাতবৎসর বয়স্ক সুকুমার শিশুদের দ্বারাও সাক্ষাৎকৃত।

১৬৬. হে বুদ্ধশাসনরক্ষাকারী, আপনাকে এই আমার শেষ দর্শন। হে পুত্র, আমি এমন এক জায়গায় যাচ্ছি যেখানে গেলে আর দেখা যায় না।

১৬৭. লোকাগ্রনায়ক বুদ্ধ একদা ধর্মদেশনা করলে আমি তখন অনুকম্পা পরবশ হয়ে আশীষবাক্য বলেছিলাম:

১৬৮. হে মহাবীর, দীর্ঘজীবি হও। হে মহামুনি, সর্বলোকের কল্যাণের জন্যে কম্পকাল বেঁচে থাক; অজর, অমর হও।

১৬৯. এভাবে বললে বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, 'হে গৌতমী, তুমি যেভাবে বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করছ, বুদ্ধগণ সেভাবে বন্দিত হন না।'

১৭০. গৌতমী বলেছিলেন, কীভাবে আচরণ করলে সর্বজ্ঞ তথাগতগণ বন্দিত হন ? আর কীভাবেই বা অবন্দিত হন ? দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেন।

১৭১. যেই সমস্ত শ্রাবক আরদ্ধবীর্য, ভাবিতচিত্ত ও দৃঢ় পরাক্রমী হয়ে অবস্থান করছে তাদের দেখ। এই হচ্ছে বুদ্ধগণকে প্রকৃত বন্দনা নিবেদন।

১৭২. তারপর আমি আমার নিবাসেগিয়ে একাকী চিন্তা করলাম, ত্রিভব বিশেষজ্ঞ নাথ সমগ্র পরিষদের ভবগতি রোধ করেদিয়েছেন।

১৭৩-১৭৪. আমি পরিনির্বাণ লাভ করলে ভালে হয়। এতে কেনো অন্তরায় বা বিপত্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না। এভাবে চিন্তা করার পর আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধকে দেখে আমার পরিনির্বাণ লাভের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছি। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে গৌতমী, তুমি যা ভালো মনে কর।'

১৭৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৭৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৭৮. হে গৌতমী, যে সমস্ত মূর্খা এখনো তোমার ধর্মজ্ঞান লাভে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তাদের মিথ্যাদৃষ্টি দূর করার জন্যে ঋদ্ধিপ্রদর্শন কর।

১৭৯. তখন গৌতমী বুদ্ধের আদেশে প্রথমে সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা করে আকাশে উত্থিত হলেন এবং বহুবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮০-১৮১. তখন তিনি এক থেকে বহু হন, বহু থেকে আবার এক হন। কখনো আবির্ভূত হন, অনায়াসে দিক-বিদক গমন করেন, মাটিতে দাঁড়িয়ে যথেচ্ছা গমনের ন্যায় পানিতেও আনায়াসে গমন করেন।

১৮২. পাখির ন্যায় আকাশে গমনাগমন করে। শূন্যের উপর পদ্মাসনে বসে থাকেন। এমনকি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তার শরীরে নিয়ন্ত্রণে আনেন।

১৮৩. নিনেরু পর্বতকে লাঠি করে, এই মহাপৃথিবীকে ছাতা করে সবকিছু পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে আকাশে চংক্রমণ করেছিল।

১৮৪. তখন তিনি চোখে পানি চলে আসে মতো করে সমস্ত লোককে ধূমায়িত করলেন। তাতে করে মূহুর্তের মধ্যে সমস্ত লোক জ্বালাময় হয়ে উঠল।

১৮৫. মুচলিন্দ, মহাসেল ও মেরূপর্বত সবকিছুকে তিনি সর্ষপের ন্যায় এক মুষ্টিতে ধরলেন।

১৮৬. তিনি আঙুল দিয়ে তীব্র সূর্যরশ্মিকে ঢেকে ফেললেন এবং হাজারো চন্দ্রসূর্যকে গলার হারের ন্যায় ধারণ করলেন।

১৮৭. চারটি সাগরে সমস্ত জল এক হাতে ধারণ করলেন এবং তারপর সেই সাগরগুলোর উপর অঝোরধারায় বর্ষণ করালেন।

১৮৮. তিনি ঋদ্ধিবলে নভোমণ্ডলে সপরিষদ চক্রবর্তী রাজা তৈরি করলেন। গর্জনরত গরুড়, সিংহ প্রভৃতি প্রাণিকে প্রদর্শন করলেন।

১৮৯. তিনি এ থেকে অসংখ্য ভিক্ষুণী সৃষ্টি করলেন, পুনরায় অন্তর্হিত করায়ে এক হয়ে মহামুনি বুদ্ধকে বললেন:

১৯০. হে মহাবীর, আমি আপনার মাসীমা, আপনার উপদেশ পালাকারিনী। আমার নিজের কল্যাণ আমি অর্জন করেছি। হে চক্ষুষ্মান, আপনার রাতুল চরণে বন্দনা নিবেদন করছি।

১৯১. এভাবে তিনি বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করে নবোমণ্ডল হতে নেমে এসে লোকপ্রদ্যোৎ বুদ্ধকে বন্দনা করে একপার্শ্বে বসলেন।

১৯২. হে মহাবীর, আমার বয়স এখন একশত বিশ বৎসর। হে বীর, হে নায়ক, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।

১৯৩. তখন উপস্থিত সমগ্র পরিষদ বিস্ময়ে অভিভূত হলো। তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, 'আর্যে, কীভাবে এই অতুলনীয় ঋদ্ধি পরাক্রম অর্জন করলেন সে কথা আমাদের বলুন।'

১৯৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্নহয়েছিলেন।

১৯৫. তখন আমি হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহাধনাঢ্য অমাত্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯৬. একদিন আমি দাসীগণ-পরিবৃত পিতার সাথে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

১৯৭. তখন তিনি বর্ষার মহামেঘের ধর্মবারি বর্ষণ করছিলেন। তখন তিনি শরতের আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় বুদ্ধরশ্মিতে সমুজ্জ্বল।

১৯৮. তাঁকে দেখে ও তার সুভাষিত ধর্মকাথা শুনে আমি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল। তখন তিনি মাসীমা ভিক্ষুণীকে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

১৯৯. তা শুনে আমি বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে সপ্তাহকাল যাবৎ বহুবিধ প্রত্যয়সহ মহাদান দিয়েছিলাম।

২০০. তারপর তাঁর পদমূলে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সেই মহাপরিষদে বলেছিলেন:

২০১. যেই মহিলা লোকনায়ক বুদ্ধ প্রমুখ সংঘকে ভোজন করিয়েছে, এখন আমি তার ভূয়শ প্রশংসা করব। তোমরা মনযোগ দিয়ে শ্রবন কর।

২০২. আজ থেকে লক্ষ কল্পপরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২০৩. তার ধর্মে সে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী গৌতমী নামে শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

২০৪. সে সেই বুদ্ধের মাসীমা ও লালনপালনকারিনী হবে এবং সেই সাথে ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করবে।

২০৫. তা শুনে আমি ভীষণ রকম আনন্দিত হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি আজীবন জিন শাসনে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে চতুর্প্রত্যয়ে সেবা-শুশ্রুষা করে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।

২০৬. আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে জন্ম নিয়ে আমি দশটি বিষয়ে অন্য দেবীদের ছাড়িয়ে যেতাম।

২০৭-২০৮. রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য- এই দশটি বিষয়ে আমি অন্যদের ছাড়িয়ে বিরোচিত হতাম। সেই আমি অরিন্দম রাজার মহিষী হয়েছিলাম।

২০৯. সংসারে বিচরণকালে আমি কর্মানুযায়ী কাশি রাজার রাজ্যে এক দাসগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২১০. সেই দাসগ্রামে পাঁচশত জন দাস বসবাস করতেন। তাদের মধ্যে যিনি সকলের জ্যেষ্ঠ তথা প্রধান ছিলেন আমি তার স্ত্রী হয়েছিলাম।

২১১. একদিন সেই গ্রামে পাঁচশথ পচ্চেকবুদ্ধ পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তাদের দেখে আমি অন্য সকল স্ত্রীর সাথে ভীষণ রকম খুশী হয়েছিলাম।

২১২. আমরা সকল স্ত্রীরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের চার মাস যাবৎ সেবা-পূজা করেছিলাম। শেষে ত্রিচীবর দান করে আমরা সস্বামীক হয়ে সংসরণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১৩. মৃত্যুর পর আমরা সবাই তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম। বহু কাল পরে এই শেষ জন্মে আমরা সবাই দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

২১৪. আমার পিতা অঞ্জনশাক্য ও আমার মাতা সুলক্ষণা। একদিন তারা কপিলাবস্তুতে শুদ্ধোধন রাজার ঘরে গিয়েছিলেন।

২১৫. বাকি সবাই শাক্যকুলে শাক্যদের ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি তাদের সকলের চেয়ে বিশিষ্টাহয়েছিলাম। আমি ছিলাম জিনের লালনপালনকারিনী।

২১৬. আমার পুত্র গৃহত্যাগ করে বিনায়ক বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর বহু পরে আমি পাঁচশত শাক্যকন্যাকে সঙ্গে করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২১৭-২১৮. আমি ধীর শাক্যকন্যাদের সাথে শান্তিসুখ নির্বাণ লাভ করেছিলাম। পূর্বজন্মে যারা আমাদের স্বামী ছিল তারাও তখন আমাদের সাথে পুণ্যকর্ম করেছিল। তাই তারও সুগতের অনুকম্পায় অর্হত্ত্ব লাভ করেছিল।

২১৯. অন্য ভিক্ষুণীরাও নভোমলে আরোহন করেছিলেন। সেই ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণীরা আকাশে উজ্জ্বল তারার ন্যায় বিরোচিত হয়েছিলেন।

২২০. সুশিক্ষিত স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণকে নানাভাবে ব্যবহার করে, তেমনি তারা নানাভাবে ঋদ্ধিপ্রদর্শন করেছিলেন।

২২১. এভাবে নানাবিধ বৈচিত্রপূর্ণ ঋদ্ধিপ্রতিহার্য দেখিয়ে সপরিষধ বাদীশ্রেষ্ঠ মুনি বুদ্ধকে পরিতুষ্ট করেছিলেন।

২২২. তারপর তারা আকাশ থেকে নেমে এসে ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করে তার অনুমতি নিয়ে যথাস্থানে বসেছিলেন।

২২৩. হে গৌতমী, আপনি আমাদের সকলের দীঘদিনের পরম অনুকম্পাকারিনী! আপনার পূত পুণ্যস্পর্শেই আমরা আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করেছি।

২২৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২২৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২২৭. হে মহামুনি, আমরা ঋদ্ধিমতি, দিব্যশ্রোত্র ও পরচিত্তবিজাননজ্ঞান লাভ করেছি।

২২৮. আমরা পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারি। আমাদের দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ। আমাদের সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম নেই।

২২৯. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে আমাদের অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদাজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৩০. হে নায়ক, আমরা আপনার অনুশাসন, উপদেশবানী মৈত্রীবানী মৈত্রী তদ্গতচিত্তে যথাযথভাবে অনুশীলন করেছি। হে মহামুনি, অনুমতি দিন, আমরা পরিনির্বাপিত হতে চাই।

২৩১. তখন বুদ্ধ বললেন, যারা পরিনির্বাপিত হবো বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের আমি কীই বা বলব। তোমরা যা-ই ভালো মনে কর।

২৩২. প্রথমে গৌতমী তারপর অন্য ভিক্ষুণীরা বুদ্ধকে বন্দনা করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।

২৩৩. তখন মহাজনতাসহ লোকনায়ক বীর বুদ্ধ মাসীমাকে তোরণমার্গ পর্যন্ত পরিবৃত করেছিল।

২৩৪. তখন গৌতমীসহ অন্যসকল ভিক্ষুণী লোকবন্ধু ভগবানের পায়ে নিপতিত হয়ে শেষবারের মতো বন্দনা করেছিলেন।

২৩৫. গৌতমী বললেন, লোকনাথ বুদ্ধকে এইআমার শেষ দর্শন। আপনার মমতামাখা শ্রীমুখ আর পুনর্বার দেখতে পাব না।

৩৩৬. হে লোকাগ্র বীর, আপনার সুকোমল পায়ে আমার বন্দনা আর স্পর্শ করবে না। কারণ, আজই আমি পরিনির্বাপিত হচ্ছি।

২৩৭. আপনার রূপ দেখেই বা আমার কী হবে? এখন যেমন পরবর্তীকালে তেমন। সবকিছুই সংস্কৃত তথা প্রত্যয় সমবায়ে কৃত। কোনো কিছুই জীবনকে তৃপ্তি দিতে পারে না।

২৩৮. গৌতমী অন্য ভিক্ষুণীদের সঙ্গে করে ভিক্ষুণীনিবাসে চলে গেলেন। তারপর নির্দিষ্ট বসার আসনে অর্ধপদ্মাসন করে বসলেন।

২৩৯. তখন বুদ্ধমাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা উপাসিকা সেই খবর পেয়ে তাকে পদবন্দনা করার জন্যে সেখানে গেল।

২৪০. হাত দিয়ে ছিড়ে ফেললে যেমন লতাগুল্ম মাটিতে নুইয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে উপসিকারা করুণ সুরে কাঁদতে কাঁদতে শোর্কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

২৪১. হে শরণদায়িনী নাথ আর্যে, আমাদের ছেড়ে নির্বাণে চলে যাবেন না। আমরা সবাই পায়ে পড়ে নতশিরে প্রার্থনা করছি।

২৪২. তাদের মধ্যে যেই উপাসিকা প্রধানতম, শ্রদ্ধাবতী ও প্রজ্ঞাবতী তিনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে এই কথা বললেন:

২৪৩. বোন, তোমরা শোক করিওনা। তারা সম্পূর্ণরূপে মারপাশ মুক্ত। সংস্কৃত তথা প্রত্যয় সমবায়ে কৃত সবকিছুই অনিত্য ও বিয়োগশীল।

২৪৪. তারপর গৌতমী তাদের ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

২৪৫. তারপর যথাক্রমে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসজ্ঞায়তন ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪৬. তারপর গৌতমী প্রতিলোম আকারে প্রথমধ্যান পর্যন্ত মনোনিবেশ করলেন এবং তারপর আবার ক্রমান্বয়ে চতুর্থ ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

২৪৭. তারপর পরই সেই চতুর্থধ্যান থেকে উঠে ইন্ধনহীন দীপশিখার ন্যায় পরিনির্বাপিত হলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পন হলো এবং আকাশ থেকে বজ্র পড়ল।

২৪৮. দুন্দুভিসকল বেজে উঠল। দেবতারা বিলাপ করল। আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হলো।

২৪৯. রঙ্গমঞ্চে নটনটীর ন্যায় মেরুরাজও কম্পিত হলো। শোকার্ত মানুষের ন্যায় সাগরও গর্জে উঠল।

২৫০. সেই মুহূর্তে দেবতা, নাগ, অসুর ও ব্রহ্মারা সংবিগ্ন হলো। তারা বলল, 'সকল সংস্কার অনিত্য। অতীতে উৎপন্ন হয়েছিল, আর এখন বিলয় হয়েছে।

২৫১. যেই উপদেশ পালনকারিনী শাস্তাশ্রাবিকারা গৌতমীকে পরিবৃত করে ছিল তারও ইন্ধনহীন দীপশিখার ন্যায় পরিনির্বাপিত হলো।

২৫২. হায়, যোগযুক্তারা যোগমুক্তা হলেন! হায়, সংস্কৃত সবকিছুই অনিত্য! হায়, জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল! এভাবে পরিদেবন করল।

২৫৩. তারপর দেব-ব্রাহ্মরা লোকধর্মের অতীত ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানাল।

২৫৪. তখন শাস্তা শ্রুতসাগর আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, 'আনন্দ, যাও, ভিক্ষুগণকে বল যে তাদের মাতা পরিনির্বাপিত হয়েছে।'

২৫৫. তখন আনন্দ নিরানন্দ মনে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ভিক্ষুগণ আসুন।

২৫৬. উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমদিকে বসবাসকারী সুগতৌরসজাত ভিক্ষুগন আমার কথা শ্রবণ করুন।

২৫৭. যেই গৌতমী ভগবানকে দুগ্ধ পান করিয়ে বড় করেছেন, সেই গৌতমীই সূর্যোদয়ে তারাগুলো অদৃশ্য হওয়ার ন্যায় পরম শান্তিপদ নির্বাণে গত হয়েছেন।

২৫৮. তাকে বুদ্ধমাতা হিসেবে সবাই জানে। তিনি এমন জায়গায় গিয়েছেন যেখানে গেলে নায়ক বুদ্ধ পঞ্চচক্ষু দিয়েও তার গতি দেখতে পান না।

২৫৯. যিনি সুগতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবতী, যিনি মহামুনির অত্যন্ত প্রিয় সেই বুদ্ধমাতার সৎকার করুন।

২৬০. আয়ুষ্মান আনন্দের কথা শুনে দূরবর্তী ভিক্ষুগণও শিগগিরি আসলেন। কেউ কেউ বুদ্ধপ্রভাবে, কেউ কেউ স্বীয় ঋদ্ধিযোগে আসলেন।

২৬১. তারপর তারা স্বর্ণময় সুন্দর রমনীয় কূটাগারে একটি মঞ্চ তৈরি করালেন যেখানে গৌতমী শায়িত ছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬২. চারি লোকপাল রাজা সেই মঞ্চের চারিটিকোণ ধরল বাকি দেবতার কূটাগারটি ধরল।

২৬৩. বিশ্বকর্মা পাঁচশত ভিক্ষুণীর জন্যে আদিত্যবর্ণসম্পন্ন পাঁচশত কূটাগার তৈরি করলেন।

২৬৪. পাঁচশত ভিক্ষুণীকে সেই পাঁচশত মঞ্চে শায়িত করানো হলো। দেবতারা সেগুলো কাঁধে নিয়ে শ্মশানে নিয়ে গেল।

২৬৫. সমস্ত নভোমণ্ডল শামিয়ানা ছেয়ে গেল। সমস্ত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা কনকময় হয়ে গেল।

২৬৬. বহু ধ্বজাপতাকা উড্ডীন করা হলো। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পদ্মপুষ্প উদ্গত হলো।

২৬৭. চন্দ্র-সূর্য দৃশ্যমান হলো তারকারা প্রজ্জ্বলিত হলো। আদিত্য মধ্যে গগণে গত হলেও পূর্ণ শশীর ন্যায় তাপদগ্ধ করল না।

২৬৮. দেবতারা দিব্য গন্ধ, মাল্য, সুরভি, বাদ্য-বাজনা, নাচ, গানে পূজা করল।

২৬৯. নাগ, অসুর, ব্রহ্মারা শক্তি অনুসারে পরিনির্বাপিত বুদ্ধমাতাকে পূজা করল।

২৭০. আগে সুগতৌরসজাত পরিনির্বাপিত অন্যভিক্ষুণীদের নেওয়া হলো, পরে বুদ্ধপোষিকা গৌতমীকে নেওয়া হলো।

২৭১. সামনের সারিতে দেব, মনুষ্য, নাগ, অসুর ও ব্রহ্মারা এবং পেছনের সারিতে সশ্রাবক বুদ্ধ মাতাকে পূজা করার জন্যে গেলেন।

২৭২. বুদ্ধের পরিনির্বাণ ঈদৃশ বা তাদৃশ ছিল, কিন্তু গৌতমীর পরিনির্বাণ ছিল অতিআশ্চর্যজনক।

২৭৪. তারপর তারা শ্মশানকে সর্ববিধ সুগন্ধিময় ও গন্ধচূর্ণময় করে দাহকৃত্য করলেন।

২৭৫. সবশেষে হাঁড়গুলো দগ্ধ হলো। তখন আনন্দ এই সংবেগজনক কথা বললেন,

২৭৬. গৌতমীকে পরির্নিবাপিত হলেন। তাঁর শরীর দাহ করা হলো। ইহা হচ্ছে বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বসংকেত। তিনিও অচিরেই পরিনির্বাণ লাভ করবেন।

২৭৭. তারপর বুদ্ধের আদেশে আনন্দ গৌতমীর ধাতুগুলো তার পাত্রে নিয়ে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন।

২৭৮-২৮৯. তারপর সেগুলে হাতে নিয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ বললেন, 'বৃক্ষ যতই সারবান ও বড় হোক না কেন তার শাখাগুলো যেমন ভেঙে ভেঙে পড়ে, বড়ই অনিত্য! অনুরূপভাবে ভিক্ষুণী সংঘসহ গৌতমী পরিনির্বাপিত হয়েছেন।'

২৮০. আনন্দ বুদ্ধকে দেখে বললেন, অহো, কী আশ্চর্য! নিজের মাতা পরিনির্বাপিত হওয়া সত্ত্বেও, এমনকি শরীরকৃত্য শেষ হওয়ার সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধের কোনো শোক, পরিদেবন নেই!

২৮১. তারপর ভগবান ভিক্ষগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, গৌতমী সংসারসাগরতীর্ণ, সন্তাপবর্জিত, শীতিভূত, নিবৃত। অতএব তার জন্যে শোক করো না।

২৮২. হে ভিক্ষুগণ, গৌতমী পণ্ডিত, মাহপ্রাজ্ঞ, পৃথুপ্রাজ্ঞ ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত। এভাবেই তাকে তোমরা ধারণ কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮৩. গৌতমী ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, ও পরচিত্তবিজানন জ্ঞানলাভী।

২৮৪. সেই পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞানলাভী। তার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। তার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২৮৫. সে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় পরিশুদ্ধ জ্ঞানলাভী তাই তার জন্যে শোক করার কিছুই নেই।

২৮৬. জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা যেমন ক্রমিক গতিতে নিভে গেলেও তার গতি জানা যায় না।

২৮৭. অনুরূপভাবে যারা সম্যক বিমুক্ত, কামোঘত্তীর্ণ, নির্বাণলাভী, তাদের গতিও জানা সম্ভব নয়।

২৮৮. তাই তোমরা আত্মদীপ হও, স্মৃতিপ্রস্থানভাবনায় নিয়োজিত হও, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত করে দুঃখের অন্তসাধন কর।

ঠিক এভাবেই মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. ক্ষেমা থেরী অপদান

২৮৯. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক, পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৯০. তখন আমি হংসবতি নগরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি নানাবিধ রত্নপরিবেষ্টিত হয়ে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

২৯১. একদিন আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম। তাতে আমার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল এবং আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

২৯২. মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে আমি ষশ্রাবক বিনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে সাতদিন পর্যন্ত ভোজন করিয়েছিলাম।

২৯৩. সাতদিন পর নরসারথি বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীদের মধ্যে অগ্রশ্রাবিকাপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

২৯৪. তা শুনে তিনি ভীষণ রকম খুশি হলেন। পুনরায় তিনি মহর্ষি বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করলেন।

২৯৫. তখন জিনশ্রেষ্ঠ আমাকে বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। আমাকে ও সংঘকে যে তুমি দান দিয়েছ, তার অপ্রমেয় ফল তুমি লাভ করবে।

২৯৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

২৯৭. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী ক্ষেমা নামী অগ্রশ্রাবিকা হবে।

২৯৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি যাম স্বর্গে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি স্বর্গে এবং সবশেষে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গে জন্মেছিলাম।

৩০০. পূর্বকৃত কর্মের ফলে আমি যেখানে যেখানে জন্মেছিলাম, সর্বত্রই রাজমহিষি হয়েছিলাম।

৩০১. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও আমি চক্রবর্তী রাজার মহিষি ও প্রাদেসিক রাজার মহিষি হয়েছিলাম।

৩০২. আমি দেবতা ও মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই সুখী হয়ে বহুকল্প বিচরণ করেছিলাম।

৩০৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মে বিদর্শক, লোকনায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩০৪. আমি সেই লোকনায়ক, নরসারথি বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মকথা শুনে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৩০৫. আমি সেই বীর বুদ্ধের শাসনে যোগযুক্তা, বহুশ্রুতা হয়ে দশহাজার বৎসর ব্রহ্মচর্যা পালন করেছিলাম।

৩০৬. তখন আমি ছিলাম প্রত্যয়াকারে দক্ষ, চর্তুসত্য বিশারদ, নিপুণ ধর্মকথিকা ও শাস্তার উপদেশ পালনকারিনী।

৩০৭. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলাম। অতীতে ব্রহ্মচর্যা পালনের ফলে আমি সেখানে যশস্বিনী হয়ে অন্য দেবীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম।

৩০৮-৩০৯. পূর্বে বুদ্ধের শাসনে ব্রহ্মচর্যা আচরণের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই মহাধনী, মহাভোগসম্পত্তিশালিনী, মেধাবিনী, শীলবতী, বিনীত পরিষদ হয়েছিলাম। আমি সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছিলাম। আমি সকলের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছিলাম।

৩১০. আমার প্রতিপত্তি বলের প্রভাবে যে আমার স্বামী ছিল- আমি যেখানেই যাই না কেন- সে আমাকে অসম্মান করত না।

৩১১. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কোণগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩১২. তখন বারাণসীতে ধনাঞ্চনী, সুমেধা ও আমি এই তিনজন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৩১৩. আমারা তিনজন পরস্পর দানসহায়িকা ছিলাম। আমরা তিনজনে মিলে সংঘের উদ্দেশে সংঘারাম ও বিহার তৈরি করে দান করেছিলাম।

৩১৪. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমরা সবাই তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিক তদ্রুপ।

৩১৫. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩১৬. তখন বারাণসী নগরের কাশিরাজ কিকী নামক নরাধিপতি মহর্ষি বুদ্ধের উপস্থায়ক তথা সেবক।

৩১৭. আমি ছিলাম সেই রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমাকে সবাই 'শ্রমনী' হিসেবে জানত। আমি জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম।

৩১৮-৩১৯. কিন্তু পিতার অনুমতি মেলেনি। তাই আমরা গৃহে থেকে অতন্দ্রভাবে বিমহাজার বৎসর কৌমার ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন করেছিলাম। আমরা সাতজন রাজকন্যা ছিলাম। অত্যন্ত সুখিনী, বুদ্ধসেবায় নিরতা। তাতে আমরা বেশ খুশী ছিলাম।

৩২০. সেই সাতজন রাজকন্যা হলো সমনী, সমণগুপ্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধর্মা, সুধর্মা ও সংঘদায়িকা।

৩২১. বর্তমানে সেই সাতজন রাজ কন্যা হচ্ছি যথাক্রমে আমি, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, কুণ্ডলা, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৩২২. একদিন সেই নরাদিত্য বুদ্ধ মহানিদান সুত্তন্ত দেশনা করলেন। আমি তা শুনে শুনেই শিক্ষা করেছিলাম।

৩২৩. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৩২৪. তারাপর এই শেষ জন্মে আমি সাকল নগরে মদ্দরাজার অতি প্রিয়, মনোজ্ঞ কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম।

৩২৫. আমার জন্মের পর পরই সেই নগরে ক্ষেশ তথা কল্যাণ উৎপন্ন হলো। তাই আমার নাম রাখা হলো 'ক্ষেমা'।

৩২৬. আমি যখন রূপলাবন্যময় যুবতি হলাম তখন পিতা আমাকে বিম্বিসার রাজার সাথে বিয়ে দেন।

৩২৭. তকন আমি রাজার অতিপ্রিয় পত্নী ছিলাম। আমি ভীষণ রূপচর্যা করতাম। ভগবান বুদ্ধ আমার রূপের দোষ বর্ণনা করবেন এই ভেবে আমি তার কাছে যেতাম না।

৩২৮. তখন বিম্বিসার রাজার আদেশে রাজপুরীস্থ সকলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করে নানা উপমা যোগে বেনুবনের সৌন্দর্যের বর্ণনা করলেন এভাবে:

৩২৯-৩৩২. আমাদের মনে হয়, যে সুগতালয় বেণুবণ বিহারটি দেখেনি, সে এখানো সৌন্দর্য কী দেখেনি। যে অনিন্দ্যসুন্দর বেণুবনটি দেখেছে, সে প্রকৃত সৌন্দর্যের দেখা পেয়েছে। তাই দেবতারা দেবসৌন্দর্য ফেলে এই পৃথিবীতে এসে দৃষ্টি নন্দন বেণুবন বিহারটি দেখে থাকেন। তারা অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতেই থাকেন, কিছুতেই তৃপ্ত হন না। বেণুবন বিহারটি রাজপুন্যে উৎপন্ন এবং বুদ্ধপুন্যে ভুষিথ। তাই এমন বেণুবনের গুণের কথা কে বলে শেষ করতে পারবে ?

৩৩৩. বেণবন বিহারের এমন শ্রুতিমধুর গুণকীর্তন শুনে আমি বুদ্ধকে দর্শনেচ্ছু হলাম। এবং আমার ইচ্ছার কথাটি রাজাকে জানালাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৩৪. তারপর রাজা আমাকে বিশাল পরিষদ পরিবেষ্টিত করে বুদ্ধকে দর্শনের জন্যে পাঠালেন।

৩৩৫. যাও, দেখো, সুগত বুদ্ধরশ্মিতে উজ্জ্বল সেই দৃষ্টিনন্দন বেণুবন বিহারটিকে, যা থেকে নিরত সৌন্দর্য নিংড়ে পড়ছে।

৩৩৬. রাজগৃহ নগরে বুদ্ধযখন পিণ্ডের জন্যে বিচরণ করতে বের হলেন, ঠিক তখনি আমি দৃষ্টিনন্দন বেণুবন বিহারটিকে দেখতে প্রবেশ করলাম।

৩৩৭-৩৩৯. তখন আমি সেই ফুলে ফুলে সাজানো, নয়নাভিরাম, ভ্রমর, কোকিলসহ নানা পাকপাখালির কূজনে মুখরিত, ময়ূয়ের নাচে শোভিত, নির্জন, নিরিবিলি, কুটি-মণ্ডপ সমাকীর্ণ, যোগীবরের বাসস্থান বেণুবন বিহারটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেঘছিলাম। তখন আমি যোগযুক্ত তরুণ এক ভিক্ষুকে দেখে ভাবলাম:

৩৪০. এই নবযৌবনপ্রাপ্ত, সুদর্শন, মনোজ্ঞ কান্তি ভিক্ষু ঈদৃশ রমনীয় বনে বসবাস করছেন।

৩৪১. অহো, এই মণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু যৌবনের আনন্দ-ফূর্তি ত্যাগ করে সংঘাটি পরিধান করে বৃক্ষমূলে বসে ধ্যান করছেন।

৩৪২. এই ভিক্ষুর পক্ষে গৃহস্থ হয়ে কামসুখ ভোগ করে পরে বৃদ্ধ বয়সে শ্রমন্যধর্ম অনুশীলন করা উচিত নয় কি?

৩৪৩. তারপর ক্রমে জিনালয় গন্ধকূটিতে গিয়ে আমি উদীয়মান সূর্যের ন্যায় ভাস্বর জিন বুদ্ধকে দেখলাম।

৩৪৪. তিনি একাকী সুখাসনে বসে আছেন আর তাঁকে বাতাস করে দিচ্ছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী। এমন দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম, 'এই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ তো দেখছি বিশ্রী নন।'

৩৪৫-৩৪৭. সেই নারীটিও সোনারঙা, পদ্মলোচনা, রক্তললাট, মালতী ফুলের ন্যায় মনোহরিনী, হেম দোলাভূষণা, উন্নত রক্ষা, সুঢৌল নিতম্ব, পরিপাটি ও বিচিত্র বস্ত্রধারিনী, সদাহাস্যময়ী, যার রূপ-লাবন্য দেখে তৃপ্ত হওয়া যায় না।

৩৪৮. মেয়েটিকে দেখে আমি ভাবলাম, অহো, কী অনিন্দ্যসুন্দরী! আমি তো এমন অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে আগে কখনো দেখিনি!

৩৪৯-৩৫১. তারপর আস্তে আস্তে সেই মেয়েটি জরাগ্রস্ত, বিবর্ণ, বিশ্রী, হলো। মেয়েটির গালে ভাঁজ পড়ল, দাঁতগুলো ভেঙে পড়ল, চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেল, মুখ থেকে লালা ঝড়ে পড়ছিল। কানগুলো ও সুঢৌল স্তনগুলো নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। তারগাত্রে শিরাগুলো ভেসে উঠল। তার শরীর নুয়ে পড়ে যেতে লাগল। তাকে লাঠি ধরতে হলো। তার শরীর এতই কৃশ হয়ে গেল যে তাকে দেখতে ভীষণ রকম বিশ্রী দেখাচ্ছিল। তার শরীর কাঁপতে লাগল আর সে বেশ বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছিল।

৩৫২. তা দেখে আমার মনে ভীষণ রকম সংবেগ উৎপন্ন হলো। শরীরে অদ্ভুত রকমের লোমহর্ষণ হলো। ধিক! ধিক! এই অশুচি রূপকে ধিক! মূর্খরাই এই রূপে রমিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫৩. তখন সুগত মহাকারুণিক বুদ্ধ সংবিগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন:

৩৫৪. হে ক্ষেমা, দেখো সূর্খা অভিনন্দিত এই পূতিময়, অশুচিতে পূর্ণ দেহকে দেখো।

৩৫৫. একাগ্র ও সুসমাহিত চিত্তে অশুভ ভাবনা কর, কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা কর, আর তাতে দেহের প্রতি বিরাগবহুল হও।

৩৫৬. ইহা যেমন উহাও তেমন, উহা যেমন ইহাও তেমন। নিজ ও পরদেহের প্রতি যে তৃষ্ণা তা ত্যাগ কর।

৩৫৭. অনিমিত্ত ভাবনা কর। মানানুশয় ত্যাগ কর। মানানুশয় ত্যাগ করলে পরে সম্পূর্ণ উপশান্ত হয়ে থাকতে পারবে।

৩৫৮. যারা রাগমদে মত্ত হয়ে বাস করে তারা নিজকৃত জালে আবদ্ধ মাকড়সার মতো আবদ্ধ হয়। যারা এই সত্য উপলব্ধি করেছে তারা এই সমস্ত অসার কামসুখ ত্যাগ করে, পরিবর্জন করে।

৩৫৯. তার পর নরসারথি বুদ্ধ আমার চিত্ত স্বচ্ছ, নির্মল, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়েছে জেনে আমাকে বিনীত করার জন্যে মহানিদান সুত্তন্ত দেশনা করলেন।

৩৬০. সেই সুত্তন্ত শোনার পর পরই আমি আমার পুর্বলব্ধ সংজ্ঞা স্মরণ করেছি। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি ধর্মচক্ষু লাভ করেছি।

৩৬১. তৎক্ষণাৎ আমি মহর্ষি বুদ্ধের পদমূলে নিপতিত হয়ে এই অশুচি দেহের দোষ সম্বন্ধে দেশনা করার জন্যে এই কথা নিবেদন করেছি:

৩৬২. হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার। হে করুণাঘন, আপনাকে নমস্কার। হে তীর্ণসংসার, আপনাকে নমস্কার। হে অমৃতদায়ক, আপনাকে নমস্কার।

৩৬৩. এখন আমি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। কামরাগে বিমোহিতা আমাকে আপনি বেশ সুকৌশলে যথার্থ উপায়ে বিনীত করেছেন।

৩৬৪. আপনার ন্যায় মহর্ষি বুদ্ধের সাক্ষাৎ না পেয়ে বহু রাগমদে মত্ত সত্ত্ব সংসারসাগরে মহাদুঃখ ভোগ করছে।

৩৬৫. লোকশরণ, অরণ, অরণবিদ বুদ্ধকে আমি কাছাকাছি জায়গায় অবস্থান করা সত্ত্বেও দেখতে আসিনি। আমি অকপটে সেই দোষ স্বীকার করছি।

৩৬৬. মহাহিতৈষী, শ্রেষ্ঠদাতা বুদ্ধকে আমি অহিতৈষী জ্ঞান করেছি। আমি আমার রূপাভিমানে মত্ত হয়ে তার কাছে যাইনি। আমি অপটে আমার সেই দোষ স্বীকার করছি।

৩৬৭. ঠিক তখনি মহাকারুণিক জিন মধুর স্বরে আমাকে ক্ষেমা, এবার ক্ষান্ত হও' বলে আমার উপর অমৃতবারি ঢেলে দিলেন।

৩৬৮. তারপর আমি নতশিরে প্রণাম নিবেদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলাম। চলে যাবার পর নৃপতি বিম্বিসারকে দেখে আমি এই কথা নিবেদন করেছিলাম:

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬৯. অহো, নৃপতি, আপনার চিন্তা যথার্থই ছিল! আপনি আমাকে বেণুবন দর্শনের জন্যে পাঠিয়েছেন! আর মহামুনি বুদ্ধ আমায় নির্বাণ দর্শন করিয়েছেন।

৩৭০. হে মহারাজ, এখন আমি মহামুনির উপদেশে রূপের প্রতি বীতরাগ। আপনার অনুমতি পেলে আমি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

[দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

৩৭১. হাত জোড় করে নৃপতি তখন বললেন, হে ভদ্রে, আমি তোমায় প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করছি। তোমার আশা পূর্ণ হোক!

৩৭২-৩৭৩. প্রব্রজ্জিত হওয়ার পনের দিন পরে আমি জ্বলন্ত প্রদীপের নিভে যাওয়ার দেখে সর্ববিধ সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত ও প্রত্যয়াকারে বিশারদ হয়ে কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ এই চারি ওঘ অকিক্রম করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

৩৭৪-৩৭৬. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত বিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই। অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৩৭৭. আমি সপ্ত বিশুদ্ধিতে অভিজ্ঞ, কথাবত্থুবিশারদ, অভিধর্ম নয়বিশারদ ও বুদ্ধশাসনে বশীপ্রাপ্ত।

৩৭৮. তারপর একদিন রাজদরবারের প্রবেমদ্বারে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আমাকে নিপুণ কিছু প্রশ্ন করলে আমি তার যথার্থ উত্তর দিয়েছি।

৩৭৯. তখন সেই রাজা সুগত বুদ্ধের কাছে গিয়ে সেই একই প্রশ্ন করলে বুদ্ধও সেই একই উত্তর দিলেন, ঠিক যেভাবে আমি দিয়েছি।

৩৮০. তারপর নরোত্তম জিন আমার গুনে তুষ্ট হয়ে আমাকে ভিক্ষুণীদের মধ্যে মহাপ্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ অগ্রশ্রাবিকা পদে বসালেন।

৩৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই ক্ষেমা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ক্ষেমা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. উৎপলবর্ণা থেরী অপদান

৩৮৪. উৎপলবর্ন ভিক্ষুণী অসম্ভব ঋদ্ধিমতি। তিনি একদিন শাস্তার পায়ে বন্দনা নিবেদন করে এই বললেন:

৩৮৫. হে মহামুনি, আমি জন্মসঞ্চরণ তথা বারবার জন্মগ্রহণ উত্তীর্ণ হয়েছি। অচলপদ নির্বাণ লাভ করেছি। আমার সর্ববিধ দুঃখ ক্ষীণ হয়েছে। আমি তা আপনাকে জ্ঞাত করছি।

৩৮৬. জিনশাসনের প্রতি প্রসন্ন যত পরিষদ আছে, তাদের কারো কাছে যদি আমি কোনো অপরাধ করে থাকি, তবে এই জিনের সামনেই আমার সেই কৃত অপরধ ক্ষমা করুন।

৩৮৭. হে মহাবীর, সংসারে বিচরণ করার সময় আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, আমি সেই কৃত অপরাধ অকপটে স্বীকার করছি। আমার কৃতঅপরাধ ক্ষমা করুন!

৩৮৮. হে উৎপলবর্ণা, তুমি আমার শাসনে উপদেশ পালনকারিনী। তুমি তোমার অধীত অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন কর। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা এই চারিপরিষদের সন্দেহ দূর কর।

৩৮৯. হে মহাবীর প্রজ্ঞাবান, জ্যোতিধর, আমি আপনার কন্যা। আমি বহু অতিদুষ্কর কর্ম সম্পাদন করেছি।

৩৯০. আমার শরীরবর্ণ উৎপলবর্ণের মতো বিধায় আমার নাম রাখা হয়েছে উৎপলাবর্ণা। হে মহাবীর চক্ষুষ্মান, আপনার শ্রাবিকা আমি আপনার রাতুল চরণে বন্দনা নিবেদন করছি।

৩৯১. আমি এবং রাহুল বহু শত জন্ম ধরে একই মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে একত্রে জন্মেছি।

৩৯২. অতীতে একত্রে জন্মালেও এই শেষ জন্মে কিন্তু আমরা উভয়েই আলাদাভাবে ভিন্ন জাতিতে জন্মেছি।

৩৯৩. এখন আপনার পুত্র হচ্ছে রাহুল আর কন্যা হচ্ছে রাহুল আর কন্যা হচ্ছি আমি উৎপলবর্না। হে বীর, দেখুন আমার অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি। আমি শাস্তাকে আমার শক্তি দেখাব।

৩৯৪. কুমার যেমন হাতে রাখা তেল ছুড়ে মারে, তেমনি উৎপলবর্ণও চারিসমুদ্রের সমস্ত পানি হাতে নিয়ে ছুড়ে মারলেন।

৩৯৫. যুবা কুমার যেমন মুঞ্জ নামক এক ধরণের লতাকে ধরে উপরায়ে ফেলে, তেমনি উৎপলবর্নাও সমগ্র পৃথিবীকে উপরায়ে ফেলে ছুড়ে মারলেন।

৩৯৬. সমস্ত চক্রবালকে হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে বারবার নানা রকম বৃষ্টি অঝোর ধারায় বর্ষণ করালেন।

৩৯৭. উৎপলবর্না যুবাকুমারের ন্যায় ভূমিকে ঢেঁকি, পাথরগুলোকে ধান্য ও সিনেরু পর্বতকে মুশলদণ্ড করে পিষ্ট করলেন।

৩৯৮. তারপর বললেন, আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কন্যা। আমার নাম উৎপলবর্ণ। আমি ষড়াভিজ্ঞ ও আপনার উপদেশ পালনকারিনী।

৩৯৯. লোকনায়ক বুদ্ধকে নানাবিধ অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রদর্শন করে এবং নিজের নাম গোত্র প্রকাশ করে বললেন, হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪০০-৪০২. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই। অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৪০৩. পূর্বপূর্ব জিনশ্রেষ্ঠগণের কথায় আপনার সাথে আমার সম্পর্কে কথা প্রকাশিত হয়েছে। হে মহামুনি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমি বহুপুণ্য করেছি।

৪০৪. হে মুনি, আমি যে কুশলকর্ম সম্পাদন করেছি তা স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই সেসব পুণ্য আমি সঞ্চয় করেছি।

৪০৫. আমি যতটুকু সম্ভব অনুপযুক্ত স্থান ও অনৈতিক কার্যকলাপ বর্জন করে চরেছি। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই আমার এই জীবন।

৪০৬. হে মহামুনি, আমি দশ হাজার কোটিবার আমার জীবন দান করেছি। অমার তুচ্ছ জীবন বিসর্জন দিয়েছি। তা একমাত্র আপনার জন্যেই করেছি।

৪০৭. তখন সবাই অপার বিস্ময়ে নতশিরে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, হে আর্যে, কী অতুলনীয় আপনার ঋদ্ধিপরাক্রম!

৪০৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে আমি এক নাগকন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমার নাম ছিল 'বিমলা'। অন্য নাগকন্যাদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে সম্মানিত।

৪০৯. একসময় মহানাগ জিনসশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সশ্রাবক মহাতেজস্বী পদুমুত্তর বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন।

৪১০. তখন মহানাগরাজ রত্নময় বালুকারাশি ছিটিয়ে বেশ আরামদায়ক রত্নময় মণ্ডপ ও রত্নময় পালঙ্ক তৈরি করালেন।

৪১১-৪১২. রাগরাজ বুদ্ধের জন্য রত্নধ্বজা সজ্জিত রাস্তা তৈরি করালেন। তারপর তূর্য বাজিয়ে সম্বুদ্ধেকে আনা হয়ে নাগরাজের নাগভবনের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে বসলেন।

৪১৩. তারপর নাগরাজ মহাযশস্বী বুদ্ধকে অন্ন, পানীয়, উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করলেন।

৪১৪. ভোজনের পর সম্বুদ্ধ পাত্র ধুয়ে ঋদ্ধিমতি নাগকন্যাদের দেশনা করলেন।

৪১৫. নাগকন্যারা মহাযশস্বী সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে বেশ হাসিখুশি দেখে শাস্তার প্রতি আমার মনচিত্ত ভীষণ রকম প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হলো।

৪১৬. আমার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ সেই মুহূর্তে এক ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণীকে ঋদ্ধি দেখতে বললেন।

৪১৭. সেই বিশারদ ভিক্ষুণী বহুধরণের ঋদ্ধি দেখালেন। তা দেখে আমি ভীষণরকম খুশি হলাম। তারপর শাস্তাকে এই কথা নিবেদন করলাম:

৪১৮. হে বীর, আমি এই ভিক্ষূণীল অলৌকিক ঋদ্ধি দেখলাম। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশারদ ভিক্ষুণী কীভাবে এমন অলৌকিক ঋদ্ধিসম্পন্না হলেন?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪১৯. এই ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণী আমার ধর্মৌরসজাত কন্যা, আমার উপদেশ পালনকারিনী ও বিবিধ ঋদ্ধিতে বিশারদপ্রাপ্ত।

৪২০. বুদ্ধের কথা শুনে তখন আমি প্রার্থনা করলাম, আমিও তার মতো ঋদ্ধিতে বিশারদ হতে চাই।

৪২১. হে নায়ক, আমি অত্যন্ত খুশিমনে সেই ভিক্ষুণীর মতো হবার প্রার্থনা করছি। আমিও ভবিষ্যতে তার মতো হতে চাই।

৪২২. তারপর আমি সেই প্রভাস্বর মণ্ডপে ও মণিময় পালঙ্কে বসা সশ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধকে অন্নপানীয়ে পরিতৃপ্ত করলাম।

৪২৩. শ্রেষ্ঠ নাগ পুষ্প ও উৎপলপুষ্প দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করে প্রার্থনা করলাম, আমার শরীরের বর্ণ যাতে উৎপল বর্ণেরমতো হয়।

৪২৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪২৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে তৎকালীন এক সয়ম্ভূ পচ্চেক বুদ্ধকে উৎপলপুষ্পে আচ্ছন্ন পিণ্ডপাত দান করেছি।

৪২৬. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে পৃথিবীতে চারুদর্শন, সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, নায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হন।

৪২৭. তখন আমি বারাণসী নগরে এক শ্রেষ্ঠী জন্ম নিয়ে সশ্রাবক লোকনায়ক সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছি।

৪২৮. সশ্রাবক বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে ও উৎপলপুষ্পে পুজা করে মনে মনে 'আমার শরীরের রং উৎপলবর্ণ হোক,' বলেপুজা 'আমার শরীরে রং উৎপলন হয়েছিলেন।

৪২৯. এই ভদ্রকল্পে বৃক্ষবন্ধু, মহাযগশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উপন্ন হয়েছিল।

৪৩০. তখন বারাণসী নগরের কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

৪৩১. আমি তখন সেই রাজার দ্বিতীয় কন্যা ছিলাম। আমার নাম শ্রবণগুপ্তা। আমি জিনশ্রেষ্ঠের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

৪৩২. বাবা আমাদের অনুমতি দেননি। তার পর আমরা বোনেরা সবাই মিলে গৃহে থেকেই বিশহাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

৪৩৩. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশি মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

৪৩৪. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুপ্তা, ভিক্ষুণী ভিক্ষদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

৪৩৫. বর্তমানে যথাক্রমে আমি, প্রজ্ঞাবতি ক্ষেমা, পটাচারা, কুণ্ডলা, কৃমাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৩৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৪৩৭. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে এক কুলীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। তখন অমি এক অর্হৎকে একটি শ্রেষ্ঠ পীত বস্ত্র দান করেছিলাম।

৪৩৮. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমি তখন তিরিটিবচ্ছ ব্রাহ্মণের এক সুন্দরী কিন্তু উন্মাদিনী কন্যা হলাম।

৪৩৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি জনৈক পরিবারে জন্ম নিলাম। তখন আমি নিয়মিত শালি ধান জমা করতাম।

৪৪০-৪৪১. একদিন আমি পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে পাঁচশত শষ্য ও পাঁচশত পদ্মফুল দান করে পাঁচশত পদ্মফুল দান করে পাঁচশত পুত্র লাভের প্রার্থনা করেছিলাম। তারাও সয়ম্ভূ পচ্চেক বুদ্ধকে মধু দান করে এই প্রার্থনা করেছিলেন। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি অরন্যে একপদ্মগর্ভে জন্মেছিলাম।

৪৪২. তারপর আমি কাশিরাজের মহিষি হয়ে বহু সেবিত, পূজিত হয়ে অন্যূন একশত করে পাঁচশত রাজপুত্রের জন্মদিয়েছিলাম।

৪৪৩. তারা যৌবনে পদার্পন করলে পরে একদিন জলক্রীড়া করতে করতে পদ্মপাতা ঝড়ে পড়তে দেখে অনিত্য সংজ্ঞা নিয়ে পচ্চেক বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৪৪৪. তারা পচ্চেক বুদ্ধ হওয়ায় আমি তাদের হারিয়ে ভীষণভাবে শোকাগ্রস্ত হয়েছিলাম এবং মৃত্যুর পর ইসিগিলি পর্বতের পাশে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৪৫-৪৪৬. একদিন আমি যখন যাগু নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভিক্ষার জন্যে গ্রামে যেতে দেখে আমার পুত্রদের কথা মনে পড়েছিল। তখন আমার মনে প্রবল পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হওয়ায় দুগ্ধধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

৪৪৭. আমি সেই পচ্চেক বুদ্ধগণকে অতীব প্রসন্নমনে নিজ হাতে যাগু দান করেছিলাম। তার ফলে মৃত্যুর পর আমি তাবতিংস দেবলোকে নন্দন দেবভবনে উৎপন্ন হয়েছিলাম।

৪৪৮. এই ভবসংসারে বিচরণ করে বহু সুখ-দুঃখ ভোগ হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই জীবন বিসর্জন দিয়েছিলাম।

৪৪৯-৪৫০. এভাবে বহুবিধ দুঃখ ও সম্পত্তি ভোগ করে আমি এই শেষ জন্মে শ্রাবস্তী নগরে মহাধনাঢ্য, নানাবিধ রত্নসম্ভারের অধিকারী, সম্ভান্ত ও সুখী শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪৫১. সেই পরিবারে জন্ম নিয়ে আমি ভীষণভাবে সম্মানিত, পূজিত, মানিত ও রূপশ্রী প্রতিমণ্ডিত হয়েছি।

৪৫২. আমি পূর্বপ্রার্থনা অনুসারে অত্যন্ত রূপবতী হওয়ায় বহুশত শ্রেষ্ঠীপুত্র আমার পাণি প্রার্থনা করেছিল।

৪৫৩. আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যেই চতুর্সত্য লাভ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৫৪. তারপর আমি ঋদ্ধিযোগে নির্মিত চতুরশ্বযোজিত রথে চড়ে লোকনাথ বুদ্ধের পায়ে বন্দনা করেছিলাম।

৪৫৫. পুষ্পিত তরুকুঞ্জে আগমন করে তুমি একাকিনী হয়ে ব্রহ্মমূলে দাড়িয়ে আছ। তুমি তো অরক্ষিতা। মূঢ়, তুমি ধূর্তদের ভয় পাও না ?

৪৫৬. হে মার, তোমার ন্যায় হাজারো ধূর্ত আসলেও আমার কেশাগ্র মাত্র টলাতে পারবে না। আর তুমি একা কী করিবে?

৪৫৭. আমি এখনি অদৃশ্য হয়ে তোমার দেহে প্রবেশ করতে পারি। দেখো, আমি তোমার ভ্রুযুগলের ভিতর দাড়িয়ে আছি। অথচ তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না।

৪৫৮. আমার চিত্ত বশীভূত। আমি ঋদ্ধিপাদে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি সর্ববিধ বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই আবুসো, আমি তোমায় মোটেই ভয় পাই না।

৪৫৯. কামতৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ শূলের ন্যায় বিদ্ধ করেছি। তুমি যাকে কামরতি তথা উপভোগ্য বিষয় বলেয়, তাতে আমার রতি নেই।

৪৬০. অজ্ঞতারূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আমি সর্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করেছি। হে পাপী, ইহা জেনে রেখো। হে অন্তক, তুমি নিহত হয়েছ।

৪৬১. বিনায়ক বুদ্ধ আমার গুণ তুষ্ট হয়ে পরিষদে ঋদ্ধিমতি ভিক্ষুণীদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৪৬২. শাস্তা আমার দ্বারা অনুশীলিত হয়েছেন। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুর্বহ বোঝা নেমে গিয়েছে। ভবনেত্রি তৃষ্ণা আজ সম্পূর্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৪৬৩. আমি যাঁর উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্যে সার্থক হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ছিন্ন হয়েছে।

৪৬৪. চৌদিক হতে আমার উদ্দেশে হাজারো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ও ওষুধ এই চারি প্রত্যয় প্রতি মুহূর্তে নিয়ে আসা হতো।

৪৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৬৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৬৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলে ভাষণ করেছিলেন।

[উৎপলবর্ণা থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. পটাচারা থেরী অপদান

৪৬৮. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী পদুমুত্তর জিন নায়ক উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৬৯. তখন আমি হংসবতি নগরে নানাবিধ নত্নের অধিকারী মহাধনী শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

৪৭০. একদিন আমি সেই মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম এবং শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৪৭১. তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ এক লজ্জী, যোগ্য-অযোগ্য বিশারদ ভিক্ষুণীকে বিনয়ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন।

৪৭২. তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ লাভের ইচ্ছায় সশ্রাবক দশবল লোকনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

৪৭৩. সাত দিন যাবৎ ভোজন করিয়ে, ত্রিচীবর দান করে নতশিরে পায়ে নিপতিত হয়ে আমি এই কথা নিবেদন করেছিলাম:

৪৭৪. হে বীর মুনি, আজ থেকে সাতদিন আগে আপনি যাকে ভূয়শী প্রশংসা করেছেন, আমি তার মতো হতে চাই। হে নায়ক, আমার মনস্কার পূর্ণ হবে কিনা বলুন।

৪৭৫. তখন শাস্তা আমাকে বললেন, ভদ্রে, ভয় পেয় না। দীর্ঘকালপরে ভবিষ্যতে তোমার সেই মনোরথ পূর্ণ হবে।

৪৭৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে ওক্কাকুকুলে গৌতম শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৪৭৭. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী পটাচারা নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৪৭৮. তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। আজীবন আমি মৈত্রীতদ্গতচিত্তে সশ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধকে পরিচর্যা করেছিলাম।

৪৭৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

৪৮০. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪৮১. তখন আমি বারণসী নগরের নরেশ্বর কাশিরাজ কিকী মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

৪৮২. আমি সেই রাজার তৃতীয় কন্যা ছিলাম। আমার নাম ছিল তখন 'ভিক্ষুণী'। একদিন জিনশ্রেষ্ঠর ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম।

৪৮৩. কিন্তু তখন বাবা আমাদের অনুমতি দেননি। তাই আমরা গৃহে থেকে বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

৪৮৪. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশি মনে ব্রহ্মচর্য ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

৪৮৫. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুত্তা ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮৬. বর্তমনে যথাক্রমে আমি, উৎপলবর্ণা, ক্ষেমা, ভদ্রা, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৪৮৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৪৮৮. এই শেষ জন্মে আমি সমৃদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪৮৯. যৌবনে পদার্পন করার পর আমি বির্তকের বশীভূত হয়েছি। আমাদের ঘরের দাসকে দেখে আমি তার সাথেই ঘর ছেড়ে চরে গিয়েছি।

৪৯০. একটি পুত্রসন্তান প্রসব করার পর আমার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান আসল। তখন আমার মাতাপিতাকে দেখার প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হলো।

৪৯১. স্বামী ঘরের বাইরে থাকাকালীন আমি তাতে কিছুই না জানিয়ে একাই ঘর হতে বের হয়ে শ্রাবস্তীর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

৪৯২. তখন আমার স্বামী ঘরে ফিরে অবস্থা বুঝতে পেরে আমার খোঁজে বের হলো। এদিকে তখন আমার অতি কষ্টকরপূবকর্মজ ব্যাথা উৎপন্ন হলো।

৪৯৩. আমার প্রসুতিকালীন আকাশে ঘনকালো মহামেঘ উৎপন্ন হলো। তখন আমার স্বামী প্রবল বৃষ্টি বাঁচানোর জন্যে তৃণ, খড়খুটো খুঁজতে গেলে সাপের দংশনে মারা গেল।

৪৯৪. তখন আমি প্রসববেদনায় ছটফট করছি। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি একদম অনাথ ও নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আমি দিগভ্রান্ত হয়ে যেতেযেতে পথিমধ্যে প্রবল জড়ে স্ফীত এক নদী দেখতে পেলাম। ঠিক তখনি আকাশপথে এক শ্যেন পাখি যাচ্ছিল।

৪৯৫. তখন আমি বড় শিশুকে নদীর পারে রেখে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে নদীর পার করছি।

৪৯৬. এমন সময় শ্যেণ পাখি ডানা ঝাপটিয়ে আমার ছোটশিশুটিকে নিতে চাইলে আমি তাকে হাত দিয়ে ছোট শিশুটিকে নিতে চাইলে আমি তাকে হাত দিয়ে নানাভাবে তাড়া করতে লাগলাম। এদিকে আমার বড় শিশুটি তাকে ডাকছি মনে করে নদীতে ঝাপ দিলে স্রোত তাকে ও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি দুই পুত্রকে হারিয়ে ভীষণ রকম শোকাগ্রস্ত হলাম।

৪৯৭. তার পর আমি শ্রাবস্তী নগরে গিয়ে আমার পিতামাতাসহ সমস্ত জ্ঞাতিকুলের মৃত্যুর খবর শুনতে পেলাম। তখন আমি আরও বেশি শোকসন্তপ্ত হলাম।

৪৯৮. এদিকে আমার দুই পুত্র হারিয়েছি অরন্যে আমার স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে। আমার মা, বাবা ও ভাই একই চিতায় দগ্ধ হচ্ছেন।

৪৯৯. তখন আমি প্রবলশোকে কৃশকায় হয়ে গেলাম। আমার শরীর পাণ্ডর্বণ হয়ে গেল। আমি তখন সম্পূর্ণ অসহায়, অনাথ, নিঃস্ব। এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নরসারথি শাস্তাকে দেখতে পেলাম।

৫০০. তখন শাস্তা আমাকে বললেন, তুমি পুত্রের জন্যে শোক করিও না। নিজেকে নিয়ে তুমি গবেষণা কর। তাদের জন্যে তুমি নিরর্থক দুঃখ পাচ্ছ নয় কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫০১. পিতা, পুত্র, জ্ঞাতি বর্গ, বন্ধু-বান্ধব কেউই তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। মৃত্যু যখন তোমাকে গ্রাস করবে তখন তার কবল থেকে কেউই তোমাকে মুক্ত করতে পারবে না।

৫০২. মহামমুনির সেই কথা শুনে আমি স্রোতাপত্তিফর লাভ করেছি। তারপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অহত্ত্ব লাভ করেছি।

৫০৩-৫০৪. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

৫০৫. তারপর আমি সর্বদর্শী শাস্তার কাছে সবিস্তারে সমগ্র বিনয় শিক্ষা করেছি।

৫০৬. বুদ্ধ জিন আমার গুণে তুষ্টহয়ে 'বিনয়ধারী ভিক্ষুণীদের মধ্যে পটাচারাই শ্রেষ্ঠ' এই বলে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৫০৭. বুদ্ধের উপদেশ, আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে।

৫০৮. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছি। আমার সর্ববিধ সংযোজ ক্ষয় হয়েছে।

৫০৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫১০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫১১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পটচারা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলে ভাষণ করেছিলেন।

[পটাচারা থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

[একোপোসথিকা বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

একোপোসাতিকা, সলল ও মোদকাদায়িকা,
একাসনা, পঞ্চদীপা, নলমালী ও গৌতমী,
ক্ষেমা, উৎপলবর্না ও পটাচারা ভিক্ষুণী,
মোট পাঁচশত এগারটি গাথা এই বর্গে বর্ণিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. কুণ্ডলকেশা বর্গ

১. কুণ্ডলকেশা থেরী অপদান

১. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষপারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২. তখন আমি হংসবতি নগরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি নানাবিধ রত্ন পরিবেষ্টিত হয়ে মহাসুখে দিনাতিপাত করছিলাম।

৩. একদিন আমি সেই মহাবীর জিনের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম। তাতে আমার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল এবং আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৪. তখন মহাকারুনিক পদুমুত্তর বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞাসম্পন্নদেন মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

৫. তা শুনে আমি ভীষণ রকমভাবে খুশি হয়েছিলাম এবং মহর্ষি বুদ্ধকে মহাদান দিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

৬. মহাবীর বুদ্ধ আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন এই বলে: 'ভদ্রে, তোমার প্রার্থনা সফল হবে। তুমি সুখিনী ও নিবৃত হও।'

৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৮. তাঁর ধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী ভদ্রা কুণ্ডলকেশ নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৯. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১০. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাম দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তুষিত দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে, এবং সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

১১. সেই কর্মের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই রাজাগণের মহেষী হয়েছিলাম।

১২. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি বহুবার মনুষ্যগণের মধ্যে রাজচক্রবর্তী ও প্রাদেসিক রাজাদের মহিষী হয়েছিলাম।

১৩. দেবমনুষ্যলোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে সর্বত্রই আমি সুখী হয়ে বহুকল্পকাল বিচরণ করেছিলাম।

১৪. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৫. তখন বারাণসী নগরের কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

১৬. আমি তখন সেই রাজার চতুর্থ কন্যা ছিলাম। আমার নাম ছিল ভিক্ষুণী দায়িকা। আমি জিনশ্রেষ্ঠের ধর্মকথা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

১৭. বাবা আমাদের অনুমতি দেননি। তারপর আমরা বোনেরা সবাই মিলে গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশি মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

১৯. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

২০. বর্তমানে যথাক্রমে ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, আমি, কৃশাগৌতমী, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

২১. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২-২৩. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহের এক সম্ভান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি যখন যৌবনে পদার্পন করলাম, তখন এক চোকে বধের জন্যে নিয়ে যেতে দেখে আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। বিষয়টি পিতাকে জানালে তিনি হাজার টাকা দিয়ে তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করলেন।

২৪. আমি ছিলাম পিতার অতি আদরের কন্যা। তাই তিনি আমার প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে সেই চোরের সাথে বিয়ে দিলেন।

২৫. সেই চোর আমার বস্ত্রালংকারের লোভে 'বধের জন্য নিয়ে যাবার সময় একটা মানত করেছি' বলে আমাকে এক গিরিশৃঙ্গে নিয়ে গেল। আমি তার অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম।

২৬. তখন আমি হাত জোড় করে প্রনামের ভঙ্গিতে আমার প্রাণ রক্ষার আকুতি জানিয়ে এই কথা নিবেদন করেছি:

২৭. "এই সোনাদানা, মণি, মুক্তা, বেলুরিয়, সবকিছুই তো তোমার। হে স্বামীন, আমাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ কর। আমি নিয়ত তোমার সেবা করব।"

২৮. "হে কল্যাণী, বাদ দাও ওসব। তোমার স্বর্ণালংকার সবকিছু খুলে ফেল। মূর্খের মতো কেদোঁ না। আমি অন্য কিছু বুঝি না। আমি শুধু তোমার স্বর্ণালংকার চাই।"

২৯. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যেদিন থেকে স্মরণ করতে পারি সেই থেকে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি। অন্যকাইকে ভলোবেসেছি বলে আমার জানা নেই।

৩০. এসো প্রিয়ে, আমি তোমাকে প্রদক্ষিণ করে শেষ বারের মতো চুম্বন ও আলিঙ্গণ করতে চাই।

৩১. শুধু পুরুষেরাই সর্বক্ষেত্রে পণ্ডিত হয় না, মেয়েরাও পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হয়ে থাকে।

৩২. শুধু পুরুষেরাই সর্বক্ষেত্রেই সর্বক্ষেত্রে পণ্ডিত হয় না, মেয়েরাও পণ্ডিত, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমতি ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না হয়ে থাকে।

৩৩. অহো, তখন আমি ক্ষীপ্রগতিতে সেই লোলুপ চোর স্বামীকে মৃগশিকারের ন্যায় বধ করলাম।

৩৪. যে ব্যক্তি, যথা শীঘ্রই পরিস্থিতি বুঝতে না পারে, সেই ব্যক্তি এই মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন চোরের ন্যায় গিরিশৃঙ্গে নিহত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৫. "আর যে ব্যক্তি খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি বুঝতে পারে, সে ব্যক্তি ঠিক আমার মতো করে শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায়।"

৩৬. তখন আমি তাকে গিরিশৃঙ্গে ফেলে দিয়ে শ্বেত গৃহীবস্ত্র ত্যাগ করে অন্যতীর্থিয়দের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

৩৭. তখন তারা আমার সমস্ত চুলকে কুণ্ডলায়িত করে বাঁধিয়ে দিয়ে প্রব্রজ্যা দিয়ে নিরন্তর শিক্ষা দিতে লাগল।

৩৮. তাদের শিক্ষা শেষ করে একদিন আমি একাকী বসে বসে সেই সমস্ত শিক্ষার কথা মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

৩৯. আমি আমার স্বামীকে গিরিশৃঙ্গে ফেলে দিয়ে চলে এসেছি। এখন আমি তার সেই হাত-পায়ের অস্থিকংকাল নির্মিত দেখতেপাচ্ছি।

৪০. আমি ভীষণ সংবিগ্ন হলাম। তারপর উঠে গিয়ে সহবিহারীদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমায় বলল, সেটির সম্বন্ধে শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুরাই ভালো জানেন।

৪১. তারপর আমি বুদ্ধশ্রাবকদের কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের কাছে নিয়ে গেলেন।

৪২. তখন বুদ্ধ আমাকে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, অশুভ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মদেশনা করলেন।

৪৩. তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আমি বিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু লাভ করেছি। আমি সদ্ধর্ম জ্ঞাতি হয়েছি। আমি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেছি।

৪৪. তখন আমার দ্বারা যাচিত হয়ে নায়ক বুদ্ধ আমাকে 'এসো ভদ্রে' বললেন। তাতেই আমি পরিশুদ্ধ পবিত্র উপসম্পদা লাভ করেছি।

৪৫. আমি যখন পা ধোয়ার জন্য গেলাম, তখনি উদয়-ব্যয় জেনে, সর্বসংস্কার অনিত্য জেনে এভাবে চিন্তা করলাম।

৪৬. ঠিক তখনি আমার চিত্ত সম্পূর্ণ তৃষ্ণামুক্ত হয়ে বিমুক্ত হলো। তারপর বুদ্ধ আমাকে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৪৭-৪৮. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

৪৯. বুদ্ধের উপদেশ আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

৫০. যেই উদ্দেশে নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

৫১. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শাসনে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান অত্যন্ত বিমল, বিশুদ্ধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই কুণ্ডলকেশা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলে ভাষণ করেছিলেন।

[কুণ্ডলকেশা থেরী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

২. কৃশাগৌতমী থেরী অপদান

৫৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পৃথিবীতে সর্ববিধ ধর্মে পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৫৬. তখন আমি হংসবতি নগরে জনৈক পরিবরে জন্মনিয়েছিলাম। একদিন নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গিয়ে শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

৫৭. তখন আমি তাঁর মুখ থেকে চতুর্সত্য বিষয়ক, মধুর, পরম স্বদযুক্ত, বর্ত শান্তিসুখাবহ ধর্মকথা শুনেছিলাম।

৫৮. পুরুষোত্তম বুদ্ধ তখন একভিক্ষুণীকে রুক্ষচীবর ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন।

৫৯. সেই ভিক্ষুণীর গুণের কথা শুনে আমার মনে ভীষণ রকম প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর আমি যথাশক্তি বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দান করেছিলাম।

৬০. তারপর আমি মুনিবরের পায়ে নিপতিত হয়ে সেই শ্রেস্পপদ প্রাথর্না করেছিলাম। তখন পদুমুত্তর নায়ক সম্বুদ্ধ আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন।

৬১. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৬২. তারধর্মে ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারিনী কৃশাগৌতমী নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৬৩. তা শুনে আমি ভীষণভাবে খুশি হয়েছিলাম। তারপর আমি আজীবন মৈত্রীতগতচিত্তে চতুর্প্রত্যয়ে বিনায়ক বুদ্ধকে সেবাপরিচর্যা করেছিলাম।

৬৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬৫. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৬৬. তখন বারাণসী নগরে কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

৬৭. সেই রাজার পঞ্চম কন্যা ছিলাম আমি। আমার নাম ছিল ধম্মা। জিনশ্রেষ্ঠী বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে আমি প্রব্রজ্যা লাভের আকাঙ্খা করেছিলাম।

৬৮. কিন্তু বাবা আমাদের প্রব্রজ্যা লাভের গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬৯. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশি মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

৭০. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমণী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদাসিকা।

৭১. বর্তমানে যথাক্রমে ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটচারা, কুণ্ডলা, আমি, ধর্মদিন্না ও বিশাখা।

৭২. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

৭৩. এই শেষজন্মে আমি এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। মূলত দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও একধনী পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছিল।

৭৪. একমাত্র স্বামী ছাড়া পরিবারের অন্য সবাই আমাকে দরিদ্র ঘরের মেয়ে হওয়ার কারণে নানাভাবে কষ্ট দিত। কিন্তু যখনি আমি একটি সন্তান প্রসব করলাম, তখন থেকে সকলের প্রিয় হলাম।

৭৫. আমার সেই সন্তানটি একটু বড় হয়ে সকলের আদরনীয় হলে পরে অকস্মাৎ মারা গেল।

৭৬. এতে আমি ভীষণ শোকগ্রস্ত হলাম। অশ্রুমুখে কাঁদতে কাঁদতে আমার পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে বিলাপ করতে করতে এখানে-ওখানে যেতে লাগলাম।

৭৭. তখন আমি এক হিতৈষীর নির্দেশে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললাম, 'প্রভু, আমাকে ওষুধ দিন, যাতে মৃত পুত্র বেঁচে যায়।'

৭৮. বিয়োপায় বিশারদ বুদ্ধ আমাকে বললেন, তোমাকে যেই ঘরে কোনো ব্যক্তি মারা যায়নি এমন ঘর থেকে একমুষ্টি পরিমাণ সর্ষপ আনতে হবে।

৭৯. তখন আমি গোটা শ্রাবস্তীনগর ঘরে তেমন কোনো ঘর পেলাম না। কোথায় আবার সর্ষপ। এই ঘটনার পর আমার জ্ঞান ফিরে আসল।

৮০. তারপর আমি আমার সন্তনের মৃতদেহ ফেলে দিয়ে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গেলাম। তিনি আমার দূর হতে আসতে দেখে মধুর স্বরে বললেন:

৮১. উদয়-ব্যয় দর্শন না করে একশত বৎসর জীবিত থাকার চাইতে উদয়-ব্যয় দর্শন করে একদিন মাত্র বেঁচে থাকাও শ্রেয়।

৮২. এই অনিত্যতা শুধু গ্রাম, নিগম বা কোনো এক পরিবরের ধর্ম বা স্বভাব নয়, ইহা সমস্ত সদেবলোকের ধর্ম।

৮৩. এই গাথাটি শুনে আমার বিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু হয়েছিল। সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮৪. প্রব্রজ্জিত হওয়ার পর জিনশাসনে রত থেকে আমি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

৮৫-৮৬. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮৭. বুদ্ধের উপদেশ আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণঅ সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

৮৮. যেই উদ্দেশে নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

৮৯. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের প্রভাবে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান অত্যন্ত বিমর, বিশুদ্ধ।

৯০. আমি শ্মশান, অর্বজনাস্তুপ, রাস্তাঘাট হতে জীর্ণ, শীর্ণ, বস্ত্র নিয়ে উত্তরাসঙ্গাটি তৈরি করে রুক্ষ চীবর ধারণ করে থাকে।

৯১. জিনশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধ আমার এই গুণ দেখে পরিষদের মধ্যে আমাকে রুক্ষচীবরধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

৯২. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৯৩. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৯৪. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণী এই গাথাগুলে ভাষণ করেছিলেন।

[কৃশাগৌতমী থেরী অপদান দ্বিতীয় অপদান সমাপ্ত]

৩. ধর্মদিন্না থেরী অপদান

৯৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৯৬. তখন আমি হংবতি নগরে জনৈক পরিবারে এক পরিচারিকা ছিলাম। আমি ছিলাম শীলবতী ও জ্ঞানবতী।

৯৭. একদিন পদুমুত্তর বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সজাত স্থবির বিহার হতে বের হয়ে ভিক্ষার জন্য যাচ্ছিলেন।

৯৮. তখন আমি ঘটে করে জল নিয়ে যাচ্ছিলাম। তাকে দেখে আমি প্রসন্নমনে নিজ হাতে পিঠা দান করেছিলাম।

৯৯. আমার পিঠাগুলো নিয়ে তিনি সেখানে বসেই খেলেন। তারপর আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ভোজন দান করেছিলাম।

১০০. তারপর সেই গৃহস্বামী খুশী হয়ে আমাকে তার পুত্রবধু করেছিলেন। একদিন আমি শ্বাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে বিহারে গিয়ে সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করেছিলাম।

১০১. তখন তিনি এক ধর্মকথিকা ভিক্ষুণীর ভূয়শী প্রশংসা করে তাকে ধর্মকথিকা শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০২. তারপর আমি সশ্রাবক লোকনায়ক সুগতকে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১০৩-১০৪. তখন সুগত আমাকে মধুর স্বরে বলেছিলেন, তুমি আমার ও সংঘের সেবায় সদা নিরত, সদ্ধর্মশ্রবণে নিরত এবং তোমার মন বহুগুণে গুণান্বিত। হে ভদ্রে, খুশি হও। তোমার প্রার্থনা সফল হবে।

১০৫. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১০৬. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী ধর্মদিন্না নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

১০৭. তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। তার পর থেকে আমি আজীবন মহামুনি বিনায়ক বুদ্ধকে মৈত্রীতদ্গতচিত্তে চতুর্প্রত্যয়ে পরিচর্যা করেছিলাম।

১০৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মনিয়েছিলাম।

১০৯. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১১০. তখন বারাণসী নগরে কাশিরাজ কিকী নরেশ্বর মহর্ষি বুদ্ধের সেবক ছিলেন।

১১১. সেই রাজার ষষ্ঠ কন্যা ছিলাম আমি। আমার নাম ছিল সুধম্মা। জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে আমি প্রব্রজ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম।

১১২. কিন্তু বাবা আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দেননি। তাই তখন আমরা গৃহে থেকেই বিশ হাজার বৎসর অতন্দ্রভাবে বিচরণ করেছিলাম।

[তৃতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

১১৩. আমরা সাতজন সুখিনী রাজকন্যা সবাই মিলে খুশি মনে ব্রহ্মচর্যা ও বুদ্ধসেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

১১৪. সেই সাতজন রাজকন্যা হচ্ছে, সমনী, সমণগুত্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুদায়িকা, ধম্মা, সুধম্মা ও সংঘদায়িকা।

১১৫. বর্তমানে যথাক্রমে ক্ষেমা, উৎপলাবর্ণা, পটাচারা, কুণ্ডলাকেশা, কৃশাগৌতমী, আমি ও বিশাখা।

১১৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১১৭. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহের এক ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্ম নিয়েছি।

১১৮. আমি ভীষণ রূপবতী হলাম। যৌবনে পর্দাপণ করার পর আমি স্বামীগৃহে গিয়ে বেশ সুখেই বসবাস করতে লাগলাম।

১১৯. একদিন আমার স্বামী লোকশরণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনে অনাগামীফল লাভ করেছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২০. আমিও তার অনুমতি নিয়ে অনাগরিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি তারপর আমি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১২১. তখন আমার (পূর্বতন স্বামী) উপাসক আমার কাছে এসে কিছু গম্ভীর ও নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে আমি তার যথাযথ উত্তর দিয়েছি।

১২২. জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমার গুণে খুশি হয়ে আমাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন: 'আমি ধর্মাদিন্নার মতো ধর্মকথিকা অন্য একজন ভিক্ষুণীকেও দেখতে পাচ্ছি না।'

১২৩. হে ভিক্ষুগণ, ধর্মদিন্না ভিক্ষুণী অত্যন্ত ধীরা। তোমরা তাকে এভবেই অবধারণ করো।

১২৪. বুদ্ধের উপদেশ আমি পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

১২৫. যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

১২৬-১২৭. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

১২৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১২৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৩০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই ধর্মদিন্না ভিক্ষুণী এই গাথাগুলে ভাষণ করেছিলেন।

[ধর্মদিন্না থেরী অপদান তৃতীয় অপদান সমাপ্ত]

৪. সকুলা থেরী অপদান

১৩১. আজ থেকে লক্ষ কল্প অগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী, নায়ক, পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৩২-১৩৬. তিনি সকল সত্ত্বের পরম হিতৈষী, অর্থ-তিহকারী, পুরুষশ্রেষ্ঠ, যশস্বী, শ্রীমান, কীর্তিমান জিন, সর্বলোকের দ্বারা পূজিত, বিশ্ববিশ্রুত, বিচিকিৎসা-উত্তীর্ণ, সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত, পরিপূর্ণ মনস্কাম, পরম সম্বোধিপ্রাপ্ত, অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্নকারী নরোত্তম, অব্যাখ্যাতের ব্যাখ্যাকারী, অসঞ্জাতের সঞ্জাতকারী, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গদেশক, নবশ্রেষ্ঠ, মার্গকশল শাস্তা ও শ্রেষ্ঠসারথী।

১৩৭. মহাকারুণিক নায়ক শাস্তা তখন কামপঙ্কে নিমগ্ন প্রাণিদের উদ্ধারের তরে ধর্মদেশনা করতেন।

১৩৮. তখন আমি হংসবতি নগরে একরাজকন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। আমি ছিলাম ভীষণ রূপবতি, ধনী, দয়ামতি ও পরমাসুন্দরী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩৯. আমি তখন মহারাজ আনন্দের পরমা সুন্দরী কন্যা। আর পদুমুত্তর বুদ্ধের বৈমাত্রেয়া বোন।

১৪০. একদিন আমি অন্যরাজকন্যাদের সাথে সর্বালংকারে ভূষিতা হয়ে মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

১৪১. তখন তিনি পরিষদের মধ্যে এক দিব্যচক্ষুধারিনী ভিক্ষুণীর ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন এবং সেই ভিক্ষুণীকে শ্রেষ্ঠপদে বসিয়েছিলেন।

১৪২. তা শুনে আমি ভীষণরকম খুশি হয়েছিলাম। তারপর শাস্তা সম্বুদ্ধকে দান দিয়ে পূজা করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম।

১৪৩. তখন শাস্তা আমাকে বলেছিলেন, নন্দে, তোমার প্রার্থনা সফল হবে। তুমি যে প্রদীপ দান করেছ, তাতে তার ফল একদম সুনিশ্চিত।

১৪৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১৪৫. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী সকুলা নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

১৪৬. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলাম।

১৪৭. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী, কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৮. তখন আমি এক একাচারিনী পরিব্রাজিকা ছিলাম। ভিক্ষার জন্যে বিচরণ করে আমি মাত্র কিছুতেল পেয়েছিলাম।

১৪৯. সেই তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অতীবপ্রসন্নমনে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের চৈত্যকে পূজা করেছিলাম।

১৫০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে আমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মনিয়েছিলাম।

১৫১. সেই কর্মের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই বড় বড় প্রজ্জ্বলিত থাকত।

১৫২. আমি পাহাড়-পর্বত ভেদ করে দিকবিদিক যেদিকে ইচ্ছা করতাম সেদিকে অনায়াসে দেখতে পেতাম। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

১৫৩. জন্মে জন্মে আমি বিশুদ্ধ চক্ষুর অধিকারী হতাম। আমি যশস্বী হয়ে জ্বল জ্বল করতাম। ইহা আমার প্রদীপ দানেরই ফল।

১৫৪. এই শেষ জন্মে আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি রাজপ্রদত্ত প্রভূত ধনধান্য নিয়ে বেশ সুখে দিনাতিপাত করেছি।

১৫৫. একদিন সুগত নগরে প্রবেশ করছিলেন এমন সময় আমি সর্বাঙ্গে অলংকার পরিধান করে জানালার পাশে দাঁড়ালাম।

১৫৬. তখন আমি দেবমনুষ্য পূজিত, অনব্যঞ্জনসম্পন্ন, মহাপুরুষলক্ষণে ভূষিত জ্যোতির্ময় ও যশস্বী বুদ্ধকে দেখতে পেলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৭. তখন আমি উদগ্রচিত্ত হয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেছি। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১৫৮-১৫৯. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসবক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

১৬০. আমি বুদ্ধের উপদেশ পালন করেছি। বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য হয়েছি। আমার কাঁধ থেকে দুঃখভার নেমে গিয়েছে। আমার ভবনেত্রি তৃষ্ণা সমূলে বিষষ্ট হয়েছে।

১৬১. যেই উদ্দেশে নিয়ে আমি গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সর্ববিধ সংযোজন ক্ষয় হয়েছে।

১৬২. তারপর নরোত্তম মহাকারুণিক শাস্তা আমাকে দিব্যচক্ষুধারী ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

১৬৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সকুলা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলে ভাষণ করেছিলেন।

[সকুলা থেরী অপদান চর্তুথ অপদান সমাপ্ত]

৫. নন্দা থেরী অপদান

১৬৬. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারর্দশী, নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৬৭. উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপক, সকল প্রাণির উদ্ধারকারী, দেশনাকুশল বুদ্ধ বহুজনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

১৬৮. সকল প্রাণির পরম হিতৈষী, অনুকম্পকম্পপরায়ন, কারুণিক, বুদ্ধ সকল অন্যতীর্থিয়কে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৬৯-১৭০. এভাবেই তিনি ছিলেন নিরাঙ্কুর, তীর্থিয়শূন্য, বৈচিত্রপূর্ণ বশীভূত অর্হৎ পরিবেষ্টিত, আটান্ন প্রকার রত্ন উজ্জ্বল মহামুনি, সুবর্ণ তুল্য ও বত্রিশ মহাপুষুলক্ষণ বিশিষ্ট।

১৭১. তৎকালীন স্বাভাবিক আয়ু লক্ষ বৎসর জীবিত থেকে তিনি বহু জনতাকে তীর্ণ করেছিলেন।

১৭২. তখন আমি হংসবতি নগরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মেছিলাম। আমি নানাবিধ রত্ন সমন্বিত হয়ে মহাসুখে দিনাতিপাত করেছিলাম।

১৭৩. একদিন আমি মহাবীর বুদ্ধের কাছে গিয়ে অমৃতোপম, পরমাস্বাদযুক্ত, পরমার্থনিবেক ধর্ম দেশনা শুনেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭৪. তখন আমি সশ্রাবক লোকনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে নিজ হাতে প্রসন্নমনে মহাদান দিয়েছিলাম।

১৭৫. তারপর আমি সশ্রাবক লোকনায়ক ধীর বুদ্ধের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ধ্যানী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে আসীন হবার প্রার্থনা নিবেদন করেছিলাম।

১৭৬. তখন অদান্তাকে দমনকারী, ত্রিলোকশরণ, প্রভু নরসারথি বুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার প্রার্থনা সফল হবে।'

১৭৭. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

১৭৮. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী নন্দা নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

১৭৯. তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। তারপর থেকে আজীবন আমি মৈত্রীতদ্গতচিত্তে বিনায়ক বুদ্ধকে চতুর্প্রত্যয় দিয়ে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

১৮০. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৮১. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাম দেবলোকে, সেখান চ্যুত হয়ে তুষিত দেবলোকে, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে নিমার্ণরতি দেবলোকে এবং সেখান থেকে চ্যুত হয়ে পরণির্মাত বশবর্তী দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৮২. সেই কর্মের ফলে আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করেছি সর্বত্রই রাজমহেষী হয়েছিলাম।

১৮৩. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি বহুবার চক্রবর্তী রাজা ও প্রাদেসিক রাজার মহেষী হয়েছিলাম।

১৮৪. দেবমনুষ্যসম্পত্তি ভোগ করে আমি দেবমনুষ্যলোকে সর্বত্রই সুখী হয়ে বহুকল্প বিচরণ করেছিলাম।

১৮৫. এই শেষ জন্মে আমি কপিলাববস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার অনিন্দিতা কন্যা হয়েছিলাম।

১৮৬. আমার রূপশ্রী দেখে সেই কুল আনন্দিত হয়েছিল। সে কারণে আমার নাম রাখা হলো 'নন্দা'

১৮৭. সেই কপিলাবস্তু নগরে একমাত্র যমোধরা ব্যতীত সকল যুবতির মধ্যে আমিই কল্যাণী তথা সুন্দরী বলে পরিচিত হয়েছিলাম।

১৮৮. আমার বড় ভাই ত্রিলোকাগ্র বুদ্ধ আর মেঝো ভাই অর্হৎ, আমিই শুধু একাকী গৃহস্থ হয়ে আছি। মাতা আমাকে এই বলে উৎসাহ বাক্যে আপ্যায়িত করেছিলেন:

১৮৯. তুমি শাক্যকুলে জন্ম নেওয়া বুদ্ধের অনুজা তথা ছোট বোন। নন্দও প্রব্রজ্যা নিয়েছে। একাকী তুমি গৃহে থেকে কী করবে?

১৯০. এই যৌবন একদিন জরাগ্রস্ত হবে। এই রূপ বড়ই অশুচি। এই নীরোগ দেহে যেকোনো সময় রোগ জেঁকে বসতে পারে। এই জীবন যেকোনো সময় মৃত্যু মুখে পড়তে পারে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯১-১৯৩. নানাবিধ অলংকারে ভূষিত এই রূপকে এখন মনে হচ্ছে শুভ, কান্ত, মনোহর ও সুন্দর স্তূপের মতো। এই পুঞ্জিত লোকসার, নয়ন রসায়ন, পুণ্যকীর্তি জনক ও ওক্কাকুকুলের নন্দন তোমার এই দেহে অচিরেই জরা তুমি মহাকারুনিকের অনিন্দিত ধর্মে বিচরণ কর।

১৯৪. মায়ের কথা শুনে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। তারপরও আমি মনে মনে দেহের যে রূপ যৌবন লোলুপতা ত্যাগ করতে পারিনি।

১৯৫. মাত আমাকে গভীর মনযোগ দিয়ে ধ্যান করতে বললেও আমি কিন্তু তাতে কোনো উৎসাহ পেতাম না।

১৯৬-১৯৭. তারপর মহাকারুণিক বুদ্ধ আমাকে কামলালসাগ্রস্ত দেখে রূপের প্রথি অনাসক্ত উৎপাদনার্থে আমার চক্ষুপথে স্বীয় ঋদ্ধিবলে এক স্ত্রীলোক তৈরি করলেন। মেয়েটি ভীষণ সুন্দরী, অভিরূপা, মমতাময়ী ও সুশী।

১৯৮. তাকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। আরও বেশি বিস্মিত হলাম তার রূপ দেখে। আমি ভাবলাম, আমার মনুষ্যচক্ষু লাভ আজ সফল হলো।

১৯৯. আমি তাকে বললাম, এসো সুভগে, তোমার কী প্রয়োজন আমাকে বলো। যদি আমায় প্রিয় ভাবো, তবে তোমার কুল, নাম, গোত্র, কী তা আমায় বলো।

২০০. হে সুভগে, আমায় বঞ্চিত করো না। আমার কোলে শয়ন করো। আমার কোলে শায়িত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

২০১. তারপর সেই সুলোচনা কন্যা আমার কোলে মাথা রেখে শয়ন করল। অকস্মাৎ তার কপালে এক ভয়ংকর মাকড়সার কামড়ে এক ফোঁসকা দেখা দিল। সাথে সাথে সেটি ফুলে উঠল, ঘৃন্য ও রক্তাক্ত হলো।

২০৩. ফুরে ফেঁপে উঠা মুখ থেকে অশুচি দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। সেটি ক্রমে আরওস্ফীত হলো। সেখান থেকে রক্তাক্ত পূজঁ বের হতে লাগল।

২০৪. তার সবাঙ্গে প্রবল যন্ত্রনা শুরু হলো। সে যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগল, আর করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগল এই:

২০৫. আমি বিষম দুঃক পাচ্ছি, অসম্ভব যন্ত্রনা ভোগ করছি। হে সুখী, এখন আমি মহাদুঃখে নিমগ্ন, তুমিই আমার আশ্রয় হও।

২০৬. তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, কোথায় তোমার মুখের শোভা! কোথায় তোমার উন্নত নাক! কোথায় গেল তোমার লাল ললট! কোথায় গেল তোমার মুখ!

২০৭. কোথায় তোমার শশীর ন্যায় স্নিগ্ধ বর্ণ! কোথায় গেল তোমার সেই উন্নত গ্রীবা! তোমার সেই কর্তদুটি আজ ঝুলে পড়েছে আর বিবর্ণ বিশ্রী হয়েছে।

২০৮. তোমার উন্নত স্তনদ্বয় এখন শুষ্ক হয়ে ঝুলে পড়েছে! এই স্তনদ্বয় হতে অশুচি দুগন্ধ বের হচ্ছে।

২০৯. তোমার কটিদেশ কতই না বিশ্রী হয়েছে! এই দেহ আসলে জঘন্য কষাইখানা তুল্য! সে কারণেই এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে! অহো, এই দেহ যে বড়ই অশ্বাশত!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১০. এই দেহ হতে উৎপন্ন সবকিছুই পূতি দুর্গন্ধময় ও ভয়ানক, শ্মাশানের ন্যায় বীভৎস! মূর্খরাই এই দেহে রমিত হয়।

২১১. তখন আমার ভাই মাহাকারুণিক লোকনায়ক বুদ্ধ আমাকে সংবিগ্নচিত্ত দেখে এই গাতাগুলো ভাষণ করলেন:

২১২. হে নন্দা, এই পূতি দুর্গন্ধময়, অশুচি দেহকে দেখ। অশুভ ভাবনা কর। চিত্তকে একাগ্র ও সমাহিত কর।

২১৩. এই দেহ যেমন, অন্যদেহগুলোও তেমন। অন্য দেহগুলো যেমন, এই দেহও তেমন। এই দুর্গন্ধপূর্ণ অশুচি দেহকে কেবল মূর্খরাই অভিনন্দিত করে।

২১৪. এই দেহকে যারা রাতদিন অতন্দ্রভাবে এভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তারা নিজ জ্ঞানে এই দেহের প্রকৃতধর্ম দেখতে পায় ও বুঝতে পারে।

২১৫. বুদ্ধের এই গাথাগুলো শুনে আমি আরও বেশি সংবিগ্ন হলাম। আর তাতে আমি সেখানে দাঁড়িয়েই অর্হত্ত্ব লাভ করলাম।

২১৬. আমি যেখানেই বসি না কেন, সব সময় ধ্যানপরায়ণ হয়ে থাকি। বুদ্ধ আমার এই গুণে তুষ্ট হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

২১৭. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১৮. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১৯. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই নন্দা বা জনপদকল্যাণী ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[নন্দা থেরী অপদান পঞ্চম অপদান সমাপ্ত]

৬. সোণা থেরী অপদান

২২০. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২১. তখন আমি শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম নিয়ে বেশ সুখে অবস্থান করেছিলাম। আমি ছিলাম সকলের পূজিত ও প্রিয়। একদিন মুনিবর বুদ্ধের কাছে গিয়ে আমি তাঁর মধুর উপদেশ শুনেছিলাম।

২২২-২২৩. তখন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আরদ্ধবীর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ভিক্ষুণীর ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন। তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। আমি শাস্তাকে মহাদান দিয়েছিলাম। তারপর আমি সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিলাম। মহাবীর বুদ্ধ অনুমোদন করেছিলেন এই বলে: 'তোমার প্রার্থনা পুর্ণ হবে।'

২২৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২৫. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী সোণা নামী শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

২২৬. তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। তারপর আমি আজীবন জিনশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধকে মৈত্রীচিত্তে চত্যুর্প্রত্যয়ের দ্বারা সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

২২৭. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২৮. এই শেষ জন্মে আমি শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য ও সম্ভান্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি।

২২৯. যৌবনে পর্দাপন করার পর পরই আমার বিয়ে হয়েছে। তারপর আমি সুন্দর ফুটফুটে দশটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি।

২৩০. তারা সবাই ছিল অত্যন্ত সুখী ও জনতার চোখে অতীব মনোহর। এমকি তারা শত্রুদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। আর আমার কাছে তো অবশ্যই প্রিয়।

২৩১. আমার দশ দশটি পুত্র আমার যথাযথ ভরণপোষণে সবিশেষ অপারাগ। তারা আমাকে দেবাতিদেব বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্জিত হওয়ার পরামর্শ দিল।

২৩২. তখন আমি একাকী বসে চিন্তা করলাম, এভাবে থেকে আমার কী লাভ ? এখন আমি আমার গর্ভজাত পুত্রদের দ্বারাই বজিত।

২৩৩. আমি সেখানেই চলে যাব, যেখানে আমার স্বামী চলে গিয়েছে। এভাবে চিন্তা করার পর আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

২৩৪. তখন ভিক্ষুণীরা আমাকে এক ভিক্ষুণী নিবাসে নিয়ে গিয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে জল গরম করতে বললেন।

২৩৫. তখন আমি নির্দেশ মোতাবেক জল এনে কলসিতে ভরে চুলায় চড়ালাম এবং তাতে মনযোগ দিলাম।

২৩৬. পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ন বশে দেখে সর্বাসব ক্ষয় করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

২৩৭. তখন ভিক্ষুণীরা সেখানে এসে জল গরম করা হয়েছে নি-না জিজ্ঞেস করলে আমি তৎক্ষনাৎ তেজকৃৎস্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে শিগগির জল গরম করে দিয়েছিলাম।

২৩৮. তারা বিস্মিত হয়ে জিনবর বুদ্ধকে বিষয়টি অবগত করলেন। তা শুনে নাথ বুদ্ধ অত্যন্ত খুশি হয়ে এই গাথাটি বললেন:

২৩৯. আরস্যপরায়ন ও হীনবীর্য হয়ে শত বৎসর বেঁচে থাকা অপেক্ষা উদ্যম শীল ও আরদ্ধবীর্য হয়ে একদিন মাত্র বেঁচে থাকাও শ্রেয়।

২৪০. এভবে আমার দ্বারা মহাবরি বুদ্ধ আরাধিত, পূজিত হলেন। মহামুনি বুদ্ধ আমাকে আরদ্ধবীর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন।

২৪১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৪৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সোণা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সোণা থেরী অপদান ষষ্ঠ অপদান সমাপ্ত]

৭. ভদ্রাকাপিলানী থেরী অপদান

২৪৪. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৪৫. তখন হংসবতি নগরে বিদেহ নামী এক মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিল। আমি তার ভার্যা ছিলাম।

২৪৬. একদিন শ্রেষ্ঠী সপরিষদ নরাদিত্য বুদ্ধের কাছে গিয়ে সর্ববিধ দুঃখ-ভয়বিদূরক ধর্মদেশনা শুনেছিল।

২৪৭-২৪৯. তখন নায়ক পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁর এক শ্রাবকে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গুণকীর্তন করছিলেন। তা শুনে সে বুদ্ধকে সাতদিন যাবৎ দান দিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করেছিল। সেই নরপুঙ্গব তখন পরিষদকে আনন্দিত করে শ্রেষ্ঠীর প্রতি অনুকম্পা করে এই গাথাগুলো বলেছিলেন, 'তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। হে পুত্র, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

২৫০. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে জন্ম নেবেন।

২৫১. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী কাশ্যপ নামক শাস্তাশ্রাবক হবে।

২৫২. তা শুনে শ্রেষ্ঠী ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। তারপর থেকে আজীবন মৈত্রীচিত্তে বিনায়ক বুদ্ধকে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা সেবা-পরিচর্যা করেছিলেন।

২৫৩. শাসনকে উজ্জ্বল করে, অন্যতীর্থিদের দমন করে, দুর্বিনীতদের বিনীত করে সশ্রাবক পদুমুত্তর বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

২৫৪-২৫৫. পরিনির্বাপিত লোকাগ্র শাস্তাকে পূজাকরার জন্যে শ্রেষ্ঠী জ্ঞাতিপরিজনদের সঙ্গে নিয়ে সাত যোজন উচ্চতা বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ রত্নময়, শতরশ্মি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, শালরাজের ন্যায় সুপুষ্পিত একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

২৫৬. সেখানে তিনি সপ্তবিধ রত্ন দিয়ে তৈরি সাত লক্ষ মৃন্ময় পাত্র তৈরি করিয়েছিলেন। সেগুলো নলাগ্নি মতো উজ্জ্বল হয়েছিল।

২৫৭. সকল সত্ত্বের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ মহর্ষি বুদ্ধকে পূজা করার জন্যে তিনি সুগন্ধ তৈল পূরিয়ে প্রদীপ জালিয়েছিলেন।

২৫৮. মহর্ষি বুদ্ধকে পূজা করার জন্যে তিনি সপ্তবিধ রত্নে পরিপূর্ণ সাতলক্ষ কুম্ভ তৈরি করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫৯. মাঝে মাঝে বহু মূল্যবান কাঞ্চনে পরিপূর্ণ আটটি করে কুম্ভ শরতের আকাশে দিবাকরের মতো উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছিল।

২৬০. চৌদিকের চারটি দ্বারে প্রতিষ্ঠিত তোরণগুলো এবং রত্নময় উন্নত ফলকগুলো অতিশয় শোভা বর্ধন করছিল।

২৬১. চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে থাকা সুনির্মিত কণিকাগুলো ও রত্নময় উড্ডীন পাতাগুলো বেশ আলোকিত করছিল।

২৬২. সুরক্ত, সুনির্মিত ও সুসজ্জিত রত্নময় চৈত্যটি উজ্জ্বল দিবাকরের মতো দেদীপ্যমান হচ্ছিল।

২৬৩. সেই স্তুপটির তিনটি বেদীর মধ্যে একটি হরিদ্বর্ণে, একটি মনোশিলায় ও অপরটি অঞ্জন দিয়ে পূর্ণ চৈত্যটিকে পূজা করে তিনি আজীবন যথাশক্তি সংঘকে দান করেছিলেন।

২৬৪. এভাবে রমনীয় চৈত্যটিকে পূজা করে তিনি আজীবন যথাশক্তি সংঘকে দান করেছিলেন।

২৬৫. তখন আমি শ্রেষ্ঠীর সাথে আজীবন সে সকল পুণ্যকর্ম করে তার সাথেই সুগতি স্বর্গলোকে জন্মেছিলাম।

২৬৬. দেবমনুষ্য লোকে উভয় সম্পত্তি ভোগ করে শরীরের ছায়ার ন্যায় তার সাথেই সংসারে বিচরণ করেছিলাম।

২৬৭. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিদর্শক, চারুদর্শন, নায়ক বিপশ্বী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২৬৮. তখন তিনি (শ্রেষ্ঠী) বন্ধুমতি নগরে এক হতদরিদ্র, কিন্তু গুণবান ও সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন।

২৬৯. তখনও আমি তার সহধর্মিনী হয়ে জন্মেছিলাম। একদিন তিনি মহামুনি বুদ্ধের কাছে ধর্মশ্রবণের জন্যে গিয়েছিলেন।

২৭০. শ্রোতৃমণ্ডলীর একপ্রান্তে বসে অমৃতোপম ধর্মদেশনা শুনে ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলেন এবং একটি পরিধেয় বস্ত্র দান করেছিলেন।

২৭১. অন্য একটি পরিধেয় বস্ত্রে ঘরে এসে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি যে বুদ্ধকে একটি বস্ত্র দান করেছি, তুমি সেই মহাপুণ্য অনুমোদন করো।'

২৭২. তখন আমি হাত জোড় করে এই বলে অনুমোদন করেছিলাম, 'হে প্রভু, তুমি যে বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে একটি বস্তু দান করেছ, তা খুব ভালো করেছ।'

২৭৩. বেশ সুখে ভবসংসারে বিচরণ করে তিনি বারাণসী নগরে এক মহিপতি রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২৭৪. তখনো আমি তার প্রধানা মহেষি হয়েছিলাম। পূর্বস্নেহবশত আমি তার অতীব প্রিয় ছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭৫. একদিন পিণ্ডার্থে বিচরণরত আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে তিনি তাঁদের উত্তম দান করেছিলেন।

২৭৬. পুনরায় তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর জন্য দক্ষ কারিগর দিয়ে রত্নময় মণ্ডপ ও স্বর্ণময় ছাড়া তৈরি করেছিলেন।

২৭৭. তারপর সেই পচ্চেক বুদ্ধগণকে সমবেত করিয়ে স্বর্ণময় আসলে বসিয়ে নিজ হাতে প্রসন্নমনে সেগুলো দান করেছিলেন।

২৭৮. তখনো আমি তার সহদাতা ছিলাম। পুনরায় আমি বারাণসীর এক কাশিগ্রামে জন্মেছিলাম।

২৭৯. এক সম্ভ্রান্ত কুটুম্বিকের গরে বেশ সুখে দেবর-ননদসহ বাস করছিলাম। আমি ছিলাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসম্ভব পতিব্রতা ভার্যা।

২৮০. তখন আমি এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে আমার ছোট ননদের ভাগের অন্ন দান দিয়ে তাকে তা জানিয়েছিলাম।

২৮১. সে তা অনুমোদ করেনি। আমি তার অন্ন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ননদ পুনরায় পচ্চেক বুদ্ধকে সেই অন্ন দান দিয়েছিল।

২৮২. তখন আমি রাগতচিত্তে সেই অন্ন ফেলে দিয়ে পচ্চেক বুদ্ধের পাত্র কাঁদা মাটিতে পূর্ণ করে দিয়েছিলাম।

২৮৩. এমনকি পদুষ্টমনে পচ্চেক বুদ্ধগণকে সমচিত্তসম্পন্ন দেখে তখন আমি সংবিগ্ন হয়েছিলাম।

২৮৪. পুনরায় পাত্রনিয়ে উহা খালি করে সুগন্ধি চূর্ণে মেজে প্রসন্নমনে সুমিষ্ট খাদ্য পূর্ণ করে দান করেছিলাম।

২৮৫. প্রার্থনা করেছিলাম। , এই দানের প্রভাবে জন্মে জন্মে আমি যেনসুশ্রী ও উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হই এবং আমার মুখ থেকে দুগর্ন্ধ না ছড়ায়।

২৮৬. পুনরায় আমি খুশিমনে মহাবীর কাশ্যপ বুদ্ধের ধাতুচৈত্য একটি সেনার ইট দান করেছিলাম।

২৮৭. সেই ইটে চারি প্রকার সুগন্ধ চূর্ণ মাখিয়ে দিয়ে আমি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ দুর্গন্ধ দোষমুক্ত হয়েছিলাম।

২৮৮-২৮৯. এভাবে সাত প্রকার রত্ন দিয়ে তৈরি সাত হাজার ঘৃততৈলের প্রদীপ লোকনাথ বুদ্ধকে পূজা করার জন্যে অতীব প্রসন্নমনে স্থাপন করেছিলাম

২৯০. তখন সেই পুণ্যপ্রভাবে কাশিরাজ্যে জন্মেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল সুমিত্তা।

২৯১. আমি কাশি রাজের অত্যন্ত প্রিয় ভার্যা হয়ে জন্মেছিলাম। তখন আমি এক পচ্চেক বুদ্ধকে একটি শালবস্ত্র দান করেছিলাম।

২৯২. সেই দান অনুমোদন করলে আমি পুন্যের ভাগীদার হয়েছিলাম। পুনরায় তিনি কাশিরাজ্যের কোলিয় জাতিতে জন্মেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯৩. তখন তিনি পাঁচশত কোলিয় পুত্রের সাথে পাঁচশত পচ্চেক বুদ্ধকে সেবা-পূজা করেছিলেন।

২৯৪. তিনি তাদের তিনমাস যাবৎ ভোজনে তৃপ্ত করিয়ে ত্রিচীবর দান করেছিলেন। তখন আমি তার ভার্যা ছিলাম এবং পুণ্যকর্মে সহায়তাকারিনী ছিলাম।

২৯৫. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি নন্দ নামক মহাযশস্বী রাজা হয়েছিলেন। তখনো আমি তার সর্বৈশ্বর্যশালিনী রানী হয়েছিলাম।

২৯৬-২৯৭. তখন ব্রহ্মদত্ত রাজা মহিপতি হয়েছিলেন। তখন আমি পদুমবতীর পুত্র পাচঁশত পচ্চেক বুদ্ধকে আজীবন সেবা করেছিলাম। তাদের সকলকে রাজোদ্যানে নিয়ে গিয়ে পরিনির্বাপিত হওয়ার পরও পূজাকরেছিলাম।

২৯৮. তাদের উদ্দেশে চৈত্য তৈরি করিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রব্রজ্জিত হয়েছিলাম এবং অপ্রমেয় তথা ব্রহ্মাবিহার ভাবনা করে ব্রহ্মলোকে জন্মেছিলাম।

২৯৯. সেখান থেকে চ্যুত হয়ে তিনি মহাতীর্থে পিপ্ফলি নামক যুবক হয়ে জন্মেছিলেন। তার মাতার নাম সমনাদেবী ও তার পিতা কোশিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

৩০০. আর আমি মর্দ জনপদের সাগল নগরে ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। আমার মাতার নাম সচীমতি।

৩০১. আমার পিতা আমাকে ঘনকাঞ্চনের প্রতিমা তুল্য দেখে কামনাবর্জিত কাশ্যপ ধীরের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

৩০২. সেই কাশ্যপ ধীর একদিন নিজ কর্মস্থলে গিয়ে কাক প্রভৃতি পাখিগুলো অন্য প্রাণিদের খেতে দেখে ভীষণ সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৩০৩. এদিকে আমিও ঘরের মধ্যে জলাধারে জাত কৃমিকুলকে কাক প্রভৃতি পাখিগুলো খেতে দেখে সংবেগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম।

৩০৪. তারপর সেই কাশ্যপ ধীর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাকে দেখে আমিও তার সাথে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেছিলাম। আমি পাঁচবৎসর যাবৎ পরিব্রাজক আশ্রমে বাস করেছিলাম।

৩০৫. বুদ্ধকে লালনপালনকারিনী মাসিমা গৌতমী যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন তখন আমিও তার কাছে গিয়ে বুদ্ধের দ্বারা অনুশাসিত হয়েছিলাম।

৩০৬. আমি অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। অহো, কাশ্যপের কী মহৎ কল্যাণমিত্রতা!

৩০৭. বুদ্ধের যোগ্য উত্তরসূরি কাশ্যপ অতীব সুসমাহিত তিনি পূর্বনিবাসাজ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি স্বর্গলাভের উপায় পরিস্কার দেখতে পান।

৩০৮. তিনি জন্মক্ষয়ী ও অভিজ্ঞালাভী মুনি এবং ত্রিবিদ্যালাভী ব্রাহ্মণ।

৩০৯. ঠিক তদ্রুপ এই ভদ্রাকপিলানী ও ত্রিবিদ্যালাভী, জন্মক্ষয়ী। তিনিও সসৈন্য মারকে পরাজিত করে অন্তিম দেহ ধারণ করেছেন।

৩১০. পৃথিবীর যত সব আদীনব তথা দোষ দেখেই আমরা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এখন আমরা দমিত শীতিভূত, নিবৃত, ক্ষীণাসব অর্হৎ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩১১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৩১২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৩১৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই ভদ্রাকাপিলানী ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[ভদ্রাকাপিলানী থেরী অপদান সপ্তম অপদান সমাপ্ত]

৮. যশোধরা থেরী অপদান

৩১৪. একসময় নরনায়ক বুদ্ধ সমৃদ্ধ ও রমনীয় রাজগৃহে নগরের পর্বত কন্দরে বাস করছিলেন।

৩১৫. সেই নগরের ভিক্ষনীনিবাসে বাস করার সময় যশোধরা ভিক্ষুণীর মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল:

৩১৬-৩১৮. শুদ্ধেধন মহারাজ, মহাপ্রজাপতি গেতমী, অভিজ্ঞালাভী মহাথেরগণ, বৃন্দা সবাই লোকনাথ বুদ্ধের জীবতাবস্থায় দীপশিখার ন্যায় পরম শান্তিপদ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। 'আমি ও সেই শান্তিপদ নির্বাণে গমন করব' এই ভেবে নিজের আয়ূ আরও কতদিন আছে তা দেখতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, আজই তার আয়ুষ্কাল শেষ।

৩১৯-৩২০. তারপর তিনি পাত্র-চীবর নিয়ে নিজ আশ্রম হতে বের হয়ে পাঁচশত ভিক্ষুণী পরিবেষ্টিত হয়ে মহাঋদ্ধিমান, মহাপ্রাজ্ঞ সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে শাস্তার একপার্শ্বে বসে এই কথা নিবেদন করেছিলেন:

৩২১. হে মহামুনি, আমার বয়স এখন আটাত্তর বৎসর। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে উপনীত। এই পর্বত কন্দরে এসে আমি আপনাকে অবগত করছি।

৩২২. আমার বয়স এখন পরিপক্ক। আমার জীবনের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন আমি আপনাদের ত্যাগ করে চলে যাব। আমার শরণ আমি নিজেই করে নিয়েছি।

৩২৩. এখন আমার জীবনের একদম শেষ সময়। মরণ আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। হে মহাবীর, আজ রাতেই আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।

৩২৪. হে মহামুনি, যেখানে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কোনোটিই নেই, সেই অজর, অমর অসংস্কৃত নির্বাণে গমন করব।

৩২৫. শাস্তার সামনে বসে থাকা সমগ্র পরিষদের কাছে কোনো অপরাধ করে থাকলে আপনারা মহামুনির সামনেই আমায় ক্ষমা করুন।

৩২৬. সংসারে বিচরণ করে আমি যদি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করে থাকি, হে মহাবীর, আমার সেই কৃত অপরাধ অকপটে স্বীকার করছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

৩২৭-৩২৮. তার কথা শুনে মুনিন্দ্র বুদ্ধ এই কথা তাকে বলেছিলেন, 'নির্বাণগামিনীকে এর চাইতে বেশি কী আর বলব ? তুমি আমার উপদেশ পালকারিনী, তুমি ঋদ্ধিপ্রদর্শন কর। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিষদের সমস্ত সন্দেহ দূর কর।

৩২৯. মুনিন্দ্র বুদ্ধের কথা শুনে যমোধরা ভিক্ষুণী মুনিন্দ্র বুদ্ধকে বন্দনা করে এই কথা নিবেদন করেছিলেন:

৩৩০. হে বীর, আমার নাম যশোধরা। আমি আপনার গৃহীকালী ভার্যা। আমার জন্ম শাক্যকুলে। আমি একজন সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা স্ত্রী।

৩৩১. হে বীর, গৃহীকালীন আমিই ছিয়ানব্বই লক্ষ নারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা ছিলাম।

৩৩২. আমি ছিলাম ভীষণ রূপবতী, গুণবতী, যুবতি ও প্রিয়া। লোকেরা সবাই আমাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করত।

৩৩৩. শাক্যপুত্রের নিবাসে আমিই ছিলাম। লাখো কন্যার মধ্যে প্রমুখা ও সমসুখ-দুঃখের অধিকারী দেবতাতুল্য নন্দন।

৩৩৪. কামধাতু অতিক্রম করে তারা রূপধাতুতে স্থিত হয়েছে। একমাত্র লোকনায়ক বুদ্ধব্যতীত অন্য কেউ তার রূপের তুল্য ছিল না।

৩৩৫. সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করে তিনি শাস্তাকে ঋদ্ধি দেখালেন, বহুধরনের মহান সব ঋদ্ধি দেখালেন।

৩৩৬-৩৩৮. দেহকে চক্রবালের সমান করলেন। মাথাটি রাখলেন উত্তরকুরুতে। উভয় পাখা দুটি দীপে আর শরীরটি রাখলেন জম্বুদীপে। দক্ষিণের সরোবরে রাখলেন পুচ্ছ আর পত্রপল্লবে সুশোভিত ডালাপাল, চন্দ্রসূর্যরূপ দুটি চোখকে মেরূপর্বতের উপর রাখলেন। চক্রবালগিরিকে করলেন মুখতুণ্ড তথা ঠোঁট আর সমূলক জম্বুবৃক্ষকে ব্যজনী বানিয়ে বাতাস করতে করতে লোকনায়ক বুদ্ধের কাছে গিয়ে বন্দনা করলেন।

৩৩৯. অনুরূপভাবে তিনি কখনো হস্তিবর্ণ, কখনো, পর্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য, মেরু ও শক্রবর্ণ ধারণ করে ঋদ্ধি দেখালেন।

৩৪০. হে বীর, আমি যশোধরা হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি। তার পর তিনি সহস্রলোকধাতুকে পদ্মফুল দিয়ে ছেয়ে ফেললেন।

৩৪১. নিজে ব্রহ্মবর্ণ ধারন করে শূণ্যে ধর্মদেশনা করলেন। তারপর আরও বললেন, হে বীর, আমি যশোধরা। হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

৩৪২-৩৪৩. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সর্বাসব ক্ষয় করে এখন আমি বিশুদ্ধ, সুনির্মল।

৩৪৪. হে মহাবীর, অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, একমাত্র আপনার কাছে এসেই।

৩৪৫. পূর্ব পূর্ব লোকনাথ বুদ্ধগণ আপনার সাথে আমার সর্ম্পকের কথা বলে দিয়েছিলেন। হে মহামুনি, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমি বহুপুণ্যকর্ম করেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৪৬. হে মুনি, আমি করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমি পুণ্যসঞ্চয় করেছি।

৩৪৭. অযোগ্যস্থান বর্জন করে আমি বহু অনাচার তথা অন্যায় কাঝ ত্যাগ করেছি। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার উদ্দেশেই আমি বহুবার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেছি।

৩৪৮. বহুকোটি সহস্রবার আপনি আমায় স্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন। তাতে আমি কখনো অখুশি হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৪৯. বহু কোটি সহস্রবার আপনি আমায় উপকার করেছিলেন। তাতে আমি কখনো অখুশি হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫০. বহু কোটি সহস্রবার আপনি আমায় ভোজন দিয়েছিলেন। আমি তাতে কখনো অখুশি হইনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫১. আমি বহু কোটি সহস্রবার জীবন ত্যাগ করেছিলাম। ভয় থেকে মুক্ত করব এই আশা আমি জীবন পর্যন্ত দান করেছি।

৩৫২. অঙ্গভূষণ, অলংকার ও নানা প্রকার বস্ত্র আমি কখনো লুকানোর চেষ্টা করিনি। হে মহামুনি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৩. হে মহামুনি, আমি অসংখ্য হস্তি, অশ্ব, গরু, দাস-দাসী ও পরিচারিকা ত্যাগ করেছি, তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৫. আমি যখনই ভেবেছি যে 'আমি যাচকদের দান করব' কখনো নিজেকে মনক্ষুন্ন হতে দেখিনি। তাই আমি উত্তম দান দিয়েছি।

৩৫৬. হে মহাবীর, সংসারে বিচরণকালে ভোগ করেছি, আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৩৫৭. হে মহামুনি, আমি সুখে আত্মহারা হইনি, দুঃখে দর্মনা হইনি। সর্বত্রই আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই হয়েছি।

৩৫৮. সম্বুদ্ধ যেই ধর্ম আবিস্কার করেছেন, হে মহামুনি, আমি ও সেই পথে হেঁটে সুখ-দুঃখ ভোগ করে পরম বোধি লাভ করেছি।

৩৫৯. আমি বহুবার দেব, ব্রহ্মা, লোকনায়ক গৌতম সম্বুদ্ধ ও অন্যান্য লোকনাথ বুদ্ধগণের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

৩৬০. হে মহামুনি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমি বহুবার পুণ্যকর্ম করেছি। বুদ্ধধর্ম গবেষণা করতে গিয়ে আমি বহুবার আপনার পরিচারিকা হয়েছি।

৩৬১. আজ থেকে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প আগে পৃথিবীতে লোকনায়ক মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৩৬২. একসময় এক প্রত্যন্তদেশে তথাগত নিমন্ত্রিত হলে পরে তার আগমেনের রাস্তাটি বহু মানুষ মিলে খুশিমনে পরিস্কার করছিল।

৩৬৩. সেই সময় সুমেধ নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্বদর্শী বুদ্ধের আগমন রাস্তাটি ঋদ্ধিযোগে ঠিক করে দিয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৬৪. সেই সময় আমি এক ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলাম। আমার নাম ছিল সুমিত্তা। আমি সেই জনসমাগমে গিয়েছিলাম।

৩৬৫. আমি শাস্তাকে পূজা করার জন্যে হাতে আটটি উৎপলপুষ্প নিয়ে বিশাল জনতার মধ্যে এক মহানুভব ঋষিকে দেখতে পেয়েছিলাম।

৩৬৬. এমন চিরানুগত, দয়াময়, অতি মনোহর ঋষিকে দেখে এখন আমার মনে হয়েছিল যে, 'আমার জীবন সফল'।

৩৬৭. তখন সেই ঋষির প্রচেষ্টা সফল হতে দেখেছিলাম। পূর্বকৃত কর্ম প্রভাবে আমার চিত্ত সম্বুদ্ধের প্রতিও প্রসন্ন ছিল।

৩৬৮. তার চেয়ে আরও বেশি মহৎপ্রাণ ঋষির প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম। আমি তাকে দান দেওয়ার মতো কিছুই দেখতে পাইনি। তাই আমি ঋষিকে সেই ফুলগুলোই দান করব।

৩৬৯. হে মহান ঋষি, এই পাচঁটি ফুল আপনার হোক, আর এই তিনটি আমার হোক। হে মহান ঋষি, বোধি জ্ঞান লাভের সময়ও তদ্রুপ ফল হোক।

[চতুর্থ ভাণবার সমাপ্ত]

৩৭০. ঋষি সেই ফুলগুলো নেওয়ার পর তখন মহাযশস্বী বুদ্ধ আসছিলেন। মহাঋষি তখন বিপুল জনতার সামনে বোধিজ্ঞান লাভের জন্যে সেই ফুলগুলো দিয়ে পূজা করেছিলেন।

৩৭১. মহামুনি, মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ বিশাল জনতার মধ্যে মহৎপ্রাণ ঋষিকে দেখে বর্ণনা করেছিলেন।

৩৭২. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে মহামুনি দীপংকর বুদ্ধ আমার কর্মসম্বন্ধে বলেছিলেন।

৩৭৩. হে মহাঋষি, এই কৃতকর্মের প্রভাবে একমাত্র তোমার জন্যেই সে সমচিত্তসম্পন্না, সমকর্মা, সমকারিনী ও প্রিয়া হবে।

৩৭৪. তোমার ধর্মে সে সুদর্শনা, সুপ্রিয়া, মনোজ্ঞা, প্রিয়বাদিনী, ঋদ্ধিমতি উত্তরাধিকারী হয়ে অবস্থান করবে।

৩৭৫. পোষ্য যেমন প্রভুর জিনিসপত্রগুলো রক্ষা করে থাকে, তদ্রুপ এই মেয়েটিও নিজ কুশলধর্মগুলো রক্ষা করবে।

৩৭৬. সেই কুশলধর্মগুলো তাকে অনুকম্পা করবে। সে পারমী পূরণ করবে। আর সিংহের ন্যায় পিঞ্জর ভেদ করে বোধিজ্ঞান লাভ করবে।

৩৭৭. আজ থেকে অপরিমেয় কল্প আগে বুদ্ধ আমার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন আমি তাঁর কথা অনুমোদন করেছিলাম আর সেভাবেই জীবন যাপন করেছিলাম।

৩৭৮. সেই সুকৃত কর্মের প্রতি আমি প্রসন্নচিত্ত হয়েছিলাম আর দেবমনুষ্য লোকে অসংখ্যবার জন্মেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭৯. দেবমনুষ্যলোকে বহু সুখ-দুঃখ ভোগ করে এই শেষ জন্মে আমি শাক্যকুলে জন্মেছি।

৩৮০. আমি অত্যন্ত, রূপবতী, ভোগবতী, যশবতী, শীলবতী, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা ও কুলসমূহে সম্মানার্হ হয়েছি।

৩৮১. লাভ, সৎকার, খ্যাতি প্রভৃতি অষ্টলোকধর্ম বিষয়ে আমার মনে কোনো দুঃখ বা খেদ নেই। আমি অকুতোভয় হয়েই বসবাস করি।

৩৮২. তখন রাজন্তপুরে ভগবান বুদ্ধ এভাবেই বরেছেন। বীর বুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের নগরে উপকার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৮৩-৩৯৯. যে সকল নারী সুখে-দুঃখে ভীষণ উপকারী, অর্থবাদী ও অনুকম্পাপরায়না এবং পাঁচশত কোটি ও নয়শত কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে আমি মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সর্ম্পকে শুনুন। আমি এগার শত কোটি ও বারকোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি বিশ শত কোটি ও ত্রিশশত কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি চলিশ শতকোটি ও পঞ্চাশ শতকোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি ষাট শতকোটি ও সত্তর শতকোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি আশিশত কোটি ও নব্বইশত কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি লক্ষকোটি লোকাগ্রনায়ক দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি অন্য নয় হাজার কোটি লোকনায়ক দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন। আমি লক্ষকোটি ও পঁচাশি মহর্ষি বুদ্ধকে ও পচাঁশি শত কোটি ও সাঁইত্রিশ কোটি দেবাতিদেব বুদ্ধকে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার কৃতকমৃ সম্বন্ধে শুনুন। আমি এই আট অষ্টক কোটি বীতরাগ পচ্চেক বুদ্ধ ও অসংখ্য ক্ষীনাসব, বীতরাগ বুদ্ধ শ্রাবককে মহাদান দিয়েছিলাম। হে ধর্মরাজ, আমার সেই মহান কৃতকর্ম সম্বন্ধে শুনুন।

৪০০. এভাবে সদা ধর্মাচরণকারীরাই ইহ-পরলোকে সুখলাভ করে থাকে।

৪০১. তাই সুষ্ঠুভাবে ধর্মাচরণ কর, দুশ্চরিত কর্ম করিও না। কারণ, ধর্মচারীই ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করে থাকে।

৪০২. আমি সংসারে প্রতি বীতৃষ্ণা হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমি একদম শূন্যহাতে সহস্র পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৪০৩. গৃহত্যাগ করে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। অর্ধ মাসের মধ্যেই আমি চতুরার্যসত্যজ্ঞান লাভ করেছিলাম।

৪০৪. বহু মানুষ সাগরের ঢেউয়ের মতো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্যাদি আমাকে দান করে থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪০৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪০৬. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪০৭. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪০৮. এভাবে বহুদুঃখ ও সম্পত্তিভোগ করে আজ আমি বিশুদ্ধভাবে উপনীত হয়েছি। এখন আমি সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছি।

৪০৯. পুণ্যলাভের জন্য মহর্ষি বুদ্ধকে যারা দান দিয়ে থাকে, সেটি তাদের অসংস্কৃত নির্বাণপদ লাভের সহায় হয়।

৪১০. এখন আমার অতীত, অনাগত বা বর্তমান পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয়েছে। হে চক্ষুষ্মান, আমি আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

ঠিক এভাবেই যশোধরা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশোধরা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী অপদান

৪১১. আজ থেকে লক্ষাধিক চারিঅসংখ্যেয় কল্প আগে লোকনায়ক দীপঙ্কর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৪১২. বিনায়ক মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ সমসুখদুঃখী সুমেধ ও সুমিত্তার কথা বলেছিলেন।

৪১৩. সদেবলোক দেখতে দেখতে ও বিচরণ করতে করতে আমরা সেই মহাজনসমাবেশে তাদের ভূয়শী প্রশংসা করার সময় এসেছিলাম।

৪১৪. ভবিষ্যতে আপনিই আমাদের সকলের প্রভু হবেন। আমরা সবাই আপনার মনোজ্ঞা ও প্রিয় বাদীকা ভার্যা হবো।

৪১৫. আমাদের দান, শীল, ভাবনা বহু মহামুনি, দীর্ঘদিন হলো সেসব আমাদের পরিত্যক্ত হয়েছে।

৪১৬. হে মহামুনি, সুগন্ধ, বিলেপন, মাল্য রত্নময়দীপ প্রভৃতি আমাদের প্রার্থিত সবকিছুই এখন পরিত্যক্ত হয়েছে।

৪১৭. হে মহামুনি, অমাদের অন্য সকল কৃতকর্ম ও মনুষ্য ভোগসম্পত্তি সবকিছুই। দীর্ঘদিন হলো আমরা পরিত্যাগ করেছি।

৪১৮. বহু জন্মপরিভ্রমণকালে আমরা বহুপুণ্যকর্ম করেছি। আমরা সেগুলো পরিভোগ করেই ভবভবান্তরে বিচরণ করেছি।

৪১৯. এই শেষ জন্মে আমরা শাক্যপুত্রের নিবাসে নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা দেব অস্পরা সদৃশ ও অনিন্দসুন্দরী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২০. আমরা লাভ, যশ, অন্নপানীয় লাভী। সর্বত্রই সকলের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হই।

৪২১. গৃহত্যাগ করে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। মাত্র অর্ধমাসের মধ্যে আমরা শান্তি নির্বাণ লাভ করেছি।

৪২২. আমরা অন্নপানীয়, বস্ত্র, শয্যাসন প্রভৃতি লাভী। সকলেই আমাদের চতুর্প্রত্যয় দান করে। আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত সম্মানিত ও পূজিত।

৪২৩. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪২৪. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪২৫. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশোধরা প্রমুখা দশ হাজার ভিক্ষুণী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান

৪২৬. শাক্যকুলে জন্ম নেওয়া যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী সম্বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪২৭. সেই মহাঋদ্ধিমতি আঠার হাজার ভিক্ষুণী মহামুনির পায়ে বন্দনা নিবেদন করে নিজেদের কথা অবগত করতে লাগলেন।

৪২৮. হে মহামুনি, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অনাসব, শান্তিপদ, অমৃতপুর নির্বাণে যাব।

৪২৯. হে মহামুনি, পূর্বে আমদের যা কিছু অপরাধ ছিল, সেসব অপরাধ আমরা অকপটে স্বীকার করছি। হে বিনায়ক, আমাদের মার্জনা করল।

৪৩০. ভগবান বললেন, হে আমার উপদেশ পালনকারিনী, তোমরা ঋদ্ধি প্রদর্শন করো। সমস্ত পরিষদের সন্দেহ দূর করো।

৪৩১. হে মহাবীর, প্রিয় দর্শনা, মনোজ্ঞা যশোধরাসহ আমরা সবাই অপনার গৃহীকালীন প্রজাপতি তথা ভার্যা ছিলাম।

৪৩২. হে বীর, গৃহী থাকাকালীন আমরাই ছিয়ানব্বই লক্ষ নারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা ছিলাম।

৪৩৩. আমরা ছিলাম ভীষণ রূপবতী, গুণবতী, যুবতি ও প্রিয়া। লোকেরা সবাই আমারদের দেবতার ন্যায় সম্মান করত।

৪৩৪. তখন এই শাক্যকুলে জন্ম নেওয়া যশোধরাসহ আঠার হাজার ভিক্ষুণীই ছিল প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৩৫. কামধাতু অতিক্রম করে তারা রূপধাতুতে স্থিত হলো। তখন তাদের সমতুল্য কেউই ছিল না।

৪৩৬-৪৪০. পূর্বোক্ত ৩৩৫ নং থেকে ৩৩৯ নং পর্যন্ত একই।

৪৪১. হে বীর, হে চক্ষুষ্মান, যশোধরা প্রমুখা আমরা সবাই আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি। হে নরনায়ক, আপনার প্রভাবেই আজ আমরা সফল হয়েছি।

৪৪২-৪৬৩. পূর্বোক্ত ৩৪২ নং হতে ৩৬৩ নং পর্যন্ত একই।

৪৬৪. সেই সময় আমরা সবাই ছিলাম ব্রাহ্মণ কন্যা। আমরা সেই জনসমাবেশে বহুস্থলজ পুষ্প আহরণ করেছিলাম।

৪৬৫. সেই সময় মহাযশস্বী, মহাবীর দীপংকর বুদ্ধ সেই মহৎপ্রাণ ঋষি সুমেধ সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন।

৪৬৬. তিনি যখন মহৎপ্রাণ ঋষি সুমেধ কাপসের কৃতকর্মের কথা বলছিলেন তখন দেবলোকসহ এই পৃথিবী কম্পিত হচ্ছিল, প্রকম্পিত হচ্ছিল এবং চিৎকার করছিল।

৪৬৭. বহু দেবকন্যা, মনুষ্যকন্যা, এমনকি আমরাও নানাবিধ পূজনীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে শাস্তাকে পূজা করে প্রার্থনা করেছিলাম।

৪৬৮. তখন জ্যোতিময় বুদ্ধ আমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আজ যারা প্রার্থনা করেছে তাদের প্রার্থনা পূরণ হবে।

৪৬৯-৪৭৫. পূর্বোক্ত ৩৭৭ নং থেকে ৩৮৩ নং পর্যন্ত একই।

৪৭৬. সুষ্ঠুভাবে ধর্মাচরণ করো। কখনো দুশ্চরিত কর্ম করিও না। কারণ, ধর্মচারীই ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করে থাকে।

৪৭৭. গৃহত্যাগ করে আমরা অনাগারিক প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেছি। মাত্র অর্ধমাসের মধ্যে আমরা চতুর্সত্য জ্ঞান লাভ করেছি।

৪৭৮. বহু মানুষ সাগরের ঢেউয়ের মতো আমাদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধপথ্য দান করে থাকে।

৪৭৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৪৮০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮১. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৪৮২. এভাবে বহুদুঃখ ও সম্পত্তি ভোগ করে আজ আমরা বিশুদ্ধভাবে উপনীত হয়েছি। এখন আমরা সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ করেছি।

৪৮৩. পুণ্য লাভের জন্য যারা মহর্ষি বুদ্ধকে দান দিয়ে থাকে, সেটি তাদের অসংস্কৃত নির্বাণপদ লাভের সহায় হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৮৪. এখন আমাদের অতীত বর্তমান বা ভবিষৎ পরিক্ষীণ হয়েছে। আমাদের সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয়েছে। হে চক্ষুষ্মান, আমরা আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

৪৮৫. যারা নির্বাণের কথা বলে থাকে তাদের আমরা আর কী-ই যা বলব। আপনারা সবাই শান্ত, সংস্কৃত দোষ বর্জিত অমৃতপদ নির্বাণ লাভ করুন।

ঠিক এভাবেই যশোধরা প্রমুখা আঠারাহাজার ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশোধরা প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান দশম সমাপ্ত]

[কুণ্ডলকেশী বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

কুণ্ডলা, গৌতমী, ধর্মদিন্না, সাকুলা,
রবনন্দা, সোণা, কাপিলানী ও যশোধরা।
দশ হাজার ও আঠার হাজার ভিক্ষুণী
মোট চারশ পঁচাশি গাথা এই বর্গে বর্ণিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. ক্ষত্রিয়া বর্গ

১. যশবতী প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান

১. আমাদের সমস্ত ভব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমাদের জন্মসকল বিমোহিত হয়েছে। আমাদের আর কোনো আসব নেই। হে মহামুনি, আমরাই আপনাকে অবগত করছি।

২. হে মহামুনি, পূর্বে আমরা যা কিছু কুশল কর্ম করেছিলাম এবং পরিভোগ্য জিনিস দান দিয়েছিলাম, তা একমাত্র আপনারই জন্য।

৩. হে মহামুনি আমরা বুদ্ধ, পচ্চেবুদ্ধ ও শ্রাবকদের পরিভোগ্য জিনিস দান করেছিলাম, আর তা একমাত্র আপনার জন্যেই।

৪. হে মহামুনি, ভিক্ষুদের উচ্চনীচময় নানা কাজকর্ম ও উচ্চকুলীয় নানাবিধ কর্ম আমরা করেছিলাম।

৫. সেই পূর্বকৃত কুশল কর্মের প্রভবে আমরা সাধারণ মানবীয় সবকিছু অতিক্রম করে ক্ষত্রিয় কুলে জন্মেছিলাম।

৬. এই শেষ জন্মেও আমরা একত্রে কর্ম করার দরুন ক্ষত্রিয় কুলে একত্রে জন্মগ্রহণ করেছি।

৭. হে মহাবীর, আমরা রূপবতী, ভোগবতী ও লাভ-সৎকারে পূজিতা হয়ে অন্তপুরে দেবনন্দনতুল্য হয়েছি।

৮. গৃহের প্রতি অনাসক্ত হয়ে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। কিছুদিন গত হওয়ারপরই আমরা সবাই নির্বাণ লাভ করেছি।

৯. বহুমানুষ আমাদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধপথ্য দান করে থাকে। আমরা সব সময় তাদের দ্বারা পূজিত হয়েছি।

১০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই যশবতী প্রমুখা আঠারাহাজার ক্ষত্রিয় কন্যা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[যশবতী প্রমুখা আঠার হাজার ভিক্ষুণী অপদান প্রথম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. চুরাশি হাজার ভিক্ষুণী অপদান

১৩. হে মহামুনি, আপনার শাসনে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নেওয়া সুকোমল হস্ত-পদসম্পন্না চুরাশি হাজার কন্যা আছে।

১৪. হে মহামুনি, আপনার শাসনে বৈশ্য-শূদ্র কুলে জন্ম নেওয়া কন্যা, দেবতা, নাগ ও কিন্নর-চারি দ্বীপের বহুকন্যা আছে।

১৫. তন্মধ্যে কিছু আছে যারা সর্বদর্শী বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্জিত হয়েছেন। আর দেবতা, কিন্নর ও নাগেরা ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভ করবে।

১৬. তারা সর্ববিধ যশকীর্তি ও ভোগসম্পত্তি ভোগ করে আপনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে নির্বাণ উপলদ্ধি করবে।

১৭. হে মহাবীর, আমরা ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নেওয়া ব্রাহ্মণ কন্যা। চক্ষুষ্মান, আমরা আপনার পায়ে বন্দনা নিবেদন করছি।

১৮. আমাদের সমস্ত ভব ক্ষয় হয়েছে। দুঃখের মূল তৃষ্ণা ধ্বংস হয়েছে। , অনুশয়গুলো সমুচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পুণ্যসংস্কার ক্ষয় হয়েছে।

১৯. আমরা সবাই সমাধি গোচরা ও সমাপত্তিলাভী। আমরা সব সময় ধ্যান ও ধর্মরতিতে অবস্থান করব।

২০. আমরা ভবনেত্রি তৃষ্ণা, অবিদ্যা ও সংস্কার ক্ষয় করেছি। হে নায়ক, অনুমতি দিন, আমরা সুর্দদশ নির্বাণে গমন করব।

২১. ভগবান বললেন, তোমরা আমার বহু অপকারিনী, দীর্ঘদিন শীল-সমাধি অনুশীলন করেছ। সকলের সংশয় দূর করেই তোমরা সবাই নির্বাণে গমন কর।

২২. অতঃপর তারা মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের পায়ে বন্দনা করে নানা প্রকার অলৌকিক ঋদ্ধি দেখাতে লাগলেন। কেউ আলো, কেউ অন্ধকার দেখালেন।

২৩. তারা চন্দ্র, সূর্য, সাগর, সিনেরূপর্বত, নানান জিনিসপত্র ও পারিজাতপুষ্প দেখালেন।

২৪. তাদের কেউ কেউ ঋদ্ধিযোগে তাবতিংস যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও পরনির্মিত বশবতী দেবলোকে মহশ্বর দেবতাদের দেখালেন।

২৫. কেউ কেউ ব্রহ্মাও তাদের মহার্ঘ চংক্রমণশালা দেখালেন। কেউ কেউ ব্রহ্মবর্ণ ধারণ করে শূন্যে বসে ধর্মদেশনা করলেন।

২৬. তারা নানা প্রকারে শাস্তাকে ঋদ্ধি দেখালেন, নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রদর্শন করলেন। শেষে শাস্তার পায়ে বন্দনা নিবেদন করলেন।

২৭-২৮. হে মহামুনি, আমরা বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমাদের সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম নেই।

২৯. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে আমাদের অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্বিদায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০. আপনার সাথে যে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে তার পূর্বপূর্ব লোকনাথ বুদ্ধগণ বলে দিয়েছিলেন। হে মহামণি, একমাত্র আপনার জন্যেই আমরা বহু পুণ্যকর্ম করেছি।

৩১. হে মুনি, আমাদের কৃত কুশলকর্ম স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই আমরা পুণ্য সঞ্চয় করেছি।

৩২. আজ থেকে লক্ষ কল্প আগে পদুমুত্তর মহামুনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। সম্বুদ্ধের কুলাবাস ছিল হংসবতি নগরে।

৩৩. হংসবতি নগরদ্বারের সামনে দিয়ে এক নদী সদা প্রবাহিত হতো। সেই নদীটির পার পর্যন্ত পানিতে পূর্ন থাকায় ভিক্ষুরা পরপারে যেতে পারছিলনা।

৩৪. একদিন গেল, দুদিন, তিনদিন গেল, তারপর সপ্তাহ, মাস, এমনকি চারমাস পরও নদীটি পানিতে পূর্ণ থাকায় তারা পরপারে যেতে পারছিল না।

৩৫. তখন সেখানে সত্তসার নামক এক জটিল বসবাস করত। ভিক্ষুগণ নদীটি পার হয়ে পরপারে যেতে পারছেন না দেখে তিনি সেখানে একটি সেতু নিমার্ণ করে দিয়েছিলেন।

৩৬. প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিনি সেই সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন। তারপর পরপারে সংঘের উদ্দেশে একটি বিহার নিমার্ণ করিয়েছিলেন।

৩৭. তার সেতু ও বিহার নির্মাণকালে বহু স্ত্রী-পুরুষ ও উচ্চ-নীচকুলগুলো তাকে সাহায্য করেছিল।

৩৮. সেই নগর ও জনপদের আমরাসহ অন্য লোকেরা যারা বিপ্রসন্নমনে সেতুও বিহার নির্মাণে সাহায্য করেছিল তারা সবাই তার ধর্মের উত্তরাধিকারী হয়েছিল।

৩৯. বহু স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সবাই সেতু ও বিহারের জন্যে বালি ছিটিয়েছিল।

৪০. তারা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে, কলাগাছ ও পূর্ণঘটে ধ্বজা টাঙিয়ে, ধূপ, চূর্ণ ও মালা তৈরি করে শাস্তার উদ্দেশে নিবেদন করেছিল।

৪১. তারপর আমরা সবাই সেতু ও বিহার নির্মাণ করে, বিনায়ক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে, মহাদান দিয়ে পরম সম্বোধি প্রার্থনা করেছিলাম।

৪২. তারপর সকল প্রাণির উদ্ধারকারী, মহামুনি, মহাবীর পদুমুত্তর বুদ্ধ জটিলের প্রার্থনা অনুমোদন করেছিলেন।

৪৩. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ভদ্রকল্পে সে জন্ম নেবে। ভবভবান্তরে বহু সুখসম্পত্তি ভোগ করে বোধিজ্ঞান লাভ করবে।

৪৪. পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণকারী সবাই দীর্ঘকাল পরে ভবিষ্যতে একত্রে একইসময়ে জন্ম নেবে।

৪৫. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে তোমাদের জন্যে এক দেবভবন উৎপন্ন হবে। সেই দেবভবনে তারা সবাই আপনার পরিচারিকা ছিল।

৪৬. অসংখ্যদিবসুখ ও মনুষ্যসুখ ভোগ করে ভবভবান্তরে বিচরণকালে আমরা সবাই আপনারই সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪৭. অহো, আজ থেকে লক্ষকল্প আগে আমরা সুকর্ম সম্পাদন করেছিলাম! তার ফলে আমরা জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য ও দেবলোকে সুখুমাল হয়ে জন্মেছিলাম।

৪৮. সেই সুকৃত কর্মের ফলে আমরা সবাই সর্বত্র ও সব সময় রূপ, ভোগ, যশ, কীর্তি, ও সৎকার লাভ করেছিলাম।

৪৯. এই শেষ জন্মে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছি। শাক্যপুত্রের নিবাসে আমরা সবাই সুকোমল হস্ত-পদসম্পন্না হয়েছি।

৫০. হে মহামুনি, আমরা সব সময় অনলংকৃত ও অসজ্জিত পৃথিবীর দেখা পাই না। আমরা কখনো উঁচু-নিচু, গর্তযুক্ত, কর্দমাক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত ভূমি দেখতে পাই না।

৫১. আমরা গৃহে থাকাকালীন ও সদা সর্বদা আমাদের সৎকার-সম্মান করা হতো। ইহা আমাদের পূর্বকৃত কর্মেরই ফল।

৫২. গৃহত্যাগ করে আমরা অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এখন আমরা সংসারসাগর পাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ বীতরাগ হয়েছি।

৫৩. লোকজন আমাদের সব সময় হাজারো চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ওষুধপথ্য দান করে থাকে।

৫৪. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৫৫. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৫৬. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই চুরাশি হাজার ব্রাহ্মণকন্যা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[চুরাশি হাজার ভিক্ষুণী অপদান দ্বিতীয় সমাপ্ত]

৩. উৎপলদায়িকা থেরী অপদান

৫৭. অরুণবতী নগরে অরুণ নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। আমি ছিলাম তার ভার্যা। আমরা উভয়ে একত্রে বিচরণ করছিলাম।

৫৮. একসময় নির্জনে বসে থাকার সময় আমি এরূপ চিন্তা করেছিলাম: 'আমি এমন কোনো কুশল কর্ম করিনি, যা মৃত্যুর পর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।'

৫৯. আমি যে মৃত্যুর পর মহাজ্বালাময়, নিদারুণ, ঘোর দুঃখপূর্ণ নিরয়ে যাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৬০. এভাবে চিন্তা করার পর আমি আমার মনকে প্রফুল্ল করে রাজার কাছে গিয়ে এই কথা নিবেদন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬১. প্রভু, আমরা হচ্ছি স্ত্রীজাতি। আমাদের অবশ্যই পুরুষের অনুগত হয়ে চলতে হয়। হে ক্ষত্রিয়, আমাকে একজন শ্রমণ দেন। আমি তাঁকে ভোজন করাব।

৬২. রাজা আমাকে একজন ভাবিতেন্দ্রিয় শ্রমণ দিলেন। আমি তাঁর পাত্রটি নিয়ে তাতে উত্তম অন্ন দিয়ে পূর্ণ করেদিলাম।

৬৩. উত্তম অন্ন পূর্ণ করে দিয়ে, তাতে সুগন্ধি মেখে দিয়ে, বিশাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে আমি অতীব তুষ্ট মনে দান করেছিলাম।

৬৪. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৬৫. আমি হাজার বার হাজারো দেবরাজের মহেষী হয়েছিলাম এবং হাজারবার হাজারো চক্রবর্তী রাজার মচিষী হয়েছিলাম।

৬৬. আর প্রাদেসিক রাজার মহেষী তো আমি অসংখ্যবার হয়েছিলাম। পূর্বকৃত কর্মের ফলে আমি অন্য আরও অনেক কিছু ভোগ করেছিলাম।

৬৭. আমি উৎপলবর্ণের ন্যায় অভিরূপা সুর্দশনা, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণা, অভজাতা ও জ্যোতিময়ী স্ত্রীলোক হয়েছিলাম।

৬৮. এই শেষ জন্মে আমি শাক্যকুলে জন্মেছি। শুদ্ধোধন রাজার হাজারো নারী মধ্যে আমিই প্রমুখা ও শ্রেষ্ঠা ছিলাম।

৬৯. গৃহের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়ে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সপ্তম দিনের রাতে আমি চতুর্সত্যজ্ঞান লাভ করেছি।

৭০. এ যাবৎ আমি যে পরিমাণ চীবর, পিণ্ডপাত শয্যাশন, ওষুধপথ্য পেয়েছি, তা পরিমাণ করা সম্ভব নয়। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭১. হে মুনি, আমি কুশল-পুণ্যকর্ম সঞ্চয় করেছি তা স্মরণ করুন। হে মহাবীর, একমাত্র আপনার জন্যেই আমি বহুপুণ্যসঞ্চয় করেছি।

৭২. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে আমি যেই দান করেছিলাম, সেই থেকে একবারও আমাকে অপায় দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭৩. দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুই জাতিই মাত্র আমি জানি। আমার অন্য গতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইহ আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফল।

৭৪. আমি সব সময় উচ্চকুলে, মহাধনী, মহাশাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। অন্য কোনো কুলে জন্মেছি বলে আমার জানা নেই। ইহা আমার পিণ্ডপাত দানেরই ফলে।

৭৫. পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে আমি ভবভবান্তরে বিচরণ করেও কোনো অমনোপুত দৃশ দেখতে পাইনি। ইহা আমার আনন্দিত মনে দানেরই ফল।

৭৬-৭৭. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭৮. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসেই অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

৭৯. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

৮০. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

৮২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই উৎপলদায়িকা ভিক্ষুণী ভগবানের সামনে এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[উৎপলদায়িকা থেরী অপদান তৃতীয় সমাপ্ত]

৪. সিঙ্গালমাতা থেরী অপদান

৮২. আজথেকে লক্ষ কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিশেষ পারদর্শী নায়ক পদুমুত্তর জিন উৎপন্ন হয়েছিলেন।

৮৩. তখন আমি হংসবতী নগরে নানাবিধ রত্নসমন্বিত, সমৃদ্ধ ও ধনাঢ্য এক অমাত্য পরিবারে জন্মেছিলাম।

৮৪. পিতার সাথে ধর্মসভায় গিয়ে মহাজনতা সামনে বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে আমি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

৮৫. প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি কায়িক পাপকর্ম বর্জন করেছিলাম। সেই সাথে বাচনিক দুশ্চরিত বর্জন করে জীবিকা পরিশুদ্ধ করেছিলাম।

৮৬. তখন আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি প্রসন্না, তীব্র গারবী, সদ্ধর্মশ্রবণে নিয়োজিতা ও বুদ্ধদর্শনাকাঙ্ক্ষী।

৮৭. একদিন বুদ্ধ একভিক্ষুণীকে শ্রদ্ধাবিমুক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলছেন শুনে আমি সেই শ্রেষ্ঠপদ প্রার্থনা করে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষা পূরণ করেছিলাম।

৮৮-৮৯. তখন করুণাঘন সুগত আমাকে বললেন, তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিত; যার শীল কল্যাণকর, আর্যকান্ত ও প্রশংসিত এবং সংঘের প্রতি যার ঋজুভূত নির্মর প্রসন্নতা আছে, আর যা-ই হোক তাকে অন্তত দরিদ্র বলা যায় না। তার জীবন পুরোপুরি সার্থক।

৯০. তাই মেধাবী ব্যক্তিরা বুদ্ধানুশাসন স্মরণ করে শ্রদ্ধা, প্রসাদকর ধর্মদর্শনে নিয়েজিত হও।

৯১. তা শুনে আমি ভীষণ রকম আনন্দিত হয়েছিলাম এবং আমার প্রার্থনা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার উত্তরে বিনায়ক বুদ্ধ বলেছিলেন, তুমি বুদ্ধের প্রতি প্রসন্না, কল্যাণযুক্তা তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯২. আজ থেকে লক্ষ কল্প পরে ওক্কাকুকুলে গৌতম নামক শাস্তা পৃথিবীতে উৎপন্ন হবেন।

৯৩. তাঁর ধর্মে তুমি ধর্মৌরসজাত উত্তরাধিকারী সিঙ্গালকের মাতা নামে শাস্তাশ্রাবিকা হবে।

৯৪. তা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি মৈত্রীচিত্তে আজীবন নায়ক জিনকে প্রতিপত্তিধর্মের মাধ্যমে সেবা-পরিচর্যা করেছিলাম।

৯৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

৯৬. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মেছি।

৯৭. আমার পুত্র সিঙ্গালক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে মিথ্যাপথে গিয়ে ষড়দিক পূজায় নিয়োজিত হয়েছিল।

৯৮. একদিন আমার পুত্র সিঙ্গালক এক এক করে ষড়দিক নমস্কার করছিল। এমন সময় বিনায়ক বুদ্ধ নগরে পিণ্ডচারণের জন্যে বের হন।

৯৯. তাকে ধর্ম দেশনা করার দুই কোটি নরনারীর ধর্ম জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

১০০. তখন আমি সেই পরিষদে গিয়ে সুগতের ধর্মকথা শুনে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছিলাম এবং অনাগরিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১০১. মুহূতের মধ্যেই আমার পূর্বপ্রথিত বুদ্ধদর্শনেচ্ছার কথা মনে পড়েছল। সেটি ভাবনা করেই আমি সঙ্গে সঙ্গে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম।

১০২. আমি সব সময় বুদ্ধকে দেখার জন্যে যেতাম। বুদ্ধের দৃষ্টিনন্দন রূপলাবন্য দেখে দেখে আমার কখনো তৃপ্তি হতো না।

১০৩. আমি সর্ববিধ পারমী সমন্বিত সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবন্যময় বুদ্ধকে এতকরে দেখা সত্ত্বেও অতৃপ্তি নিয়ে সববাস করে থাকি।

১০৪. আমার এই গুণে তুষ্ট হয়ে বুদ্ধ আমাকে এই বলে শ্রেষ্ঠপদে বসালেন, শ্রদ্ধাবিমুক্তাদের মধ্যে সিঙ্গালকের মাতাই শ্রেষ্ঠ।

১০৫-১০৬. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্ববিধ আসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার পুর্নজন্ম নেই।

১০৭. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১০৮. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১০৯. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১১০. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সিঙ্গালমাতা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[সিঙ্গালমাতা থেরী অপদান চতুর্থ সমাপ্ত]

৫. সুক্কা থেরী অপদান

১১১. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে বিদর্শক, নায়ক, চারুদর্শন বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১১২. তখন আমি বন্ধুমতি নগরে অন্যতর এক পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। একদিন আমি মহামুনির ধর্মদেশনা কুনে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম।

১১৩. তখন আমি ছিলাম বহুশ্রুতা, ধর্মধরা, প্রতিভাণবতী, বিচিত্রকথিকা ও বুদ্ধের উপদেশ পালনকারিনী।

১১৪. তখন আমি বহুজনতার হিত, সুখ, মঙ্গলের জন্যে ধর্মকথা বলেছিলাম। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি তুষিত স্বর্গে যশস্বিনী হয়েছিলাম।

১১৫. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে দেদীপ্যমান শিখী জিন মহান যশস্বী হয়ে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১১৬. তখনো আমি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বুদ্ধশাসনে অভিজ্ঞ হয়েছিলাম। এবং মানুষের কাছে জিনোপদেশগুলো প্রকটিত করে তখনো আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১১৭. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে পৃথিবীতে মহাজ্ঞানী বেস্সভূ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন। তখনো সেভাবেই আমি জন্ম নিয়েছিলাম।

১১৮. তখনো আমি শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে জিনশাসনকে আলোকিত করেছিলাম এবং রমনীয় দেবপুরীতে গিয়ে মহাসুখ ভোগ করেছিলাম।

১১৯. এই ভদ্রকল্পে নরশরণ জিনোত্তম ককুসন্ধ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তখনো আমি সেভাবেই জন্মেছিলাম।

১২০. তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে আমি যথা আয়ুস্কাল শাসনকে আলোকিত করে নিজ ঘরে ফিরে যাবারন্যায় তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২১. এই ভদ্রকল্পেই লোকশরণ, অরণ, অমৃতদায়ক, নায়ক কোণাগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২২. তখনো আমি তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বহুশ্রুতা, ধর্মধরা হয়ে জিনশাসনকে উজ্জ্বল করেছিলাম।

১২৩. এই ভদ্রকল্পেই লোকশরণ, অরণ, মন্ত্রধর, মুনিশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১২৪-১২৫. সেই নরবীর বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে আমি সদ্ধর্মে পারদর্শী, প্রশ্নবিশারদ সুশীলা, লজ্জী ও ত্রিবিধ শিক্ষায় অভিজ্ঞ হয়ে আজীবন বহু ধর্মকথা বলেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২৬. সেই কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

১২৭. এই শেষ জন্মে আমি রাজগৃহে বহু নত্নের মালিক এক সম্ভ্রন্ত শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মেছি।

১২৮. হাজারো ভিক্ষু পরিবৃত লোকনায়ক বুদ্ধ যখন রাজগৃহে প্রবেশ করছিলে তখন দেবরাজ শক্র এই বলে তার ভূয়শী প্রশংসা করছিলেন:

১২৯. ভগবান বুদ্ধ নিজে দান্ত হয়ে পূর্বজটিল দান্তদের সঙ্গে ও নিজে বিপ্রমুক্ত হয়ে বিপ্রমুক্তদের সঙ্গে সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে রাজগৃহে প্রবেশ করছেন।

১৩০. এমন বুদ্ধানুভব তথা প্রভাব দেখে ও তাঁর গুণের কথা শুনে আমি প্রসন্নমনে শক্তি প্রমাণে তাঁকে প্রজা করেছি।

১৩১. পরবর্তীকালে আমি মহামতি ধর্মদিন্না ভিক্ষুণীর কাছে গিয়ে গৃহত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

১৩২. ক্লেশ ছেদনের সময়েই আমি সমস্ত ক্লেশকে দগ্ধ করেছি। প্রব্রজ্যা নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমি সমস্ত বুদ্ধের শিক্ষাগুলো শিখেছি।

১৩৩. তার পর একদিন আমি মহাজনসমবেশে ধর্ম দেশনা করেছি এবং আমার ধর্মদেশনা শুনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর ধর্মজ্ঞান হয়েছে।

১৩৪. বহু হাজার জনতার ধর্মজ্ঞান লাভ করার ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে এক যক্ষ সমগ্র রাজগৃহ ঘুরে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিল।

১৩৫. আমি রজগৃহের মানুষদের কী এমন করেছি অথবা কী এমন মধু পান করিয়েছি যে, তারা অমৃতপদ নির্বাণ দেশনারতা সক্কাকে সেবা-সম্মান করবে না ?

১৩৬. তা এমন বিশুদ্ধ, খাটি ও মধুর ছিল যে তারা সচেতনভাবেই ধর্মবারি পান করছিল।

১৩৭-১৩৮. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৩৯. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১৪০. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৪১. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৪২. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই সুক্কা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[সুক্কা থেরী অপদান পঞ্চম সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[পঞ্চম ভাণবার সমাপ্ত]

৬. অভিরূপানন্দা থেরী অপদান

১৪৩. আজ থেকে একানব্বই কল্প আগে সর্ববিধ ধর্মে চক্ষুষ্মান, চারুদর্শন, নায়ক বিপশ্বী ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৪৪. তখণ আমি বন্ধুমতি নগরে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নিয়ে ভীষণ রূপবতী দয়াময়ী ও জনসাধারণের পূজনীয় হয়েছিলাম।

১৪৫. একদিন আমি মহাবীর, লোকনায়ক বিপশ্বী ভগবানের নিকট গিয়েছিলাম। তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আমি তার শরণ গ্রহণ করেছিলাম।

১৪৬. আমি ছিলাম ভীষণ শীলসংযত। নরোত্তম বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে পরে তার উদ্দেশে নির্মিত ধাতুস্তুপের উপর সুবর্ণছাতা দিয়ে পূজা করেছিলাম।

১৪৭. আমি আজীবন দানবতীও শীলবতী হয়ে মৃতুর পর মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

১৪৮-১৪৯. তখন আমি নির্মোক্ত দশটি বিষয় -সমন্বিত হয়েছিলাম। আমি রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আয়ু, বর্ণ, সুখ, যর্শ ও আধিপত্য এই দশটি বিষয়ে বিচিত হয়েছিলাম।

১৫০. এই শেষ জন্মে আমি কপিলাবস্তু নগরে ক্ষেমক শাক্যের কন্যা নন্দা নামে জন্মগ্রহণ করেছি।

১৫১-১৫২. তখন আমি ছিলাম ভীষণ রূপবতী ও কোমলকান্তি। রূপ- লাবন্যে ভূষিতা ও যৌবনপ্রাপ্তা হলে পরে আমাকে নিয়ে শাক্যরা ভীষণ রকম বিবাদে লিপ্ত হলো। তখন আমার পিতা 'তোমার কারণে শাক্যরা ধ্বংস না হোক' এই বলে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রব্রজ্জিতা করিয়ে দিলেন।

১৫৩. প্রব্রজ্জিত হওয়ার পর আমি শুনতে পেলাম যে, নরোত্তম তথাগত নাকি রূপলাবন্যের নিন্দা করেন। তাই আমি আমার রূপলাবন্যে গর্বিতা হয়ে তাঁর কাছে যেতাম না।

১৫৪. এমন কি আমি বুদ্ধদর্শনের ভয়ে উপদেশ শুনতে পর্যন্ত যেতাম না। তখন জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আমাকে সুকৌশলে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।

১৫৫. তখন মার্গজ্ঞ বুদ্ধ আমাকে ঋদ্ধিযোগে তিন ধরণের স্ত্রী দেখালেন। সেগুলো হলো, অস্পরাসদৃশ রূপবতী তরুনী, তারপর জরাগ্রস্ত স্ত্রী ও সবশেষে একদম মৃত স্ত্রী।

১৫৬. স্ত্রীলোকের এই ত্রিবিধ অবস্থা বা পরিণতি দেখে আমি ভীষণভাবে সংবেগপ্রাপ্ত হলাম এবং অচিরেই এই দেহের রূপলাবন্যের প্রতি বিরক্তচিত্ত হলাম। আমি দেহের প্রতি নিরাসক্ত হলো পরে নায়ক বুদ্ধ আমাকে বললেন

১৫৭. হে নন্দে, পূতি, অশুচি ও ব্যাধির এই সমষ্টিকে দেখো। এই অশুচি দেহতে একমাত্র মূর্খরাই অভিনন্দিত করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৮. একাগ্র ও সুসমাহিত হয়ে অশুভ ভাবনায় চিত্তকে নিয়োজিত করো। এই দেহ যেমন, অন্য দেহও তেমন। অন্য দেহ যেমন, এই দেহও তেমন।

১৫৯. এভাবে এই দেহকে রাতদিন অতন্দ্রভাবে দেখতে নিজ প্রজ্ঞায় উপলব্ধি করে অবস্থান কর।

১৬০. তারপর থেকে অপ্রমত্তভাবে ও জ্ঞানযোগে বিচরণ করতে করতে আমি এই অশুচিদেহের র্যথার্থ স্বভাব দেখতে পেলাম।

১৬১. অতঃপর আমি এই দেহের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হলাম, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হলাম। অপ্রমত্তও নিরাসক্ত ও উপশান্ত হলাম।

১৬২-১৬৩. আমি বিবিধ ঋদ্ধি দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর পুনর্জন্ম নেই।

১৬৪. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি, ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উপন্ন হয়েছে।

১৬৫. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৬৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৬৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই অভিরূপানন্দা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অভিরূপানন্দা থেরী অপদান ষষ্ঠ সমাপ্ত]

৭. অর্ধকাশি থেরী অপদান

১৬৮. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ ভগবান উৎপন্ন হয়েছিলেন।

১৬৯-১৭১. তখন সেই বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্জিত হয়ে প্রাতিমোক্ষমীলে ও পঞ্চেন্দ্রিয়ে সংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, সদা জাগরণযুক্ত ও যোগযুক্ত তথা ধ্যানী হয়ে অবস্থান করছিলাম। একদিন আমি বিগত আসব ভিক্ষুণীকে প্রদুষ্টমনে 'পতিতা' বলে গালি দিয়েছিলাম। সেই পাপকর্মের ফলে আমি নিরয়ে দগ্ধ হয়েছিলাম।

১৭২-১৭৩. দীর্ঘকাল নিরয়ে দগ্ধ হবার পর আমি এক পতিতা পরাধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করেছিলাম। এই শেষ জন্মে আমি পূর্বজন্মে ব্রহ্মচর্যা আচরণের ফলে কাশি রাজ্যের এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে ভীষণ রূপবতী দেবঅস্পরা সদৃশ হয়ে জন্মেছি।

১৭৪. রাজগৃহে নগরের লোকেরা আমার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আমাকে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করল। ইহা আমার প্রদুষ্টচিত্তে গালি দেওয়ারই ফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭৫. একদিন আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ দেশিত সদ্ধর্ম শুনে পূর্বকৃত কুশল সংস্কারের বলে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।

১৭৬. তখন আমি উপসম্পদা লাভের জন্যে জিনশ্রেষ্ঠের কাছে যাবার সময় পথিমধ্যে ধূর্তরা আছে শুনে এক দূতের মাধ্যমে উপসম্পদা লাভ করেছিলাম।

১৭৭. আমার সমস্ত কর্ম পরিক্ষীণ হয়েছে। তদ্রুপ আমার সমস্ত পাপ-পুণ্য ও পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমি সমস্ত সংসার হতে মুক্ত। গণিকাবৃত্তি এখন আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

১৭৮-১৭৯. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূকর্বানিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আমার আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৮০. হে মহাবীর, আপনার কাছে এসে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারিপ্রতিসম্ভিদায় আমার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

১৮১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

১৮২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

১৮৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই অর্ধকাশি ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[অর্ধকাশি থেরী অপদান সপ্তম সমাপ্ত]

৮. পূর্ণিকা থেরী অপদান

১৮৪-১৮৬. পূর্বে আমি বিপশ্বী, শিখী, বেস্‌সভূ, ককুসন্ধ, কোণাগমন ও কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলাম। আমি ছিলাম শীলসম্পন্না, প্রাজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়, বহুশ্রুতা, ধর্মধরা, ধর্মার্থ জিজ্ঞাসাকারী, ধর্মশিক্ষালাভী ও ধর্মের স্বাদলাভী।

১৮৭. একদিন আমি এক বুদ্ধের শাসনে বিশাল জনতার মাঝে দেশনা করছিলাম তখন আমার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই নিজেকে পণ্ডিত শীলবতী বলে অহংকার করেছিলাম।

১৮৮. এই শেষ জন্মে আমি শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর ঘরে এক কম্ভদাসী হয়ে জন্মেছি।

১৮৯. একদিন আমি জল আনার জন্যে ঘাটে গেলে পাপ প্রক্ষালনের আশায় এক ব্রাহ্মণকে প্রবল শীতের মাঝেও স্নান করতে দেখতে পাই। তাকে দেখে আমি বললাম:

১৯০. আমি হচ্ছি কুম্ভদাসী। প্রভুর দণ্ড ও তিরস্কারের ভয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে জল নিয়ে যেতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯১. হে ব্রাহ্মণ, কার ভয়ে আপনি এই প্রচণ্ড শীতেও এত কষ্টের মাঝে জলে স্নান করছ?

১৯২-১৯৩. হে পূর্ণিকা, তুমি যখন আমায় কারণ জিজ্ঞেস করছ, তাই তোমায় বলছি। এই প্রচণ্ড শীতে স্নান করে আমি কুশল কর্ম করছি ও কৃতপাপকর্ম ক্ষয় করছি। বৃদ্ধ হোক আর বালক হোক যে ব্যক্তি জীবনে বহুপাপকর্ম করেছে, সেও এই প্রচণ্ড শীতে স্নানের মাধ্যমে পাপকর্ম হতে মুক্ত হতে পারে।

১৯৪. তখন আমি তাকে পাপ হতে উত্তোরণের জন্যে একটি সদর্থপূর্ণ গাথা বলেছি। তা শুনে তিনি ভীষণ রকম সংবিগ্ন হলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

১৯৫. আমি যখন দাসীকুলে জন্ম নিই তখন আমাকে দিয়ে একশজন পূরণ করা হয়েছে বিধায় আমার নাম রাখা হলো পূর্ণা। তারা আমায় দাসত্ব হতে মুক্তি দিল।

১৯৬. আমি শ্রেষ্ঠীর অনুমতি নিয়ে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি। এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

১৯৭-১৯৮. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

১৯৯. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আর্শীবাদে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২০০. পূর্বকৃত ভাবনা বলে আমি মহাপ্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত হয়ে জন্মেছি। কিন্তু মান-অহংকারের কারণে আমি নীচকুলে জন্মেছি। সেই কর্ম বিনষ্ট হয়নি।

২০১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২০২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২০৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পূর্ণিকা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পূর্ণিকা থেরী অপদান অষ্টম সমাপ্ত]

৯. আম্রপালি থেরী অপদান

২০৪. তখন ষড়রশ্মিতে উজ্জল ফুশ্য মহামুনি ছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর বোন। আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মেছিলাম।

২০৫. তারঁ কাছে ধর্ম দেশনা শুনে অতীব প্রসন্নমনে মহাদান দিয়ে আমি রূপসম্পদ প্রার্থনা করেছিলাম।

২০৬. আজ থেকে একত্রিশ কল্প আগে জগতে লোকপ্রদ্যেৎ, ত্রিলোকশরণ, জিন, লোকাগ্রনায়ক শিখী বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০৭. তখন আমি অরুণ নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে এক বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুণীকে ক্রুদ্ধ মনে অভিশাপ দিয়েছিলাম।

২০৮-২০৯. আমি তাঁকে, 'বেশ্যা, অনাচারিনী, জিনশাসন দূষিতা' বলে তিরস্কার করেছিলাম। সেই পাপকর্মের ফলে আমি বিনিপাত নিয়য়ে গিয়ে মহাদুঃখ ভোগ করেছিলাম। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি মনুষ্যলোকে এক তপস্বিনী হয়ে জন্মেছিলাম।

২১০. আমি দশ হাজার জন্মধরে গনিকা পতিতাবৃত্তি করেছিলাম। দূষিত বিষ পান করার ন্যায় তারপরও আমি সেই পাপ হতে মুক্ত হতে পারিনি।

২১১. আমি কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে ব্রহ্মচর্যা অনুশীলন করেছিলাম। সেই কর্মের ফলে আমি তাবতিংস স্বর্গে জন্মেছিলাম।

২১২. এই শেষ জন্মে আমি ঔপপাতিক সত্ত্ব হয়ে আম্রগাছের এক শাখায় জন্মেছি। তাই আমাকে সবাই **'আম্রপালি'** নামে চেনে।

২১৩. আমি কোটি প্রাণিকুল পরিবৃত হয়ে জিনশাসনে প্রব্রজ্যা নিয়েছি। আমি অচলস্থান নির্বাণ লাভ করেছি। এখন আমি বুদ্ধের ঔরসজাত কন্যা।

২১৪. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২১৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আর্শীবাদে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২১৬. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২১৭. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২১৮. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই আম্রপালি ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[আম্রপালি থেরী অপদান নবম সমাপ্ত]

১০. পেসলা থেরী অপদান

২২০. এই ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু, মহাযশস্বী কাশ্যপ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।

২২১. আমি শ্রাবস্তী নগরে এক উপাসকের ঘরে জন্মেছিলাম। একদিন আমি জিনশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখে তার কাছে ধর্মদেশনা শুনেছিলাম।

২২২-২২৪. তখন আমি সেই বীর বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে শীল গ্রহণ করেছিলাম। একদিন সেই মহাবীর বুদ্ধ মহাজনসমাবেশে নিজের সম্বোধি জ্ঞান লাভের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পূর্বে আমার অশ্রুতপূর্ব দুঃখাদি আর্যসত্যে চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিদ্যালোক উৎপন্ন হয়েছিল।' তা শুনে আমি ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২২৫. সেই সুকৃত কর্মের ফলে ও প্রার্থনা অনুসারে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে আমি তাবতিংস দেবলোকে জন্মেছিলাম।

২২৬. এই শেষ জন্মে আমি এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মেছি। একদিন বুদ্ধের কাছে গিয়ে আর্যসত্য বিষয়ক সদ্ধর্ম শ্রবণ করেছি।

২২৭. তারপর আমি অচিরেই প্রব্রজ্যা নিয়ে সেই আর্যসত্যসমূহ বিশেষভাবে ভেবেছি। সর্বাসব ক্ষয় করে আমি অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

২২৮-২২৯. আমি বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যশ্রোত্র পরচিত্তবিজাননজ্ঞান ও পূর্বানিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দিব্যচক্ষু অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আমার সর্বাসব পরিক্ষীণ হয়েছে। এখন আর আমার কোনো পুনর্জন্ম নেই।

২৩০. বুদ্ধশ্রেষ্ঠের আর্শীবাদে অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভাণ এই চারি প্রতিসম্ভিদায় আমার বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।

২৩১. আমার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হয়েছে, আমার সমস্ত জন্ম বিধ্বংস হয়েছে এবং নাগের ন্যায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করছি।

২৩২. বুদ্ধের কাছে আসাটা আমার অতীব শুভপ্রদ হয়েছে। ত্রিবিদ্যা লাভ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

২৩৩. চারি প্রতিসম্ভিদা ও ষড়াভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি।

ঠিক এভাবেই পেসলা ভিক্ষুণী এই গাথাগুলো ভাষণ করেছিলেন।

[পেসলা থেরী অপদান দশম সমাপ্ত]

[ক্ষত্রিয়া বর্গ চর্তুথ সমাপ্ত]

স্মারক-গাথা

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী, ও উৎপলদায়িকা থেরী,
সিঙ্গালমাতা, সুক্কা, অভিরূপ ও অর্ধকাশি;
পূর্ণা, আম্রপালি ও পেসলা থেরী,
মোট দু শ তেত্রিশটি গাথায় এই বর্গ সমাপ্ত।

অতঃপর বর্গের স্মারক-গাথা:

সুমেধা, একোপোসথা, কুণ্ডলকেশী ও ক্ষত্রিয়া,
এক হাজার তিনশ সাতচল্লিশটি গাথা হয়েছে গ্রন্থিত।
তবে স্মারক-গাথাসহ মোট গণনা করলে
এক হাজার তিন শ সাতান্নটি গাথা হয়েছে বিধৃত।

[থেরী অপদান সমাপ্ত]

[অপদান সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com